বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের আত্মজীবনী

Bengali translation

of

The Autobiography of Benjamin Franklin

বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের আত্মজীবনী

পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ

ভবানী মুখোপাধ্যায়

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭
জুন, ১৯৬০
প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২
ছেপেছেন
সুশীলকুমার ঘোষ
মনোরম প্রিণ্টার্স
৪০এ, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
কলকাতা-৬

টুইফোর্ড, অ্যাট দি বিশপ অব্‌
সেণ্ট অ্যাসাফস্‌, ১৭৭১

প্রিয়তম পুত্র,

আমার পূর্বপুরুষদের সম্পর্কিত ছোটখাটো কিংবদন্তী সংগ্রহে আমার চিরদিনই আগ্রহ আছে। হয়ত তোমার স্মরণে আছে যে তুমি যখন আমার সঙ্গে ইংলণ্ডে ছিলে তখন আমি আমার যেসব আত্মীয় তখনও বর্তমান তাঁদের মধ্যে এ সম্বন্ধে কিভাবে অনুসন্ধান করেছি। এই কাজের জন্য আমাকে নানা জায়গায় যেতে হয়েছে। আমার ধারণা আমার জীবনের কাহিনী সম্বন্ধে তোমার অনুরূপ কৌতূহল থাকা সম্ভব, সে ঘটনাবলীর অনেকখানি তোমাদের আজও অজানা। আমার বর্তমান পল্লীনিকেতনের বিশ্রামাগারে বিরামবিহীন অবসর-ভোগ কালে তোমার জন্য তাই সেসব কথা লিখতে বসেছি। এছাড়া আরো কয়েকটি কারণ আমাকে এই কর্মে প্রেরণা দিয়েছে। দারিদ্র্য এবং নগন্যতার মধ্যে আমায় জন্ম, বাল্য জীবনের দিনগুলি কেটেছে তারই ভিতর। সেই অবস্থা থেকেই আমার কিছু পরিমাণে সমৃদ্ধি ঘটেছে। জগৎ সংসারে আমার কিঞ্চিৎ খ্যাতিও আছে। জীবনের পরিণত কালেও সেই সৌভাগ্য আমার নিত্য-সহচর, সুতরাং আমার উত্তরপুরুষরা হয়ত কিভাবে আমি সাফল্য লাভ করেছি তা জানতে উৎসুক হবে (ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার জীবন সার্থক হয়েছে), অনুরূপ অবস্থার সম্মুখীন হলে হয়ত তারা আমার জীবন-ধারা অনুকরণীয় মনে করতে পারে।

যখন সেই কথা ভাবি, আমার এই সৌভাগ্য আমাকে এই কথা বলতেই প্রলুব্ধ করে যে যদি সম্ভব হত তাহলে আবার শুরু থেকে শেষ অবধি সেই পুরাতন জীবন যাপনে আমি রাজি হতাম; লেখকরা যেমন তাঁদের গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের দোষ ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ পান কেবল সেই সুযোগই গ্রহণ করতাম।

এই পুনরাবৃত্তি ঘটা যখন সম্ভব নয় তখন সকল জীবিত মানুষের জীবনে যা ঘটে সেইভাবে সব কথা আবার নতুন করে স্মরণ করাই শ্রেয়, এবং এই স্মৃতিচারণকে সুদৃঢ় করার পন্থা হল তা লিপিবদ্ধ করে রাখা।

এই কাজে হাত দিয়ে আর সব বৃদ্ধেরা যা করে থাকেন, যে প্রবণতা তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক, অর্থাৎ নিজেদের সম্পর্কেই এবং নিজেদেরই কর্মের কথা বলা, আমিও তাই করব; আমার বয়সের প্রতি সম্মানবশত যাঁরা ক্লান্তি বোধ করলেও আমার বক্তব্য শুনতে কিঞ্চিৎ বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়েন,

তাঁদেরও সুবিধা, কারণ তাঁরা ইচ্ছা করলে আমার এই লেখা পড়তেও পারেন, না পড়তেও পারেন। আর সর্বশেষে (স্বীকার করাই শ্রেয়, কারণ অস্বীকৃতি কারো কাছে বিশ্বাসযোগ্য হবে না) এই কথা বলা ভাল যে আমার অহমিকাও হয়ত কিছু পরিমাণে তৃপ্ত হবে। প্রকৃতপক্ষে, অহমিকা প্রকাশ না করেই আমি বলতে পারি, এই মুখবন্ধের পর আত্মম্ভরিতা প্রকাশ না করতে কাউকে দেখিনি। নিজেদের চরিত্রে যে ত্রুটিই থাক, অপরের মুখে অহমিকার প্রকাশ বেশিরভাগ লোকই ভাল মনে গ্রহণ করতে পারে না। আমি কিন্তু সর্বদাই তার যথাযোগ্য মর্যাদা দান করে থাকি। আমার মনে হয়, যাঁর আছে তাঁর পক্ষে এবং যাঁরা তাঁর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের পক্ষেও এ ত্রুটি কোন-কোন সময়ে বরং কল্যাণকর। মানুষ যদি ঈশ্বরকে জীবনের অনেক রকম সুখ সুবিধার মত তার অহমিকার জন্যও ধন্যবাদ দান করে, তাহলে একেবারে হাস্যকর বলে তা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অতঃপর আমি ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জানাই, যথেষ্ট বিনয় সহকারে আমি স্বীকার করি যে আমার অতীত জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমি দৈব শক্তির কাছে ঋণী; তার দ্বারা চালিত হয়েই আমি সাফল্যের পথের সন্ধান পেয়েছি। এই ধারণার বশে আশা হয় (যদিও আমার এই ধারণা হওয়া উচিত নয়) যে এই শুভ শক্তি আমার ধারাবাহিক সমৃদ্ধির সহায়ক হবে কিংবা আমাকে নিদারুণ প্রতিকূল অবস্থা সহ্য করার শক্তি দান করবে; আরো অনেকের মত আমার জীবনেও সেই অবস্থার উদ্ভব অসম্ভব নয়। আমার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের আকৃতি একমাত্র তাঁরই অজ্ঞাত নয়, আমাদের দুঃখের দিনে আশিস দানের শক্তিরও তিনিই অধিকারী।

আমার এক খুড়োমশাই একদা আমার হাতে কিছু পুরাতন কাগজপত্র দিয়েছিলেন—আমার মতই পারিবারিক কিংবদন্তী সংগ্রহে তাঁর আগ্রহ ছিল। সেইসব কাগজপত্র মারফত পূর্বপুরুষ-সংক্রান্ত কিছু তথ্যাদি সংগ্রহ করি। এই তথ্য থেকে জানতে পারি যে এঁরা সবাই একই গ্রামে ত্রিশ একর নিষ্কর জমির উপর বসবাস করতেন—নর্দামটনশায়ারের সেই গ্রামটির নাম একটন। প্রায় তিনশো বছর তাঁরা এই সম্পত্তি বহাল তবিয়তে খোশমেজাজে ভোগ দখল করেছিলেন,—তার চেয়ে বেশিও হতে পারে, তাঁর জানা নেই। হয়ত এই নামটি বংশগত পদবি হিসাবে ব্যবহৃত হয়, এর আগে এই নামটি এক বিশেষ সম্প্রদায়ের নাম হিসাবেই চালু ছিল। সারা সাম্রাজ্যে তখন পদবি গ্রহণের রেওয়াজ শুরু হয়েছে।*

* 'ফ্র্যাঙ্কলিন' কথাটি যে প্রাচীন এক সম্প্রদায়ের নাম হিসাবে ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল তার প্রমাণস্বরূপ জাজ ফরটেস্কর De laudibus Legum Angliae গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এই গ্রন্থ আনুমানিক ১৪১২ খ্রীঃ রচিত। এই গ্রন্থের অংশবিশেষ থেকে জানা যায় যে ইংলণ্ডের যে-কোন অঞ্চলে ভাল জুরি (বিচারক) সহজেই পাওয়া সম্ভব।

এই সামান্য বিষয়-সম্পত্তি থেকে সংসারযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব নয় বলে তাঁদের কামারশালা চালাতে হত; আমাদের বংশে আমার জ্যাঠামশায়ের আমল পর্যন্ত তাই চলেছে। বাড়ির বড ছেলেকে এই ব্যবসা শিক্ষা দেওয়া হত, তিনি এবং আমার পিতৃদেব বাড়ির বড ছেলেদের জন্য এই প্রচলিত রীতি পালন করেছেন। আমি যখন একটনের খাতাপত্র থেকে অনুসন্ধান করছিলাম, তখন আমি দেখেছি যে তাঁদের জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহের হিসাব ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দ থেকে পাওয়া যায়,—আরো আগের কোনও রেজিস্টার স্থানীয় গির্জায় নেই। সেই থেকে জানা গেল যে পাঁচ পুরুষ আগেকার কনিষ্ঠতম সন্তানের বংশের আমি কনিষ্ঠতম সন্তান। আমার পিতামহ টমাস ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। কাজ-কারবার দেখার পক্ষে একেবারে অক্ষম না হওয়া পর্যন্ত তিনি একটনেই ছিলেন, তারপর অক্সফোর্ডশায়ারের ব্যানবারিতে তাঁর পুত্র জনের কাছে গিয়ে বসবাস করেন। সেখানেই আমার পিতামহ মারা যান এবং সেখানেই তাঁকে কবর দেয়া হয়। ১৭৫৮ সালে তাঁর কবরের উপরকার স্মৃতিপ্রস্তর আমরা দেখেছি। এই জনের কাছেই আমার বাবা শিক্ষানবিশি করেছেন। তিনি ছিলেন রঞ্জক। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র টমাস একটনের বাড়িতেই থাকতেন, সেই বাড়ি আর জমি পরে কন্যাকে দান করেন। তিনি ও তাঁর স্বামী, ওয়েলিংবারোর জনৈক ফিশার, সেই বাড়ি বিক্রি করেন মিঃ ইস্‌টেডকে। এই মিঃ ইস্‌টেড এখন এখানকার জোতবাড়ির মালিক।

আমার পিতামহের চার সন্তান বড হয়েছিলেন। তাঁদের নাম যথাক্রমে টমাস, জন, বেঞ্জামিন এবং জোশিয়া। কাগজপত্র কাছে নেই, তাই স্মৃতির উপর নির্ভর করে যথাসম্ভব বিবরণ দিচ্ছি ; আমার অবর্তমানে সেইসব যদি লুপ্ত না হয় তাহলে তার মধ্যে তুমি আরো অনেক তথ্য পাবে।

টমাস তাঁর পিতৃদেবের কাছে কর্মকারের কাজ শিখেছিলেন, উদ্ভাবনী প্রতিভা থাকার ফলে (সব ভাইকটির প্রকৃতিই এমন প্রতিভা-সম্পন্ন ছিল) স্থানীয় প্যারিশের মুখ্য বাসিন্দা পামারের কাছে লিপিকারের কর্মে আপনাকে পারদর্শী করেন। পরে কাউন্টি বা পল্লী অঞ্চলের কাজেকর্মে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দান করেন। এই কাউন্টির বা নর্দামটনশায়ারের কিংবা নিজের গ্রামের সকল প্রকার জনহিতকর কর্মে তিনি সংযুক্ত ছিলেন, একটনে এমন অনেক ঘটনার কথা আমাদের বলা হয়েছিল। শোনা গেল যে লর্ড হ্যালিফ্যাক্স তাঁকে বিশেষ স্নেহ করতেন ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। আমার জন্মের ঠিক বার বছর আগে ৬ই জানুয়ারি ১৭০২ তারিখে তাঁর মৃত্যু ঘটে। বয়স্করা তাঁর গুণপনা সম্পর্কে যেসব কথা বলতেন তার সঙ্গে আমার চরিত্রের অনেক সাদৃশ্য

'এই দেশে ভূস্বামীদলে পরিপূর্ণ, সামান্যতম অঞ্চলও পাওয়া যায় না সেখানে নাইট, এস্‌কোয়ার বা ভূস্বামী নেই। এঁদের সাধারণভাবে 'ফ্র্যাঙ্কলিন' বলা হয়। এঁদের জমিজমা প্রচুর, এছাড়া আরো অনেক নিষ্কর সম্পত্তি ভোগকারী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও আছেন, যাঁরা উপযুক্ত 'জুরি' হওয়ার যোগ্য।'

থাকায় তোমরা বিস্মিত হয়েছ। তুমি বলেছিলে যে 'উনি যদি চার বছর পরে মারা যেতেন, তাহলে সবাই বলত যে তাঁর পুনর্জন্ম ঘটেছে।' জন শিক্ষা পেয়েছিলেন রঞ্জক হিসাবে। বোধহয় পশম রঞ্জন করতেন। বেঞ্জামিন সিল্ক রাঙাতেন। লণ্ডনে তিনি শিক্ষানবিশি করতেন, তিনিও প্রতিভাধর মানুষ ছিলেন।

তাঁকে আমার বেশ মনে আছে, কারণ আমার শৈশব কালে বোস্টনে আমার বাবার কাছে তিনি একবার এসেছিলেন, এবং কয়েক বছর সেখানেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার পিতৃদেবের বরাবর একটা প্রীতির সম্পর্ক ছিল। আমি তাঁর গড্-সন, তিনি আমার ধর্ম-পিতা; অনেক দিন বেঁচে ছিলেন তিনি। তাঁর কবিতার দু-ভল্যুম পাণ্ডুলিপি আছে। তার মধ্যে কয়েকটি বন্ধু ও আত্মীয়দের উদ্দেশ্যে রচিত। আমাকে প্রেরিত একটি কবিতা নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত করছি:

আমার স্বনামধারীকে—

তার যুদ্ধ করবার বাসনা-সম্পর্কিত সংবাদ লাভে লিখিত।

তারিখ—৭ই জুলাই ১৭১০:

বেন, লড়াই বড় সর্বনাশা কর্ম,
তরবারি গড়েছে অনেক, আবার মেরেছেও অনেক,
তরবারিতে অনেকের পতন, বেশি কিন্তু ওঠে না,
অনেককে দরিদ্র করে, কিছু হয় ধনী,
আর জ্ঞানী হয় আরো কম মানুষ।
নগর এবং শহর মাঠ পরিপূর্ণ হয় খুনে,
গর্বের বর্ম, অলসের বক্ষক,
অনেক নগরী, আজ যা সমৃদ্ধ,
হয়ত আগামী কাল আনবে তার সর্বনাশ,
বাড়বে অভাব, বাড়বে জ্বালা।
বিধ্বংসী সমরের ফসল,
বিধ্বস্ত সম্পদ, পাপ, ভগ্ন দেহ আর ক্ষত,
দুঃখ আর দুর্দশার পুঞ্জীভূত গ্লানি॥

বে—শ শান্ত-শিষ্ট হবে বাপ মার কাছে,
ন—ব-নব কর্ম প্রতিদিন করে যাবে ঠিক, মজিও না
জা—নোয়ার-সম যেন গর্ব আর লোভ মোহ-পঙ্কে।
মি—ছা কর্মে আপনাকে মুক্ত রাখো যদি,
ন—রশ্রেষ্ঠ হয়ে তুমি রবে ধরামাঝে॥ শোন তবে বলি শোন,
ফ্র্যা—ঙ্কলিন। শয়তান, পাপ আর আত্মজ্ঞান
ক—রে সব মানবকে পশুসম নীচ।
লি—প্ত হয়ে ঈশ্বরের পদতলে, সদা থেকো ধর্মভাবে,
ন—রশ্রেষ্ঠ হয়ে তুমি রবে ধরামাঝে।

তিনি শর্টহ্যাণ্ড, বা নিজস্ব উপায়ে সংক্ষিপ্তভাবে লেখার একটা উপায়

উদ্ভাবন করেছিলেন। আমাকেও তা শিখিয়েছিলেন, উপযুক্ত চর্চার অভাবে আমি এখন তা ভুলে গেছি। তিনি খুব ধার্মিক ছিলেন, শ্রেষ্ঠ যাজকদের উপদেশ-সভায় তিনি একনিষ্ঠভাবে যোগদান করতেন এবং নিজস্ব পদ্ধতি অনুসারে তাঁদের বক্তৃতার অনুলিপি গ্রহণ করতেন; এইভাবে কয়েক খণ্ড উপদেশমালা সংগৃহীত হয়েছিল। রাজনীতিতেও তাঁর বেশ জ্ঞান ছিল, তাঁর পক্ষে একটু অতিরিক্তই বলতে হবে। সম্প্রতি লণ্ডনে থাকা কালে তাঁর কিছু সংগ্রহ আমার হাতে আসে, দেখি যে ১৬৪১ খ্রীঃ থেকে ১৭১৭ খ্রীঃ পর্যন্ত জনসাধারণ-সংক্রান্ত নানাবিধ ব্যাপারের পুস্তিকা তিনি সংগ্রহ করে রেখেছিলেন। বইগুলোর ক্রমিক সংখ্যা দেখে মনে হয় এ সমস্ত বইএর অনেকগুলিই, আট খণ্ড বড সাইজের আর চব্বিশ খণ্ড কোয়ার্টো এবং অক্টেভো (চার পেজি এবং আট পেজি) সাইজের বই, পাওয়া যায় নি। বইগুলো জনৈক পুরোনো-বই-ব্যবসায়ীর হাতে পড়ে, আমি তাঁর খরিদ্দার হিসাবে পরিচিত ছিলাম; তিনি সেই খণ্ডগুলি আমার কাছে নিয়ে এলেন। মনে হল আমার খুড়োমশাই আমেরিকা যাওয়ার সময় ওগুলি এইখানে রেখে গিয়ে থাকবেন, সে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। তাঁর অনেক মন্তব্য মার্জিনে লেখা আছে লক্ষ্য করেছি। তাঁর পৌত্র স্যামুয়েল ফ্র্যাঙ্কলিন এখনও বোস্টনে বাস করেন।

আমাদের সাদাসিধে পরিবার অতি গোড়ার দিকে রিফর্মেশনের সংস্কার গ্রহণ করেছিল। মেরির রাজত্বকালে রোম্যান ক্যাথলিকত্বের বিরোধিতার জন্য মাঝে-মাঝে বিপদে পড়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রটেস্ট্যাণ্টই থেকে গেলেন। ওঁদের একটি ইংরেজি বাইবেল ছিল, সেটিকে অতিশয় গোপনে পরম নিরাপদে রাখা হত,—তার চারপাশে ফিতে জড়ানো থাকত, কাঠের মলাট। আমার অতি-বৃদ্ধ-প্রপিতামহ যখন পরিবারবর্গের কাছে এই বাইবেল পাঠ করে শোনাতেন তখন দোরগোড়ায় ছেলেদের কেউ দাঁড়িযে পাহারা দিত আদালতের পেয়াদা আসছে কি না দেখার জন্য। এই পেয়াদা ধর্মীয় আদালতের কর্মচারী। দেখলে তখনই সেই কাঠের মোড়কওলা পদার্থটি মাটিতে নামিয়ে রাখা হত—যেন কিছুই নয়, একটা আসবাব মাত্র; অর্থাৎ বাইবেলটা গোপন করা হত। এই কাহিনী আমি শুনেছি আমার বেঞ্জামিন খুড়োর কাছে। দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকাল পর্যন্ত আমাদের পরিবার চার্চ অব্ ইংলণ্ড-ভুক্ত ছিল। তারপর যে কয়েকজন যাজক নন-কনফর্মিটি রাষ্ট্র অনুমোদিত ধর্মের বিরোধিতার জন্য বিতাড়িত হয়েছিলেন এবং নর্দামটনশায়ারে যাঁদের কনভেণ্ট ছিল, বেঞ্জামিন এবং জোশিয়া তাঁদেরই অনুসারী হয়ে রইলেন, বাকি যাঁরা, এপিসকোপ্যাল চার্চের অধীনেই রয়ে গেলেন।

আমার পিতৃদেব জোশিয়া অল্পবয়সে বিবাহ করেন। তিনি তাঁর তিনটি

* রিফর্মেশন—পাশ্চাত্য ক্রিশ্চান মতবাদের গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে এর সূচনা, এর ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রোটেস্ট্যাণ্ট চার্চের উৎপত্তি হয়।

সন্তান এবং স্ত্রী-সহ ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে নিউ-ইংলণ্ডে চলে এলেন। সেই সময় কনভেণ্টগুলি আইনগতভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এবং প্রায়ই তাদের উপর উপদ্রব করা হত। তাঁর পরিচিত কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এই নিউ ইংলণ্ডে চলে আসার জন্য দৃঢসঙ্কল্প হয়েছিলেন, তাঁরা তাঁকেও অনুগমন করার জন্য অনুরোধ জানান, এমন দেশে তাঁরা যেতে চান যেখানে নিজস্ব বিশ্বাস-মত ধর্মমত পালন করা যাবে অবাধ গতিতে। এই স্ত্রীর গর্ভে আমার পিতার আরো চারটি সন্তান লাভ হয় এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে আরো দশটি। সব জড়িয়ে সতেরটি। এঁদের মধ্যে তেরটিকে একত্রে তাঁর টেবলে বসতে দেখেছি, আমার স্মরণে আছে। এঁরা সকলেই বড় হয়ে বিবাহাদি করেন। পুত্র হিসাবে আমিই সর্বকনিষ্ঠ, দুটি মেয়ে ছাড়া সকলেরই ছোট। নিউ-ইংলণ্ডের বোস্টন শহরে আমার জন্ম।

দ্বিতীয়া স্ত্রী অর্থাৎ আমার জননীর নাম এবিয়া ফোলগার, নিউ-ইংলণ্ডের প্রথমদিককার বাসিন্দাদের অন্যতম পিটার ফোলগারের কন্যা। এই অঞ্চলের ধর্মীয় ইতিহাসে তাঁর কথা সসম্মানে উল্লিখিত হয়েছে কটন ম্যাথার-কৃত Magnalia Christi Americana নামক গ্রন্থে। যতদূর স্মরণে আছে এই গ্রন্থে তাঁকে ধর্মভীরু ও শিক্ষিত ইংরেজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি শুনেছি তিনি কয়েকটি সাময়িক নিবন্ধও লিখেছিলেন, তার মধ্যে একটি মুদ্রিত হয়েছিল—আমি অনেক বছর আগে তা দেখেছি। সমকালীন প্রচলিত ছন্দ ও রুচি অনুযায়ী রচিত এই পদ্যটি তখনকার কালে সরকারি কর্মে যাঁরা অধিষ্ঠিত তাঁদের উদ্দেশ্যে ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে রচিত। বিবেকের মুক্তি ঘোষণা করে, অ্যানাব্যাপটিস্ট, কোয়েকার প্রভৃতি যারা নির্যাতন ভোগ করেছেন তাঁদের সপক্ষে এই কবিতাটি লিখিত হয়। তিনি এই জাতীয় নির্যাতনকে ইণ্ডিয়ান যুদ্ধ ও আর যে-সব বিপর্যয় দেশে ঘটেছে তার কারণ স্বরূপ মনে করেছেন এবং এ সমস্ত বিপর্যয়কে দেখেছেন এ ধরনের অপকর্মের জন্য ঈশ্বরের অভিশাপ হিসাবে। তাঁর মতে এই জাতীয় অনুদার আইন অবিলম্বে প্রত্যাহার করা কর্তব্য। আমার কাছে এই অংশটুকু পুরুষত্বব্যঞ্জক এবং মধুর সারল্যে পূর্ণ মনে হয়েছে। শেষের দিকের ছয় লাইন মনে আছে, গোড়ার দু-লাইন বিস্মৃত হয়েছি,—সে দুই লাইনেব অর্থ এই যে এই কবিতা সদিচ্ছা-প্রণোদিত, সুতরাং লেখক হিসাবে তাঁর নাম প্রকাশিত থাকুক :

'অন্তর হতে ঘৃণা কবি আমি
নিন্দুক নাম নিতে,
শেরবোর্ন শহব, যেথায় আমাব বাস
সেই স্থান হতে,
মোর নাম লিখি তাই।
অপরাধ নিয়ো নাকো,—
তোমা সবাকাব প্রকৃত মিত্র,
পিটার ফোলগার॥'

আমার বড় ভায়েরা সবাই বিভিন্ন কর্মে শিক্ষানবিশি নিয়েছিল। আট বছর বয়সে আমাকে 'গ্রামার স্কুলে' (পাঠশালা-জাতীয়) ভর্তি করা হল। আমার পিতার বাসনা যে আমাকে চার্চের সেবায় আমার ভ্রাতৃবৃন্দের দশমাংশ হিসাবে (tithe) উৎসর্গ করবেন। অতি অল্প বয়সেই পড়াশোনায় আমার আগ্রহ দেখে (নিশ্চয়ই অতি অল্প বয়স, কারণ আমার স্মরণ নেই যে কত বয়স থেকে পড়াশোনা শুরু করেছি), এবং তাঁর বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে আমি যে কালে একজন পণ্ডিত হব এই উৎসাহ-বাক্য শুনেই তিনি এই সঙ্কল্প সমর্থন করলেন। তাঁর সেই শর্টহ্যাণ্ডে লেখা উপদেশাবলীর সব খণ্ডগুলি তিনি আমার প্রয়োজনে লাগতে পারে ভেবে আমাকে দেবেন বললেন, প্রস্তাব করলেন, আমিও যেন শর্টহ্যাণ্ড শিখি। এক বছরেরও কম সময় আমি গ্রামার স্কুলে কাটালাম। সেই সময়ের মধ্যে আমি ক্লাসের মাঝামাঝি থেকে সেই ক্লাসেরই শীর্ষস্থানে উন্নীত হলাম, সেখান থেকে আবার উপরের ক্লাসে উঠলাম। বছরের শেষে আমার তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়ার কথা। কিন্তু বিরাট পরিবারের ভার মাথার উপর নিয়ে আমার পিতৃদেব আমার কলেজীয় শিক্ষার ব্যয় বহন করতে পারলেন না। তা ছাড়া আমার সাক্ষাতেই তাঁর এক বন্ধুকে বললেন, শিক্ষা গ্রহণ করলেও ধর্মীয় জীবনে তার সামান্যই সুযোগ পাওয়া যায়। প্রাথমিক সঙ্কল্প ত্যাগ করে তাই তিনি আমাকে গ্রামার স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লেখা এবং অঙ্কের জন্য তখনকার কালের জনৈক বিখ্যাত ব্যক্তি মিঃ জিও. ব্রাউনেল যে স্কুল করেছিলেন সেইখানে ভর্তি করলেন। মিঃ ব্রাউনেল অতিশয় কুশলী শিক্ষক ছিলেন এবং শিক্ষকতা-কর্মে সার্থকতা অর্জন করেছিলেন; তাঁর শিক্ষাপদ্ধতি মৃদু এবং উৎসাহব্যঞ্জক। তাঁর নির্দেশে অতি অল্পকালেই আমি ভাল হাতের লেখা লিখতে শিখলাম, কিন্তু পাটীগণিতে আমি ফেল করলাম, কিছুই উন্নতি করতে পারলাম না।

দশ বছর বয়সে পাঠ সাঙ্গ করে পিতৃদেবকে তাঁর ব্যবসায়ে সাহায্য করার জন্য আমাকে বাড়িতে আনা হল। তাঁর ব্যবসা হল চর্বি গলিয়ে মোমবাতি করা আর সাবান সিদ্ধ করা। এই ব্যবসা তিনি গোড়া থেকে শিক্ষা করেন নি, নিউ ইংলণ্ডে এসে আরম্ভ করেছিলেন; কারণ তাঁর রঞ্জকের ব্যবসার তেমন চাহিদা ছিল না, পরিবারবর্গ পোষণের পক্ষে তা ছিল অকিঞ্চিৎকর। সুতরাং আমি মোমবাতির জন্য সলিতা কাটি, ছাঁচে মোম ঢেলে মোমবাতি তৈরি করি, দোকানে বসি, ফাইফরমাস খাটি, ইত্যাদি।

এই ব্যবসা আমার ভাল লাগছিল না এবং সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার বাসনা হচ্ছিল; আমার পিতৃদেব কিন্তু তার বিরোধী। যাই হোক, জলের ধারে বাস, তাই আমি জলের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত হয়ে রইলাম। অতি অল্পবয়সে ভাল-রকম সাঁতার ও নৌকা চালনা শিখলাম। অন্য ছেলেদের সঙ্গে নৌকা নিয়ে ভাসলে আমাকে তা চালাতে হত—বিশেষত কোনরকম অসুবিধা হলে তো

কথাই নেই। অন্য অনেক সময় আমিই বালকদলের নেতা, অনেক সময় তাদের নিয়ে জিনিসপত্র সারানোর কর্মেও লিপ্ত হতাম। এর মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাক, কারণ এই দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের অল্প বয়সে জনহিতকর কর্মে আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যাবে, যদিও সে কাজ উপযুক্তভাবে তখন পরিচালিত হয় নি।

একটা নোনা জলার খানিকটা ঘিরে একটা ছোট পুকুরের মত করা হয়েছিল, সেই বাঁধে দাঁড়িয়ে আমরা জোয়ারের সময় মাছ ধরতাম। অনেক হাঁটা-হাঁটির ফলে জায়গাটা প্যাচপেচে ও কাদায় কাদা হয়ে গেছল। আমি আমার সঙ্গীদের বললাম যে একটা জেটি মত তৈরি করতে হবে, তার উপর দাঁড়িয়ে আমরা মাছ ধরব। আমি তাদের দেখালাম, অদূরে কেউ পাথরের পাহাড় করে রেখেছে—বাড়ি বানানোর জন্য। ঐ থেকেই আমাদের জেটি তৈরি হবে। একেবারে আমাদের প্রয়োজনের উপযুক্ত হবে। কথা-মত সেই সন্ধ্যায় মজুররা বাড়ি চলে যেতেই আমরা সব খেলার সাথী একত্রিত হয়ে পিঁপড়ের সারের মত শ্রেণীবদ্ধ হয়ে, কখনও বা দু-তিন জনে এক-একটি পাথর উঠিয়ে নিয়ে শেষ পর্যন্ত সমস্ত পাথর দিয়ে আমাদের সেই ছোট্ট জেটি তৈরি করলাম। পরে এই কর্মের হোতা কারা তা অনুসন্ধান করা হল, সহজেই আমরা ধরা পড়লাম। আমাদের অভিভাবকদের কাছে অভিযোগ পৌছালো, অনেকেই নিজ-নিজ পিতৃদেবের কাছে তিরস্কৃত হল। আমরা আমাদের এই কর্মের প্রয়োজনীয়তা বোঝানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার বাবা বললেন—যা সৎ প্রচেষ্টা নয় তা কখনই উপকারে লাগে না।

তোমরা হয়ত জানতে চাও আমার পিতৃদেব কি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার এবং সুগঠিত, মধ্যমাকৃতির গঠন; তবে, বেশ সুদৃঢ় এবং সুসংবদ্ধ। তাঁর উদ্ভাবনী শক্তিও ছিল। বেশ ভাল ছবি আঁকতে পারতেন, কিছু গানও জানতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মধুর এবং উদাত্ত, মাঝে মাঝে দিনের কাজ শেষ করে সন্ধ্যার দিকে তিনি যখন বেহালার সুরে প্রার্থনা-মন্ত্র বাজিয়ে গান ধরতেন, তখন ভারি ভাল লাগত। যান্ত্রিক কাজকর্মও তাঁর কিছু-কিছু জানা ছিল, সময় বিশেষে অপর কারিগরের যন্ত্রাদিও বেশ সহজেই ব্যবহার করতে পারতেন। কিন্তু তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল তার অতি সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি এবং বিধান-ব্যবস্থা সম্বন্ধে সুগভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি; ব্যক্তিগত জীবনেও এ বিষয়ে তাঁর অপরিসীম দক্ষতা লক্ষ্য করেছি। এ কথা সত্য যে সাধারণের ব্যাপারে তিনি আত্মনিয়োগ করতে পারেন নি,—বিরাট পরিবার, তাদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এবং নিজের অবস্থার জন্য তাঁকে নিজস্ব ব্যবসা-কর্মেই ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। তবে, আমার স্মরণে আছে, বহু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি শহরের বিভিন্ন ব্যাপারে পরামর্শ গ্রহণের বা যে চার্চের তিনি অন্তর্ভুক্ত সেই চার্চের বিষয়ে কোন সমস্যার উদ্ভব হলে সমাধানের উদ্দেশ্যে ছুটে আসতেন।

তাঁর বিচার এবং উপদেশের প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা লক্ষ্য করেছি। কোনরূপ সঙ্কটে বা ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধানেও অনেকে উপদেশ নিতে আসতেন। অনেক সময় দুটি বিবদমান দলের তিনি সালিশি করতেন। খাবার টেবলে তিনি সর্বদাই কোনও জ্ঞানী বন্ধু বা প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ করতে ভালবাসতেন, লক্ষ্য রাখতেন সেইসব আলোচনা যেন এমন ভঙ্গীতে প্রবাহিত হয় যাতে তা তাঁর সন্তানদের পক্ষে কল্যাণকর হয়। এই উপায়ে তিনি সংসারে এবং জীবনে কি ন্যায়, মঙ্গলকর, এবং গ্রহণযোগ্য সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। টেবলে যে খাদ্যদ্রব্য থাকত তার প্রতি তাঁর কোন নজর থাকত না, আহার্য দ্রব্য সাজানো ভাল হযেছে কি মন্দ, সময় ও কালোপযোগী কি না, তার আঘ্রাণ সুন্দর কি বিশ্রী, এর চেয়ে ওটা ভাল কি মন্দ, গ্রহণযোগ্য কি বর্জনীয়, এসব আলোচনাই হত না। এর ফলে আমার মন এমন গড়ে উঠেছিল যে টেবলে কি খানা দেওয়া হল না-হল সে বিষয়ে উদাসীন ছিলাম। এ বিষয়ে আমি এমনই অনবহিত যে আজ পর্যন্ত আহারের কয়েক ঘণ্টা পরেও কি কি যে খেযেছি বলতেই পারব না। ভ্রমণকালে এর ফলে আমার অনেক সুবিধা হয়েছে; আমার সঙ্গীরা আহারের রুচি অরুচি, ভাল মন্দ ইত্যাদি বিষয়ে খুঁতখুঁতে হওয়ায বড অস্বস্তি বোধ করতেন।

আমার মার শরীরটাও এমনিই ভাল ছিল। তাঁর এই দশটি সন্তানকেই তিনি স্তন্যদান করেছেন। আমার বাবা বা মাকে কোনও অসুখে ভুগতে দেখিনি, শুধু মৃত্যুকালে যা ভুগেছেন। বাবার মৃত্যু হয়েছে উননব্বুই বছরে আর মার মৃত্যু হয়েছে পঁচাশি বছরে। বোস্টনে ওঁদের পাশাপাশি কবরস্থ করা হয়েছে, সেখানে কয়েক বছর হল আমি একটা মর্মর ফলক বসিয়েছি; তাতে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে:

জোশিয়া ফ্র্যাঙ্কলিন
আর আবিয়া, তাঁব সহধর্মিণী
এইখানে কবরস্থ হয়ে আছেন।
পঞ্চান্ন বছব বিবাহ বন্ধনে তাঁবা সুখে বাঁধা ছিলেন।
সম্পত্তি ছিল না, ছিল না বিত্তবহুল কর্ম,
নিয়ত পবিশ্রম আব ক্লেশ কবে
তাঁরা অতি স্বচ্ছন্দে এবং সুখে প্রতিপালন কবেছেন
এক বিরাট পবিবাব।
তেবটি ছেলেমেয়ে, সাতটি নাতিনাতনি
সম্মানে পালিত হয়েছে।
এই দৃষ্টান্ত থেকে পাঠক আপনার কর্মে প্রেবণা লাভ করুন।
ঈশ্ববে বিশ্বাস হারাবেন না।
জোশিয়া ছিলেন ধর্মপবায়ণ বিবেকবান পুরুষ,
আবিয়া ছিলেন ধর্মশীলা পুণ্যবতী রমণী।

তাঁদের কনিষ্ঠতম পুত্র
জনক-জননীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশত
তাঁদের পবিত্র স্মৃতিতে এই
প্রস্তরখণ্ড স্থাপিত করছে।

জে, এফ্. ॥ জন্ম ১৬৫৫—মৃত্যু ১৭৪৪—বয়স ৮৯ ॥
এ, এফ্. ॥ জন্ম ১৬৬৭—মৃত্যু ১৭৫২—বয়স ৮৫ ॥

আমার এই বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা প্রকাশেই বুঝতে পারছি যে আমি বৃদ্ধ হয়েছি। আগে আমি আরো সুসংবদ্ধভাবে লিখতে পারতাম, তবে, ঘরোয়া পরিবেশে মানুষ সে রকম পোশাক পরে না যা প্রয়োজন পাবলিক 'বল-'এর বা প্রকাশ্য নাচ গানের মজলিসে। হয়ত বা এ আমার অবহেলা-জনিত ত্রুটি।

আগের কথায় ফিরে আসা যাক। আমার পিতার কারবারে এইভাবে প্রায় দু-বৎসর নিযুক্ত থাকলাম, বারো বছর বয়স পর্যন্ত। আমার ভাই জনকে বাবা এই কাজ শিখিয়েছিলেন ; সে আমার বাবাকে ত্যাগ করে, বিবাহ করে রোডস আইল্যাণ্ডে গিয়ে বসবাস শুরু করল। চর্বি-গলানো ও মোম তৈরির কারবারেই আমি যেন জড়িয়ে পড়লাম, দাদা জনের খালি জায়গাটায় পাকাপাকি বসে গেলাম। কিন্তু এই কাজে আমার মন লাগছিল না, আমার বাবাও বুঝছিলেন যে আমার মনোমত কোন একটা কর্মে আমাকে না বসাতে পারলে আমি কোনদিন বাড়ি থেকে পালিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দেব, আমার ভাই জোশিয়া যেমন করেছে। তিনি তাতে বিশেষ বিরক্ত হয়েছিলেন। আমাকে তিনি পালাক্রমে ছুতার, কুম্ভকার, কাঁসারি, রাজমিস্ত্রি প্রভৃতির কাজ দেখতে নিয়ে যেতেন। আমার কোন্ দিকে ঝোঁক সেদিকে লক্ষ্য রেখে সেই কাজে আমাকে বসানোর চেষ্টা করতেন, যেন আমি সমুদ্রে পাড়ি না দিয়ে মাটিতেই আটকে থাকি। ভাল কারিগরকে তার যন্ত্রপাতি চালাতে দেখতে আমার বরাবরই ভাল লাগত। এর ফলে বাড়িতে ছোট-খাটো কাজ আমি নিজেই করে নিতে পারতাম, আমার পক্ষে ভালই হয়েছিল। মজুর না পেলে নিজেই কাজ করে নিতাম। অনেক সময় নিজের পরীক্ষাদির জন্য নিজেই নিজের মন থেকে ছোটখাটো কল-কব্জা তৈরির চেষ্টা করতাম। শেষ পর্যন্ত আমার বাবা স্থির করলেন আমাকে ছুরি কাঁচি নির্মাণের কাজ শেখাবেন—আমার বেঞ্জামিন খুড়োর ছেলে স্যামুয়েল লণ্ডন থেকে কাজ শিখে এসে বোস্টনে কারবার ফেঁদেছেন। তিনি কিন্তু শিক্ষানবিশির মাশুল স্বরূপ যে টাকা চাইলেন তা আমার বাবার কাছে বিশেষ অপ্রীতিকর মনে হল, আবার আমাকে বাড়ি ফিরিয়ে আনলেন।

ছোটবেলা থেকেই আমার পড়াশোনায় গভীর আগ্রহ। যা কিছু সামান্য অর্থ পেতাম, তা দিয়ে বই কিনতাম। সমুদ্রযাত্রার প্রতিও আমার অত্যন্ত আগ্রহ। প্রথমেই সংগ্রহ করলাম বিভিন্ন খণ্ডে সম্পূর্ণ বুনিয়ানের গ্রন্থাবলী। পরে সেই বইগুলি বিক্রি করে বার্টনের ঐতিহাসিক সংগ্রহ কিনলাম।

বইগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি চ্যাপম্যান-সংস্করণের। শস্তা দামের বই, মোট চল্লিশ-পঞ্চাশ খানা। আমার বাবার ক্ষুদ্র পাঠাগারে শুধু বিতর্কমূলক ধর্মীয় গ্রন্থাদিই ছিল। তার প্রায় অধিকাংশই আমি পড়েছিলাম। এখন আমার মাঝে মাঝে দুঃখ হয় যে জ্ঞান পিপাসা যখন এত প্রবল ছিল, তখন আরো কিছু উপযুক্ত বই আমার হাতে পড়ে নি। কারণ, তার আগেই ধর্মীয় কর্মে আমি যে উৎসর্গীকৃত হব না তা স্থির হয়ে গেছল। এইসব গ্রন্থাদির মধ্যে ছিল প্লুটার্কের Lives বা 'জীবনীসমূহ'। আমি এই বইটি প্রাণ ভরে পড়েছি; আমার এখনও মনে হয় যে তাতে আমার খুবই উপকার হয়েছে। ডিফোর একখানি বই ছিল, তার নাম Essay on Projects, আর-একটি গ্রন্থ ছিল ডঃ মাথের রচিত, Essays to do Good। এইসব গ্রন্থাদি আমার চিন্তাধারা এভাবে রূপায়িত করেছিল যে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের অনেকগুলি প্রধান ঘটনা সম্পূর্ণভাবে তারই দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

পড়াশোনার দিকে এই আগ্রহ দেখে আমার পিতৃদেব স্থির করলেন যে আমি মুদ্রাকর হব,—আমার আর-এক ভাই জেম্‌স্ ইতিমধ্যেই এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিল। ১৭২৭ সালে ইংলণ্ড থেকে প্রেস এবং অক্ষর সংগ্রহ করে এনে বোস্টনে সে একটি প্রেস বসিয়েছিল। আমার বাবার চাইতেও এই কর্ম আমার অনেক বেশি মনে লেগেছিল, তবে, তখনও সমুদ্রের মোহ আমার কাটেনি। আমার এই জাতীয় মনোভঙ্গীর পরিচয় জানা থাকায় আমার বাবা আমাকে আমার ভাই-এর কারবারে যুক্ত করার জন্য অধৈর্য হয়ে উঠলেন। কিছুকাল এড়িয়ে চলার পর অবশেষে আমাকে দলিলাদি সই করতে হল,—তখন আমার বয়স মাত্র বারো বছর। একুশ বছর বয়স পর্যন্ত আমাকে অবৈতনিক শিক্ষানবিশ হিসাবে কাজ করতে হবে, শেষ বছরে আমি শুধু দিন-মজুরের বেতন পাব। অল্পকালের মধ্যেই ব্যবসায়ে আমি বেশ উন্নতি করলাম, আমার ভাই-এর কাজে বিশেষ সহায়ক হলাম। এখন আরো অনেক সদ্‌গ্রন্থ আমার নাগালে এল। প্রকাশকদের শিক্ষানবিশদের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় মাঝে মাঝে কিছু বই পেতাম, আমি সে বই সযত্নে পাঠ করে অতি সত্বর পরিষ্কার অবস্থায় ফেরত দিতাম। অনেক সময় ঘরে বসে রাতের বেশি অংশটুকু গ্রন্থপাঠেই কাটিয়ে দিতাম, কেননা সন্ধ্যায় বই নিয়ে প্রভাতেই ফেরত দিতে হবে, নইলে কর্তৃপক্ষ মনে করবেন সেটি হারিয়েছে বা পাওয়া যাচ্ছে না।

জনৈক জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ব্যবসায়ী, মিঃ ম্যাথু অ্যাডাম্‌স্ আমাদের প্রিন্টিং হাউসে মাঝে মাঝে আসতেন। তাঁর সুন্দর পুস্তক-সংগ্রহ ছিল, পুস্তকপাঠে আমার এই আগ্রহ দেখে কিছুকাল পরে তাঁর পাঠাগার দেখতে নিমন্ত্রণ করলেন এবং আমার রুচি অনুযায়ী কিছু-কিছু বই পড়তে দেওয়ার প্রস্তাব করলেন। আমার তখন কবিতার দিকে ঝোঁক, নিজেও কয়েকটি ছোটখাটো

কবিতা লিখেছি। আমার দাদা ভাবতেন হয়ত এর মূল্য হবে, তাই আমাকে তিনি উৎসাহিত করতেন। আমাকে দুটি সামরিক গাথা রচনা করতে প্ররোচিত করেন। সেদুটি গাথা কবিতার একটির নাম Lighthouse Tragedy—কাপ্তেন ওয়ার্দিলেক এবং তাঁর দুই কন্যার জাহাজডুবির বিয়োগান্ত কাহিনী—আর অন্যটির নাম, Sailor's Song on the Taking of the Famous Teach or, Blackbeard, the Pirate—পথের পাঁচালি ঢঙে রচিত অতি নিকৃষ্ট ধরনের কবিতা। সেগুলি ছাপা হওয়ার পর তিনি আমাকে সেগুলি বিক্রি করার জন্য পাঠালেন। প্রথম কবিতাটি ভীষণ বিক্রি হল: ঘটনাটি টাটকা, তা ছাড়া তা নিয়ে খুব হৈ-হৈ হয়েছিল। এই সাফল্যে আমার অহমিকা পরিতৃপ্ত হল। কিন্তু আমার বাবা আমাকে নিরুৎসাহিত করলেন, আমার সমগ্র কর্মটি তিনি উপহাস করে বললেন যে যারা কবিতা লেখে তাদের ভিক্ষা করে খেতে হয়। এইভাবেই আমি কবি হওয়া থেকে, সম্ভবত অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের কবি হওয়া থেকে বেঁচে গেলাম। আমার জীবনে গদ্য রচনা কিন্তু বিশেষ কার্যকরী হয়েছিল এবং আমার উন্নতির এই প্রধানতম পথে, আমার এ বিষয়ে বিশেষ যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও কিভাবে যে আমি দক্ষতা অর্জন করেছিলাম তা তোমাকে বলব।

আমাদের শহরে আর-একজন গ্রন্থকীট ছেলে ছিল, তার নাম জন কলিন্‌স্। আমার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা ছিল। অনেক সময় আমাদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে। তর্ক-বিতর্কে আমরা বড়ই আনন্দ পেতাম, একে অপরকে প্রতিবাদ করে পুলকিত হতাম। এই ধরনের কলহ অবশ্য বড বেয়াড়া স্বভাবে পরিণত হয়। মানুষকে সঙ্গী হিসাবে অনেক সময় পরিহরণীয় করে তোলে। এতদ্বারা শুধু যে আলাপ আলোচনা তিক্ত হয়ে ওঠে তা নয়, এর ফলে বিরক্তি, এমনকি বন্ধুদের মধ্যে শত্রুতা পর্যন্ত সৃষ্টি হতে পারে। আমার বাবার ধর্মমতের বিরোধী মত সংক্রান্ত গ্রন্থপাঠে আমার এই জ্ঞান হয়েছিল। শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই ফাঁদে পা দেন না, তবে, উকিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডা, কিংবা এডিনবরায় মানুষ হয়েছেন যাঁরা তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। স্ত্রীলোকদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, তাঁদের শিক্ষাদানের যৌক্তিকতা এবং তাঁদের শিক্ষাগ্রহণের সামর্থ্য সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন একবার কিভাবে যেন কলিন্‌স্ এবং আমার মধ্যে শুরু হয়েছিল। কলিন্‌স্ বলেছিল এই ব্যবস্থা অযৌক্তিক, মেয়েদের স্বাভাবিক কারণেই শিক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা নেই। আমি অপর পক্ষ ধরে, নিছক তর্কের খাতিরেই তর্ক করতে লাগলাম। কলিন্‌স্ কিন্তু সুন্দর বলেছিল; তার ভাষা ও শব্দ-সম্পদ প্রচুর, এবং সময়-সময় আমার মনে হচ্ছিল যে তার যুক্তির চাইতে ভাষার তোড়েই আমি যেন পরাজিত হয়ে পড়ছিলাম। বিষয়টির নিষ্পত্তি না হওয়ার পূর্বেই আমরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হলাম এবং বেশ কিছুকাল আর উভয়ের মধ্যে দেখাশোনা নেই। আমি আমার যুক্তিগুলি লিখে ফেললাম,

তারপর সেগুলি পরিষ্কারভাবে লিখে তাকে পাঠিয়ে দিলাম। সে জবাব দিয়েছিল, আমিও প্রত্যুত্তর দান করেছি। এইভাবে তিন চারখানি চিঠি-চালাচালি হওয়ার পর আমার পিতৃদেবের নজরে পড়ল, তিনি সেইগুলি পড়ে ফেললেন। আমার বাবা বিতর্ক বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ না করেই আমার লিখনভঙ্গি নিয়ে মন্তব্য করলেন যে আমার প্রতিবাদীর চাইতেও আমার বানান শুদ্ধ এবং নির্দিষ্ট (প্রিন্টিং প্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তা সম্ভব হয়েছিল), তবে, আমার প্রকাশভঙ্গি অতিশয় দুর্বল, ভাষা যথেষ্ট মধুর এবং সহজবোধ্য নয়। তিনি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখালেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে আমি যা সত্য তা পেলাম, আমার লিখনশৈলী সম্পর্কে অধিকতর সতর্ক হলাম। লিখনশৈলীর উন্নতি করার জন্য আমি দৃঢ়সঙ্কল্প হলাম।

এই সময় একখণ্ড Spectator পত্রিকা আমার হাতে এল। এর আগে কখনও এই পত্রিকা দেখিনি। আমি পত্রিকাটি কিনে বার-বার পড়লাম। পড়ে বড় আনন্দ পেলাম। লেখা বড় ভাল মনে হল; সেই লেখা অনুকরণ করতে সচেষ্ট হলাম। সেই উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ বেছে নিয়ে প্রতিটি প্রবন্ধের মূল বক্তব্য লক্ষ্য করতে লাগলাম; কয়েকদিন ফেলে রেখে, বই না দেখেই সেই ভাববস্তু বিস্তারিতভাবে উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগে লেখার চেষ্টা করলাম। আমার মূল Spectator-এর সঙ্গে তুলনা করলাম। কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করলাম, সেগুলি সংশোধন করলাম। দেখলাম আমার শব্দ-সম্পদ কম, শব্দ স্মরণে রাখা এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে ব্যবহার করার শক্তি কম; মনে হল যদি কবিতা লেখা অভ্যাস না ত্যাগ করতাম তাহলে হয়ত এই জ্ঞান অর্জন সহজ হত, কেননা সমার্থক শব্দ নিয়তই সন্ধান করতে হত, মিলের খাতিরে উপযুক্ত আকারের শব্দ খুঁজতাম; সেইভাবে বিভিন্ন শব্দ আমার মনে গেঁথে থাকত, আমি পারদর্শী হয়ে উঠতাম। সেই কারণে আমি Spectator থেকে কিছু গল্প নিয়ে তাকে পদ্যে রূপান্তরিত করতে লাগলাম। কিছুকাল পরে এই সমস্ত গল্পের গদ্য যখন ভুলে যেতাম তখন আবার তাদের পদ্য থেকে গদ্যে রূপান্তরিত করতাম। আবার অনেক সময় অনেক কথা সংগ্রহ করে আমি খিচুড়ি করে ফেলতাম, কয়েক সপ্তাহ পরে আবার সেগুলিকে সম্পূর্ণ বাক্য করে আমার রচনা সম্পূর্ণ করতাম। এইভাবে চিন্তাধারার পারম্পর্য স্থিরীকরণে আমার পক্ষে সহায়ক হত। মূলের সঙ্গে আমার রচনার পার্থক্য তুলনা করে সংশোধন করতাম, অনেক ভুল ত্রুটি লক্ষ্য করা যেত। মাঝে মাঝে কিন্তু দেখতাম যে আমার সমগ্র পদ্ধতিটার কিছু উন্নতি হয়েছে কিংবা ভাষারও; এর ফলে আমার মনে সাহস হল যে হয়ত কালে আমি চলনসই গোছের লেখক হতে পারব; সেই বিষয়েই ছিল আমার গভীর উচ্চাভিলাষ।

এইসব অনুশীলন এবং কাজ কর্মের জন্য আমি সময় স্থির করে নিয়েছিলাম: হয় সব কাজ শেষ করার পরে, কিংবা সকাল বেলা কাজ আরম্ভ করার আগে।

রবিবার দিনটিও প্রিন্টিং হাউসে একা থাকায় কাজ করার সুবিধা হত; সেদিন যতদূর পারতাম সাধারণ লোকের সঙ্গে সমবেত প্রার্থনা এড়িয়ে চলতাম। যতদিন বাবার তাঁবে ছিলাম ততদিন কর্তব্য হিসাবে এই কাজ করতে হত। আজও অবশ্য আমি এটা এক কর্তব্য মনে করি; কিন্তু তা পালন করার মত যথেষ্ট সময় আমার নেই।

ষোল বছর বয়সে একটি গ্রন্থ হাতে এল : লেখকের নাম ট্রাইয়ন, নিরামিষ ভোজ্যের উপকারিতা তাতে বর্ণিত। আমি স্থির করলাম যে নিরামিষ ভোজনই গ্রহণ করব। আমার ভাই তখনও অবিবাহিত, আর তাঁর শিক্ষানবিশের দল অন্য এক ভদ্রলোকের পরিবারে আহারাদি করতেন। মাংসাহারে আমার অনিচ্ছা এবং আপত্তি তাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক হত, ফলে আমাকে অনেক সময় আমার এই বৈশিষ্ট্যের জন্য তিরস্কার শুনতে হয়েছে। ট্রাইয়নের পদ্ধতি অনুসারে দু-একটি ভোজ্য দ্রব্য তৈরি করতে শিখলাম : যেমন, আলুসিদ্ধ, ভাত, দ্রুত পুডিং, প্রভৃতি। তারপর আমার দাদাকে বললাম যে সপ্তাহে আমার খোরাকি বাবদ যে টাকা লাগে তার অর্ধেক যদি আমাকে দেওয়া হয়, তাহলে আমি নিজেই রেঁধে নেব। তিনি তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন। আমি অল্পকালেই দেখলাম যে তিনি যা দেন, তার অর্ধেক আমি বাঁচাতে পারি। বই কেনার জন্য এ আমার এক অতিরিক্ত সঞ্চয়। এতে আরো একটা সুবিধা আমার হল, আমার দাদা এবং আর সকলকে আহারের জন্য অন্যত্র যেতে হত প্রিন্টিং হাউস ছেড়ে, আমি একাকী থাকতাম সামান্য যা হয় কিছু গলাধঃকরণ করে (কখনও তা একখণ্ড বিস্কুট, কিংবা একটুকরো রুটি, একমুঠো কিসমিস, কিংবা দোকানের পেস্ট্রি আর এক গ্লাস জল,—এই ছিল আহার্য-তালিকা) ওরা না আসা পর্যন্ত পড়াশোনায় কাটিয়ে দিতাম। মিতাহারী হওয়ার ফলে এবং মদ্যপান না করার জন্য আমার মাথা আরো পরিষ্কার হয়ে গেল এবং অতি দ্রুত এবং সহজেই পড়াশোনার কাজে অগ্রসর হতে লাগলাম। অঙ্কে অজ্ঞতার জন্য আমি মাঝে-মাঝে লজ্জায় পড়েছি, স্কুলেও দু-বার ও বিষয়ে ফেল করেছি। ফলে আমি ককারের অঙ্কের বই কিনে নিয়ে অতি সহজেই নিজেই সব অঙ্ক করে ফেললাম। সেলার এবং স্টার্মির নৌবিদ্যা-সম্পর্কিত গ্রন্থও পড়লাম, তার ভিতর যে সামান্য জ্যামিতি ছিল তাও শিখলাম। তবে, ঐ শাস্ত্রে আর বেশি অগ্রসর হতে পারিনি। এই সময় লকের On Human Understanding নামক গ্রন্থটি এবং মেসার্স ডু পোর্ট রয়্যালের The Art of Thinking পড়ে ফেললাম।

আমার ভাষার উন্নতি বিধানে যখন আমি দৃঢ়সঙ্কল্প, একটি ইংরেজি গ্রামার আমার হাতে এল (সম্ভবত গ্রীনউডের লেখা), তার শেষদিকে ছন্দপ্রকরণ এবং লজিক সম্পর্কে দুটি ছোট স্কেচ ছিল। লজিকের স্কেচটির পরিসমাপ্তি ঘটেছে সক্রেটিসের পদ্ধতি সম্পর্কিত একটি বিতর্কে। এর কিছুকাল পরেই আমি

জেনোফোনের Memorable Things of Socrates নামক গ্রন্থটি কিনলাম, সেই গ্রন্থে এই পদ্ধতির অনেক উদাহরণ ছিল। আমি তা পড়ে মুগ্ধ হলাম, তা গ্রহণ করলাম; আমার যুক্তি, তর্ক-বিতর্ক সব ত্যাগ করে সরল জিজ্ঞাসুর ভূমিকা গ্রহণ করলাম। শ্যাফ্‌টস্‌বেরি এবং কলিন্‌স্‌ পাঠ করে সেইকালে আমি সংশয়বাদী হয়ে উঠেছিলাম—সব বিষয়ে সন্দেহ, আমাদের ধর্মীয় মতবাদ সম্পর্কেও আমার এই মনোভঙ্গী। আমি দেখলাম যে এই পদ্ধতি আমার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ আর যাদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে তাদের পক্ষে বিশেষ অস্বস্তিকর; এই কারণে এতে আমি আনন্দ পেলাম, ক্রমান্বয়ে তা অভ্যাস করতে লাগলাম এবং আমার চাইতে অধিকতর জ্ঞানবান মানুষকেও কৌশল সহকারে এমন অবস্থায় ফেলতে লাগলাম যা তাঁদের পক্ষে আশাতীত। এমন সঙ্কটে তাঁদের ফেলতাম যে তার হাত থেকে তাঁরা সহজে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারতেন না। এমনভাবে বিজয় লাভ করতাম যে আমি বা আমার কর্মের পক্ষে তা আশাতীত। কয়েক বছর ধরে এই পদ্ধতি চালালাম, তারপর ক্রমে তা ছেড়ে দিলাম; শুধু অতিশয় বিনয় সহকারে আপন বক্তব্য প্রকাশের কৌশলটুকু আয়ত্তে রাখলাম, যেসব কথায় আপত্তি হওয়া সম্ভব সেখানে 'নিশ্চিন্ত', 'নিঃসন্দেহ' বা ঐ জাতীয় অন্য কোনও শব্দ যা মন্তব্যে নিশ্চিতত্ব এনে দেয় তা ব্যবহার করতাম না, সেই জায়গায় বরং 'আমার মনে হয়', 'আমার মতে', 'আমার ধারণায়', 'এই-এই কারণে এ কথা মনে করতে পারি', 'যদি আমার ভুল হয়ে না থাকে তাহলে এই—' ইত্যাদি ব্যবহার করতাম। এই অভ্যাস, আমার ধারণা, আমার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়েছিল—বিশেষত প্রতিপক্ষকে যখন আমার মতে টানতে হত তখন আমার কোনও বিশেষ মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায়। আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য যেখানে হয় 'জানানো', বা 'জানা', বা 'প্রসন্ন করা', বা 'উপরোধ করা', আমার মনে হয় শুভ-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তাঁদের শক্তি কোনমতে হ্রাস করবেন না, কারণ এ কথা নিশ্চিত, যে সবজান্তা ভাব বিরক্তি উৎপাদন করছে না—এমন দৃষ্টান্ত কদাচিৎ পাওয়া যায়। এই সবজান্তা ভাবের ফলে বিরোধিতা বৃদ্ধি পায়, এবং যে উদ্দেশ্যে আমাদের কণ্ঠে ঈশ্বর বাণী দিয়েছেন সেই উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। প্রকৃতপক্ষে অপরকে শিক্ষা দেবার সময় সোজাসুজিভাবে মতবাদ প্রকাশ করলে হয়ত বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হবে, এবং তার প্রতি যে দৃষ্টি পড়া উচিত তা পড়বে না। অপরের জ্ঞান থেকে যদি শিক্ষা লাভ করতে চাও, সংস্কার চাও, নিজের মতবাদকেই চরম এবং সুদৃঢ় মনে করে এই ভাব প্রকাশ করবে না। ভব্য এবং জ্ঞানী মানুষ, যাঁরা প্রতিবাদ পছন্দ করেন না, হয়ত তোমার ভ্রান্তি সম্পর্কে তোমাকে কিছুতেই সচেতন করবেন না। এই মনোভঙ্গি দ্বারা কোনমতেই মনে কোরো না যে তোমার শ্রোতাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে কিংবা যাদের সমর্থন আশা কর তাদের স্বমতে আনতে পারবে।

অ্যালেকজাণ্ডার পোপ স্থায়তই বলেছেন :

Men must be taught as if you taught them not,
And things unknown propos'd as things forgot.

তিনি আরো উপদেশ দিয়েছেন :

To Speak, though sure, with seeming diffidence.

আর একটি কবিতার সঙ্গে যা যুক্ত করেছেন, কিঞ্চিৎ অনুপযুক্ত হলেও সেই লাইনটিও যোগ করতে পারতেন :

For, want of modesty is want of sense.

যদি প্রশ্ন কর কেন অনুপযুক্ত প্রয়োগ হয়েছে তাহলে সেই দুটি লাইনের এখানে পুনরাবৃত্তি করছি :

Immodest words admit of no defense,
For want of modesty is want of sense.

বিচারবুদ্ধির অভাবই কি (মানুষ যেখানে এতই হতভাগ্য যে তার এই বিচারবুদ্ধি নেই) তার বিনয়ের অভাবের কারণ নয় ? স্থায়সঙ্গতভাবে লাইন-দুটির নিম্নলিখিত পাঠ হওয়া উচিত :

Immodest words admit but this defense,
That want of modesty is want of sense.

অবশ্য এই বিচারের ভার শুভ বুদ্ধির উপর ছেড়ে দিচ্ছি।

আমার ভাই ১৪২০ কিংবা ১৪২১ খ্রীস্টাব্দে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করলেন। আমেরিকার সেটি দ্বিতীয় সংবাদপত্র, তার নাম হল The New England Courant, আগে প্রকাশিত পত্রিকাটির নাম The Boston News-letter. আমার মনে আছে তাঁর কয়েকজন বন্ধুবান্ধব এই কাজটি গ্রহণ না করতে অনুরোধ করেছিলেন, কারণ এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করবে না ; তাঁদের মতে আমেরিকার পক্ষে একটি সংবাদপত্রই যথেষ্ট। আজ ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে অন্তত পঁচিশখানি সংবাদপত্র আছে, তার কম নয়। তিনি কাজটি গ্রহণ করলেন, আমার কাজ হল গ্রাহকদের কাছে কাগজটি পৌছানো,—কম্পোজ করা এবং পৃষ্ঠাগুলি ছাপাও আমার কাজ ছিল। দাদার কয়েকজন প্রতিভাধর বন্ধু ছিলেন, তাঁরা ছোটখাটো রসালো সংবাদ এই সংবাদপত্রের জন্য লিখতেন ; তার ফলে কাগজের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল, চাহিদা বাড়ল। এইসব ভদ্রমহোদয়গণ মাঝে-মাঝে আমাদের প্রেসে আসতেন। তাঁদের কথাবার্তা, তাঁদের লেখা এবং কাগজ কিভাবে প্রশংসা পাচ্ছে শুনে আমারও সেই সংবাদপত্রের জন্য লেখার বাসনা হত, রীতিমত উত্তেজনা বোধ করতাম। কিন্তু আমার লেখা জানলে আমার দাদা হয়ত তা নাও ছাপাতে পারেন এই সন্দেহে আমি ছদ্মনামে একটি বেনামা রচনা লিখে প্রিন্টিং হাউসের দরজার ভিতর রাত্রিতে রেখে দিলাম। রচনাটি দাদার হাতে পড়ল, তাঁর বন্ধুরা নিয়ম-মাফিক সান্ধ্য আসরে উপস্থিত

হতে তিনি তাঁদের জানালেন। তাঁরা রচনাটি পাঠ করলেন, এবং আমার সামনেই তার প্রশংসা শুরু করলেন; তাঁদের প্রশংসা লাভে আমার মন আনন্দে পূর্ণ হল। তাঁরা অনুমান করতে লাগলেন, রচনাটি কার হতে পারে; যাঁদের নাম উচ্চারিত হল তাঁরা সবাই উচ্চশিক্ষিত ও সদ্‌গুণসম্পন্ন মানুষ। এখন মনে হয় আমার বিচারক-ভাগ্য ভাল ছিল, আর আমি যতটা উঁচুদরের মানুষ মনে করেছিলাম ততটা হয়ত তাঁরা নন। এইভাবে উৎসাহিত হয়ে আমি নিয়মিতভাবে সেই পথেই প্রেসে লেখা পাঠাতাম। সবই অনুমোদিত হত। এই জাতীয় কর্মে আমার উৎসাহ যতদিন অফুরান ছিল ততদিন আমি এইভাবে চালিয়েছি। তারপর আমি আবিষ্কার করলাম, আমার দাদার বন্ধুরা আমাকেই লেখক বলে সন্দেহ করছেন। আমার দাদার অবশ্য এ সমস্ত পছন্দ হয় নি,—এতে আমার অহং বৃদ্ধি পাবে এই তাঁর ধারণা ছিল।

এই সময় থেকেই তাঁর সঙ্গে মতবিরোধ শুরু হল। যদিও আমার ভাই, তবু তিনি মনে করতেন যেন আমার মনিব, আমি তাঁর অ্যাপ্রেন্টিস—শিক্ষানবিশ মাত্র। তাই অপরের কাছে যা প্রাপ্য, আমার কাছেও তাই আশা করতেন। অপরপক্ষে আমি ভাবতাম তিনি আমাকে বড়ই হেনস্তা করছেন,—ভাইয়ের কাছে কিছু অধিক আদর মানুষ আশা করে। আমাদের মতবিরোধ মাঝে মাঝে বাবার কাছে এসে পৌছত। আমার মনে হয় আমার পক্ষে যুক্তি বেশি থাকত বা আমি ওকালতি ভাল পারতাম, যার ফলে বিচারে আমার পক্ষেরই জয় হত। আমার দাদা ছিলেন রাগী, মাঝে মাঝে আমাকে প্রহার করতেন; আমি সেটা একেবারেই ভুল বুঝতাম।

আমার মনে হয় তাঁর এই কঠোর শাসনের ফলে যথেচ্ছ শাসনের বিরুদ্ধে আমার একটা দৃঢ় মনোভাব গড়ে ওঠে যা আমার সমগ্র জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমার এই শিক্ষানবিশি ক্লান্তিকর মনে হত এবং কিভাবে এতে ছেদ আনা যায় তাই চিন্তা করতাম। অপ্রত্যাশিতভাবে একটা সুযোগও পাওয়া গেল।

আমাদের পত্রিকায় প্রকাশিত কি একটা রাজনৈতিক মন্তব্য, এখন আর আমার স্মরণ নেই, বিধান মণ্ডলীকে অসন্তুষ্ট করল। আমার দাদাকে ধরে নিয়ে গিয়ে তিরস্কার করা হল, এবং স্পীকারের পরোয়ানা বলে তাঁর একমাসের কারাদণ্ড হল। মনে হয় নিবন্ধটির লেখকের নাম প্রকাশ না করায় এই দণ্ড হয়। আমাকেও ধরে নিয়ে গিয়ে কাউন্সিলে প্রশ্ন করা হল, এবং যদিও আমার উত্তরে তাঁরা খুশি হতে পারেন নি তবু তাঁরা আমাকে তিরস্কার করেই ছেড়ে দিলেন, হয়ত তাঁরা ভেবেছিলেন যে শিক্ষানবিশ হিসাবে আমার পক্ষে প্রভুর সত্য গোপন রাখাই বড় কথা। আমাদের ব্যক্তিগত বিরোধ বা মতভেদ সত্ত্বেও আমি দাদার এই কারাদণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম। আমার হাতে পত্রিকা পরিচালনার ভার পড়ল, সেই পত্রিকায় অতিশয় সাহসিকতার সঙ্গে

আমি আমাদের শাসকদের নিয়ে বেশ কড়া-কড়া মন্তব্য করলাম। আমার দাদার তা পছন্দ হল বটে, কিন্তু অন্য সবাই মনে করতে লাগলেন যে এক তরুণ প্রতিভা এইভাবে ব্যঙ্গ এবং গালাগালিতেই ঝুঁকে পড়ছে। আমার দাদার মুক্তিলাভের সঙ্গে এক বেয়াড়া হুকুমনামা জারি হল :

James Franklin should no longer print the paper called 'The New England Courant' অর্থাৎ জেমস ফ্র্যাঙ্কলিন আর 'নিউইংল্যাণ্ড কুর‍্যাণ্ট' নামক পত্রিকার মুদ্রাকর থাকতে পারবেন না। এই উপলক্ষে দাদার বন্ধুরা মিলে আমাদের প্রিণ্টিং প্রেসে এক মন্ত্রণা-বৈঠকে বসলেন। কেউ-কেউ প্রস্তাব করলেন পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে হুকুমটা এড়িয়ে যাওয়া হোক। দাদা তাতে অনেক অসুবিধা বিবেচনা করলেন এবং শেষ পর্যন্ত স্থির হল যে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন অতঃপর মুদ্রাকর হিসাবে বিজ্ঞাপিত হবেন; সে যে শিক্ষানবিশ এই কথা প্রকাশ হলে যদি বিধান মণ্ডলী অপর কোনও শাস্তি দান করেন এই ভেবে স্থির হল যে আমার পুরাতন অঙ্গীকার-পত্রটির পিছনে 'দায়মুক্ত' এই কথা লিখে আমাকে শিক্ষানবিশি থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং প্রয়োজন হলে সেটা দেখানো যাবে। তবে, শিক্ষানবিশের বকেয়া মেয়াদটুকু তাঁকে কাজে সাহায্য করার জন্য নতুন চুক্তিপত্র সই করতে হবে, সেটা গোপনে থাকবে। এইসব ব্যবস্থা অতি তুচ্ছ ধরনের, তাহলেও সেইভাবেই সব ঠিক করা হল, আর সংবাদপত্র আমার নামাঙ্কিত হয়ে কয়েক মাস প্রকাশিত হল। পরিশেষে দাদার সঙ্গে নতুন করে মতান্তর ঘটতে লাগল, আমিও স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। ভাবলাম নতুন চুক্তিপত্রটা বার করতে তাঁর সাহস হবে না। এই সুযোগ গ্রহণ করা আমার পক্ষে অবশ্য শোভন হয়নি, আমার জীবনের এই সর্বপ্রথম ভুল। তবে, এই ব্যাপারের মধ্যে যেটুকু অশোভন তা আমার কাছে তেমন বেশি মনে হয়নি, কারণ দাদার ক্রোধের ফলে যে-সব কিল চড় আমার উপর বর্ষিত হত সেগুলি আমার কাছে অধিকতর পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। মানুষ হিসাবে কিন্তু তিনি খারাপ ছিলেন না; আমিই হয়ত তাঁকে চটিয়ে দিতাম।

যখন দেখলেন যে আমি তাঁর প্রিণ্টিং হাউস ত্যাগ করে যাব, তখন তিনি সর্বত্র ঘুরে অন্যান্য প্রিণ্টিং প্রেসের মালিকদের কাছে আমার বিরুদ্ধে বলে এলেন, তাঁরা আমাকে তাই কাজ দিতে নারাজ হলেন। আমি তখন স্থির করলাম ন্যু ইয়র্কে যাব, কাছাকাছির মধ্যে ওখানেই ছাপাখানা ছিল। তা ছাড়া বোস্টন ত্যাগের দিকেই আমার তখন বেশি আগ্রহ, বিশেষত শাসকগোষ্ঠীর কাছে আমি চক্ষুশূল হয়ে পড়েছিলাম। দাদার ব্যাপারে তাঁরা যেরকম এক-তরফা বিচার করেছিলেন তাতে মনে হল, আমি যদি এইখানে থেকে যাই তাহলে শিগগিরই একটা গোল বাধবে, তাছাড়া ধর্ম সম্বন্ধে আমার বিতর্কাদির ফলে সৎ লোকেরা আমাকে নাস্তিক ও বিধর্মী মনে করতে শুরু করেছিলেন।

আমি দৃঢ়সঙ্কল্প, আমার বাবা কিন্তু এখন আমার দাদার সপক্ষে; তাই ভাবলাম সোজাসুজি যদি যেতে চাই তাহলে বাধা পাব। আমার বন্ধু কলিন্‌স্ আমার যাবার আয়োজন করে দেবার ভার নিল। ন্যু ইয়র্কের এক জাহাজের সঙ্গে ব্যবস্থা করে সে আমার যাওয়ার ভাড়া ঠিক করল। সে মিছিমিছি বলল আমি তার পরিচিত জনৈক তরুণ, একটি অসচ্চরিত্র মেয়ের সঙ্গে ফেঁসে গিয়েছি; তার * গুরুজনরা আমাকে বিবাহের জন্য জেদ করছে, আমি তাই প্রকাশ্যে পালাতে পারব না। আমি আমার সব বইপত্র বিক্রি করে কিছু খরচ জোগাড় করলাম। জাহাজে গিয়ে চুপি-চুপি উঠলাম। ভাল বাতাস ছিল, তিন দিনেই ন্যু ইয়র্ক পৌঁছে গেলাম। বাড়ি থেকে প্রায় তিনশো মাইল দূর, সতের বছর বয়স, কোন সুপারিশ নেই, কাউকে চিনি না, পকেটে সামান্য মাত্র টাকা নিয়ে ঘর ছেড়ে এলাম।

সমুদ্র সম্পর্কে আমার যে আগ্রহ ছিল তা এতদিনে নিঃশেষিত, নতুবা এখন সেই ইচ্ছা পূরণের সুযোগ নিতে পারতাম। এখন আমার অন্য পেশা, ভালরকম কাজ কর্ম শিখেছিলাম এই আমার ধারণা; তাই ওখানকার শ্রেষ্ঠ মুদ্রাকর মিঃ উইলিয়াম ব্র্যাডফোর্ডের সঙ্গে দেখা করলাম (তিনি প্রথমে পেনসিলভ্যানিয়ায় প্রিন্টার ছিলেন, সেখানকার গভর্নর জির্যো. কীথের সঙ্গে কলহ হওয়ায় এখানে চলে এসেছেন)। তিনি আমাকে কোন কাজ দিতে পারলেন না—তাঁর কাজ কম, অনেক কর্মচারী। তবে, তিনি বললেন, 'ফিলাডেলফিয়ায় আমার ছেলের প্রধান কর্মচারী অ্যাকুইলা রোজ মারা গেছে, তুমি যদি সেখানে যাও, সে তোমাকে রাখতে পারে।'

ফিলাডেলফিয়া আরো একশো মাইল দূরে। একটা নৌকা ধরে যাত্রা করলাম, আমার মালপত্র পরে জাহাজে পাঠাবার জন্য রেখে গেলাম। উপসাগর পার হওয়ার সময় ঝড়ের মুখে পড়ে আমাদের প্রাচীন পাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল, আমাদের লং আইল্যাণ্ডে নিয়ে গেল; আমরা কিছুতেই হাল ধরতে পারলাম না। পথে একজন মদ্যপ ওলন্দাজ নৌকা থেকে পড়ে গেল, আমি জলে সাঁতার দিয়ে তাকে কোনক্রমে উপরে তুললাম। জলে ডুবে তার নেশা কিছু পরিমাণে ছুটে গিয়েছিল, সে ঘুমিয়ে পড়ল; প্রথমেই কিন্তু পকেট থেকে একখানি বই বার করে আমার হাতে দিয়ে সেটা শুকিয়ে দিতে অনুরোধ জানালো। দেখি যে আমার পুরাতন অতি প্রিয় গ্রন্থ, বুনিয়ানের Pilgrim's Progress, ডাচ্ ভাষায় লিখিত। সুন্দর ছাপা, তার ভিতর তামার প্লেটে কাটা ছবি; মূল ভাষায় এত সুন্দর পরিচ্ছন্ন ছাপা সংস্করণ আমি দেখিনি। পরে জানলাম যে ইউরোপের প্রায় সব ভাষায় গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে, সম্ভবত এক বাইবেল ছাড়া এই গ্রন্থটি সর্বাধিক পঠিত। জনই সর্বপ্রথম বর্ণনা আর সংলাপ একত্রে সংমিশ্রণ করেছেন। এই লিখন-পদ্ধতি

* ফ্র্যাঙ্কলিন মূল গ্রন্থে লিখেছিলেন—'একটি সন্তানবতী দুষ্টা রমণী সঙ্গে আছে।'

পাঠকের কাছে সহজগ্রাহ্য। পাঠকের মনে হয় যেন সংলাপকালে সেও সশরীরে সেখানে উপস্থিত। ডিফো তাঁর Robinson Crusoe, Moll Flanders এবং অন্যান্য গ্রন্থে এই জিনিসটি সার্থকভাবে অনুসরণ করেছেন; রিচার্ডসনও তাঁর Pamela গ্রন্থে অনুরূপ কর্ম করেছেন।

দ্বীপে পৌঁছে দেখলাম, এ এমন জায়গা যে নামবার উপায় নেই, পাথুরে নদীকূলে প্রচণ্ড তরঙ্গ। সুতরাং আমরা নোঙর ফেলে ডাঙার দিকে দড়ি ছুঁড়ে দিলাম। কিছু লোক তীরের গোড়ায় এসে আমাদের সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলেন, আমরাও প্রত্যভিনন্দন জানালাম। কিন্তু জলের আওয়াজ এমনই প্রবল যে কেউ কিছু বুঝলাম না।

তীরের কাছে কয়েকটি ডিঙি ছিল, আমরা ইঙ্গিত করে উদ্ধারের জন্য আবেদন জানালাম। কিন্তু তারা হয় আমাদের ইঙ্গিত বুঝল না, নয় তো এই প্রচেষ্টা অসম্ভব বোধে চলে গেল। রাত্রি ঘনিয়ে আসছিল; আমাদের পক্ষে একমাত্র ধৈর্য ধরে ঝড়ের বেগ হ্রাস পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। ইতিমধ্যে মাঝি আর আমি স্থির করলাম সম্ভব হলে বরং একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক, সুতরাং সেই ওলন্দাজের পাশ ঘেঁসে শুয়ে পড়লাম। তার গা তখনও ভিজে, তা ছাড়া নৌকার উপর থেকে জল চুইয়ে নিচে আসছিল। সুতবাং অবিলম্বে আমরাও তার মত ভিজে গেলাম। এইভাবে সারা রাত্রি শুয়ে রইলাম, বিশ্রামবিহীন অবস্থা। পরদিন ঝড়ের বেগ কমল, আমরা বাতের আগেই অ্যামবয় পৌঁছানোর তোড়জোড় করতে লাগলাম। ত্রিশ ঘণ্টা জলের উপর আছি; আহার্য নেই, পানীয় নেই, আছে অতি কদর্য এক বোতল রাম মদ্য;—যে জলের উপর দিয়ে আমাদের নৌযাত্রা তা লবণাক্ত।

সন্ধ্যার দিকে জ্বরবোধ হল, আমি শুয়ে পড়লাম। কোথায় যেন পড়েছিলাম প্রচুর ঠাণ্ডা জল পান করা জ্বরের পক্ষে ভাল, আমি সেই প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী কাজ করলাম। সারা রাত প্রচুর ঘাম হল, আর জ্বর ছেড়ে গেল। সকালে ফেরি পার হয়ে পায়ে হেঁটে আমার ভ্রমণ সম্পূর্ণ করলাম। ওখান থেকে বার্লিংটন পঞ্চাশ মাইল, সেখান থেকে বোটে করে ফিলাডেলফিয়ার বাকি পথটুকু পার হতে হবে।

সাবা দিন ধরে প্রবল বৃষ্টি হল। আমি বেশ ভিজে গেলাম, সন্ধ্যার দিকে ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। একটা সামান্য সরাইখানায় ঢুকে সারা রাত সেখানে বিশ্রাম করলাম। এখন মনে হতে লাগল বাড়ি ছেড়ে না বেরোলেই ভাল হত। আমার চেহারা এমনই বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল যে সবাই হয়ত আমাকে মনে করত গেরস্ত ঘর থেকে পালানো চাকর-বাকর, এমনকি এই সন্দেহে ধরে হাজতেও দিতে পারত। যাই হোক পরদিন এই সরাই ত্যাগ করে আবার বেরোলাম, সন্ধ্যার সময় আবার একটা সরাই-এ আশ্রয় নিলাম। এই সরাই-এর মালিক ডাঃ ব্রাউন, জায়গাটা বার্লিংটন থেকে আট বা দশ মাইল।

আমার জলযোগের সময় ডাঃ ব্রাউন আমাব সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন, আর যখন দেখলেন যে আমি কিছু পড়াশোনা কবেছি, আমার সঙ্গে অতিশয় সহৃদয় এবং বন্ধুতাপূর্ণ ব্যবহার করলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন এই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি বোধহয় ভ্রাম্যমান ডাক্তার ছিলেন, কেননা ইংলণ্ড বা ইউরোপের এমন কোনও অঞ্চল ছিল না যার কথা বিশেষভাবে তিনি বলতে না পারতেন। তাঁর প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী শক্তি ছিল, তবে, তিনি ছিলেন নাস্তিক এবং এর কয়েক বছর পর বাইবেলকে কদর্য ছডায রূপান্তরিত করেন ; কটন যেমন ভার্জিলের কবিতার অনুকৃতি করেছিলেন, অনেক সেইটা ধরনের।

এইভাবে তিনি বাইবেলীয় বহু তথ্য এমন নক্কারজনক ভঙ্গিতে রূপায়িত করেছিলেন যে ছাপা হলে দুর্বলমস্তিষ্ক মানুষের পক্ষে তা ক্ষতিকর হত। গ্রন্থটি অবশ্য প্রকাশিত হয়নি। তাঁর বাড়িতে সারা রাত পড়ে রইলাম আর পরদিন প্রাতে বার্লিংটন পৌছলাম। সেদিন শনিবার, গিয়ে শুনলাম যে নিয়মিতভাবে যে জাহাজ যায় তা একটু আগে ছেড়ে গেছে, মঙ্গলবারের আগে বোট পাওয়া যাবে না। অতঃপর আমি যে বৃদ্ধাটির কাছে আদা রুটি কিনেছিলাম জলপথে আহারের জন্য তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে তাঁব পরামর্শ চাইলাম। তিনি আমাকে তাঁর বাডিতেই খাওযা থাকা করতে বললেন, যতদিন জাহাজ না জোটে এই বন্দোবস্ত। পায়ে হেঁটে ঘুরে খানিকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, তাই এই আতিথেয়তা গ্রহণ করলাম।

আমি একজন মুদ্রাকর জেনে তিনি আমাকে সেই শহরে থেকেই কাজ চালানোর জন্য অনুরোধ করলেন, কিন্তু মুদ্রণকর্মের শুরুতেই কি যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন তা তাঁর জানা নেই। মহিলাটি অতিশয অতিথিপরায়ণা, আমাকে বাতের আহারে বিশেষ যত্নসহকারে Ox cheek (ষাঁডের চোয়াল—আহার্য হিসাবে উত্তম) পরিবেশন করলেন, বিনিময়ে এক পাত্র 'এল' মদ্য গ্রহণ করলেন মাত্র। আমি ভাবলাম যে মঙ্গলবার পর্যন্ত এইভাবেই থাকতে হবে। যাই হোক, সন্ধ্যার পর নদীর ধারে বেডাতে গিয়ে দেখি একটা নৌকা এল, সেটি ফিলাডেলফিয়া যাচ্ছে—তার উপর কিছু যাত্রীও আছে। ওরা আমাকে নৌকায় নিল। বাতাস না থাকায় সারারাত ধরে আমাদের নৌকা বাইতে হল। প্রায় মধ্যরাত্রে একজন বলে উঠল যে আমরা শহর ছাড়িয়ে এসেছি, আর বাইবাব প্রয়োজন নেই। আমরা তীরে তরী ভেড়ালাম। একটা বাঁকের ভিতর ঢুকে একটি পুরাতন বেডার ধারে নৌকা বাঁধা হল। অক্টোবর মাসের শীতের রাত্রি, বেডার কাঠ নিয়ে আমরা আগুন জ্বালালাম। তখন আমাদের অপর এক সঙ্গী বললে,এটা 'কুপার্‌স্ ক্রীক'—ফিলাডেলফিয়া ছাডিয়ে কিছু দূরে। সেই ক্রীক থেকে বেরিয়েই ফিলাডেলফিয়া দেখা গেল। রবিবার প্রাতে আটটা নটা নাগাদ ফিলাডেলফিয়া পৌছলাম। মার্কেট স্ট্রীট জেটিতে নৌকা ভেড়ানো হল।

আমার যাত্রাপথের বিবরণ একটু বিশদভাবেই দিচ্ছি। আমার সেই শহরে প্রথম প্রবেশ সম্পর্কেও বিস্তারিত বর্ণনা করব, কারণ উত্তরকালে আমি সেইখানে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলাম তার সঙ্গে এই অবিশ্বাস্য সূচনা তুলনা করলে সুবিধা হবে। আমার ভাল জামা কাপড় সমুদ্র-পথে পরে আসবে—কাছে ছিল শুধু কাজের কাপড;—দীর্ঘ যাত্রায় সে কাপড়-চোপড় অত্যন্ত নোংরা হয়ে পড়েছিল। আমি কাউকে চিনি না, কোথায় আশ্রয় পাব জানি না। হেঁটে, নৌকা বেয়ে, বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে আমি অতিশয় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে পড়েছিলাম, আর আমার কাছে ছিল একটি ডাচ্ ডলার আর তাম্র-মুদ্রায় এক শিলিং-এর মত খুচরা। নৌকোওয়ালাকে ভাড়া হিসাবে সেই তামার খুচরাটা দিলাম। সে কিছুতেই নেবে না—কারণ আমি নৌকা বেয়েছি। আমি জোর করেই দিলাম। অল্পবিত্তের মালিক কিছুটা উদার হয়, যার প্রচুর আছে সে সঙ্কীর্ণমনা হয়ে যায়—এর কারণ, পাছে অল্প পুঁজির মানুষ বলে মনে হয়।

আমি রাস্তার গোড়ার দিকে এগিয়ে চললাম। মার্কেট স্ট্রীটের প্রায় কাছাকাছি এসে দেখি, একটা ছেলে রুটি নিয়ে যাচ্ছে। আমি অনেক সময় একখানা রুটি খেয়ে কাটিয়েছি। তাকে প্রশ্ন করলাম কোথায় কিনেছে, তারপর তার নির্দেশ-মত রুটিওয়ালার দোকানে গেলাম। বোস্টনে যেমন বিস্কুট পাওয়া যায়, তাই চাইলাম। ফিলাডেলফিয়ায় তা তৈরি হয় না। আমি একটা তিন পেনি দামের রুটি চাইলাম, শুনলাম তাও পাওয়া যায় না। মূল্য এবং এখানকার ওরকম রুটির নাম না জানা থাকায় বললাম, তিন পেনিতে যা পাওয়া যায় তাই দাও। তৎক্ষণাৎ আমাকে তিনখানা মোটা রুটি দিল। পরিমাণ দেখে বিস্মিত হলেও আমি তা নিলাম,—দু-বগলে দু-খানি নিয়ে একটি ছিঁড়ে খেতে লাগলাম। তারপর মার্কেট স্ট্রীট ধরে ফোর্থ স্ট্রীট পর্যন্ত চললাম,—মিঃ রীডের দোরগোড়া দিয়ে গেলাম—আমার ভবিষ্যৎ স্ত্রীর পিতৃদেব—আর আমার ভাবী স্ত্রী দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলেন আমি কী কুৎসিত-দর্শন ব্যক্তি—সত্যিই তখন আমার সেই আকৃতি। তারপর আমি ঘুরে চেস্টনাট স্ট্রীট ধরে ওয়ালনাট স্ট্রীটের কিয়দংশ পর্যন্ত এলাম। সারা পথ ধরে পাঁউরুটি চিবোতে চিবোতে আসছি, এক সময় দেখলাম মার্কেট স্ট্রীটের জেটির ধারে এসে গেছি, আর সেই নৌকা বাঁধা রয়েছে। আমি পেট ভরে জল পান করার জন্য নৌকায় গেলাম। একটা রুটি খেয়েই পেট ভরে গেছল, বাকি দু-খানি একটি স্ত্রীলোক ও তার ছেলেকে দিয়ে দিলাম। তারা আমার সহযাত্রী, ওই নৌকায় আরো দূরে যাবে। এইভাবে একটু ঠাণ্ডা হয়ে আবার পথ চলতে লাগলাম। অনেক পরিষ্কার সাজ পোশাক পরা ভদ্রলোক তখন পথে চলেছেন, একই দিকে তাঁদের গতিপথ; আমিও তাঁদের সঙ্গ নিলাম। এইভাবে মার্কেটের কাছে কোয়েকারদের বিরাট সভাগৃহে পৌছলাম। ওদের মধ্যে বসে পড়লাম,

তারপর চারিদিকে তাকালাম; রাতের পরিশ্রমের জন্য ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম, কি যে কথা হচ্ছে না শুনেই তৎক্ষণাৎ ঘুমে ঢলে পড়লাম। যতক্ষণ না মীটিং ভেঙেছে আমি ঘুমিয়েছি। তখন একজন দয়া করে আমাকে ডেকে দিলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে, ফিলাডেলফিয়ায় এই গৃহটিতেই আমি প্রথম আশ্রয় পেয়েছি এবং ঘুমিয়েছি।

তারপর নদীর দিকে হাঁটতে লাগলাম। সকলের মুখের পানে তাকাই। জনৈক তরুণ কোয়েকারকে দেখলাম, তাঁর মুখশ্রী ভাল লাগল; তাঁকে অনুরোধ করলাম নবাগতের পক্ষে উপযুক্ত বাসস্থান কোথায় পাওয়া যাবে তার সন্ধান দিতে। আমরা তখন থ্রি ম্যারিনার্সের ফলকের সামনে। তিনি বললেন, 'এখানে নবাগতদের থাকতে দেয়, তবে, জায়গাটার সুনাম নেই,—আপনি যদি আমার সঙ্গে একটু আসতে পারেন তো ভাল জায়গার সন্ধান দিতে পারি।' তিনি আমাকে ওয়াটার স্ট্রীটের 'ক্রুকেড বিলেটে' নিয়ে গেলেন। সেখানে ডিনার পাওয়া গেল। আহারের সময় আমাকে প্রশ্ন করা হল, কারণ আমার বয়স এবং আকৃতি দেখে আমাকে একজন পলাতক বলেই মনে হচ্ছিল। আহারাদির পর আমার নিদ্রাকর্ষণ হল, তারপর বিছানা দেখিয়ে দেওয়ার পর জামা কাপড় না ছেড়েই একেবারে সন্ধ্যা ছ-টা পর্যন্ত ঘুমালাম। তারপর আমাকে রাতের আহার 'সাপার' খাওয়ার জন্য উঠিয়ে দিল। আহারাদি সেরে বেশ তাড়াতাড়ি আবার শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকাল পর্যন্ত গভীর ঘুমে কাটিয়ে, সকালে উঠে পোশাক পরে বেশ সভ্য-ভব্য হয়ে প্রিণ্টার অ্যানড্রু ব্র্যাডফোর্ডের সন্ধানে চললাম। তাঁর দোকানে গিয়ে দেখলাম, ন্যু ইয়র্কে যাঁকে দেখেছিলাম, যিনি তাঁর বাবা, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে। তিনি অশ্বপৃষ্ঠে আমার কয়েক দিন আগেই ফিলাডেলফিয়ায় এসে পৌঁছেছেন। তাঁর ছেলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তিনি আমাকে ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করলেন আমাকে ব্রেকফাস্ট খেতে দিলেন; তবে, বললেন যে বর্তমানে তাঁর লোকের প্রয়োজন নেই, সম্প্রতি একজনকে পেয়েছেন। তবে, এই শহরে আর-একজন নতুন মুদ্রাকর হয়েছেন, তাঁর নাম কীমার, তাঁর হয়ত প্রয়োজন হতে পারে। যদি কাজ না পাওয়া যায় তাহলে আমি ওঁদের বাড়িতেই থাকতে পারি; যতদিন না পুরো কাজ দেওয়া সম্ভব হয়, ওঁরা অল্প-সল্প কাজ যা প্রয়োজন হবে তা আমাকে করতে দেবেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন তিনি স্বয়ং আমার সঙ্গে নতুন মুদ্রাকরের কাছে যাবেন। তারপর তাঁর সঙ্গে দেখা হতে তাঁকে মিঃ ব্র্যাডফোর্ড বললেন, 'আপনি আমার প্রতিবেশী, আপনার জন্য এই ছেলেটিকে এনেছি; হয়ত আপনার কারবারের প্রয়োজনে এই রকম একটি ছেলে লাগতে পারে।'

ভদ্রলোক আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন, একটা কম্পোজিং স্টিক হাতে

ধরিয়ে দিয়ে আমি কি রকম কাজ জানি দেখলেন। তারপর বললেন, শিগগিরই আমাকে হয়ত নিয়ে নেবেন, তবে, উপস্থিত কোন কাজ নেই। তারপর বৃদ্ধ ব্র্যাডফোর্ডকে এই শহরেরই তাঁর অপরিচিত কোন নাম-করা লোক মনে করে তাঁর উপস্থিত কাজ এবং তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন; এদিকে ব্র্যাডফোর্ডেব পরিচয় না নিযে, তিনি অপর মুদ্রাকরের পিতা তা না জেনে, কীমার যখন বললেন তিনি শিগগিবই এখানকার সব কাজ পাবেন আশা কবেন, তখন বৃদ্ধ ব্র্যাডফোর্ড সংশয় প্রকাশ কবে মনের কথা জেনে নিলেন। কী তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তি, কী তাঁর কৌশল, কী তাঁর আশা! আমি তাঁদের কথোপকথন শুনতে শুনতে ভাবছিলাম, একজন রীতিমত পাকা ব্যবসাদার আব অপর ব্যক্তি একেবাবে নভিস, এই কর্মে সবে হাতেখড়ি। ব্র্যাডফোর্ড আমাকে কীমারের কাছেই রেখে গেলেন, তাই আমি তাঁর পরিচয় দিতে কীমার বিশেষ বিস্মিত হলেন।

দেখলাম কীমারের সম্পত্তির মধ্যে আছে একটা পুরাতন এবং ভগ্ন মুদ্রাযন্ত্র আর কিছু ভাঙা ইংরেজি টাইপ। তিনি নিজেই তখন তা ব্যবহার করছিলেন, —অ্যাকুইলা রোজের এক 'এলিজি' (শোক-গাথা) কম্পোজ করছিলেন। এর কথা আগেই উল্লেখ করেছি: চমৎকার চরিত্রের এক প্রতিভাসম্পন্ন যুবক, শহরের অতিশয় শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি; বিধানমণ্ডলীর সেক্রেটারি এবং উচ্চাঙ্গের কবি। কীমারও কবিতা লিখতেন, তবে তা অতি এলোমেলো ভঙ্গির। 'লিখতেন' বললে ঠিক হবে না, তিনি একেবারে মাথা থেকেই রচনা কবে তা সঙ্গে সঙ্গে টাইপ সেট কবে কম্পোজ কবে ফেলতেন। তাঁর কোন কপি থাকত না; মাত্র একজোড়া টাইপ কেস, আর এলিজিতে তার সব-কটা অক্ষরই বোধহয লাগে; কাজেই তাঁর সাহায্য কে করবে। আমি তাঁর প্রেসটিকে ঠিক করার চেষ্টা করলাম (এ পর্যন্ত কেউ সেটি ব্যবহার করেনি, আর তিনি এ বিষয়ে কিছুই বুঝবেন না)। তাঁকে বললাম, মেশিন ঠিক হলেই তাঁর এলিজি আমি ছেপে দেব। ফিরে এলাম ব্র্যাডফোর্ডদের কাছে। তাঁরা সামান্য কাজ দিলেন, আমি সেখানেই আহার ও বাসস্থান পেলাম। কয়েক দিন পরে কীমার আমাকে ডেকে পাঠালেন সেই এলিজি ছাপার জন্য। এতদিনে আর-এক জোড়া টাইপ-কেস কবেছেন, আর একটা পুস্তিকা পুনর্মুদ্রণের জন্য পেয়েছেন। আমাকে সেই কাজটা দিলেন।

আমি দেখলাম, এই দুই মুদ্রাকরই তাঁদেব কাজের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত নন্। ব্র্যাডফোর্ড এই কাজ শিক্ষাই করেন নি, তা ছাড়া তিনি অতিশয় অশিক্ষিত। আর কীমাব কিছু লেখাপড়া-জানা লোক হলেও একমাত্র কম্পোজিং ছাড়া প্রেসেব কাজ কিছুই জানেন না। তিনি ফ্রেঞ্চ প্রফেটদের অন্যতম, এবং তাঁদের উৎসাহব্যঞ্জক আন্দোলনের নীতি অনুসারে কাজ করতে পারেন। ঠিক এই সময়ে তিনি বিশেষ কোনও ধর্মের পক্ষে কাজ করছেন না,

তবে, মাঝে মাঝে সবই কিছু-না-কিছু করে থাকেন। সংসার সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ; আর পরে দেখলাম, তাঁর প্রবৃত্তিটায় বেশ খানিকটা জুয়াচুরি মাখানো। তাঁর ওখানে কাজ করব অথচ ব্র্যাডফোর্ডদের কাছে থাকব, এটা তাঁর পছন্দ হয় নি। তাঁর একটি বাড়ি ছিল, কিন্তু আসবাব কিছুই ছিল না; তাই তিনি আমাকে সেখানে থাকতে বলতে পারলেন না, তবে, পূর্বোল্লিখিত মিঃ রীডের বাসায় আমার থাকার বন্দোবস্ত করলেন। কীমারের বাড়িরও তিনি মালিক। ইতিমধ্যে আমার জিনিসপত্র এসে পড়েছিল, আমার চেহারাটাও এখন মিস রীডের কাছে ভদ্রগোছের মনে হল,—বস্তুতঃ প্রথমবার যেভাবে পাউরুটি-চর্বনরত অবস্থায় আমাকে পথ চলতে দেখেছিলেন তার চেয়ে অনেক ভাল।

শহরের যে সমস্ত ছেলেরা পড়াশোনা করতে ভালবাসত তাদের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হল, তাদের সঙ্গে সন্ধ্যাটা অতি মধুরভাবে অতিবাহিত হতে লাগল। আমার পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতার ফলে কিছু কিছু অর্থও সঞ্চয় করতে লাগলাম। আমি বেশ শান্তিতে ছিলাম, বোস্টন একবকম ভুলেই গেলাম—অন্তত যতটা সম্ভব, আর আমার বন্ধু কলিন্‌স্ ছাড়া আমি যে কোথায় আছি তা কাউকে জানাই নি। সে আমার সব কথা গোপন রাখত, তাকে যা লিখতাম কাউকে বলত না। ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটল, যার ফলে, যা আশা করি নি, তার চেয়ে আগেই আমাকে ফিরতে হল।

আমার এক ভগ্নিপতি ছিলেন, রবার্ট হোম্‌স্; তিনি বোস্টন আর ডেলাওয়ারের ভিতর চলাচলকারী একটা মালবাহী জাহাজের মাস্টার বা প্রধান চালক ছিলেন। ফিলাডেলফিয়া থেকে চল্লিশ মাইল উজিয়ে নিউক্যাসলে তিনি ছিলেন, আমার সন্ধান পেয়ে লিখলেন যে বাড়ি থেকে আমি এভাবে সহসা চলে আসায় আমার আত্মীয়-বন্ধুরা বিশেষ উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। তাঁরা সকলেই আমার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং আমি যদি ফিরে যাই তাহলে সব ঠিক হয়ে যাবে, এই বলে তিনি আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালেন। আমি তাঁর চিঠির জবাবে তাঁকে উপদেশের জন্য ধন্যবাদ দিলাম, আর আমার বোস্টন ত্যাগের ইতিহাস তাঁকে বিস্তারিতভাবে এবং এমন বিশ্বাসযোগ্য-ভাবে লিখলাম যে তিনি যতটা মনে করেছিলেন ততটা অন্যায় যে আমি করিনি তা তিনি বুঝলেন।

স্যার উইলিয়াম কীথ, সেই প্রদেশের গভর্নর, তখন নিউক্যাসেলে ছিলেন, আর কাপ্তেন হোম্‌স্ তখন তাঁর কাছে ছিলেন; তাই আমার চিঠিটি পেয়ে তিনি তাঁকে আমার কথা বলে চিঠিখানি দেখতে দিলেন। গভর্নর চিঠিখানি পড়ে আমার বয়সের খবর শুনে বিস্মিত হলেন। তিনি বললেন এই তরুণের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল বলে তাঁর মনে হয়, স্নতরাং একে সর্বতোভাবে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। ফিলাডেলফিয়ার মুদ্রাকররা অতি তৃতীয় শ্রেণীর; স্নতরাং

আমি যদি সেই অঞ্চলে থেকে যাই তাহলে নিঃসন্দেহে সাফল্য লাভ করব। তাঁর তরফ থেকে তিনি সরকারি কাজকর্ম আমাকে দেবেন, এবং তাঁর ক্ষমতায় যতটুকু সম্ভব আমাকে সাহায্য করবেন। আমার ভগ্নিপতি পরে বোস্টনে আমাকে এসব কথা বলেছিলেন। আমি কিন্তু তখনও এত'সব জানি না। একদিন কীমার এবং আমি জানলার কাছে বসে কাজ করছি, দেখলাম গভর্নর এবং আরও একজন ভদ্রলোক সোজা আমাদের দরজার দিকে আসছেন (অপর ভদ্রলোকটি নিউ-ক্যাসেলের কর্নেল ফ্রেঞ্চ)। কীমার ভাবলেন গভর্নর তাঁর কাছেই আসছেন, তিনি দৌড়ে গেলেন, গভর্নর কিন্তু আমার কথাই জিজ্ঞাসা করলেন, এবং এগিয়ে এসে এমন ভদ্রতা ও সৌজন্যের সঙ্গে আমাকে সাধুবাদ জানিয়ে পরিচিত হতে চাইলেন যাতে আমি আদৌ অভ্যস্ত ছিলাম না এবং আমি যে পূর্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করে পরিচিত হই নি তার জন্য অনুযোগ করলেন। তারপর আমাকে একটি ট্যাভার্নে (পানাশালা) নিয়ে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন, সেখানে কর্নেল ফ্রেঞ্চের সঙ্গে কিঞ্চিৎ উত্তম মদিরিয়া পান করবেন (মদিরিয়া একপ্রকার মদ্য)। আমি বিস্মিত হইনি, কিন্তু কীমার সবিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে রইল।

থার্ড স্ট্রীটের কোণে এক ট্যাভার্নে গেলাম গভর্নর এবং কর্নেল ফ্রেঞ্চের সঙ্গে। মদিরিয়া পান করতে করতে তিনি আমাকে কারবার ফাঁদবার প্রস্তাব দিলেন। তিনি সাফল্যের ভরসা দিলেন এবং তিনি এবং কর্নেল ফ্রেঞ্চ উভয়েই আমাকে কথা দিলেন, তাঁরা প্রভাব বিস্তার করে উভয় গভর্মেণ্টের কাছ থেকেই কাজ আদায় করে দেবেন। আমি সন্দেহ প্রকাশ করলাম যে হয়ত আমার পিতৃদেবের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যাবে না, স্যার উইলিয়াম তখন বললেন যে তিনি আমার হাতে বাবাকে একখানি চিঠি দেবেন, সেই চিঠিতে আমার সুবিধার কথা বুঝিয়ে দেবেন, বাবা যে তাঁর কথায় রাজি হবেন সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। স্থির হল আমি প্রথমে জাহাজ চড়ে বোস্টন ফিরব, সঙ্গে থাকবে গভর্নরের সুপারিশ-পত্র, ইতিমধ্যে এই ব্যবস্থা গোপন রাখতে হবে। আমি কীমারের কাছে যথারীতি কাজ করতে লাগলাম। গভর্নর মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর সঙ্গে আহারে নিমন্ত্রণ করতেন, আমি তা অতিশয় সম্মানজনক মনে করতাম, বিশেষত তিনি আমার সঙ্গে যেমন বিশেষ বন্ধুতাপূর্ণ এবং অন্তরঙ্গভাবে কথাবার্তা বলতেন তা কল্পনাতীত।

১৭২৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে একটি জাহাজ বোস্টনের দিকে পাড়ি দেবে, আমি বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে যাব বলে ছুটি নিলাম। গভর্নর আমাকে একখানি চমৎকার চিঠি দিলেন বাবাকে দেওয়ার জন্য, আমার সম্পর্কে অনেক প্রশংসা করে; ফিলাডেলফিয়াতে কারবার আরম্ভ করলে তাতে যে ভবিষ্যতে আমার প্রভূত উন্নতি হবে তা তিনি বাবাকে বোঝালেন। যাবার পথে একটা ধাক্কা খেয়ে জাহাজে একটা ছিদ্র হয়ে গেল। সমুদ্রে আমাদের

তখন ভীষণ অবস্থা। জল ছেঁচে ফেলতে হচ্ছে, আমারও পালা পড়ল। প্রায় এক পক্ষ কাল পরে আমরা নির্বিঘ্নে বোস্টন পৌঁছলাম। প্রায় সাত মাস ঘরছাড়া, আত্মীয় বন্ধুরা আমার কোন সংবাদই রাখতেন না, কেননা আমার ভগ্নিপতি হোম্‌স্ তখনও ফেরেন নি, বা আমার কথা কিছুই এখানে লেখেন নি। আমার অপ্রত্যাশিত প্রত্যাবর্তনে আমার পরিবাববর্গ বিস্মিত হল। সবাই আমাকে পেয়ে খুশি হয়ে অভ্যর্থনা জানালো—শুধু আমার ভাই বাদে। আমি তাঁর প্রিন্টিং হাউসে দেখা করতে গেলাম। যখন তাঁর কাছে কাজ করতাম তার চেয়ে অনেক ভাল পোশাক, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভদ্রগোছের একটা সুট, ঘড়ি-পকেটে প্রায় পাঁচ পাউণ্ড রুপোর বোতাম। তিনি আমাকে তেমন উদারভাবে গ্রহণ করলেন না; আমার আপাদ মস্তক লক্ষ্য করলেন, তারপর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কাজ করতে লাগলেন। প্রেসের অন্যান্য কর্মচারীরা আমি এতদিন কোথায় ছিলাম, কি করছিলাম এইসব প্রশ্ন করতে লাগলেন—সে কেমন দেশ, আমার কেমন লাগল ইত্যাদি। আমি সেই দেশের প্রশংসা করলাম, কিভাবে আরামে সেইখানে কাটিয়েছি তা বললাম, একমুঠা রুপোর মুদ্রা বার করে টেবলে রাখলাম—বোস্টনে কাগজের টাকা ব্যবহৃত হয়, কাজেই এই দৃশ্য তাদের কাছে বিচিত্র। তারপর সুযোগ বুঝে আমার ঘড়িটা তাদের দেখালাম, এবং সর্বশেষে (আমার দাদা তখনও তেমনি গম্ভীর এবং গোঁজ হয়ে আছেন) তা থেকে একটি মুদ্রা পান-ভোজের জন্য উপহার দিয়ে চলে এলাম। আমার এই প্রেসে পদার্পণ দাদাকে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট করল, কারণ আমার মা যখন কিছুকাল পরে আমাদের মধ্যে একটা পুনর্মিলনের প্রচেষ্টা করলেন আর জানালেন আমাদের দু-জনের মধ্যে তিনি প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত দেখতে চান, চান আমবা ভবিষ্যতে যেন ভাই ভাই হয়ে শান্তিতে থাকি—দাদা কিন্তু বললেন যে আমি তাঁকে অপমান করেছি তাঁর কর্মচারীদের সামনে,—সে অপমান এমনই তীব্র যে তিনি কোনদিন তা ভুলতে পারবেন না এবং আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন না। অবশ্য, এ যা বললেন এ তাঁর ভুল।

আমার বাবা গভর্নরের চিঠিখানি পেয়ে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেন, তবে, কিছুদিন সে বিষয়ে আমাকে বিশেষ কিছুই বললেন না। কাপ্তেন হোম্‌স্ ফিরে আসাব পর তাঁকে চিঠিটা দেখালেন, প্রশ্ন করলেন এই কীথ মানুষটা কেমন, বললেন বোধহয় বিবেচনা-শক্তি কম,—নইলে যে মানুষটার সাবালক হতে এখনও তিন বছর বাকি তাকে এত বড ব্যবসার দায়িত্ব কি করে দিতে বলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে যতদূর বলা সম্ভব তা হোম্‌স্ বললেন। কিন্তু আমার বাবা সমগ্র পরিকল্পনাটির অযৌক্তিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ, এবং শেষ পর্যন্ত স্পষ্টই না বললেন। তারপর তিনি স্যার উইলিয়ামকে একটা ভদ্রগোছের উত্তর দিলেন, তিনি আমার প্রতি যে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞতা

প্রকাশ করলেন; তবে, আমার ব্যবসার ব্যাপারে সাহায্য করতে অস্বীকার করলেন, কারণ এমন এক ব্যয়বহুল ব্যবসার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা বা যোগ্যতা আমার নেই, এত টাকা আমার হাতে দিয়ে বিশ্বাস করা যায় না।

আমার পুরাতন সহচর কলিন্‌স্ পোস্ট অফিসে কেরানিগিরি করত, নতুন দেশের বিবরণ শুনে সে ভারি খুশি হয়েছিল। সেও সেখানে চলে যাওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হল। আমি যখন আমার পিতার মতামত জানবার জন্য অপেক্ষা করছি তখন আমার আগেই সে স্থলপথে রোড আইল্যাণ্ডের পথে পাড়ি দিল। তার বই-টই পড়ে রইল—অঙ্কশাস্ত্র এবং দর্শনের উত্তম সংগ্রহ,—যেগুলি আমার সঙ্গে যাবে ন্যু ইয়র্ক পর্যন্ত, সেখানে সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে।

আমার বাবা যদিও স্যার উইলিয়ামের প্রস্তাব অনুমোদন করলেন না, তবু নতুন জায়গায় আমি এমন একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির প্রশংসা অর্জন করেছি, তার জন্য তিনি খুশি হলেন। সতর্ক এবং পরিশ্রমী হওয়ার ফলেই এত অল্প সময়ে আমি এমন কৃতকার্য হয়েছি, এই তাঁর মনে হল। তাই আমার দাদা এবং আমার মধ্যে একটা বোঝাপড়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই দেখে তিনি আমার পুনরায় ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে যাওয়া সমর্থন করলেন। উপদেশ দিলেন সেখানকার সকলের সঙ্গে যেন বেশ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সম্পর্ক থাকে, কোনরকম নিন্দা বা কলহের মধ্যে যেন জড়িয়ে না পড়ি—তাঁর ধারণা ছিল আমার এদিকে বিশেষ প্রবণতা আছে,—তিনি বললেন ভব্যতা এবং সংযমের মধ্য দিয়ে আমি একুশ বছর বয়স উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই উপযুক্ত অর্থ সঞ্চয় করতে পারব এবং তখন তাঁকে জানালে তিনি বাকি অর্থটুকু দিয়ে সাহায্য করবেন। এইটুকু পেলাম, বাবা ও মার প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ কিছু উপহার। তাই নিয়ে ন্যু ইয়র্কের পথে পাড়ি দিলাম, এবার সঙ্গে রইল তাঁদের শুভেচ্ছা ও আশীর্বাণী। পথে রোড আইল্যাণ্ডের নিউপোর্টে যখন জাহাজ থামল আমি আমার দাদা জনের সঙ্গে দেখা করলাম—তিনি বিবাহ করে কয়েক বছর হল ওখানে বসবাস করছেন। আমাকে পরম স্নেহের সঙ্গে তিনি গ্রহণ করলেন,—বরাবরই তিনি আমাকে বিশেষ স্নেহ করতেন। তাঁর এক বন্ধু, ভার্নন তাঁর নাম, পেনসিলভানিয়ায় থাকেন, দাদা তাঁর কাছে কিছু টাকা পেতেন—প্রায় পঁয়ত্রিশ পাউণ্ডের মত। আমাকে বললেন সেই টাকাটা আদায় করে নিজের কাছে রেখে দিতে তাঁর নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত। এই মর্মে একটা নির্দেশপত্রও দিলেন। পরে এই ব্যাপারটা আমার কাছে বিশেষ পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল।

নিউপোর্টে আমাদের জাহাজে কিছু নতুন যাত্রী নেওয়া হল। তাঁদের মধ্যে দু-জন তরুণী ছিলেন, আর একজন মেট্রন,—কোয়েকার সদৃশ ভদ্রমহিলা, এই মহিলার সঙ্গে ভৃত্যেরাও ছিল। তাঁর কিছু কাজকর্ম আমি আগ্রহ সহকারে করে দিলাম, বোধ করি তাতে তিনি খুশি হয়ে আমার প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহপরায়ণ হলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে তরুণীদুটির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে

এবং তাঁরাও আমাকে কিঞ্চিৎ উৎসাহদান করছেন; তাই তিনি আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন. 'দেখ ছোকরা, তোমার জন্য আমি কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি। তোমার তেমন বন্ধুবান্ধব নেই, সাংসারিক জ্ঞানও তোমার কম মনে হচ্ছে; তোমার যৌবন বয়স, কি সঙ্কটে তুমি জড়িয়ে পড়তে পার তা তোমার জানা নেই। এই স্ত্রীলোকদুটি অতিশয় দুষ্ট প্রকৃতির, তাদের কর্মের দ্বারাই তা আমি বুঝতে পারছি; তুমি যদি একটু সতর্ক না হও তাহলে ওরা তোমাকে বিপদে ফেলবে। ওরা তোমার অপরিচিত, আমি তোমাকে বন্ধুভাবে তোমার মঙ্গলের জন্য সতর্ক করে উপদেশ দিচ্ছি, ওদের সঙ্গে মেলামেশা কোরো না।'

আমি প্রথমটায় ওঁদের সম্পর্কে এতখানি খারাপ কিছু ওঁর মত ভাবিনি। তিনি যা লক্ষ্য করেছেন অথচ আমার চোখ এড়িয়ে গেছে এমন দু-চারটি ঘটনা উল্লেখ করলেন। এখন আমি বুঝলাম উনি ঠিকই বলেছেন। আমি তাঁর সদয় উপদেশের জন্য ধন্যবাদ দিলাম এবং তাঁব উপদেশ পালন করব এই প্রতিশ্রুতি দিলাম। ন্যু ইয়র্কে পৌঁছানোর পর ওঁরা যখন নেমে যান, আমাকে ওঁদের ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন, আমি এড়িয়ে গিয়েছিলাম। ভালই করেছিলাম, কারণ কাপ্তেনেব রুপাব চামচ ও আরো কি-সব পাওয়া যাচ্ছিল না। যখন জানা গেল এরা দুটি নষ্টা রমণী তখন পরোয়ানা জারি করে তাদের বাড়ি খানাতল্লাস করাতে চোরাই মাল ধরা পড়ল, তাদের শাস্তি হল। যদিও পথে ডুবো পাহাড় আমরা নিবাপদে অতিক্রম করতে পেরেছি, তবুও আমার বিবেচনায় এই সঙ্কট থেকে ত্রাণ লাভ তার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

ন্যু ইয়র্কে আমার বন্ধু কলিন্‌সের সঙ্গে দেখা হল, আমার কয়েকদিন আগেই সে পৌঁছেছে। ছোটবেলা থেকেই অন্তরঙ্গ, একই বই দু-জনে একত্রে পড়েছি; কিন্তু আমার চেয়ে অনেক বেশি সময় ও লেখাপড়ায় ব্যয় করতে পারত, তা ছাড়া অঙ্কশাস্ত্রে তার আশ্চর্য প্রতিভা ছিল, সে বিষয়ে সে আমাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। বোস্টনে যখন ছিলাম, আমার আলাপ আলোচনা বেশির-ভাগ তার সঙ্গেই হত। ভব্য এবং পরিশ্রমী বালক হিসেবে সে যাজক সম্প্রদায় ও অন্যান্য ভদ্রলোকদের কাছে প্রীতির পাত্র ছিল। জীবনে ভাল হওয়ার এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা তার মধ্যে ছিল। আমার অবর্তমানে সে ব্র্যাণ্ডি পান করতে শিখেছিল এবং প্রচুর নেশা করত। ন্যু ইয়র্কে এসে অবধি সে প্রতিদিন মাতাল হত এবং নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খলভাবে কাটাতে লাগল। জুয়া খেলে সে সমস্ত টাকা নষ্ট করল, তার ফলে আমাকে পথে এবং ফিলাডেলফিয়ায় তার সমস্ত ব্যয় বহন করতে হল—আমার পক্ষে তা প্রচণ্ড ভার হয়ে উঠল। ন্যু ইয়র্কের গভর্নর তখন ছিলেন বারনেট (বিশপ বারনেটের পুত্র)—কাপ্তেনের মুখে যখন তিনি শুনলেন যে জনৈক তরুণ যাত্রীর সঙ্গে অনেক বইপত্র আছে, আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বললেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করলাম, কলিন্‌স যদি

প্রকৃতিস্থ থাকত তাহলে তাকেও নিয়ে যেতাম। গভর্নর আমাকে অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে অভ্যর্থনা করলেন, আমাকে তাঁর লাইব্রেরি দেখালেন। বিরাট সে লাইব্রেরি। লেখক ও বই সম্পর্কে আলোচনা চলল দীর্ঘকাল ধরে। এই দ্বিতীয় এক গভর্নর আমার প্রতি সহৃদয় দৃষ্টিপাত করলেন,—আমার মত দরিদ্র বালকের পক্ষে এ এক আনন্দের ব্যাপার।

আমরা ফিলাডেলফিয়ায় চললাম। পথে ভারননের কাছ থেকে টাকা পেলাম, সে টাকা না পেলে হয়ত আমরা যাত্রা সম্পূর্ণ করতেই পারতাম না। কলিন্‌স্‌ কোন একটা গণনা দপ্তরে ভর্তি হওয়ার বাসনা প্রকাশ করল। তারা কিন্তু ওর আকৃতি বা নিশ্বাসেই মাতলামির গন্ধ পেল কি না কে জানে, কারণ ওর অনেক ভাল প্রশংসাপত্র থাকা সত্ত্বেও কোন কাজ সংগ্রহ করতে পারল না। আমারই খরচে একই বাসায় সে রয়ে গেল। ভেরননেব টাকা পেয়েছি সে জানত, তাই আমার কাছ থেকে নিয়মিত ধার করে চলল, কিছু একটা কাজ কারবার হলেই টাকাটা শোধ দিয়ে দেবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হল যে টাকাটা যদি দাদা চেয়ে বসে তাহলে কি করে পাঠাব এই হল আমার চিন্তা। তার মদ্যপানও অব্যাহত রইল। এই নিয়ে আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে কলহ হত—একটু নেশা হলেই ওর মেজাজ চড়ে যেত। একবার ডেলাওয়ারে আর কয়েকজন তরুণের সঙ্গে নৌকাভ্রমণ কালে ওর পালা যখন এল, কিছুতেই ও দাঁড় বাইতে রাজি হল না। বলল, 'আমাকে তোমরা দাঁড় টেনে নিয়ে যাবে।'

আমি বললাম, 'আমরা তোমাকে টেনে নিয়ে যাব না।'

ও বলল, 'নিশ্চয় নিয়ে যাবে, নইলে সারা রাত জলেই থাকো, যা খুশি।'

আর সবাই বলল, 'নাহয় আমরাই দাঁড় বেয়ে নিয়ে গেলাম, তাতে কী আসে যায় ?' আমার মন কিন্তু ওর ব্যবহারে আগে থেকেই বিষিয়ে ছিল, আমি কিছুতেই রাজি হলাম না। তখন ও দিব্যি গেলে বলল, হয় আমাকে দাঁড় বাইতে হবে, নয় আমাকে ও ঠেলে জলে ফেলে দেবে। এই বলে সে আমার দিকে এগিয়ে এল। ও যখন এগিয়ে এসে আমাকে আঘাত করল, আমি ওকে কায়দা করে মাথাটা একেবারে নদীর জলে ডুবিয়ে দিলাম। জানতাম ও ভাল সাঁতারু, সুতরাং ওর জন্য তেমন ভয় ছিল না আমার। ও নৌকাটা আবার ধরার আগেই আমরা কয়েকটা দাঁড়ের টানে নৌকাটা সরিয়ে দূরে নিয়ে গেলাম। বিরক্তির চরমে উঠে ও লড়তে তৈরি হল, কিন্তু তবু ও একগুঁয়ের মত কিছুতেই দাঁড় বাইতে রাজি নয়—যাই হোক ক্লান্ত হয়ে পড়তে দেখে ওকে আমরা নৌকায় উঠিয়ে নিলাম, একেবারে ভিজে কাকের মত ঘরে নিয়ে এলাম সন্ধেবেলা। এই ঘটনার পর আমাদের মধ্যে ভদ্র ধরনের বাক্য-বিনিময় আর হয়নি বললেই চলে। অবশেষে জনৈক ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান কাপ্তেনের সঙ্গে পরিচয় হল, তিনি বারবাডোসে জনৈক ভদ্রলোকের পুত্রদের জন্য গৃহশিক্ষক

খুঁজছিলেন; ওকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব করলেন। এই প্রস্তাব গ্রহণ করে কলিন্‌স্ আমাকে ত্যাগ করল, টাকা প্রাপ্তি-মাত্রই আমাকে পাঠাবে প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু এর পর আর তার কোনও সংবাদ পাই নি।

ভারননের টাকাটা এইভাবে খরচ করা আমার জীবনের গোড়ার দিকের এক মহা ত্রুটি; এবং এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায় যে আমার পিতৃদেবের বিচারে ভুল হয় নি, গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা পরিচালনার পক্ষে সত্যই আমার বয়স নিতান্ত কম ছিল। স্যার উইলিয়াম কিন্তু এই পত্র পেয়ে বললেন বাবা বড় হিসাবী, বললেন মানুষে মানুষে অনেক পার্থক্য—সর্বদা বয়স অনুপাতে বিচার-ক্ষমতা আসে না বা তার জন্যে বিচার-শক্তির অভাবও ঘটে না। তিনি বললেন, 'বেশ, উনি যখন তোমার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবেন না, আমি নিজেই তা করব। তুমি বরং ইংলণ্ড থেকে কি কি কিনে আনতে হবে তার একটা তালিকা দাও, আমি তা পাঠিয়ে দেব, তারপব তোমাব সুবিধামত তুমি আমাকে দাম দিও। আমি এখানে একজন ভাল প্রিণ্টাব প্রতিষ্ঠা করতে দৃঢসঙ্কল্প, আমার বিশ্বাস তুমি সফল হবেই। এমনই অন্তরঙ্গতাব সঙ্গে কথাগুলি উচ্চারিত হল যে সে-কথার সততা সম্বন্ধে আমাব মনে এতটুকু সংশয় রইল না। আমি তখন পর্যন্ত ফিলাডেলফিয়ায় একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করার কথা গোপন করে এসেছি, এখনও তা গোপন রাখলাম। এটা যদি জানাজানি হত যে আমি গভর্নরের ওপর ভরসা করে বসে আছি, তাহলে আমার যেসব বন্ধু তাঁকে ভাল করে জানতেন তাঁরা আমাকে সতর্ক করে দিতেন যে ভদ্রলোকটির প্রতি বিশেষ আস্থা রাখা ঠিক হবে না, কারণ পরে জেনেছিলাম প্রতিজ্ঞায় তিনি কল্পতরু, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালনের দিকে তাঁর আগ্রহের অভাব আছে। তথাপি তিনি যখন উপযাচক ভাবে আমাকে এই প্রস্তাব দিলেন তখন আমি কি করে তাঁর এই উদারতার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব আছে মনে করব! আমি তাঁকে পৃথিবীব মধ্যে একজন অন্যতম বদান্য মানুষ বলে ধারণা করলাম।

আমার হিসাবে ১০০ স্টার্লিং পাউণ্ডেব মধ্যে ছোটখাটো প্রেস বসানোর উপযুক্ত যন্ত্রপাতির একটা তালিকা তাঁকে দিলাম। তিনি তালিকাটি দেখে খুশি হয়ে বললেন, আমি যদি স্বয়ং ইংলণ্ডে উপস্থিত থেকে আমার প্রয়োজনমত জিনিসপত্র নিজেই বেছে নিয়ে আসি, তাহলেই কি ভাল হয না! তারপর তিনি বললেন, 'ওখানে থাকাব সময় পুস্তক ব্যবসায়ী এবং মনিহারি দ্রব্য বিক্রেতাদের সঙ্গে আলাপ এবং পত্রালাপ করতেও পার।'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, তাতে সুবিধে হতে পারে।'

তখন তিনি বলেন, 'তাহলে অ্যানিস জাহাজে যাওযার জন্য প্রস্তুত হও।' অ্যানিস হল লণ্ডন এবং ফিলডেলফিয়ার মধ্যে সেইকালে চলাচল-করা একমাত্র জাহাজ, বছরে একবার পাড়ি দেয়। তবে, অ্যানিস ছাডবার তখন কয়েক মাস

দেরি, তাই আমি কীমারের কাছেই কাজ করে চললাম। কলিন্‌স্‌ আমার যে টাকা নিয়ে গেছে তার জন্য জলছি—প্রায়ই ভয়ে-ভয়ে থাকি কখন ভারননের টাকার তাগিদ আসে। যাই হোক, কয়েক বছরের মধ্যে তা অবশ্য আসে নি।

মনে হয় এ কথা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয় নি, প্রথমবার বোস্টন থেকে ফিলাডেলফিয়া যাওয়ার সময় ব্লক-আইল্যাণ্ডের কাছাকাছি নদী বেশ শান্ত থাকায় আমাদের নাবিকরা কড মাছ ধরছিল,—ধরেছিলও অনেকগুলো। তখন পর্যন্ত আমার প্রতিজ্ঞা অক্ষুন্ন আছে যে যার প্রাণ আছে তা ভক্ষণ করা চলবে না। এই সময় আমি ভাবলাম প্রতিটি মাছ মারার অর্থ তাকে হত্যা করা, কারণ, সে তো আমাদের কোন অনিষ্ট করেনি বা করবে না! কাজেই মাছ মারার কোনও যুক্তি নেই। এসব কথা বেশ যুক্তিপূর্ণ। আগে আমি অতিশয় মৎস্যপ্রিয় ছিলাম—যখন একেবারে চাটু থেকে গরম ভাজা অবস্থায় আসত, ভারি তার সুগন্ধ। আমি কিছুকাল আমার আদর্শ এবং অভিরুচি নিয়ে একটা ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু যখন দেখলাম যে বড় মাছের পেট কাটতে ছোট ছোট মাছ তার পেট থেকে বেরিয়ে পড়ে, ভাবলাম, 'তা, তোমরা যদি তোমার স্বজাতিকে আহার করতে পার, তাহলে আমিই বা তোমাদের কোন্‌ যুক্তিতে না আহার করতে পারি?'

সুতরাং আমি মনের আনন্দে কড মাছ খেতে আরম্ভ করলাম এবং আর সবায়ের মত সেই থেকে মাছ খাচ্ছি। মাঝে-মাঝে অবশ্য নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থায় ফিরে আসি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুক্তিবাদী (Reasonable creature) হওয়া বড়ই সুবিধাজনক। তার ফলে যা করতে তোমার প্রাণ চায় তারই সপক্ষে যুক্তি পাওয়া যায়।

কীমার এবং আমি বেশ মানানসই অবস্থায় প্রীতির সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখে চালাতে লাগলাম। আমার নতুন ব্যবসা ফাঁদার মতলব সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহই ছিল না। প্রাচীন উদ্দীপনা বজায় রেখে কীমার তর্কাতর্কি করতে ভালবাসত। আমাদের তাই অনেক বিতর্ক ঘটত। আমি আমার সক্রেটিসের পদ্ধতিতে তার সঙ্গে লড়তাম, বিষয়-বহির্ভূত এমন সব প্রশ্ন করতাম যে ও মুস্কিলে পড়ত। শেষ পর্যন্ত ও ভীষণ সতর্ক হয়ে উঠল এবং অতি সাধারণ প্রশ্নেরও জবাব দেওয়ার আগে বলত, 'এর থেকে কি অর্থ তুমি বের করার চেষ্টা করছ?' যাই হোক, এতদ্বারা আমার প্রতি ওর এমন একটা উচ্চ ধারণা হল, যে নতুন সম্প্রদায় গঠনের পরিকল্পনায় আমাকে তার সহকর্মী হিসাবে গ্রহণ করার প্রস্তাব জানালো: কীমার মতবাদ প্রচার করে যাবে, আর আমি যুক্তি-প্রভাবে ওর বিরোধীদের কচুকাটা করব।

কীমার আমাকে যখন ওর মতবাদ একটু বুঝিয়ে বলল তখন তার ভিতর অনেক পরস্পর-বিরোধিতা লক্ষ্য করে তার প্রতিবাদ জানালাম, বললাম আমার বক্তব্য এবং মত তার মধ্যে কিঞ্চিৎ না দিলে তার অর্থ হয় না।

কীমারের পুরো দাড়ি ছিল, কেননা 'মোজেইক ল' বা মোজেসের আইনে নাকি লেখা আছে—Thou shalt not mar the corners of thy beard—দাড়ির প্রান্ত নষ্ট করবে না। এইভাবে ও সপ্তম দিনে 'সাবাথ'ও পালন করত, ওর কাছে এই তুইটি বিষয় বিশেষ মূল্যবান। আমি কিন্তু উভয়বিধ ব্যবস্থাই অপছন্দ করতাম, তবে, শেষ পর্যন্ত ও যদি আমিষ ত্যাগ করার নীতি গ্রহণ করে তাহলে অন্য কথা। কীমার বলল, 'আমার সন্দেহ হয়, আমার এই শরীরে নিরামিষ আহার কি সহ্য হবে?' আমি ওকে বুঝিয়ে বললাম, 'কোন ভয় নেই, সহ্য হবে, এবং শরীবের পক্ষে তা ভালই হবে।' সাধারণত ও বেশ থাইয়ে লোক ছিল, তাই আমার মনে হয়েছিল যে ওকে যদি অর্ধভুক্ত রাখা যায় তাহলে মজা হবে। বলল, আমি যদি আহারের ব্যাপারে ওর সঙ্গী হই তাহলে কীমারও নিরামিষ আহার গ্রহণ করবে। আমি বাজি হলাম। এইভাবে তিন মাস চলল। জনৈকা প্রতিবেশিনী আমাদেব জন্য বাজার হাট কবে রেঁধে-বেড়ে দিতেন, তাঁকে আমি চল্লিশ রকমের আহার্যের পদ শিখিয়ে দিয়েছিলাম,—তার মধ্যে মাছ, মাংস বা মুরগির বালাই ছিল না। এই খেয়াল এ যাত্রায় আমার পক্ষে কল্যাণকর হয়েছিল, কারণ খরচটা অতি অল্প, প্রতি সপ্তাহে আঠারো পেনির বেশি পড়ত না। তার পর থেকে আমি আরও কঠোবভাবে কিছু-কিছু 'ত্যাগ' স্বীকার করেছি, সাধারণ আহার্য পরিত্যাগ করেছি। দেখেছি তাতে এতটুকু অসুবিধে নেই। সুতরাং আমার মনে হয় যে ধীরে ধীরে এইসব অভ্যাস পরিবর্তনের উপদেশের মধ্যে সামান্যই সত্য আছে। আমি বেশ আনন্দ সহকারেই কাটাচ্ছিলাম, কিন্তু কীমার বেচাবির অসুবিধা হচ্ছিল। এই আহার্যে হাঁপিয়ে উঠে মিশরদেশের মাংসপাত্রের প্রতি তার আগ্রহ বেড়েছিল, সে একটা রোস্ট-করা শূকরের অর্ডার দিল। আমাকে এবং তার তু-জন বান্ধবীকে আহারে নিমন্ত্রণ করল। একটু তাড়াতাড়ি মাংসটা টেবলে পরিবেশিত হয়েছিল, তাই লোভ সামলাতে না পেবে সে আমরা গিয়ে পৌঁছবার আগেই সে সবটা একাই খেয়ে ফেলল।

এই সময়ের মধ্যে কুমারী রীডের সঙ্গে আমার কিছু কোর্টশিপ (পূর্বরাগ) হয়েছিল। তাঁর প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা এবং প্রীতি ছিল, আর আমার এ বিশ্বাসের হেতুও ছিল যে তাঁরও আমার প্রতি তেমনই মনোভাব। কিন্তু সামনে আমার সুদূরের পাড়ি, বয়সও তু-জনের বেশ কাঁচা—বড়জোর আঠারোর কিছু ওপর; ওঁর মার বিবেচনায় আমাদের এই মিলনটা দ্রুতগতিতে না ঘটাই মঙ্গলকর মনে হয়েছিল। যদি বিবাহ সঙ্ঘটিত হয়, আমার ফিরে আসার পর ব্যবসা-কর্মে 'থিতু' হওয়ার পর হলেই সব দিক দিয়ে সুবিধে। হয়ত বা তিনি ভেবেছিলেন যে আমার প্রত্যাশাটা তেমন দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, অর্থাৎ আমি যেমনটা কল্পনা করেছিলাম, তা নাও হতে পারে।

এই সময়ে আমার প্রধান বন্ধু ছিলেন চার্ল্স্ অসবোর্ন, জোসেফ ওয়াটসন

এবং জেম্‌স্‌ র‍্যাল্‌ফ্‌। তাঁরা সবাই পড়াশুনো ভালবাসেন, গ্রন্থপ্রেমিক। প্রথম দু-জন শহরের প্রখ্যাত লিপিকার বা দলিল প্রস্তুতকারক চার্লস্‌ ব্রগডেনের ব্যবসায় কেরানি হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন, আর অপর ব্যক্তি এক সওদাগরের ব্যবসায়। ওয়াটসন ছিলেন ধর্মভীরু, বুদ্ধিমান এবং অতিশয় বিশ্বাসী মানুষ। অপর দু-জন কিন্তু ধর্মমতে অনেকটা শিথিল মনোভাবের মানুষ, বিশেষত র‍্যাল্‌ফ্‌। সে এবং কলিন্‌স্‌ দু-জনকেই আমি কিছু অসুবিধায় ফেলি, ফলে ওরা দু-জনেই আমাকে জব্দ করেছিল। অসবোর্ন অবশ্য বিশেষ জ্ঞানবান ও স্পষ্টবাদী ছিল,—খাঁটি বন্ধুদের প্রতি তার প্রীতি ও আন্তরিকতা ছিল ; কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে সমালোচনার প্রতি তার অত্যধিক প্রবণতা ছিল। র‍্যাল্‌ফ্‌ ছিল বুদ্ধিমান, উদ্ভাবনী শক্তি ছিল তার ; ব্যবহারে ভদ্র, এবং অত্যন্ত ওজস্বী। ওর চেয়ে ভাল বক্তা আর আমি বোধকরি দেখিনি। ওরা দু-জনেই কবিতা ভালবাসত এবং কবিতা লেখার চেষ্টা করত, ছোট-খাটো কবিতা লিখতও। স্থইলকীলের তীরে রবিবার অপরাহ্ণে আমরা অনেকবার আনন্দের সঙ্গে ভ্রমণ করে কাটিয়েছি। সেখানে আমরা পরস্পরকে রচনা পাঠ করে শোনাতাম, পঠিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। র‍্যাল্‌ফ্‌ পুরোপুরি কবিতাতেই আত্মনিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করল, কবিতা রচনায় যে সে প্রতিষ্ঠা এবং অর্থ অর্জন করবে এতে তার কোন সংশয় ছিল না। সে বলত যে অনেক বড় বড় কবি যখন কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন, তখন ওর মত অনেক ভুল ত্রুটি তাঁদেরও ছিল। অসবোর্ন তাকে এই থেকে বিরত করার চেষ্টা করতেন, বলতেন, কবি-প্রতিভা তার নেই,—যে কর্ম করতে সে শিখেছে তা ছাড়া অন্য কোন কাজে যেন মন না দেয়। বলত, 'সওদাগরি ব্যাপারে ওর যদিও তেমন মূলধন নেই, তবু অধ্যবসায়, সময়নিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতির দ্বারা কালে নিজেই বড় ব্যবসার মালিক হতে পারবে।' আমি এই মত সমর্থন করলাম, কারণ আমি নিজের তৃপ্তির জন্য মাঝে মাঝে কিছু কিছু কবিতা লিখতাম। ব্যস ঐ পর্যন্ত, তার বেশি আর কিছু নয়। ভাষার উন্নতির মানসেই আমার সে প্রচেষ্টা। এর পর স্থির হল পরবর্তী সাক্ষাৎকারে আমরা সবাই কিছু কিছু লিখে আনব, তারপর সেই বিষয়ে মতামত দেওয়া হবে, সমালোচনা হবে, সংস্কারের চেষ্টা হবে এবং সংশোধন হবে। ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গীর প্রতিই আমাদের নজর ; কাজেই ঠিক হল, কোন প্রকার উদ্ভাবনা প্রচেষ্টা ত্যাগ করে আমার অষ্টাদশ প্রার্থনার (বাইবেলের এইটিন্‌থ্‌ সাম) রূপান্তর সাধন করব : এই অষ্টাদশ প্রার্থনায় এক দেবতার আবির্ভাবের কথা উল্লিখিত হয়েছে। আমাদের সাক্ষাৎকারের সময় যখন আসন্ন হয়ে এল আর র‍্যাল্‌ফ্‌ সর্বপ্রথম আমাকে এসে জানালো যে তার অংশ প্রস্তুত, আমি জানালাম যে আমি বড় ব্যস্ত ছিলাম, তা ছাড়া আমার তেমন ইচ্ছাও নেই, তাই কিছুই হয়নি। ওর অংশটা তখন আমার মতামতের জন্য দেখালো। আমার বেশ

পছন্দ হল, কারণ তার মধ্যে শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। তারপর সে বলল, 'অসবোর্ন তো আমার কিছুতেই এতটুকু শক্তির পরিচয় পায় না, হিংসা করে হাজারো রকম সমালোচনা করে। সে কিন্তু তোমার প্রতি এতটা ঈর্ষাপরায়ণ নয়, আমার তাই বাসনা, তুমি এই কবিতাটি তোমার রচনা বলে পড়ে শোনাও। আমি ছল করে বলব সময় পাইনি, তাই কিছু লেখা হয়নি।'

আমি রাজি হলাম। নিজের হাতে সবটা লিখে নিলাম, যাতে পুরোপুরি আমারই মনে হয়। আমরা মিলিত হলাম। ওয়াটসন তার অংশ পাঠ করল। তার মধ্যে অনেক সৌন্দর্য ছিল বটে, কিন্তু ত্রুটিও ছিল অনেক। অসবোর্নেরটা পড়া হল, ওয়াটসনের চেয়ে অনেক ভাল। র‍্যাল্‌ফ্‌ ন্যায় বিচার করে দু-একটি ত্রুটি দেখালো বটে, তবে, তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করল। র‍্যাল্‌ফের কিছুই পরিবেশন করার নেই। আমি কিন্তু পেছিয়ে গেলাম, সময় ছিল না তাই মার্জনা প্রার্থনা করলাম—তেমন সময় পাইনি সংশোধনের ইত্যাদি বলে। কিন্তু কোন অজুহাতই চলল না, আমাকে বার করতেই হবে। তখন সেই কবিতা পাঠ করা হল এবং অনুরোধে বার-বার পড়া হল। ওয়াটসন এবং অসবোর্ন প্রতিযোগিতায় হাল ছেড়ে দিয়ে এই কবিতার প্রশংসা করল। র‍্যাল্‌ফ্‌ কিছু সমালোচনা করল এবং পরিমার্জনের প্রস্তাব জানালো, আর আমি আমার রচনার সমর্থনে লড়লাম। অসবোর্ন র‍্যাল্‌ফের বিরোধী, এবং বলল যে তুমি কবিতাও লিখতে পার না, সমালোচনায়ও তদ্রূপ। দু-জনে একত্রে ঘরে ফেরার সময় অসবোর্ন আমার রচনা সম্পর্কে তার মতামত অতিশয় দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করল। বলল,—আগে বলেনি পাছে আমাকে তুষ্ট করার জন্য তোষামোদ করা হচ্ছে এ কথা মনে হয়। তারপর বলল, 'কে কল্পনা করেছিল যে ফ্র্যাঙ্কলিনের পক্ষে এমন চিত্র, এমন বলিষ্ঠতা, এমন উত্তাপ সৃষ্টি করা সম্ভব! ও তো মূলকেও ছাড়িয়ে গেছে! এমনই কথাবার্তায় ওর বাক্যসম্পদের অভাব আছে, ওর জড়তা আছে, ও ভুল করে; কিন্তু কী আশ্চর্য। কী অদ্ভুত লিখেছে!'

পরের বার আমরা যখন মিলিত হলাম, র‍্যাল্‌ফ্‌ চাতুরীটা বুঝিয়ে দিল, অসবোর্নকে নিয়ে কিছু হাসাহাসি হল। এই ব্যাপারের ফলে র‍্যাল্‌ফ্‌ কবি-জীবন গ্রহণ সম্পর্কে দৃঢ়সঙ্কল্প হল। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম তাকে এ পথ ছাড়ানোর জন্য, সে কিন্তু কবিতা লিখে চলল। অবশেষে পোপ * তার এ-রোগ সারালেন। সে কিন্তু উত্তম গদ্যলেখক হয়েছিল, পরে তার বিষয়ে আরো বলা যাবে। আর দু-জনের বিষয়ে বলার সুযোগ না হতে পারে,

* 'Silence ye wolves, while Ralph to Cynthia howls,
And makes night hideous :—answer him ye owls.'
(Pope's DUNCIAD)

তাই এখানে বলে রাখি—ওয়াটসন আমার হাতের উপর মাথা রেখে কয়েক বছর পরে মারা গেছে—গভীর শোকে সে আমাদের ডুবিয়েছে, কারণ সে-ই ছিল দলের সেরা। অসবোর্ন ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গিয়েছিল, সেখানে উকিল হিসাবে সে উন্নতি করে এবং অর্থ লাভ করে; তবে, সে অল্প বয়সে মারা যায়। তার সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল যে আমাদের মধ্যে যে আগে মারা যাবে সম্ভব হলে সে এসে দেখা দেবে, অন্য জগতের হালচাল জানাবে। সে কিন্তু কথা রাখেনি।

গভর্নর সম্ভবত আমার সাহচর্য পছন্দ করেছিলেন, প্রায়ই তাঁর বাড়িতে আমাকে নিমন্ত্রণ করতেন,—বলতেন আমাকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করা এক রকম নির্ধারিত। তিনি আমাকে তাঁর বন্ধু-বান্ধবের প্রতি পরিচয়-পত্র লিখে দেবেন, এ ছাড়া লেটার অব্ ক্রেডিটে আমাকে উপযুক্ত অর্থ দেবেন প্রেস ইত্যাদি কেনার জন্য। এইভাবেই চলল জাহাজ ছাড়া একেবারে ঠিক না হওয়া পর্যন্ত (তাও কয়েকবার স্থগিত থাকার পর)। তারপর তাঁর কাছে বিদায় গ্রহণ করতে এবং পরিচয়-পত্রাদির জন্য গেলাম, তাঁর সেক্রেটারি ডাঃ বার্ড বেরিয়ে এসে বললেন গভর্নর এখন বড় ব্যস্ত রয়েছেন লেখাপড়ায়, তিনি নিউক্যাসেল যাবেন এবং জাহাজ নিউক্যাসেলে পৌঁছানোর মধ্যেই পত্রাদি আমার হস্তগত হবে।

র‍্যাল্ফের বিবাহ হয়েছিল, সে একটি সন্তানের পিতা; তবু সে আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। ঠিক হয়েছিল যে চিঠিপত্রাদির দ্বারা কমিশনের বিনিময়ে সে মালপত্র সংগ্রহ করবে।

পরে দেখেছিলাম যে স্ত্রীর আত্মীয়বর্গের সঙ্গে তার কিছু মনোমালিন্য ঘটে। তাই ও ঠিক করল স্ত্রীকে তাঁদের হাতেই দিয়ে সে আর কখনও আমেরিকায় ফিরবে না। বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, কুমারী রীডের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা-বিনিময় সেরে জাহাজ যোগে আমি ফিলাডেলফিয়া ত্যাগ করলাম। জাহাজ এসে নিউক্যাসেলে নোঙর ফেলল। গভর্নর তখন নিউক্যাসেলে এসেছেন, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যখন দেখা করতে গেলাম তখন সেক্রেটারি বেরিয়ে এসে জানালেন যে গভর্নর ভীষণ দুঃখিত এখন দেখা করতে পারছেন না, অত্যন্ত জরুরি কর্মে তিনি ব্যস্ত। তিনি জাহাজেই আমার পত্রাদি পাঠিয়ে দেবেন—আমার জন্য তিনি নিরাপদ যাত্রা এবং দ্রুত পুনরাগমনের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন ইত্যাদি। আমি একটু হতভম্ব হয়ে জাহাজে ফিরে এলাম, তখনো কিন্তু আমার মনে সন্দেহ জাগেনি।

মিঃ অ্যান্ড্রু হ্যামিলটন, ফিলাডেলফিয়ার বিখ্যাত আইনজীবী, সেই জাহাজে পুত্র-সহ চলেছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন কোয়েকার ব্যবসায়ী মিঃ ডেনহ্যাম আর মেরিল্যাণ্ডের লৌহ-ব্যবসায়ী ওনিয়ন এবং রাসেল। তাঁরা

'র‍্যাল্‌ফ্ যবে গর্জে মরে নিন্থিয়ার প্রতি,
হে শার্দুল, স্তব্ধ হও! রাত্রিরে সে করেছে কুৎসিত।
হে পেচক! তারে তুমি দাও সাড়া দাও।'

বিরাট কেবিনটা ভাড়া করেছিলেন, সুতরাং র‍্যাল্‌ফ্‌ এবং আমি দু-জনে ইঞ্জিনের কাছে স্থান নিতে বাধ্য হয়েছিলাম। আমাদের কেউ চিনত না, তাই সকলে সাধারণ যাত্রী মনে করত। তবে, মিঃ হ্যামিলটন এবং তাঁর পুত্র (জেম্‌স্‌, পরে গভর্নর হয়েছিলেন) নিউক্যাসেল থেকেই ফিরে গেলেন : একটা জাহাজ ধরা পড়েছিল, তার পক্ষে ওকালতি করার জন্য মোটা ফী দিয়ে তারা নিয়ে গেল। আর আমরা যাত্রা শুরু করার পূর্বমুহূর্তে কর্নেল ফ্রেঞ্চ এলেন, তিনি আমাকে প্রচুর সম্মান দেখানোর ফলে সকলে আমার প্রতি একটু নজর দিলেন। আমাকে ও আমার বন্ধু র‍্যাল্‌ফ্‌কে অপর ভদ্রমহোদয়গণ তাঁদের কেবিনে পদার্পণের আমন্ত্রণ জানালেন—এখন সেখানে জায়গা হয়েছে। সুতরাং আমরা সেখানে উঠে গেলাম।

কর্নেল ফ্রেঞ্চ গভর্নরের চিঠিপত্র এনেছেন জানতে পেরে আমি জাহাজের কাপ্তেনকে সেসব চিঠি আমার হাতে দিতে অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন সব চিঠি থলিতে রাখা হয়েছে, ইংলণ্ডে আমরা নামবার আগে আমি আমার চিঠি পেতে পারব। সুতরাং আমি তখনকার মত সন্তুষ্ট রইলাম, জাহাজ এগিয়ে চলল। কেবিনের সঙ্গীরা বেশ সামাজিক, আশাতীত রকম ভালভাবে কাটল। মিঃ হ্যামিলটনের জিনিসপত্র ছিল প্রচুর, তা ভোগ করার সুযোগ পেলাম। এই যাত্রায় যে বন্ধুত্ব মিঃ ডেনহ্যাম আমার সঙ্গে স্থাপন করলেন, তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন তা ততকাল বজায় ছিল। যাত্রাটি অন্যদিক থেকে কিন্তু তেমন রমণীয় হয় নি, কারণ আবহাওয়া বড় বেয়াড়া ছিল।

চ্যানেলে পৌঁছানোর সময় কাপ্তেন তাঁর কথা রাখলেন, তিনি গভর্নরের পত্রাদি আমাকে দেখার সুযোগ দিলেন। আমি দেখলাম তার মধ্যে আমার নামে বা আমার বরাবরে কিছুই নয়। পাঁচ-ছ-খানা চিঠি হাতের লেখায় আমার প্রতিশ্রুত চিঠি বলে মনে হল। তুলে নিলাম, বিশেষত তার মধ্যে একটি আবার সম্রাটের মুদ্রাকর বাস্কেট-এর নামাঙ্কিত, আর-একটি কোন এক স্টেশনারের। আমরা ২৪শে ডিসেম্বর ১৭২৪ খ্রীঃ ইংলণ্ডে পৌঁছলাম। প্রথমেই পথে যে স্টেশনার পড়ল তাঁর দোকানে গিয়ে হাজির হলাম, গভর্নর কীথের পত্রটি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি বললেন, 'এমন কোনও ব্যক্তি আমার জানা নেই', তারপর চিঠিখানি খুলে বললেন, 'ও, রিডল্‌স্‌ডেনের চিঠি দেখছি! লোকটাকে চিনেছি কিছুদিন হল—বুঝেছি একটা আস্ত রাসকেল ও—আমার কোনও সম্পর্ক নেই ওর সঙ্গে, ওর চিঠিও আমি হাতে করতে চাই না!' এই বলে তিনি আমার হাতে চিঠি ফেরত দিয়ে দিলেন, তারপর আমাকে ছেড়ে অন্য এক খরিদ্দারের প্রতি মনোযোগ দিলেন। আমি তো অবাক! এসব গভর্নরের চিঠি নয়! তারপর সব কথা পূর্বাপর ভেবে এবং অবস্থা বিবেচনা করে আমার মনে সন্দেহ উঁকি দিল, তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ হল। আমার বন্ধু ডেনহ্যামের সঙ্গে দেখা হতে তাঁকে সব ঘটনাটা ব্যক্ত করলাম। তিনি আমাকে কীথের চরিত্র

বুঝিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, কীথ যে আমার জন্য একটিও পত্র লিখেছেন তা তাঁর মনে হয় না, আর গভর্নর আমাকে লেটার অব্ ক্রেডিট দেবেন এ কথা তিনি হেসে উড়িয়ে দিলেন, কারণ বাজারে তাঁর কোন সুনাম নেই। আমি এখন কী করি এ ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন আমি যে কাজ জানি তার উপযুক্ত কোন একটা চাকরি খুঁজে নিতে।

'এখানকার প্রিণ্টারদের মধ্যে আপনি আপনার উন্নতির সুযোগ পাবেন, অধিকতর কৃতী হয়ে আমেরিকায় ফিরতে পারবেন।'

স্টেশনারের মত আমরা দু-জনেও জানতে পারলাম যে রিডল্‌স্‌ডেন অ্যাটর্নি, একজন পাকা জুয়াচোর। মিস রীডের বাবাকে জামিনদার করে তিনি প্রায় তাঁকে সর্বস্বান্ত করেছেন। তাঁর পত্রে জানা গেল যে মিঃ হ্যামিলটনের ক্ষতি করার জন্য একটা গোপন চক্রান্ত চলেছিল (মিঃ হ্যামিলটনের আমাদের সঙ্গে আসার কথা), আর কীথ কি ব্যাপারে রিডল্‌স্‌ডেনের সঙ্গে বিজড়িত। ডেনহ্যাম হলেন হ্যামিলটনের বন্ধু, তাই তিনি তাঁকে সমগ্র ব্যাপারটি জানিয়ে দেওয়াই স্থির করলেন। তাই যখন তিনি কিছুদিন পরেই ইংলণ্ডে এলেন, তখন কীথের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং বিরক্তি এবং মিঃ হ্যামিলটনের প্রতি শুভেচ্ছা-বশত আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সেই চিঠি তাঁর হাতে দিলাম। তিনি আমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন, কারণ এই সংবাদটুকুর তাঁর প্রয়োজন ছিল। সেই থেকে তিনি আমার বন্ধু হয়ে রইলেন, উত্তরকালে তাতে আমার অনেক সময় বিশেষ সুবিধা হয়েছিল।

কিন্তু যে গভর্নর এমন জঘন্য কর্মে লিপ্ত হতে পারেন, তাঁর সম্বন্ধে কী ধারণা আমরা করতে পারি! একজন দরিদ্র, অজ্ঞ বালকের সঙ্গে কেন এই প্রতারণা! এই নাকি তাঁর স্বভাবে দাঁড়িয়েছিল। তিনি সবাইকেই খুশি রাখার চেষ্টা করতেন এবং দেবার মত কিছু না থাকায়, প্রতিশ্রুতিই দিতেন। অন্য দিক থেকে তিনি জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, ভাল লোক ছিলেন, গভর্নর হিসাবেও তিনি উচ্চশ্রেণীর ছিলেন; তবে, তাঁর নির্বাচন-কেন্দ্র বা ব্যবসায়ী মহলের নির্দেশ তিনি একেবারে উপেক্ষা করে চলতেন। আমাদের অনেকগুলি ভাল আইন তাঁরই পরিকল্পনা এবং তাঁরই কালে গৃহীত হয়।

র‍্যাল্‌ফ্ এবং আমি ছিলাম অভিন্নহৃদয় সহচর। আমরা দু-জনে লিটল্ ব্রিটেনে সপ্তাহে তিন শিলিছ-পেনি হারে বাসস্থান সংগ্রহ করলাম,—এই পর্যন্তই আমরা দিতে পারতাম। র‍্যাল্‌ফের কিছু আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়া গেল, তবে, তাঁরাও দরিদ্র, নিজেদের ভরণ-পোষণ করতে পারেন না। এখন সে আমাকে বলল যে সে আর কোনকালে ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে যাবে না, লণ্ডনেই থেকে যাবে। সঙ্গে টাকাকড়ি নেই, যা এনেছিল সংগ্রহ করে তা জাহাজের ভাড়ায় খরচ হয়ে গেছে। আমার ছিল পনের পিসটোল; সে মাঝে মাঝে আমার কাছে ধার করত, আর চাকরির সন্ধানে ঘুরত। প্রথমটায়

নিজেকে ভাল অভিনেতা মনে করে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশের চেষ্টা করল, কিন্তু মিঃ উইলকেস, যাঁর কাছে সে আবেদন জানিয়েছিল, ওকে বিশেষভাবে বললেন, এ চেষ্টা সে যেন না করে, এ পথে সাফল্যের সম্ভাবনা নেই। পেটারনস্টার রো'র প্রকাশক মিঃ রবার্টসের কাছে এর পর সে বাহাদুরির চেষ্টা করল, বলল তাঁর পক্ষে স্পেক্টেটর জাতীয় কাগজ প্রকাশ করতে পারে; কিন্তু তার শর্ত রবার্টস্ অনুমোদন করলেন না। তখন সে টেম্পল অঞ্চলের স্টেশনার্স ও উকিলদের জন্য ভাড়াটে লেখক হিসাবে তাদের কপি লেখার চাকরির চেষ্টা করল। সেখানেও কর্মখালি নেই।

আমি অবশ্য সোজাসুজি 'পামারস্' নামক মুদ্রাকরের প্রিণ্টিং হাউসে কাজ পেলাম। তাঁদের প্রেস ছিল বার্থলোমিউ ক্লোজে, এখানে প্রায় এক বছর কাজ করলাম। আমি পরিশ্রমী ছিলাম, তবে, র‍্যাল্‌ফের সঙ্গে অভিনয় এবং অন্যান্য আমোদ প্রমোদে বেশ কিছু ব্যয় করলাম্। দু-জনে মিলে সেইসব পিসটোল (টাকা) ব্যয় করেছিলাম। একেবারে সসেমিরা অবস্থা। র‍্যাল্‌ফ্ তো স্ত্রী-পুত্রের কথা একেবারে ভুলে গেছল, আর আমিও ক্রমে মিস রীডের সঙ্গে আমার এনগেজমেণ্টের কথা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। তাঁকে মাত্র একখানি পত্র লিখেছিলাম। সে চিঠিতে লিখেছিলাম যে আমার তাড়াতাড়ি ফেরার সম্ভাবনা নেই। আমার জীবনের এ আর-এক ত্রুটি। আবার যদি সুযোগ পেতাম তো সংশোধন করতাম। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের খরচের জন্য কিছুতেই আর জাহাজের ভাড়া সঞ্চয় করা যাচ্ছিল না।

পামারের ছাপাখানায় তখন ওয়ালস্টনের Religion of Nature (প্রকৃতির ধর্ম) নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হচ্ছিল; তার কম্পোজ করার কাজে আমাকে নিযুক্ত করা হল। তাঁর কিছু যুক্তি আমার কাছে উপযুক্ত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মনে হল না, আমি একটি ক্ষুদ্র অতি প্রাকৃত নিবন্ধে এই বিষয়ে মন্তব্য করলাম। তার নাম ছিল—A Dissertation on Liberty and Necessity, Pleasure and pain। প্রবন্ধটিতে আমার বন্ধু র‍্যাল্‌ফের নাম উৎকীর্ণ করলাম, অল্পসংখ্যক ছাপানো হল। এর ফলে মিঃ পামার আমাকে একজন বুদ্ধিমান তরুণ বলে বিবেচনা করলেন, তবে, আমার এই পুস্তিকার বিষয়ে সুগভীর আলোচনা করা সত্ত্বেও তিনি আমার এই কর্মটি জঘন্য বিবেচনা করলেন। এই পুস্তিকা মুদ্রণ আমার জীবনের আর একটি ত্রুটি।

লিটল্ ব্রিটেনে থাকার সময় উইলকক্স নামে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়; তিনি পুস্তক-বিক্রেতা, পাশের বাড়িতেই তাঁর দোকান। পুরাতন বইয়ের এক বিরাট সংগ্রহ ছিল তাঁর। তখনকার কালে সার্কুলেটিং লাইব্রেরির প্রচলন ছিল না; তখন একটা গ্রহণযোগ্য চুক্তিতে, ঠিক কী তা এখন স্মরণ নেই, স্থির হল যে তাঁর যে-কোনও বই নিয়ে, পড়ে আবার ফেরত দিতে পারি। আমার কাছে এ এক বিরাট সুবিধা। যতটা সম্ভব সেই সুযোগ গ্রহণ করলাম।

আমার পুস্তিকা লিয়নস্ নামক জনৈক ডাক্তারের হাতে পড়েছিল, তিনি The Infallibility of Human Judgment (মানুষের বিচারের অভ্রান্ততা) নামক গ্রন্থের লেখক। তার ফলে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় হল। আমার প্রতি তাঁর বিশেষ নজর পডল। তিনি আমার কাছে আসতেন এইসব নিয়ে আলোচনার জন্য, আমাকে চীপসাইডের লেনে 'হর্নস্' নামে একটা সাধারণ মদের দোকানে নিয়ে যেতেন। ডাঃ ম্যাণ্ডেভিলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন, ইনি 'The Fable of the Bees (মৌমাছিদের নীতিকথা) নামক গ্রন্থের লেখক। সেখানে ক্লাবের তিনি প্রাণ-পুরুষ, কারণ সহচর হিসাবে তিনি ছিলেন অতিশয় চিত্তবিনোদক। লিয়নস্ আমাব সঙ্গে ডাঃ পেম্বারটনের পরিচয় করিয়ে দেন ব্যাটসনের কফি হাউসে। তিনি কোন এক সময় স্যার আইজ্যাক নিউটনের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের সুবিধা করে দেবেন এই প্রতিশ্রুতি দেন। আমার বড় আগ্রহ ছিল তাঁর সঙ্গে দেখা করার, কিন্তু তা আর ঘটেনি।

আমার সঙ্গে কয়েকটা আশ্চর্য জিনিস ছিল, অ্যাসবেস্টস নির্মিত একটা টাকার থলি, সেটা আগুনে শোধ্য। স্যার হ্যান্স্ স্লোন একথা শুনে এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, আমাকে তাঁর ব্লুমসবেরি স্কোয়ারের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে তাঁর সমগ্র অদ্ভুত বস্তুর সংগ্রহশালা দেখালেন এবং তাঁর সেই সংগ্রহের সংখ্যাবৃদ্ধি করতে আমাকেও রাজি করালেন। এর জন্য তিনি আমায় উপযুক্ত অর্থ দান করেছিলেন।

আমাদের বাসায় জনৈকা তরুণী বাস করতেন, তিনি টুপির কাজ করতেন। মনে হয় চকে তাঁর দোকানও ছিল। ভদ্রবংশের মহিলা, বুদ্ধিমতী, প্রাণরসে উজ্জ্বল ; কথাবার্তা কইতেন চমৎকার। র‍্যাল্ফ্ সন্ধ্যার দিকে তাঁকে নাটক পড়ে শোনাতো। ক্রমে দু-জনে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল, তিনি আর-একটি বাসায় চলে গেলেন, র‍্যাল্ফ্ও গেল। কিছুকাল ওরা একত্রে রইল, তবে, র‍্যাল্ফের তখনও কাজকর্ম নেই, এবং মহিলার আয়ে দু-জনের এবং তাঁর সন্তানের খরচ চালানো কঠিন। র‍্যাল্ফ্ স্থির করল লণ্ডনের বাইরে গিয়ে কোন গ্রামের স্কুলে পড়াবে,—তার ধারণা সে সেই কাজের বেশ উপযুক্ত হবে, কারণ তার হাতের লেখা সুন্দর এবং সে অঙ্ক এবং হিসাবে সুনিপুণ। তার মতে অবশ্য এ কর্ম তার অনুপযুক্ত, ছোট কর্ম। ভবিষ্যতে যে তার ভাল কাজ জুটবে সে বিষয়ে সে নিশ্চিত ; সুতরাং তখন সে এত ছোট কাজে ছিল একথা জানাজানি হলে খারাপ হবে। সুতরাং সে নাম ভাঁড়িয়ে আমার নামটা গ্রহণ করে আমাকে সম্মানিত করল। কিছুকাল পরেই চিঠি পেলাম সে বার্কশায়ারে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে গিয়ে উঠেছে, সেখানে সপ্তাহে ছ-পেনি হারে দশ-বার জন ছেলেকে পড়াতো, এরকম মনে হয়। মিসেস 'টি'র দেখাশোনার ভার আমার উপর, আর তাকে 'মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন, স্কুলমাস্টার' এই ঠিকানায় পত্রাদি লিখতে বলল। সে আমাকে নিয়মিত পত্রাদি লিখত, তার রচনারত এক এপিক কবিতার অংশ পাঠাতো,

আমার মতামত চাইত, সংশোধন করে দিতে অনুরোধ করত। আমি মাঝে-মাঝে তা করতাম বটে, তবে, তাকে এ বিষয়ে নিরুৎসাহিত করবার চেষ্টাও করতাম। ইয়ং-এর একটি ব্যঙ্গ রচনা তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে, আমি সেটা কপি করে অনেকটা অংশ ওকে পাঠালাম। সেই রচনায় যে পথে সাফল্যের সম্ভাবনা নেই, সেই পথে বাণী আরাধনার প্রচেষ্টা নিষ্ফল এই কথা অতি স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ ভাষায় লিখিত ছিল। সবই বৃথা, তবুও প্রতি ডাকে পাতা-বোঝাই রচনা আসত। ইতিমধ্যে ওর জন্যে মিসেস 'টি'-র বন্ধু বান্ধব এবং ব্যবসা সবই নষ্ট হয়েছিল, তিনি কষ্টে পড়ে আমাকে ডেকে পাঠাতেন এবং টাকা ধার করতেন ; আমি যা পারতাম দিতাম। তাঁর সঙ্গ ক্রমেই আমার ভাল লাগতে লাগল, এবং সেই সময়ে ধর্মীয় বাধা না থাকায় এবং তাঁর কাজে আমার গুরুত্ব অনুমান করে আমি একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করলাম (আর-এক ভ্রান্তি), কিন্তু তিনি উপযুক্তভাবেই তাতে বাধা দিলেন। র‍্যাল্‌ফ্‌কে তিনি আমার এই অসদাচরণের কথা লিখে জানালেন। এর ফলে আমাদের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হল। লণ্ডনে ফিরে র‍্যাল্‌ফ্‌ আমাকে জানালো আমার প্রতি তার এতটুকু বাধ্যবাধকতা নেই, সম্পর্ক শেষ। অর্থাৎ বুঝলাম যে পাওনা টাকার আর একটি পয়সাও আদায়ের সম্ভাবনা রইল না, যা ধার বা দাদন দিয়েছিলাম সব নাকচ। অবশ্য এর অর্থ কিছুই নয়, কারণ ওর পক্ষে একটি কপর্দকও দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। এই দুটি বন্ধু-বিচ্ছেদের ফলে আমি গুরুভার-মুক্ত হলাম, এখন কিছু টাকা সংগ্রহের দিকে মন দিলাম। আরো ভাল কাজের চেষ্টায় পামারের কাজ ত্যাগ করে লিঙ্কনস্‌ ইন ফীল্ডসের নিকটবর্তী ওয়াট্‌সে যোগদান করলাম,—একটি আরও বড় ছাপাখানা। এইখানেই আমার লণ্ডন বাসের বাকি কালটুকু কাটিয়েছিলাম।

এই প্রতিষ্ঠানে প্রথম প্রবেশের সময় আমি প্রেসেরই কাজ করতাম। আমেরিকায় যে ধরনের শারীরিক পরিশ্রম করতাম এখানেও তা প্রয়োজন এ কথা মনে হল,—সেখানে ছাপা এবং কম্পোজের কাজ দুই-ই করতে হত। আমি কেবলমাত্র জল পান করতাম, বাকি কর্মীরা সংখ্যায় ছিল পঞ্চাশ, তারা ছিল বীয়ারের যম। মাঝে মাঝে আমি বড় বড় টাইপের ফর্মা দু-হাতে দুটি নিয়ে উপর নিচ করতাম, অপরে দু-হাত দিয়ে মাত্র একটি ফর্মা ওঠাতে পারত ; এইসব দেখে এবং আমার অন্যান্য কাজকর্ম দেখে ওরা আমায় বলত 'জোলো-আমেরিক্যান' ; আমার ঐ নামকরণ হয়েছিল, কারণ যারা কড়া বীয়ার পান করে তাদের চেয়েও আমি শক্তিমান। আমাদের শ্রমিকদের প্রয়োজন-মত মদ্য একজন এল-হাউসের বয় এসে পরিবেশন করত। আমার প্রেসের সহকর্মী ভদ্রলোকটি প্রতিদিন ব্রেককাস্টের আগে এক পাঁট, ব্রেকফাস্টের সঙ্গে এক পাঁট রুটি ও পণীর সহ, ব্রেকফাস্ট এবং ডিনারের মাঝামাঝি এক পাঁট, ডিনারে এক পাঁট, সন্ধ্যা ছ-টা নাগাদ এক পাঁট, আর দিনের কাজ শেষ হলে আর-এক পাঁট বীয়ার

খেতেন্। আমার কাছে এই রীতি বড় বিশ্রী মনে হত। কঠোর পরিশ্রম করতে হলে কড়া বীয়ার পান করা প্রয়োজন এই তাঁর ধারণা। আমি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে বীয়ারের যা শক্তি তা যখন যব বা ময়দা থেকে, তখন এক পেনি দামের পাঁউরুটিতে তার চেয়ে বেশি খাদ্যশক্তি আছে, সুতরাং এক পাঁট সাদা জলের সঙ্গে যদি একটি পাউরুটি খাওয়া যায় তাহলে এক কোয়ার্ট বীয়ারের চেয়ে বেশি জোর পাওয়া যাবে। তিনি কিন্তু সমানে পান করে যেতে লাগলেন, শনিবার রাতে মাইনে থেকে চার-পাঁচ শিলিং এই মদ্যের দাম হিসাবে দিতে হত। আমার এই খরচ ছিল না। এইভাবে এইসব দরিদ্র প্রাণীদের সর্বদাই নিচেই থেকে যেতে হত।

কয়েক সপ্তাহ পরে ওয়াট্‌স্ আমাকে কম্পোজ-ঘরে নিয়ে এলেন, আমি প্রেস-রুম ছেড়ে দিলাম। এও এক মদ্যপানের আড্ডা; কম্পোজিটররা আমার কাছে পাঁচ শিলিং দাবি করল। এই দাবি আমার অন্যায় মনে হল, আমি নিচে টাকা দিয়ে এসেছি। আমার মনিবেরও সেই মত, এবং তিনি আমাকে এই চাঁদা দিতে বারণ করলেন। দু-তিন সপ্তাহ জেদ বজায় রাখলাম, ফলে একঘরে হয়ে রইলাম এবং নানারকমের উৎপাত আমার উপর হতে লাগল: আমার কম্পোজ-করা পাতা ওলট-পালট করা, ম্যাটার ভেঙে দেওয়া প্রভৃতি। ঘরে থেকে বাইরে চলে গেলেই চলত এই কাণ্ড—বলত যে এসব হল চ্যাপেল* ভূতের ভুতুড়ে কাণ্ড, যারা রীতিমতভাবে এ ঘরে গৃহীত বা অনুমোদিত না হয়, ভূত তাদের ঘাড়ে চাপে। মালিকের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও আমি ভুল বুঝে শেষ পর্যন্ত টাকা দিলাম, যাদের সঙ্গে নিয়মিত কাজ করতে হবে তাদের সঙ্গে অসদ্ভাব রাখা উচিত নয়। এখন ওদের সঙ্গে বেশ প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং আমার প্রভাব বৃদ্ধি পেল। আমি 'চ্যাপেলের' আইন-কানুনের কিছু পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাব করলাম, এবং বাধা সত্ত্বেও তা সজ্ঘটিত হল। আমার আদর্শে অনেকেই প্রাতে ব্রেকফাস্টের সময় রুটি ও চীজের সঙ্গে বীয়ার পানের অভ্যাস ত্যাগ করল, তার পরিবর্তে কাছাকাছি একটা বাড়ি থেকে এক পাত্র গরম খিচুড়ি-জাতীয় পদার্থ, তার সঙ্গে রুটির টুকরা, কিঞ্চিৎ লঙ্কার ঝাল ও একটু মাখনের ছিটাও পাওয়া যেত; তার মূল্যও ঐ এক পাঁট বীয়ারের মতই পড়ত, অর্থাৎ তিন আধপেনি। এ একরকম সুবিধাজনক এবং শস্তার ব্রেকফাস্ট, আর তাতে মাথাটাও ওদের পরিষ্কার থাকত। যারা সারা দিন বীয়ার পানাভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি, তারা আমাকে কাছাকাছি এল হাউস থেকে বীয়ার ধারে আনার জন্য অনুনয় করত, তাদের নাকি 'আলো' ফুরিয়ে যাচ্ছে। শনিবার আমি মাহিনার তালিকা দেখতাম, আর তাদের জন্য যে পরিমাণ টাকার জামিন থাকতাম তা সংগ্রহ করতাম। তাদের হিসাবে মাঝে মাঝে ত্রিশ শিলিং মত দিতে হত। ওদের কাছে আমি একজন উত্তম

* ছাপাখানাকে ছাপাখানা কর্মীরা 'চ্যাপেল' নামে অভিহিত করে থাকেন।

'riggite' (অর্থাৎ ভাঁড), সমাজে আমার প্রতিষ্ঠার সমর্থক হয়ে দাঁড়ালো এই পরিচয়। আমার নিয়মিত উপস্থিতি (আমি সেন্ট মণ্ডে করতাম না) আমার মালিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল; তাছাড়া আমি অতি দ্রুত কম্পোজ করতে পারতাম, তার ফলে যত রকম জরুরি কাজ আমাকে দেওয়া হত। তার মজুরিও সাধারণত বেশি হত, সুতরাং আমার ভালই চলতে লাগল।

লিট্‌ল্ ব্রিটেনে আমার বাসাটা দূরের পাল্লায় হওয়ায় রোমিশ চ্যাপেলের উল্টো দিকে ডিউক স্ট্রীটে আর একটা বাসা পেলাম। একটা ইটালিয়ান দোকানের পিছন দিকে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হত। জনৈকা বিধবা মহিলার বাসা; তাঁর একটি কন্যা, একটি দাসী ও জনৈক মজুর ছিল। তারা ওয়্যার-হাউসে কাজ করত, অন্যত্র থাকত। আগের থাকার জায়গায় আমার চরিত্র সম্বন্ধে খোঁজ নিয়ে তিনি তিন শিলিং ছ পেনি হারে আমাকে নিতে রাজি হলেন। তিনি আমাকে শস্তা হারে নিলেন, কারণ বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষ থাকা ভাল, নিরাপত্তার দিক থেকে অনেকটা ভরসা। এই বিধবা মহিলাটির বয়স হয়েছে। তিনি শিক্ষায় প্রোটেস্ট্যান্ট, (ধর্মযাজকের কন্যা), স্বামী ছিলেন ক্যাথলিক, তাই ক্যাথলিকে ধর্মান্তরিত। স্বামীর পবিত্র স্মৃতি তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। বিশিষ্টদের সঙ্গে আজীবন কাটানোর ফলে দ্বিতীয় চার্লসের সময়কার পর্যন্ত হাজার রকমের কাহিনী তাঁর জানা ছিল। হাঁটুতে বাত থাকায় তিনি একরকম খোঁড়াই ছিলেন, ঘরের বাইরে যেতে পারতেন না; মাঝে মাঝে সঙ্গী খুঁজতেন। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বাসায় যা খেতাম তা অত্যন্ত সামান্য; কিন্তু তার গল্পগুলোই ছিল আমার বিশেষ আকর্ষণ, আর সঙ্গী হিসাবে তিনি ছিলেন এমনই আকর্ষণের বস্তু যে অনুরুদ্ধ হলে আমি তাঁর সঙ্গে সন্ধ্যা কাটাতাম। আমি নিয়ম করে ঠিক সময়-মত আসা যাওয়া করায় এবং সেই সংসারে এতটুকু উৎপাত না করায় তিনি আমাকে ছাড়তে চাইতেন না, তাই যখন তাঁকে বললাম যে আমার কর্মস্থানের কাছাকাছি দু-শিলিং-এ একটা বাসা পাওয়া যাবে এবং আমার তখন টাকা জমাবার আগ্রহ তাই তার মূল্য কম নয় আমার কাছে, তিনি আমাকে সে সব চিন্তা ত্যাগ করতে বললেন। আমি যতকাল লণ্ডনে ছিলাম, তাঁর কাছে এক শিলিং ছ-পেনি দিয়ে রয়ে গেলাম।

তাঁর বাড়ির এক খুপরি ঘরে জনৈকা সত্তর বছর বয়সের কুমারী থাকতেন, সব বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন তিনি। তাঁর সম্পর্কে আমার বাড়িওয়ালি নিম্নলিখিত কাহিনী বলেছেন :

মহিলাটি রোমান ক্যাথলিক। অল্প বয়সে বিদেশে গিয়েছিলেন, নান হওয়ার উদ্দেশ্যে। একটি 'নানারি' বা সেবিকাশ্রমে ছিলেন, কিন্তু সে দেশের জলহাওয়া সহ্য হল না, তিনি ইংলণ্ডে ফিরলেন। ইংলণ্ডে কোন সেবিকাশ্রম না থাকায়, এইভাবে যতটুকু সম্ভব তিনি নান হিসাবেই জীবনটা কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলেন। এই কারণে তিনি সমগ্র সম্পত্তি দাতব্য করেছেন,

নিজে বছরে মাত্র বার পাউণ্ড ভাড়া নেন, তার থেকেও আবার কিছুটা দান করেন। শুধু দুটি জলভাত খেয়ে থাকেন, আর সেটুকু গরম করার জন্য যেটুকু আগুন প্রয়োজন তা জ্বালান। দীর্ঘকাল তিনি এই খুপরিতে আছেন। নিচেকার বাড়ির যত ক্যাথলিক ভাড়াটে এসেছেন তাঁরা ওঁকে বিনামূল্যে থাকতে দিয়েছেন, কারণ ওঁকে পাওয়া তাঁরা একটা আশীর্বাদ বলে মনে করেন।

প্রতিদিন জনৈক পুরোহিত এসে তাঁকে স্বীকারোক্তি করিয়ে যেতেন। আমার বাড়িওয়ালি বললেন, 'আমি একদিন জানতে চাইলাম, তুমি যেভাবে থেকেছ, যা তোমার জীবন, তাতে কি এত স্বীকারোক্তির প্রয়োজন আছে?'

জবাবে উনি বললেন, 'বৃথা চিন্তার হাত থেকে তো নিষ্কৃতি নেই!'

একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাওয়া গেছল। তিনি নম্র, আনন্দময়ী; মনোহর ভঙ্গীতে কথা বললেন। ঘরটি পরিচ্ছন্ন, কিন্তু সে ঘরে একটি গদি ছাড়া আর কোনও আসবাব নেই। একটি টেবলে ক্রসচিহ্ন আর বই, একটা টুল—তাতেই আমাকে বসতে দিলেন—আর চিমনির উপর সেণ্ট ভেরোনিকার এক চিত্র। তাঁর রুমালে যীশুখ্রীস্টের রক্তাক্ত মুখ আঁকা। আমাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে তিনি তা বুঝিয়ে দিলেন। তাঁকে বিবর্ণ দেখাচ্ছিল, কিন্তু রুগ্ন বলা যায় না। কত কম অর্থে জীবন ও স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখা যায়, এই মহিলাকে তার উদাহরণ হিসাবে দেখাতে পারি।

ওয়াট্‌সের ছাপাখানায় আমার সঙ্গে জনৈক বুদ্ধিমান যুবকের আলাপ হয়। তাঁর নাম উইগেট, তাঁর আত্মীয়স্বজন ধনী হওয়ায় অধিকাংশ ছাপাখানাকর্মীর চাইতে তাঁর শিক্ষাদীক্ষা বেশি ছিল। মোটামুটি ল্যাটিন জানতেন, ফরাসী বলতে পারতেন এবং পড়তে ভালবাসতেন। তাঁকে এবং তাঁর এক বন্ধুকে আমি সাঁতার শিখিয়েছিলাম। অতি সত্বর তাঁরা ভাল সাঁতারু হয়ে উঠলেন। তাঁরা আমার সঙ্গে জনকয়েক ভদ্রলোকের পরিচয় করিয়ে দেন, তাঁরা জলপথে কলেজ ও ডন সালতেরার সংগ্রহশালা দেখার জন্য চেলসী গেছলেন। প্রত্যাবর্তনের পথে এই দলের আগ্রহে (সেই আগ্রহ অবশ্য উইগেটই সৃষ্টি করেছিল) আমাকে জামাকাপড় ছেড়ে চেলসী থেকে ব্ল্যাকফ্রায়ার পর্যন্ত সাঁতার দিতে হয়। পথে অনেক রকম কৌশল প্রদর্শন করি—জলের উপর এবং নিচে। তাঁদের চোখে এই দৃশ্য নতুন, তাই তাঁরা বিশেষ আশ্চর্য হন। ছোটবেলা থেকেই এই জাতীয় ব্যায়ামে আমার আনন্দ প্রচুর। আমি থীভনটের সমস্ত ভঙ্গী শিখেছিলাম। কয়েকটা ছিল আমার নিজস্ব,—সহজ, প্রয়োজনীয় এবং স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীর প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল। এই দলটিকে সে সবই প্রদর্শন করলাম, এবং তাঁদের প্রশংসায় বিশেষ প্রীত হইলাম। উইগেট এ বিষয়ে ওস্তাদ হতে চান, এই কারণে তিনি আমার প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হলেন। এ ছাড়া আমাদের পড়াশোনার মধ্যেও একটা মানসিক মিল ছিল। সে

অবশেষে একত্রে সারা ইউরোপ ভ্রমণের প্রস্তাব দিল,—সব জায়গাতেই আমাদের জানা কাজ করে খরচ চালিয়ে নেওয়া হবে। আমার এদিকে আগ্রহ হয়েছিল, তবে, আমার হিতৈষী বন্ধু ডেন হ্যামকে বলতে তিনি আমাকে নিরস্ত করলেন। সময় পেলেই আমি তাঁর সঙ্গে ঘণ্টাখানেক কাটাতাম। আমাকে তিনি কেবল পেনসিলভ্যানিয়ায় ফেরার কথা স্মরণ রাখতে বললেন। তাঁর তখন ফেরার ব্যবস্থা প্রায় ঠিক।

এই ভদ্র মানুষটির চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলি—তিনি আগে ব্রিস্টলে ব্যবসা করতেন। অনেকের কাছে ঋণী হয়ে পড়ে সব ঋণের দায়িত্ব নিয়ে আমেরিকায় যান। সেখানে ব্যবসায়ী হিসাবে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে কাজ করে তিনি অল্পকালের মধ্যেই তাঁর ভাগ্য ফিরিয়ে নিলেন। আমার সঙ্গে জাহাজে ইংলণ্ডে ফিরে তিনি তাঁর প্রাক্তন মহাজনদের এক সম্বর্ধনা-সভায় আমন্ত্রণ করে আনলেন, সেখানে যে সহজভাবে তাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। তাঁরা তখন মনে করেছিলেন যে শুধু ভোজন এবং আপ্যায়ন ছাড়া আর কিছুই মিলবে না। আজ দেখেন যে প্লেটের তলায় বাকি টাকার এক একটি চেক—একেবারে সুদ-সহ।

তিনি তখন আমায় বললেন যে শিগগিরই পেনসিলভ্যানিয়ায় ফিরবেন; সঙ্গে থাকবে প্রচুর মালপত্র—সেখানে একটা দোকান খুলবেন। আমাকে তিনি হিসাব রাখার জন্য তাঁর কেরানি হিসাবে নিযুক্ত করার প্রস্তাব দিলেন। কাজ তিনি শিখিয়ে নেবেন। তাঁর চিঠিপত্র কপি করতে হবে, আর দোকানে হাজির হতে হবে। তিনি আমাকে বললেন যে সওদাগরি কর্মে আমি একটু পারদর্শী হয়ে উঠলে তিনি আমাকে প্রোমোশন দিয়ে ময়দা আর রুটির এক মাল-জাহাজের ভার দেবেন। সে জাহাজ যাবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে। অপরের কাছ থেকে কমিশন সংগ্রহ করে দেবেন, তাতে আমার লাভ হবে। আমি যদি ভাল চালাতে পারি তাহলে আমাকে তিনি ভালভাবেই দাঁড় করিয়ে দেবেন। এই প্রস্তাবে আমি খুশি হলাম। লণ্ডনে আমি হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। পেনসিলভ্যানিয়ায় যে-সব আনন্দের দিন কাটিয়েছি তার কথা মনে এল। আবার তা দেখার বাসনা মনে জাগল। তাই তখনই বছরে পঞ্চাশ পাউণ্ড মাহিনায় রাজি হয়ে গেলাম। পেনসিলভ্যানিয়ার টাকা আমি তখন ছাপাখানায় যা পাচ্ছিলাম তার চেয়ে অনেক কম বটে, তবে, ভবিষ্যতে উন্নতির আশা ছিল।

তখন মনে হয়েছিল যে চিরতরে ছাপার কাজ থেকে ছুটি পেলাম, এবং নতুন কাজে দৈনিক হিসাবে ভর্তি হলাম। মিঃ ডেনহ্যামের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যবসায়ীর কাছে নানাবিধ দ্রব্য কিনতে যেতাম। ঠিকমত প্যাক করা হল কি না দেখতাম, খবরাখবর বিলি করতাম, মজুরদের ডেকে মালগুলি পাঠাবার ব্যবস্থা করতাম, তারপর জাহাজে মাল ওঠানো হলে কয়েকদিন বিশ্রাম

করতাম। এই সময় একদিন অত্যন্ত বিস্ময়ের সঙ্গে শুনলাম এক বিশিষ্ট ব্যক্তি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর নাম স্যার উইলিয়াম উইণ্ডহ্যাম। ভদ্র-লোককে আমি শুধু নামে চিনি। আমি তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলাম। তিনি কিভাবে চেলসী থেকে ব্ল্যাকফ্রায়ার পর্যন্ত আমার সাঁতারের কথা শুনেছেন এবং উইগেট ও অন্য এক তরুণকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সাঁতার শিখিয়েছি তাও শুনেছেন। তাঁর দুটি ছেলে ভ্রমণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত, তাদের যদি আমি সাঁতার শেখাই, তাহলে তিনি আমাকে উপযুক্ত মূল্য দেবেন। তারা তখনও শহরে আসেনি, আর আমার থাকাটাও অনিশ্চিত, সুতরাং আমি সেই ভার গ্রহণ করতে পারলাম না। তবে, এই ঘটনা থেকে ভাবলাম যে লণ্ডনে থেকে যদি একটা সাঁতারের স্কুল খুলি তাহলে প্রচুর অর্থ রোজগার হবে। এই চিন্তা আমার মনকে এমনই আচ্ছন্ন করেছিল যে আগে যদি এই প্রস্তাব আসত তাহলে হয়ত এত তাড়াতাড়ি আমেরিকায় ফিরতাম না। অনেক বছর পরে, তোমাকে এবং আমাকে স্যার উইলিয়াম উইনডহ্যামের একটি ছেলের জন্য কিছু করতে হয়েছিল। তিনি তখন আর্ল অব এগরেমণ্ট। এ বিষয়ে পরে যথাস্থানে উল্লেখ করা যাবে।

এইভাবে লণ্ডনে আঠারো মাস কাটল। অধিকাংশ সময় আমাকে আমার কাজে কঠোর পরিশ্রম করতে হল, মাঝে-মাঝে অবশ্য নাটক দেখা এবং বই পড়ার কাজ করেছি। আমার বন্ধু র‍্যাল্‌ফ্‌ আমাকে দারিদ্র্যের মধ্যেই রেখেছিল। আমার কাছে সে প্রায় সাতাশ পাউণ্ড ঋণী ছিল, সে টাকা আর ফিরে পাবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমার ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের পক্ষে মোটা টাকা এ। তবু ওকে আমি ভালবাসতাম, ওর অনেক গুণ ছিল। লণ্ডনে জ্ঞান সঞ্চয় করেছিলাম অনেক, কিন্তু আর্থিক অবস্থা ফেরাতে পারিনি। আমার কিছু ভাল লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় আমি লাভবান হয়েছি, আর পড়েছিও অনেক।

১৭২৬-এর ২৩শে জুলাই তারিখে গ্রেভস্‌এণ্ড থেকে আমরা যাত্রা করলাম। আমার এই যাত্রাকালীন ঘটনাবলীর জন্য আমি তোমাকে আমার জার্নাল পাঠ করতে বলি, সেখানে তার যথাযথ বর্ণনা দেওয়া আছে। সেই জার্নালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ত তার 'প্ল্যান'—সেটা আমি সমুদ্রেই রচনা করি—আমার জীবনের ভবিষ্যৎ কর্মের পরিকল্পনা। এক হিসাবে এর মূল্য অসীম, কারণ সেই অল্প বয়সেই আমি এই জাতীয় 'প্ল্যান' করেছিলাম, এবং বেশ পরিণত বয়স পর্যন্ত তা পালন করেছি।

ফিলাডেলফিয়ায় পৌঁছালাম ১১ই অক্টোবর। সেখানে কয়েকটি পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। কীথ আর গভর্নর নয়, তাঁর স্থান অধিকার করেছেন মেজর গর্ডন। আমার সঙ্গে পথে অতি সাধারণ নাগরিকের মত কীথের দেখা হল। আমাকে দেখে ওঁর যেন কিঞ্চিৎ লজ্জা হল, কোন কথা না বলেই

চলে গেলেন। মিস রীডের সঙ্গে দেখা হলে আমিও এমনই লজ্জা পেতাম, কারণ আমার ফিরে আসার দেরি দেখে এবং আমার চিঠি পড়ে তাঁর আত্মীয়বর্গ একরকম জোর করেই রজার্স নামক এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন,—সে কুমারের কাজ করত। তার সঙ্গে মিস রীড কখনো সুখী হতে পারেন নি, অতি শীঘ্রই দু-জনে ছাড়াছাড়ি হয়। যখন জানা গেল তার স্ত্রী আছে তখন তিনি তার সঙ্গে সহবাস পযন্ত করতে রাজি হননি, তার নাম গ্রহণ করতেও নয়। লোকটি একেবারে অপদার্থ, কর্মী হিসাবে যদিও চমৎকার ; এবং মিস রীডের আত্মীযবর্গের কাছে সেটাই ছিল লোভের বস্তু। লোকটি ঋণগ্রস্ত হয়ে ১৭২৭ বা ২৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে চলে যায়, সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে। কীমার একটা ভাল বাড়ি পেয়েছিল—একটা দোকান, নানা মালে ভর্তি। অনেক নতুন টাইপ এনেছে, অনেক লোক কাজ করছে যদিও কেউই ভাল নয়, আর মনে হল কাজও পেয়েছে অনেক।

ওয়াটার স্ট্রীটে মিঃ ডেনহ্যাম দোকান খুললেন। আমি মন দিয়ে কাজ করতে লাগলাম। হিসাবপত্র রাখি, অতি অল্পকালে ভাল সেল্‌স্‌ম্যান হয়ে উঠলাম। আমরা একত্রে থাকা খাওয়া করতাম। তিনি আমাকে পিতার মত উপদেশ দিতেন, আমার প্রতি তাঁর আন্তরিক টান ছিল। আমিও তাঁকে শ্রদ্ধা করতাম, ভালবাসতাম। আমাদের দু-জনের হয়ত বেশ ভালই কাটত, কিন্তু ১৭২৭-এর ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় আমাদের দু-জনেরই অসুখ করল— আমার বয়স তখন একুশ বছর উত্তীর্ণ হয়েছে সবে। আমার প্লুরিসি হল, তাতেই প্রায় খতম হয়ে যেতাম। আমি খুব কষ্ট পেলাম, মনে মনে আরোগ্যের আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম ; তাই যখন দেখলাম সেরে উঠছি তখন হতাশ হলাম, মনে মনে ভাবলাম, আবার সেইসব অপ্রীতিকর কর্ম করতে হবে। মিঃ ডেনহ্যামের অসুখের কারণ মনে নেই, তিনি অনেককাল ভুগে শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন। এক অলিখিত দলিলে (উইল) তিনি আমার প্রতি প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ সামান্য কিছু অর্থ রেখে গেলেন। আর-একবার আমি বিরাট বিশ্বে অনাথ হয়ে পড়লাম। তাঁর যারা ট্রাস্টি তাঁরা স্টোর নিয়ে নিলেন, তাঁর অধীনে আমার কাজ শেষ হল। ফিলাডেলফিয়ায় আমার ভগ্নিপতি হোম্‌স্‌ ছিলেন, তিনি আমাকে আমার পুরাতন কর্মে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন। কীমার মোটা মাইনের লোভ দেখিয়ে তার ছাপাখানার ভার নিতে অনুরোধ করল, কারণ তাহলে সে তার মনিহারি দোকানে অধিক মনোযোগ দিতে পারবে। আমি লণ্ডনে তার বন্ধু এবং স্ত্রীর কাছে তার কু-চরিত্রের কথা শুনেছিলাম, তাই তার সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে ইচ্ছা হল না। ব্যবসায়ীর কেরানি হিসেবে কোন কর্মসংস্থানের চেষ্টা করলাম। কিন্তু তাড়াতাড়ি কিছু পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত আবার কীমারের সঙ্গে হাত মেলালাম।

তার ছাপাখানায় হিউ মেরেডিথের সঙ্গে আলাপ হল : ওয়েল্‌শ্‌-পেনসিল-ভ্যানিয়ান যুবক, ত্রিশ বছর বয়স। পল্লীগ্রামের কাজে অভ্যস্ত, সৎ, বুদ্ধিমান, অভিজ্ঞ মানুষ, পড়তে ভালবাসতেন ; তবে, অতিশয় সুরাসক্ত। আর একজন, স্টিফেন পট্‌স্‌, পল্লীযুবক, পূর্ণবয়স্ক, অসামান্য স্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী, প্রচুর রসজ্ঞান এবং কৌতুকপ্রিয়, তবে, একটু অলস। অত্যন্ত অল্প মাহিনায় তিনি এদের কাজে রাজি হয়েছিলেন, প্রতি তিন মাসে এক শিলিং মাইনে বাড়বে—ব্যবসার উন্নতির সঙ্গে এই বৃদ্ধির দাবি ন্যায়সঙ্গত হবে। এই বৃদ্ধির আশাতেই তাঁরা কাজ করত। মেরেডিথ ছাপাখানায় কাজ করত, পট্‌স্‌ কাজ করত বাঁধাইখানায়। অপরকে কাজ শেখাতেও সে চুক্তিবদ্ধ, কিন্তু সে নিজেই জানত না কাকে শেখাবে। আর ছিল জন—উদ্দাম আইরিশ যুবক, কোন কাজই জানত না, তাকে বার বছরের চুক্তিতে কোন এক জাহাজের কাপ্তেনের কাছ থেকে কিনেছিল কীমার। তারও প্রেসে কাজ করার কথা। অক্সফোর্ডের এক ছাত্র জর্জ ওয়েবের সঙ্গেও এই বার বছরের চুক্তি, তাকে কম্পোজের কাজ করানো হবে। এর সম্বন্ধে পরে আরো বলব। আর ডেভিড হ্যারি নামক এক গ্রাম্য বালককে শিক্ষানবিশ হিসাবে নেওয়া হয়েছিল।

আমি অতি শীঘ্রই বুঝলাম যে আমাকে আগের চেয়ে এত বেশি মাইনে দিয়ে রাখার অর্থ, এইসব সস্তাদরের কাঁচা কর্মীদের কাজ শেখানো। ওরা কাজ শিখে গেলেই ওদের টিকি বাঁধা কীমারের কাছে, ওদের দিয়েই কাজ করাবে, আমাকে তখন না হলেও চলবে। যাই হোক, আমি আনন্দের সঙ্গে কাজ করে যাই, ওর ছাপাখানাকে ঠিক করে সাজিয়ে দিই—একেবারে সব ছত্রাকার হয়েছিল। ওর কর্মচারীদের আমি ক্রমশই কাজে মন দিতে এবং ভাল কাজ করতে শেখালাম।

একজন অক্সফোর্ডের ছাত্রকে কেনা চাকর হিসাবে কাজে লাগাতে দেখে আমার কেমন বিশ্রী লাগত। তাঁর বয়স তখন আঠারো বছরের বেশি নয়। তিনি আমাকে তাঁর জীবনের এই কাহিনী বলেছিলেন। গ্লস্টার শহরে তাঁর জন্ম, সেখানে গ্রামার স্কুলে লেখাপড়া করেছেন। যখন নাটকাভিনয় হত তখন তাতে অভিনয় করে কিঞ্চিৎ প্রাধান্য লাভ করেন। সেখানকার উইটি ক্লাবের সদস্য হন, কয়েকটি কবিতা এবং প্রবন্ধও লিখেছেন, তা গ্লস্টারের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তারপর ওঁকে অক্সফোর্ডে পাঠানো হয়, সেখানে এক বছর ছিলেন ; তবে, তেমন সন্তুষ্ট না হতে পেরে সব ছেড়ে লণ্ডন দেখতে এবং অভিনেতা হওয়ার বাসনায় বেরিয়ে পড়ে। অবশেষে পনের গিনির ত্রৈমাসিক ভাগ পেয়ে ঋণ শোধ না করে শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, গাউনটা ঝোপে লুকিয়ে রেখে পদব্রজে লণ্ডন যাত্রা করলেন। সেখানে উপদেশ দানের যোগ্য বন্ধু না থাকায় অসৎ সঙ্গে পড়লেন, সব কটি গিনি ব্যয় হয়ে গেল। অভিনেতা মহলে পরিচিত হওয়ার কোনও সুযোগ না পেয়ে, অভাবে পড়ে

জামা কাপড় বাঁধা দিলেন,—রুটি চাই। ক্ষুধার্ত হয়ে পথে হাঁটছেন, কি করছেন ঠিক নেই, এমন একটা ক্রিম্পস্‌ বিল তাঁর হাতে পড়ল। যারা আমেরিকায় কাজ করতে যেতে চায় তাদের জন্য অবিরাম আমোদ প্রমোদ ও উৎসাহদানের অবাধ ব্যবস্থা। উনি সোজা সেখানে গেলেন, কাগজপত্র সই করলেন। জাহাজে উঠে এখানে চলে এলেন। তাঁর যে কি হল তার কথা বন্ধুদের এক লাইনও লিখলেন না। লোকটি প্রাণবান, রসিক ; কিন্তু অলস, অপরিণামদর্শী এবং অতিমাত্রায় অবুঝ।

আইরিশম্যান জন অতি শিগগিরই পালালো। যারা অবশিষ্ট রইল তাদের সঙ্গে আমার মিলেমিশে কাটতে লাগল। ওরা সবাই আমাকে বেশ শ্রদ্ধা করত। আরো বেশি শ্রদ্ধা বেড়ে যেত যখন দেখত যে কীমার তাদের কোনরকম শিক্ষা দিতে অপারগ, অথচ আমার কাছে প্রতিদিনই কিছু না কিছু শিখছে। শনিবার আমরা কাজ করতাম না। সেদিন কীমারের সাবাথ,—সেই হিসাবে দুদিন প্রায় ছুটি থাকত, পড়ার সুবিধা পেতাম। শহরের বিদগ্ধ সমাজের সঙ্গে আমার ক্রমেই পরিচয় হতে লাগল। কীমার নিজেও আমাকে অত্যন্ত সমীহ করত। ভার্ননের কাছে আমার ঋণের চিন্তা আমাকে বিশেষ পীড়িত করে তুলল। আমি তো তা শোধ করার কোন রাস্তা দেখি না। আমার অর্থনৈতিক অবস্থার কোন উন্নতিই ঘটাতে পারিনি। সে কিন্তু যথেষ্ট দয়া করেছে, কোন দাবি করে নি।

আমাদের ছাপাখানায় মাঝে-মাঝে টাইপের অভাব হত, আমেরিকায় টাইপ ফাউণ্ড্রি ছিল না। আমি লণ্ডনে জেম্‌স্‌-এ কিভাবে টাইপ তৈরি হয় তা দেখেছিলাম, তবে, তখন সে বিষয়ে তেমন মনোযোগ দিইনি। যাই হোক, এখন আমি ছাঁচ তৈরি করতে চেষ্টা করলাম, আমাদের যে-সব অক্ষর ছিল তার সুযোগ গ্রহণ করলাম। সিসের ছাপ দিলাম, এবং মোটামুটি রকমের টাইপ তৈরি করে আমাদের প্রয়োজন মেটানো হল। এই উপলক্ষে কিছু খোদাই করে নিলাম। আমি কালিও তৈরি করতাম। এক হিসাবে আমিই সব করতাম —জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ।

আমার প্রয়োজন যত বেশিই হোক, প্রতিদিনই সেই প্রয়োজনীয়তা একটু করে হ্রাস পাচ্ছিল, কেননা অপরে কাজ শিখে ফেলছিল। কীমার আমাকে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের মাহিনা দেওয়ার সময় বলল যে মাহিনাটা বড় বেশি হয়ে পড়ছে, কিছু কমাতে হবে। ধাপে ধাপে ওর ভদ্রতা হ্রাস পেতে লাগল, প্রভুত্বের মেজাজ বাড়তে লাগল। প্রায়ই দোষ ধরত, মেজাজ দেখাত এবং একটা বিচ্ছেদের মত অবস্থার সৃষ্টি করে তুলল। আমি তবুও যথেষ্ট ধৈর্য সহকারে চালাতে লাগলাম। ভাবতাম ওর অভাবই হয়ত এর আংশিক কারণ। অবশেষে সামান্য একটা ব্যাপারে আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন হল। কোর্ট-হাউসের কাছে একটা প্রচণ্ড হট্টগোল হওয়ায় আমি জানলা দিয়ে মুখ

বাড়িয়ে দেখছি ব্যাপারটা কি। কীমার রাস্তায় ছিল, ওপরে তাকিয়ে আমাকে দেখতে পায়। অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়ে চিৎকার করে বলে আমার নিজের কাজে মন দিতে, কয়েকটি কড়া কথাও বলে। আমি ক্ষুণ্ণ হলাম, কারণ অন্য যারা দেখছিল তারা সবাই আমাকে অপমানিত হতে দেখেছিল। তৎক্ষণাৎ ও ছাপাখানায় চলে এল, কলহ চলতে লাগল। উভয় পক্ষে চড়া গলায় কথা চলল, ও আমাকে এক কোয়ার্টারের নোটিশ দিল—এই আমাদের চুক্তি ছিল। বলল এত দীর্ঘ মেয়াদী চুক্তি না মানলে ও খুশি হত। আমি ওকে বললাম, 'তোমার বৃথা ভাবনার কারণ নেই, আমি এই মুহূর্তে তোমার কাজ ছেড়ে চলে যাব।' তারপব হ্যাটটি তুলে নিয়ে বেরিযে এলাম। মেরেডিথকে (তাকে নিচে দেখলাম) বললাম আমার জিনিসপত্র দেখতে এবং ঠিকমত এনে আমার বাসায় পৌঁছে দিতে।

মেরেডিথ সন্ধ্যার সময় এল, তখন আমার সম্পর্কে আলোচনা হল। আমার প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা; তাই সে থাকবে আর আমি ছেড়ে চলে আসব, এ তার ভাল লাগছিল না। আমি দেশে ফিরে যাব মনে করছিলাম। সে আমাকে নিবস্ত করল, বলল কীমাবের সমস্ত সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত, ওর মহাজনরা অস্বস্তি বোধ করছে। ওর ব্যবসা অতি এলোমেলোভাবে রক্ষিত, অনেক সময লাভ ব্যতীতই দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। নগদ টাকা পাওযার লোভে অনেক সময় কোনও হিসাব না বেখে বিশ্বাসের উপর টাকা ছেড়ে দেয়। ওর ব্যবসা নিশ্চয়ই ফেল করবে, তার ফলে আমি একটা ফাঁক পাব, আমার সুবিধা হবে। আমি বললাম, 'কিন্তু আমার তো অর্থ নেই!' তখন সে আমাকে জানালো যে তার পিতা আমার সম্পর্কে উচ্চ আশা পোযণ করেন, এবং তাঁর সঙ্গে যেসব কথাবার্তা হয়েছে তাতে মনে হয় আমাদের উভয়ের একটা ব্যবসা গড়ে তোলার জন্য তিনি টাকা দিতে পারেন,—যদি অবশ্য আমি মেরেডিথের সঙ্গে ভাগে কারবার করি। সে বলল, 'বসন্ত কালের মধ্যে কীমারের সঙ্গে আমার চুক্তি শেষ হবে। ইতিমধ্যে আমরা লণ্ডন থেকে প্রেস আর টাইপ আনিয়ে নিতে পারব। আমি ভাল কারিগর নই; যদি ইচ্ছা কর, তোমার বুদ্ধি এবং কর্মক্ষমতার বিনিময়ে আমি যে টাকা দেব তা তোমার অংশ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। আমরা তাহলে লাভের সমান সমান বখরা পাব।'

আমার কাছে এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য; আমি রাজি হলাম। ওর বাবা শহরে ছিলেন। তিনি প্রস্তাবটি অনুমোদন করলেন, আরও জানালেন যে তাঁর পুত্রের উপর আমার প্রভাব আছে এবং আমি হয়ত তার মদ্যপানের বদভ্যাসটা কালক্রমে একেবারে ছাড়াতে পারব। বিশেষত ঘনিষ্ঠতা বাড়লে সেটা আরও সম্ভব হবে। আমি ওর পিতৃদেবকে একটি তালিকা দিলাম, তিনি একজন ব্যবসায়ীর কাছে সেটি নিয়ে গেলেন। জিনিসগুলি আমদানি করতে দেওয়া হল। সেসব জিনিস এসে না পৌঁছানো পর্যন্ত সমগ্র ব্যাপারটি গোপন

রাখা হবে স্থির হল। ইতিমধ্যে আমি যদি অন্য কোনও ছাপাখানায় কাজ পাই গ্রহণ করব স্থির হল। আমি কোনও কাজ পেলাম না, কয়েকদিন বসে রইলাম। এমন সময় নিউ জার্সির কিছু কাগজের টাকা (নোট) ছাপার কাজ কীমারের হাতে আসার সম্ভাবনা হল, তার জন্য যে-সব টাইপ এবং উডকাট প্রয়োজন সে একমাত্র আমিই করতে পারতাম। কীমারের মনে হল ব্র্যাডফোর্ড হয়ত আমাকে কাজে ভর্তি করে এই অর্ডারটা নিয়ে নিতে পারে, এই ভেবে সে আমাকে এক অতিশয় ভদ্র চিঠি লিখে পাঠালো যে এত সামান্য কথার উপর পুরাতন বন্ধুদের বিচ্ছেদ ঘটা ভাল নয়, হঠাৎ-রাগের ফল এসব ; সুতরাং আমাকে সে ফিরে পেতে চায়। মেরেডিথ আমাকে অনুরোধ করল এই গোলমাল মিটিয়ে নিতে, কারণ আমার তত্ত্বাবধানে থেকে তার পক্ষে অনেক উন্নতি করা সম্ভব হবে। সুতরাং আমি আবার ফিরলাম এবং কিছুকাল আগের চেয়েও আনন্দের মধ্যে সময় কাটতে লাগল। নিউ জার্সির কাজটা পাওয়া গেল। আমি তার জন্য একটা তামার পাত তৈরি করলাম,—এদেশে এ জিনিস এই প্রথম। বিলের জন্য আমি কিছু অলংকরণের উডকাটও করলাম। দু-জনে বার্লিংটন গেলাম, সেখানে খুব ভালভাবেই সব সম্পন্ন হল ; এর ফলে কীমার এত লাভ করল যে দীর্ঘকাল সে জলের উপর মাথা উঁচু করে ভাসতে পারবে, অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করে স্বচ্ছলভাবে কাটাতে পারবে মনে হল।

বার্লিংটনে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় হল। এঁদের অনেকেই অ্যাসেম্বলি কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির সদস্য ; তাঁদের লক্ষ্য হল, যে-নির্দিষ্টসংখ্যক বিল আইন কর্তৃক অনুমোদিত তার বেশি যেন ছাপা না হয় সেদিকে নজর রাখা। পালাক্রমে তাঁরা তাই প্রতিনিয়তই আমাদের কাছে থাকতেন, আর সাধারণত যিনি আসতেন তিনিই তাঁর সঙ্গে দু-একজন বন্ধু নিয়ে আসতেন সঙ্গী হিসাবে। পড়াশোনার ফলে কীমারের চাইতে আমার মনটা অনেক উন্নত হয়েছিল, মনে হয় সেই কারণেই আমার আলাপ-আলোচনা অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হত। তাঁরা আমাকে তাঁদের বাড়ি নিয়ে যেতেন, অন্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন। এদিকে কীমার যদিচ আমার মনিব, একরকম অবহেলিতই হয়ে থাকত সে। প্রকৃতপক্ষে ও একটি হস্তিমূর্খ, সাধারণ জীবনের সম্পর্কেও ও তাই ; অতি রূঢ়ভাবে সে নানা মতামতের বিরোধিতা করত এবং শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত নোংরা ব্যাপারে পরিণত হত। ধর্ম সম্পর্কে সে কিঞ্চিৎ উৎসাহী ছিল, তবে, সব জড়িয়ে খানিকটা শয়তানি ভাব তার মধ্যে ছিল।

প্রায় তিন মাস আমরা সেখানে কাটালাম। এই সময়ের মধ্যে যেসব বন্ধুলাভ হয়েছিল, যতদূর মনে আছে তাদের মধ্যে জাজ অ্যালেন, স্যামুয়েল বসটিল (ঐ প্রদেশের সেক্রেটারি), আইজ্যাক পিয়ারসন, জোসেফ কুপার স্মিথ পরিবারের কয়েকজন, পরিষদের সদস্যবৃন্দ, আর সার্ভেয়ার জেনারেল আইজ্যাক

ডেকাউ। শেষোক্ত ব্যক্তিটি চতুর এবং কুশাগ্রবুদ্ধি বৃদ্ধ। তিনি বললেন অল্প বয়সে ইটখোলায় কাদামাটির চাকা ঘুরিয়েছেন এবং একটু বয়স হতে লিখতে পড়তে শিখেছেন, সার্ভেয়ারদের চেন টেনে টেনে বেড়িয়েছেন আর তাঁরাই তাঁকে সার্ভে বা জরিপের কাজ শিখিয়েছেন। এখন এই পরিশ্রমের ফলে তিনি বেশ সম্পত্তি করেছেন। তিনি বলেন, 'আমি দেখতে পাচ্ছি তুমি অতি শিগগিরই এই মানুষটাকে ব্যবসা থেকে হটিয়ে এই ব্যবসায়ের অগাধ সম্পদ ফিলাডেলফিয়ায় বসেই লাভ করবে।' তখনও তিনি আমার সেইখানে বা অন্য কোথাও ব্যবসা করাব পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুই শোনেন নি। এই বন্ধুরা পরে আমার পক্ষে খুব কল্যাণকর হয়েছিলেন আর আমিও মাঝে মাঝে ওঁদের কারো-কারো উপকার করেছি। ওরা যতদিন বেঁচে ছিলেন আমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

ব্যবসায়ে প্রকাশ্যভাবে যোগদান সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে আমার তৎকালীন আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে আমার চিন্তাধারার বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন, কারণ তাহলে তুমি দেখবে তা উত্তরকালে আমার জীবনকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে। আমার বাপ-মা আমাকে অতি অল্প বয়সে ধর্মীয় শিক্ষাদান করেছিলেন। বাল্যকালে বেশ ধর্মনিষ্ঠার সঙ্গে আমি লালিত হয়েছিলাম। কিন্তু পনের বছর বয়স হওয়ার আগেই আমার মনে ধর্মের কোন-কোন বিষয়ে সংশয় দেখা দিল, কারণ যে-সব গ্রন্থাদি পড়েছিলাম তাতে এ সমস্ত বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত দ্বৈত ঈশ্বরের প্রকটত্বে বিশ্বাস করাও আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল। আমার হাতে দেবত্ব সম্পর্কে কিছু গ্রন্থ পড়েছিল, বয়েলস'-এর বক্তৃতায় যে সব কথা বলা হয়েছিল এ তার সারমর্ম। তার যা অন্তর্নিহিত অর্থ, তার বিপরীত প্রক্রিয়া সেইসব তত্ত্বগ্রন্থ আমার মনে সৃষ্টি করেছিল। দ্বৈতবাদীদের যুক্তি উদ্ধৃত করে যার প্রতিবাদ করা হত, আমার কাছে প্রতিবাদের চেয়ে যুক্তিটাই অনেক জোরালো মনে হত। প্রকৃতপক্ষে আমি অতি অল্পকালের মধ্যেই একেবারে পাকা দ্বৈতবাদী হয়ে উঠলাম। আমার যুক্তি আরো কারো-কারো কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হল : যথা কলিন্‌স্, র‍্যাল্‌ফ্ প্রভৃতি। তবে, পরবর্তীকালে ওরা সকলেই আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, তার জন্য এতটুকু অনুতাপ করে নি। কীথ আমার প্রতি যা করেছেন সেকথা স্মরণ করে এবং ভার্নন ও মিস রীডের প্রতি আমি যা করেছি তা ভেবে, (অনেক সময় সেই চিন্তা আমার কাছে ভীষণ পীড়াদায়ক হয়ে উঠত) আমি এই মতবাদ সম্পর্কে সন্দেহাকুল হয়ে উঠলাম। এই মতবাদ যদিবা সত্য হতে পারে, তথাপি কার্যকরী নয়। আমার লণ্ডনে প্রকাশিত পুস্তিকায় ড্রাইডেনের নিম্নলিখিত বাক্যাংশ নীতিবাক্য হিসাবে প্রযোজিত হয়েছিল :

'Whatever is, is right
Though purblind man

Sees but a part of the chain, the nearest link,
His eyes not carrying to the equal beam,
That poises all above.'

তাতে ঈশ্বরের গুণাগুণ, অনন্ত জ্ঞান, করুণা, শক্তি প্রভৃতি বর্ণনা করে পরিশেষে বলেছিলাম, পৃথিবীর কিছুই খারাপ হতে পারে না। পাপ এবং পুণ্য শূন্যগর্ভ পার্থক্য, এ রকম কিছুর অস্তিত্ব নেই, ইত্যাদি। এখন আমার মনে হল এককালে যা গভীর প্রজ্ঞার পরিচায়ক বলে মনে করেছি, আসলে তা কিছুই নয়। এখন মনে হতে লাগল যে আমার অজ্ঞাতসারে তার মধ্যে কিছু ত্রুটি হয়ত থেকে গেছে। এই জাতীয় জড়বাদী যুক্তিতে এমনই হয়ে থাকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারে **সত্য, আন্তরিকতা** এবং **বিশ্বাস** হল জীবনের পরম মূল্যবান বস্তু। আমি প্রতিজ্ঞা লিখে রাখতে লাগলাম, (আজও আমার জার্নালে তা পাওয়া যাবে) আর যতদিন বাঁচব তা পালন করে যাব।

ঈশ্বরের প্রকটতত্ত্ব আমার মনে এতটুকু দাগ কাটেনি। তবে, এই কথা মনে হয়েছে যে কোন বিষয় নিষেধ করা হয়েছে বলেই যে তা খারাপ তা নয় বা কোন-কিছু পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলেই যে তা মঙ্গলময় হবে তাও নয়। তথাপি এই অনুজ্ঞার কারণ হয়ত এই, যে সব দিক বিচার করে স্বাভাবিকভাবে যা ক্ষতিকর তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং যা কল্যাণকর তা পালনীয় বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই বিশ্বাস এবং মত অনুসরণ করে, তা ঈশ্বরের করুণাপূর্ণ নির্দেশেই হোক বা কোন ত্রাণকর্তা দেবতার দয়ায়ই হোক, কিংবা কোনও এক অনুকূল আকস্মিক পরিস্থিতির বশেই হোক, কিংবা এই সব রকম কারণেই হোক—আমি ত্রাণ পেয়েছি (যৌবনের বিষময় কালে আমি অনেক সময় অপরিচিত ও অজ্ঞাত পরিবেশে আমার পিতৃদেবের দৃষ্টির অনেক দূরে কাটিয়েছি, সেখানে তাঁর উপদেশ লাভের সুযোগ আমার ছিল না); ধর্ম থেকে আপনাকে সরিয়ে রেখে স্বেচ্ছাকৃত কোনরকম নীতিহীনতা বা অন্যায় আচরণে জড়িয়ে পড়িনি। আমি 'স্বেচ্ছাকৃত' কথাটি ব্যবহার করছি। একদিকে আমার যৌবন ও অনভিজ্ঞতা, অন্যদিকে নানা ধরনের ঠক-জুয়াচোরের সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছে। পৃথিবীর বুকে বিচরণ করার সূচনায় আমার চরিত্রে আমি মোটামুটি তার যথাযথ মূল্যায়ন করেছিলাম এবং তা অক্ষুন্ন রাখতে বদ্ধপরিকর ছিলাম।

আমার ফিলাডেলফিয়া ফিরে আসার অল্পকাল মধ্যে ইংলণ্ড থেকে টাইপ

আছে যাহা, সত্য তাহা,
ক্ষীণদৃষ্টি দেখে তার সামান্য সংযোগ।
পরিপূর্ণ চক্ষু মেলে
সবার উপরে যাহা
দেখিবার শক্তি তার নাই॥

আসা শুরু হল। কীমারের সঙ্গে আমাদের দেনাপাওনা মিটিয়ে নিয়ে আপোসে ওর প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে এলাম ও কিছু জানার আগেই। বাজারের কাছাকাছি একটি বাড়ি সংগ্রহ করে আমরা সেটি ভাড়া নিলাম। ভাড়ার হার বছরে চব্বিশ পাউণ্ড। পরে বছরে সত্তর পাউণ্ড পর্যন্ত সেই বাড়ির ভাড়া হয়েছিল। আমার ভাড়ার ভার কমানোর জন্য টমাস গড্‌ফ্রে নামক জনৈক ভদ্রলোককে তাঁর পরিবার-সহ ভাড়া রাখলাম। তাঁরাই ভাড়ার বেশি ভাগটা দিতেন, আর আমরা তাঁদের বাসায় খেতাম। ছাপাখানায় টাইপ সাজিয়ে তখনো আমরা ঠিকমত প্রেস খুলিনি, এমন সময় আমার পরিচিত বন্ধু জর্জ হাউস একজন পল্লীবাসীকে এনে হাজির করলেন—সে ভদ্রলোক একজন মুদ্রাকরের সন্ধান করছেন। নানাবিধ দ্রব্য কিনতেই আমাদের টাকা ফুরিয়ে গেছল, তাই এই পল্লীবাসীর পাঁচ শিলিং এমন সময় আমাদের কাছে প্রথম ফসল হিসাবে এল, যে পরবর্তীকালে যেসব মোহর অর্জন করেছি তার চেয়েও তার দাম বেশি মনে করি। এর জন্য আমি হাউসের কাছে এভাবে কৃতজ্ঞ ছিলাম বলেই হয়ত আমি অনেক সময় তরুণদের সাহায্য করতে অগ্রণী হয়েছি, তা না হলে হয়ত এ মনোভাব আমার হত না।

সব দেশে সর্বকালে খোঁচা দেওয়ার লোকের অভাব ঘটে না, তাঁরা কেবল সর্বনাশটাই দেখতে পান। ফিলাডেলফিয়ায় এমন একটি মানুষ ছিলেন। বয়স্ক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি, জ্ঞানীর মত আকৃতি। কথাবার্তার ধরনটা গম্ভীর। তাঁর নাম স্যামুয়েল মিক্‌ল্। এই ভদ্রলোক (আমার কাছে একেবারে অপরিচিত) একদিন আমার দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, যে-ছোকরাটি নতুন প্রেস বসিয়েছে আমিই সেই ব্যক্তি কি না। আমিই সেই এই কথা শুনে তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে সমগ্র কারবারটি ব্যয়বহুল এবং সমস্ত টাকাটাই বরবাদ হবে। ফিলাডেলফিয়া ডুবন্ত শহর, এখানকার মানুষরা আধা-দেউলিয়া কিংবা তার কাছাকাছি; ভাড়া বৃদ্ধি বা নতুন বাড়ি গড়ে-ওঠা প্রভৃতি বাহ্যিক সমৃদ্ধি যা চোখে পড়ছে একেবারেই ফাঁকা আওয়াজ, কারণ তিনি নিশ্চিত জানেন, এই সবই আমাদের অনিবার্য ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে। তিনি আমাকে বর্তমান এবং আসন্ন দুর্ভাগ্যের এমন বিস্তারিত বিবরণ দিলেন, যে তিনি চলে যাওয়ার পর আমার মন প্রায় বিষাদে ভরে উঠল। কারবার শুরু হওয়ার আগে যদি এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটত তাহলে আমি কখনই এই ব্যবসায় নামতাম না। ভদ্রলোক এই ক্ষয়িষ্ণু দেশেই বাস করতে লাগলেন এবং এই ভঙ্গীতেই এর নিন্দা করতেন। শহরটি ধ্বংস হয়ে যাবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তিনি অনেক বছর ধরে বাড়িঘর পর্যন্ত কেনেন নি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য খুশি হয়েছিলাম দেখে যে সর্বপ্রথম যখন খোঁচা দেওয়া শুরু করেন তখনকার মূল্যের পাঁচগুণ বেশি দিয়ে একটি বাড়ি কিনেছিলেন।

আমার আগেই উল্লেখ করা উচিত ছিল যে আগের বছর হেমন্তকালে পরিচিতদের নিয়ে একটি ক্লাব গঠন করেছিলাম পারস্পরিক মঙ্গলের জন্য। তার নাম দেওয়া হয়েছিল জুন্‌টো। শুক্রবার সন্ধ্যায় করে আমরা মিলিত হতাম। ক্লাবের নিয়ম তৈরি করেছিলাম আমি। সে নিয়ম এই, যে নীতি, রাজনীতি, প্রাকৃতিক দর্শন ইত্যাদি যেকোন বিষয়ে প্রতিটি সদস্যকে পালাক্রমে একটি বা ততোধিক প্রশ্ন করতে হবে, আর প্রতি তিন মাসে যে-কোনও বিষয়ে স্বয়ং একটি প্রবন্ধ রচনা করে পাঠ করে শোনাতে হবে। আমাদের আলোচনা-সভা একজন সভাপতির নির্দেশে পরিচালিত এবং প্রকৃত সত্যানুসন্ধানের মনোভাব নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে। কোনরূপ পক্ষপাত বা বিজয়ের মনোভাব থাকবে না তার মধ্যে এবং উষ্ণতা পরিহার করার জন্য মন্তব্যের মধ্যে নিশ্চয়তা বা প্রত্যক্ষ প্রতিবাদের প্রচেষ্টা কিছুকাল পরে নিষিদ্ধ করা হল। তার জন্য সামান্য অর্থদণ্ডেরও ব্যবস্থা করা হল।

প্রথমদিকের সভ্যদের মধ্যে হলেন :

নকলকারী দপ্তরের দলিল-নকলকারী জোশেফ ব্র্যায়েণ্টন্যাল, অতি ভদ্র প্রকৃতির মিত্রভাবাপন্ন অধ্যবসায়ী ভদ্রলোক। কবিতার বিশেষ প্রেমিক, যা পেতেন সব পড়তেন আর মোটামুটি লিখতেও পারতেন। ছোটখাটো উদ্ভাবনায় বেশ মাথা খেলত আর কথাবার্তারও বিশেষ বিবেচনার পরিচয় ছিল।

টমাস গড্‌ফ্রে স্বয়ং-শিক্ষিত গণিতবিদ্‌। তাঁর নিজের কাজে বিশেষ পারদর্শী এবং এখন যা Hadley's Quadrant বলে পরিচিত, তিনিই তার উদ্ভাবক। কিন্তু তাঁর গণ্ডীর বাইরে বিশেষ কিছুই জানতেন না এবং সহচর হিসাবেও বিশেষ প্রীতিপ্রদ ছিলেন না। যত বড়-বড় গণিতবিদ আমি দেখেছি তাঁদের মত তিনিও সমস্ত কথার মধ্যে আশ্চর্য নিখুঁত ভাব প্রত্যাশা করতেন আর সব বিষয়ই এমন অস্বীকার করে যেতেন বা সামান্য ব্যাপার নিয়ে এমন বাদবিচার শুরু করতেন যে সমস্ত আলোচনা মাটি হয়ে যেত। তিনি অল্পকালের মধ্যেই আমাদের দল ছেড়ে যান।

নিকোলাস স্কাল ছিলেন সার্ভেয়ার, পরে সার্ভেয়ার জেনারেল। বই পড়তে ভালবাসতেন, মাঝে মাঝে কবিতাও লিখতেন।

উইলিয়াম পারসন্‌স্‌ জুতা তৈরির কাজ শিখেছিলেন। তবে, পড়াশোনা ভালবাসতেন, অঙ্কশাস্ত্রে বেশ সুপণ্ডিত। জ্যোতিষচর্চার উদ্দেশ্যে প্রথমটা শিখেছিলেন, পরে অবশ্য সমস্ত বিষয়টা উড়িয়ে দিতেন। তিনিও পরে সার্ভেয়ার জেনারেল হয়েছিলেন।

উইলিয়াম মগরিজ জয়েনার-এর (জোড়াতালি দেওয়ার) কাজ করতেন। কারিগর হিসাবে চমৎকার, একজন পাকা এবং জ্ঞানী ব্যক্তি।

হিউ মেরেডিথ, স্টিফেন পট্‌স্‌ আর জর্জ ওয়েব সম্পর্কে আগেই বলেছি।

রবার্ট গ্রেস ছিলেন অবস্থাপন্ন তরুণ, ভদ্র, প্রাণবান, রসিক; কথার মারপ্যাচ ভালবাসতেন আর ভালবাসতেন বন্ধুদের।

সর্বশেষে হলেন উইলিয়াম কোলম্যান। তিনি ছিলেন একজন সওদাগরের কেরানি। প্রায় আমার বয়সী। অত্যন্ত ঠাণ্ডা ও পরিষ্কার মাথা, হৃদয়বান; আর যে-সব মানুষ দেখেছি তাঁদের মধ্যে নৈতিক দিক থেকে সর্বোত্তম। উত্তর-কালে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ব্যবসায়ী হয়েছিলেন, আমাদের প্রদেশের অন্যতম বিচারকও হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমাদের বন্ধুত্ব স্থায়ী ছিল—প্রায় চল্লিশ বছর। আমাদের ক্লাবও চলেছিল প্রায় ততদিনই। সেই প্রদেশের দর্শন ও রাজনীতির শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান ছিল। আলোচনার এক সপ্তাহ পূর্বে আমাদের প্রশ্নাবলী পঠিত হত, তার ফলে আমরা সেই বিষয়ে আলোচনার উপযুক্ত হওয়ার জন্য প্রচুর পড়াশোনা করতাম। এখানেই আমরা আলাপাচারের উন্নততর অভ্যাস আয়ত্ত করেছিলাম। এমনভাবে আমরা নিয়ম করে আলোচনা চালাতাম যাতে কারও কোন বিরক্তির কারণ করা না হয়। তার ফলেই ক্লাব এতদিন চলেছিল। এর পর এই ক্লাবের কথা অনেকবার উল্লেখ করার প্রয়োজন হবে। এইখানে ঐ কথা বলার উদ্দেশ্য, আমার কি বিষয়ে আগ্রহ ছিল তার পরিচয় দেওয়া। সকলেই আমাদের কাজ জোগাড় করে দিয়েছেন। ব্রায়েণ্টন্যাল কোয়েকারদের কাছ থেকে তাঁদের ইতিহাসের চল্লিশ পাতা মুদ্রণের জন্য সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। বাকি অংশটুকু কীমার ছাপছিল। এই কাজে আমরা কঠোর পরিশ্রম করেছিলাম, কারণ আমরা যা মজুরি ধরেছিলাম তা অনেক কম। pro patria সাইজের ফোলিও আকারের কাগজে পাইকা লং প্রাইমারের ছাপা। আমি এক দিনে এক শীট কম্পোজ করতাম। মেরেডিথ সেটা প্রেসে চড়িয়ে ছাপত। পরের দিনের কাজের সুবিধার জন্য অক্ষর ঠিকমত 'ডিস্ট্রিবিউশন' (নির্দিষ্টরূপে অক্ষর রাখা) করে কাজ শেষ করতে কোন-কোন দিন রাত এগারোটা বা তারও বেশি বেজে যেত। আমাদের অন্য বন্ধুরা মাঝে-মাঝে যেসব কাজ দিতেন তাতে আমরা পিছিয়ে পড়তাম। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আমি দিনে এক পাতা করে ছাপার কাজ করে যেতাম। একদিন এক ফর্মা প্রেসে চাপানোর পর ভাবলাম যে আজকের কাজ শেষ হল,—এমন সময় কিছু অংশ পড়ে গিয়ে দুটি পাতা একেবারে ছত্রাকার হয়ে গেল। আমি তখনই অক্ষরগুলি ডিস্ট্রিবিউট করে আবার কম্পোজ করলাম, তারপর শুতে গেলাম। আমাদের প্রতিবেশীরা এই পরিশ্রম স্বচক্ষে দেখতেন, তার ফলে আমাদের সুনাম এবং নিষ্ঠা তাঁদের অন্তরে শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়ে তুলল, বিশেষ করে আমার কানে এল যে ব্যবসায়ীদের 'এভ্রিনাইট ক্লাবে' আমাদের কথা আলোচিত হয়েছে। সাধারণের ধারণা ছিল যে কীমার এবং ব্র্যাডফোর্ড এই দুটি মুদ্রাকর একই অঞ্চলে থাকায় আমাদের ব্যবসা ফেল হয়ে যাবে। কিন্তু

ডাঃ বেয়ার্ড (যাঁকে তুমি এবং আমি অনেক বছর পরে তাঁর স্বগ্রামে দেখেছি—সেই স্কটল্যাণ্ডের সেণ্ট অ্যানড্রুতে) অন্য মত পোষণ করতেন—বলতেন, 'ফ্র্যাঙ্কলিনকে আমি যা পরিশ্রম করতে দেখেছি তেমনি আর কাউকে দেখিনি। আম যখন ক্লাব থেকে ফিরি তখনও দেখি ও কাজ করছে, আবার ওর প্রতিবেশীরা বিছানা ছেড়ে ওঠার আগেই ও উঠে কাজে লেগে যায়।'

বাকি সকলের মনে এইসব কথা লাগল, অতি অল্পকালের মধ্যেই একজন স্টেশনারি সরবরাহের জন্য এগিয়ে এল। তখনও কিন্তু আমরা দোকান করব স্থির করি নি।

আমি এই পরিশ্রমের কথা বিশেষ করে এবং পষ্টাপষ্টি বলছি, যদিও এ আমার আত্ম-প্রশংসা—এই আশায়, যে আমার বংশধররা এইসব পড়ে এর মূল্য উপলব্ধি করবে, বিশেষত যখন দেখবে এর ফলে আমার কি কল্যাণ হয়েছে।

জর্জ ওয়েব একটি বান্ধবীর অর্থানুকূল্যে কীমারের কাছ থেকে মুক্ত হয়েছিল, এখন সে আমাদের এখানে দিন-মজুর হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করল। আমরা তখনই তাকে কাজ দিতে পারলাম না, তবে, আমি বোকার মত ওকে একটা গোপন কথা বলে বসলাম, যে শিগগিরই আমি একটা দৈনিক পত্র প্রকাশ করছি—তখনই ওকে একটা কাজ দেওয়া সম্ভব হবে। বলেছিলাম আমার সাফল্যের ভিত্তি হল এই : ব্র্যাডফোর্ডের ওখান থেকে একমাত্র যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় তা অতি তুচ্ছ, অতি কদর্য তার ব্যবস্থাপনা, কোন দিক থেকেই তা আগ্রহের সঞ্চার করে না। অথচ কাগজটা বেশ লাভজনক। তাই আমি ভেবেছিলাম যে একটা উৎকৃষ্ট পত্রিকা নিশ্চয়ই যথাযোগ্য সমাদর লাভ করবে। আমি ওয়েবকে নিষেধ করেছিলাম যেন সে কাউকে না বলে, সে কিন্তু কীমারের কাছে গিয়ে বলে বসল, আর কীমার আমাকে টেক্কা দেবার উৎসাহে তৎক্ষণাৎ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করল যে সে একটা পত্রিকা প্রকাশ করবে, এবং ওয়েবকে নিযুক্ত করা স্থির করল। আমি এতে বিরক্ত হলাম এবং ওদের এই চেষ্টার পাল্টা জবাবে (স্বয়ং পত্রিকা প্রকাশে অক্ষম হওয়ায়) ব্র্যাডফোর্ডের পত্রিকায় 'Busybody' এই নামে লিখতে শুরু করলাম—পরে ব্রায়েণ্টন্যাল এই স্তম্ভে লিখেছে কয়েক মাস। এর ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি এই পত্রিকার দিকে আকৃষ্ট হল, আর কীমারের প্রস্তাব (আমরা তা উপহাস করেছিলাম) সকলে অবহেলা করল। কীমার অবশ্য তার পত্রিকা প্রকাশ করল। প্রায় ন-দশ মাস চালিয়েছিল। তবে, বড়জোর নব্বুই জন গ্রাহক পেয়েছিল। আমাকে অতি সামান্য দামে বিক্রি করতে চাইল, আর আমি কিছুকাল ধরেই কাগজ করব স্থির করেছিলাম, তাই তৎক্ষণাৎ তা গ্রহণ করলাম এবং আমার হাতে সেই ব্যবসা কয়েক বছরের মধ্যেই বিশেষ লাভজনক হয়ে উঠল।

আমি বুঝতে পারছি কেবল একবচনেই কথা বলছি; অথচ অংশীদারি

ব্যবস্থা সচল রয়েছে। আসলে ব্যবসা চালনার সমগ্র দায়িত্ব ছিল আমার ঘাড়ে—মেরেডিথ কম্পোজিটারি পারত না। প্রেসম্যান হিসাবেও সে পটু নয়, এবং চালচলনেও ধীরস্থির নয়। আমার বন্ধুরা তার সঙ্গে আমার এই সম্পর্ক নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করতেন। কিন্তু আমাকে, যা হোক, সবদিক রক্ষা করে চলতে হচ্ছিল।

আমাদের পত্রিকার সংখ্যা একেবারে নতুন রূপ নিয়ে প্রকাশিত হল; ঝরঝরে নতুন টাইপ, ঝকমকে মুদ্রণ। গভর্নর বারনেট এবং ম্যাসাচুসেট্স্ অ্যাসেম্বলির যে বিরোধ তখন চলছিল তার উপর আমার মন্তব্য শহরের প্রধান ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং ফলে পত্রিকা এবং তার ম্যানেজার বিশেষ আলোচিত হল এবং কালক্রমে সকলেই আমাদের গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হতে লাগল। আরো অনেকে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হলেন, গ্রাহক-সংখ্যা বেড়েই চলল। সামান্য কিছু লিখতে শিখলাম, ঐ তার প্রথম সার্থকতা। আরেকটি সুবিধা এই হল যে লিখতে পারে এমন এক ব্যক্তির হাতে সংবাদ-পত্র দেখে অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি আমাকে উৎসাহিত এবং অনুগৃহীত করার জন্য সচেষ্ট হলেন। ব্র্যাডফোর্ড তখনও ভোটের কাগজ-পত্র, আইন ও অন্যান্য সরকারি কাজকর্ম ছাপতেন। অত্যন্ত স্থূলভাবে এবং অশুদ্ধ মুদ্রণে তিনি পরিষদের তরফ থেকে গভর্নরকে দেওয়ার জন্য এক মানপত্র ছাপলেন। আমরা সেটি সুন্দর ও নির্ভুলভাবে পুনর্মুদ্রণ করে প্রতিটি পরিষদ-সদস্যকে পাঠালাম। পার্থক্যটা তাঁরা বুঝলেন, পরিষদে আমাদের যাঁরা সমর্থক বন্ধু ছিলেন এর ফলে তাঁদের শক্তি বৃদ্ধি পেল। তাঁরা ভোট দিয়ে সামনের বছরের জন্য আমাদের সরকারি মুদ্রাকর নিযুক্ত করলেন।

পরিষদের আমার বন্ধুবর্গের মধ্যে হ্যামিলটনকে কখনও ভুলব না। তাঁর কথা আগে বলেছি, ইংলণ্ড থেকে ফিরে তিনি পরিষদে একটা আসন লাভ করেছেন। এই ব্যাপারে তিনি আমার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হলেন। পরেও এমন অনেকে করেছেন,—মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমার পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। আমি তাঁর পুত্রকে একবার পাঁচশো পাউণ্ড দিয়েছি।

মিঃ ভার্নন এই সময় আমাকে তাঁর ঋণের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেন, তবে, চাপ দিলেন না। আমি তাঁর ঋণ স্বীকার করে বেশ গুছিয়ে একটি পত্র দিলাম আর সামান্য সময় ভিক্ষা করলাম, সেই সময় তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। আর সুবিধা হতেই আমি তাঁকে অশেষ ধন্যবাদ দিয়ে সুদ-সমেত সমস্ত টাকা ফেরত দিলাম। এইভাবে আমার ত্রুটি কিঞ্চিৎ সংশোধিত হল।

কিন্তু এই সময়ে অতি অপ্রত্যাশিতভাবে আর-এক সঙ্কট উপস্থিত হল। মিঃ মেরেডিথের বাবা আমাদের আশা অনুযায়ী প্রিন্টিং প্রেসের দরুন টাকা দেবেন ভেবেছিলাম, কিন্তু তিনি দিলেন মাত্র একশো পাউণ্ড নগদ টাকা; আর একশো পাউণ্ড দেনা ছিল যে ব্যবসায়ী মহাজনের কাছে, তিনি অধৈর্য হয়ে

মামলা রুজু করলেন আমাদের সকলের নামে। আমরা জামিনে খালাস পেলাম, কিন্তু বুঝলাম যে উপযুক্ত সময়ে টাকাটা দিতে না পারলে আমাদের বিরুদ্ধে ডিক্রি হবে। আমাদের ভবিষ্যতের আশা নির্মূল হবে—প্রেস এবং টাইপ হয়ত অর্ধেক দামেই বেচতে হবে পাওনা মেটাতে। এই বিপদের সময় দু-জন বন্ধু আলাদাভাবে আমার সঙ্গে দেখা করেন,—এঁদের ঋণ যতদিন আমার চৈতন্য থাকবে আমি কিছুতেই বিস্মৃত হব না। তাঁরা কেউ কাউকেও জানতেন না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাঁরা প্রত্যেকে সমস্ত টাকাটা দিতে রাজি হলেন, যদি সম্ভব হলে সমগ্র ব্যবসাটি আমি নিজের দায়িত্বে নিই। মেরেডিথের সঙ্গে আমার অংশীদারি কারবার চালানো তাঁরা পছন্দ করেন না, কারণ তাঁরা তাঁকে প্রায়ই মদ্যপ অবস্থায় দেখেছেন,—এসব ব্যাপার আমাদের পক্ষে মর্যাদা-হানিকর। এই দুই বন্ধুর নাম উইলিয়াম কোলম্যান আর রবার্ট গ্রেস। আমি তাঁদের বললাম, যতদিন মেরেডিথের চুক্তি পূরণ করার সম্ভাবনা আছে ততদিন আমার পক্ষে ব্যবসার অংশ-বিভাগ করা সম্ভব নয়, কারণ ও যা করেছে এবং যা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আমি তার দ্বারা আবদ্ধ; তবে, ওরা যদি চুক্তির খেলাপ করে, শেষ পর্যন্ত তাহলে অংশীদারি কারবারও শেষ হবে, তখন আমি স্বচ্ছন্দে আমার বন্ধুদের এই সাহায্য গ্রহণ করতে পারব।

এইভাবেই ব্যাপারটা রইল কিছুকাল, তারপর একদিন আমি আমার অংশীদারকে বললাম, 'হয়ত এই ব্যাপারে তোমার যে ভূমিকা তা তোমার বাবাকে অসন্তুষ্ট করেছে। আমাদের দু-জনকে তাই তিনি আর টাকা আগাম দিতে চান না, তোমাকে একা হয়ত দিতেন। তা যদি হয় আমাকে সে কথা খুলে বল, আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে অন্য কোনও কারবারে যাব।'

সে বলল, 'না; আমার বাবা হতাশ হয়েছেন সন্দেহ নেই, তবে, তাঁকে আর আমি. বেশি যন্ত্রণা দিতে ইচ্ছুক নই। দেখছি আমি এই ব্যবসার যোগ্য নই। আমি চাষীর কাজ শিখেছি, ত্রিশ বছর বয়সে শহরে এসে এই নতুন কাজে শিক্ষানবিশি করা আমার ভুল হয়েছে। আমাদের ওয়েল্‌সের অনেকেই নর্থ ক্যারোলিনায় বসবাস করতে যাচ্ছে, সেখানে জমি বেশ শস্তা। আমি ওদের সঙ্গে গিয়ে পুরানো কাজই আবার ধরি। তুমি হয়ত তোমাকে সাহায্য করার মত বন্ধু পাবে। কোম্পানির যা দেনা তা যদি তোমার ঘাড়ে নাও, আমার বাবা যে একশো পাউণ্ড আগাম দিয়েছেন তাঁকে তা ফেরত দাও, আমার নিজস্ব ঋণগুলি পরিশোধ করে দাও, আর আমাকে নগদ ত্রিশ পাউণ্ড আর একটা ঘোড়ার জিন দাও, তাহলে আমি আমার অংশীদারি ছেড়ে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি সব।'

এই প্রস্তাবে আমি রাজি হলাম। লেখাপড়া, সই এবং সীলমোহর হয়ে গেল তখনই। ও যা চাইল দিলাম; ও অল্পকালের মধ্যেই ক্যারোলিনায় চলে গেল। সেখান থেকে আমাকে সেই অঞ্চলের চমৎকার বিবরণী দিয়ে

দু-খানি চিঠি লিখে পাঠিয়েছিল, সেখানকার জল হাওয়া, মাটি, পশুসম্পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে। এইসব ব্যাপারে ওর বেশ বিচারবুদ্ধি ছিল। আমি সেসব সংবাদ-পত্রে মুদ্রিত করলাম এবং পাঠকসাধারণ তা পাঠ করে বেশ খুশি হয়েছিলেন।

ও চলে যাওয়ার পর আমি সেই দু-জন বন্ধুর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম,—কারও প্রতি অযথা আশক্তি দেখানো আমার স্বভাব নয়, তাই একজন যা দিতে চেয়েছিলেন তার অর্ধেক নিলাম তাঁর কাছে, আর বাকি অর্ধেক অপরের কাছে। কোম্পানির ঋণ শোধ করলাম, বিজ্ঞাপন দিলাম যে এই কারবার আর ভাগের কারবার নয়, আমার নিজের নামেই ব্যবসা। মনে হয় সে বোধহয় ১৭২৯-এর কথা।

সেই সময় দেশে বেশি কাগজের টাকার জন্য একটা আওয়াজ উঠল। প্রদেশে ১৫,০০০ পাউণ্ড মাত্র চালু ছিল, তাও শীঘ্র লোপ পাবার কথা। ধনী বাসিন্দারা আর কোন বৃদ্ধির বিরোধী, তাঁরা যে-কোন রকমেরই কাগজের টাকা প্রচলনের বিরোধী। তাঁদের আশঙ্কা, নিউ ইংলণ্ডের মত তার দাম পড়ে যাবে, সব খাতকের পক্ষেই তা ক্ষতিকর। আমাদের জুন্টোতে এই বিষয়ে আলোচনা হল। আমি ছিলাম বৃদ্ধির পক্ষে, কারণ ১৭২৩ খ্রীস্টাব্দে যে সামান্য অর্থ এইভাবে কাগজে রূপান্তরিত হয়েছিল তার ফলে বাণিজ্য বিস্তার, কর্মসংস্থান এবং এই প্রদেশের বাসিন্দা-সংখ্যা বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। পুরাতন বাড়িগুলি সব ভর্তি, নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে; আর আমি যখন প্রথম ফিলাডেলফিয়ার পথে পাঁউরুটির টুকরো চিবাতে চিবাতে হাঁটছিলাম তখন সেকেণ্ড এবং ফ্রন্ট স্ট্রীটের মধ্যে ওয়ালনাট স্ট্রীটের প্রায় সব বাড়ির দরজায় লেখা ছিল—'ভাড়া দেওয়া যাইবে'—চেস্টনাট স্ট্রীট এবং অন্য অনেক রাস্তাতেও তাই দেখেছিলাম। তাই ভেবেছিলাম যে বাসিন্দারা একে-একে পালাচ্ছে।

আমাদের এই বিতর্ক এমনই ভাবে আমাকে পেয়ে বসেছিল যে আমি একটা পুস্তিকা The Nature and Necessity of a Paper Currency (কাগজী মুদ্রার প্রকৃতি ও প্রয়োজনীয়তা) লেখকের নাম না দিয়ে প্রকাশ করলাম। সাধারণ মানুষ ভালভাবে এই পুস্তিকাটি গ্রহণ করল। ধনীরা কিন্তু অপছন্দ করল, কারণ এতে আরও টাকার চাহিদা বেড়ে গেল। ওঁদের সপক্ষে কোন লেখক না থাকায় ওঁরা এর পাল্টা জবাবও দিতে পারলেন না, বিরোধিতা কমে এল। এই বিষয়টি অধিক ভোটে পরিষদে পাশ হয়ে গেল। আমার যাঁরা শুভানুধ্যায়ী তাঁরা মনে করলেন যে আমি কিছু সাহায্য করেছি এই ব্যাপারে, তাই তাঁরা আমাকে পুরস্কৃত করার উদ্দেশ্যে এই কাগজের টাকা ছাপার কাজ দিলেন। এই কাজ বেশ লাভজনক, এবং আমার উপকার হল। লিখতে পারার ফলে এ আমার আর এক সুবিধা হল।

সময়ে, এবং অভিজ্ঞতার ফলে এই কাগজের কারেন্সির প্রয়োজনীয়তা

আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল, যার ফলে পরবর্তীকালে এই নিয়ে আর কোন বাদ প্রতিবাদ ঘটেনি। ফলে অতি শীঘ্রই টাকাটা বেড়ে ৫৫,০০০ পাউণ্ডে দাঁড়াল, ১৭৩৯তে ৮০,০০০ পাউণ্ডে, তার পর থেকে যুদ্ধের সময় ৩৫০,০০০ পাউণ্ডে গিয়ে পৌঁছাল। ব্যবসা, বাড়ি-ঘর, বাসিন্দা সবই বেড়ে চলল—তবে, আমার এখন মনে হয় একটা সীমারেখা থাকা উচিত, তার উপর কাগজী মুদ্রা বৃদ্ধি পেলে ক্ষতিকর হতে পারে।

অতি অল্পকালের ভিতর আমার বন্ধু হ্যামিলটনের মারফত নিউ ক্যাসলের কাগজের টাকা মুদ্রণের কাজ পেলাম। তখন মনে হল এ আর-এক লাভজনক কর্ম। সামান্য কারণে ক্ষুদ্র বিষয়ও বৃহৎ হয়ে উঠে। অনেক সময় তা অন্তরে উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চার করে। সেই সরকারের আইন ও ভোটের কাগজপত্র ছাপার কাজও তিনি সংগ্রহ করে দিলেন,—যতদিন আমি এই কারবার করেছি এ কাজ আমার হাতেই রয়ে গেছে।

এইবার একটি ক্ষুদ্র স্টেশনারি দোকান খুললাম, তাতে সবরকম জিনিস, যা-যা ঠিক এবং নিখুঁত মনে হয়েছে আমাদের কাছে তা রাখলাম। আমার বন্ধু ব্রায়েণ্টন্যাল আমাকে এই বিষয়ে সহায়তা করলেন। আমার দোকানে কাগজ, পার্চমেণ্ট, চ্যাপমানের বই প্রভৃতিও ছিল। হোয়াইটমাস নামক জনৈক কম্পোজিটরের সঙ্গে আমার লণ্ডনে পরিচয় হয়। চমৎকার কাজের লোক, এখন আমার কাছে নিয়ম করে বেশ পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করতে লাগল। আর আমি আর-একজন শিক্ষানবিশও রাখলাম, অ্যাকুইলা রোজের ছেলে।

এখন ক্রমে ক্রমে আমি ঋণ শোধ করতে শুরু করলাম। এই ঋণ ছাপাখানার দরুন ঋণ। ব্যবসায়ী হিসাবে এতে মর্যাদা এবং চরিত্রবল বৃদ্ধি পেল। শুধুমাত্র যে পরিশ্রমী বা বেশ হিসাবী হওয়ার দিকে লক্ষ্য রাখলাম তা নয়, আকারে ও প্রকারেও অন্যরকম কিছু যাতে মনে না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখলাম। আমি সাদাসিধা পোশাক পরতাম, এবং কোনরকম অলস প্রমোদশালায় আমাকে দেখা যেত না। কখনও মাছ ধরতে বা শিকার করতে যাইনি, তবে, মাঝে-মাঝে বই পড়তে গিয়ে কাজে ফাঁকি দিয়েছি। সে অবশ্য কদাচিৎ, তার জন্য কোন কলঙ্ক রটেনি। আমি যে আমার ব্যবসার উপর আর কিছু নই তা দেখানোর জন্য অনেক সময় হাতে ঠেলাগাড়ি করে স্টোরে যেসব কাগজ কেনা হত তা নিয়ে আসতাম। এর ফলে পরিশ্রমী ও উন্নতিশীল যুবক বলে পরিচিত হলাম—যা কিছু কিনি তার মূল্য দিই। যেসব ব্যবসায়ী স্টেশনারি আমদানি করতেন তাঁরা আমার সাহায্য গ্রহণ করলেন। কেউ-কেউ আমাকে বইও সরবরাহ করতেন। আমার বেশ স্বচ্ছন্দেই চলতে লাগল। ইতিমধ্যে কীমারের বাজার দর এবং ব্যবসা দিন দিন পড়তে লাগল। পাওনাদারদের সন্তুষ্ট করতে শেষ পর্যন্ত প্রেসও বিক্রি করতে হল। শেষ পর্যন্ত বার্বাডোসে উঠে গিয়ে যথেষ্ট দারিদ্র্যের মধ্যেই ওকে অবশিষ্ট জীবন কাটাতে হয়।

কীমারের ছাপাখানার শিক্ষানবিশ ডেভিড হ্যারিকে আমি কাজ শিখিয়েছি, কীমারের জিনিসপত্র কিনে সে ফিলাডেলফিয়ায় ছাপাখানার ব্যবসা ফাঁদল। হ্যারির মত শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা ভেবে প্রথমটা আমি বড়ই শঙ্কিত হয়েছিলাম, কারণ তার বন্ধুরা বেশ কাজের এবং তার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহশীল। আমি তাই ওর সঙ্গে অংশীদারি কারবার করার আমন্ত্রণ জানালাম এবং আমার অসীম সৌভাগ্য যে এই প্রস্তাবকে সে ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল। লোকটি অত্যন্ত অহঙ্কারী। ভদ্র ব্যক্তির বেশভূষা করে সে বেড়াত এবং আমোদ প্রমোদে বহু অর্থ ব্যয় করত। আমোদের জন্য বিদেশেও গেল শেষ পর্যন্ত। ফলে দেনা হল, কারবারে অবহেলা শুরু হল—তার ফলে সব কাজই ওর হাত থেকে চলে গেল। আর কিছু করার উপায় না থাকায় কীমারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেও বার্বাডোস চলে গেল, ছাপাখানা নিয়ে। সেখানে এই প্রাক্তন শিক্ষানবিশ তার মনিবকে দিন-মজুর হিসাবে নিযুক্ত করল। প্রায়ই ওদের কলহ হত। হ্যারি নিয়মিতভাবে পেছিয়ে পড়তে লাগল, শেষ পর্যন্ত টাইপ প্রভৃতি বেচে পেনসিলভ্যানিয়ায় গৃহকর্মে ফিরে এল। যে লোকটি এইসব কিনেছিলেন তিনি কীমারকে সেই কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, তবে, কয়েক বছরের ভিতরই কীমারের মৃত্যু হয়।

ফিলাডেলফিয়ায় তখন সেই পুরাতন ব্র্যাডফোর্ড ভিন্ন আমার আর প্রতিযোগী নেই। তাঁরা ধনী এবং সহজভাবে কারবার করেন, মাঝে মাঝে টুক-টাক কাজ করান একে-তাকে দিয়ে; কিন্তু কারবার বাড়ানোর উৎসাহ নেই। যাই হোক, ওঁদের বাড়িতেই পোস্ট অফিস, কাজেই সংবাদ সংগ্রহের সুযোগ ওঁদের বেশি। ওঁদের সংবাদপত্রটি আমার চাইতে বিজ্ঞাপনের মাধ্যম হিসাবে অধিকতর কার্যকরী মনে হত সকলের। তাই ওঁরা অনেক বেশি বিজ্ঞাপন পেতেন। ওঁদের পক্ষে সেটা লাভ, আমার পক্ষে অসুবিধাজনক। আমিও যদিও পত্রিকা ডাকে পাই ও পাঠাই, তবু জনসাধারণের মত ছিল অন্যরকম; আমি ডাক-বাহকদের ঘুস দিয়ে গোপনে কাগজ পাঠাতাম, কারণ ব্র্যাডফোর্ড অকরুণভাবে নিষেধ করেছিল আমার পত্রিকা প্রচারে। এর ফলে আমার তরফ থেকে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, এবং আমি তাঁকে এমন নীচ ভাবতাম যে উত্তরকালে তাঁর জায়গায় অধিষ্ঠিত হয়ে আমি কখনও যাতে তাঁকে অনুকরণ না করি সে বিষয়ে সচেষ্ট ছিলাম।

আমি গডফ্রের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করতাম। আমার বাড়ির একাংশে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সে থাকত, আর দোকানের একপাশে ছিল ওর জানলায় কাঁচ বসানোর কারবার। কাজ সে করত খুব কম, কারণ অঙ্ক নিয়েই দিনরাত মেতে থাকত। মিসেস গডফ্রে তাঁর এক আত্মীয়ার সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ করার ইচ্ছায় মাঝে-মাঝে আমাদের দু-জনকে একত্র করার চেষ্টা করতেন। শেষ পর্যন্ত পূর্বরাগ শুরু হল,—মেয়েটি পাত্রী হিসাবে অতিশয় সুযোগ্যা। এই প্রবীণ

দম্পত্তি প্রায়ই নৈশ আহারে নিমন্ত্রণ করে আমাদের উৎসাহিত করতেন, তারপর আমাদের একা ছেড়ে বলে যেতেন। ক্রমে বোঝাপড়ার সময় এল। মিসেস গডফ্রে আমাদের সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করলেন। আমি তাঁকে স্পষ্ট বললাম যে আমার ঋণশোধের জন্য তাঁদের কন্যার সঙ্গে অর্থও চাই,—সে টাকার অঙ্ক মনে হয় একশো পাউণ্ডের বেশি হবে না। তিনি আমাকে জানালেন যে অত টাকা খরচ করার মত অবস্থা ওঁদের নয়। আমি বললাম যে ঋণ অফিসে বাড়িটা বাঁধা রেখেও তো টাকা জোগাড় হয়। এর জবাবে জানা গেল এই বিবাহে তাঁদের মত নেই, কারণ ব্র্যাডফোর্ডের কাছে সন্ধান করে তাঁরা জেনেছেন যে ছাপাখানার কাজ তেমন লাভজনক নয়, টাইপ অতি দ্রুত ক্ষয়ে যায় এবং আবার কি নতে হয়; এস্. কীমার আর ডি. হ্যারির কারবার পর-পর ফেল পড়েছে এবং শিগগিরই আমিও হয়ত তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব। সুতরাং আমার কাছে সে বাড়ির দরজা বন্ধ হল, সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখাশোনাও বন্ধ হল। এই ঘটনাটি সত্যই মত পরিবর্তন, না কৌশল মাত্র তা বোঝা গেল না। হয়ত তারা ভেবেছে যে আমরা এতদূর অগ্রসর হয়েছি যে হয়ত গোপনে বিবাহ হবে, তখন আর যৌতুকের টাকার কোনও প্রশ্ন থাকবে না, যা খুশি হবে ওর দেবে। আমার মনে সন্দেহ জাগল, তাই আর অগ্রসর হইনি। মিসেস গডফ্রে ওদের সম্বন্ধে আর কিছু অনুকূল সংবাদ এনেছিলেন এবং যাতে আবার সেদিকে ঝুঁকি তার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমি স্থির করে ফেলেছিলাম যে ওই পরিবারের সঙ্গে আর কোন সংযোগ রাখব না। গডফ্রে পরিবার এতে আপত্তি জানালেন, আমাকে সারা বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে ওঁরা উঠে গেলেন। আমিও ঠিক করলাম, আর কোনও বাসিন্দা নেব না। তবে, এই ঘটনায় আমার মনটা বিবাহের দিকে আকৃষ্ট হল। অন্যত্র আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা করতে শুরু করলাম। অল্পকালের মধ্যেই দেখলাম যে মুদ্রাকরের কাজটা দরিদ্রের কর্ম বলেই সকলে মনে করেন, তাই একসঙ্গে স্ত্রীরত্ন এবং অর্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা আমার পক্ষে কম; তবে, গ্রহণযোগ্য নয় এমন মেয়ে ঘরে আনলে হয়ত অন্য কথা। ইতিমধ্যে যৌবনের সেই উদগ্র কামনা আমাকে পথের ধারের মেয়েদের সঙ্গে নিয়মিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করল। তার জন্য খরচও ছিল, অসুবিধাও ছিল; স্বাস্থ্য নষ্ট হওয়ার ও যৌন ব্যাধির আশঙ্কাও ছিল, সবচেয়ে যেটি ভয় করতাম। যাই হোক, ভাগ্যক্রমে আমি সেদিক থেকে ত্রাণ পেয়েছি।

মিস্ রীডের পরিবারবর্গের সঙ্গে সখ্যতামূলক এবং বন্ধুজনোচিত চিঠিপত্র চলত। ওঁদের বাড়ির বাসিন্দা হিসাবে থাকার সময় থেকে ওঁরা আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। আমি প্রায়ই তাঁদের বাসায় আমন্ত্রিত হতাম এবং একত্রে আহারাদি করতাম। তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হত, তাঁরা অনেক সময় আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন; আমিও সাহায্য

করতাম। মিস্ রীডের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমার করুণা হত। তিনি অধিকাংশ সময় বিষাদমগ্ন থাকতেন, কদাচিৎ তাঁর মুখে আনন্দরেখা দেখা যেত। আমি মনে করতাম আমার লণ্ডন প্রবাস এবং খাপছাড়ামির জন্যই তাঁর এই দুর্ভাগ্য, সুতরাং এ ব্যাপারে আমারও অংশ আছে। তাঁর মা কিন্তু ভাবতেন দোষটা তাঁরই, আমার নয়; কারণ তিনি আমার লণ্ডন যাত্রার প্রাক্কালে বিবাহের অনুমতি দান করেন নি এবং আমার অনুপস্থিতিতে অন্যত্র বিবাহের জন্য চেষ্টা করেছেন। আমাদের পারস্পরিক প্রীতি পুনরুজ্জীবিত হল বটে, তবে, আমাদের মিলনের পথে এখনও অনেক বাধা। আগেকার বিবাহ এখন অসিদ্ধ বিবেচিত হয়েছে, কারণ লোকটির পূর্বতনা এক স্ত্রী তখনও নাকি লণ্ডনে বর্তমান। দূরত্বের জন্য তা কিন্তু সহজে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। যদিও তার (পূর্ব-স্বামীর) মৃত্যুর একটা সংবাদ পাওয়া গিয়েছিল, সেই সংবাদটির সত্যতা সম্বন্ধে সংশয় ছিল। আবার যদি সত্যও হয়, সে এমন ঋণের বোঝা রেখে গেছে যে তার উত্তরাধিকারীকেই তা পরিশোধ করতে হতে পারে। এত-শত হাঙ্গামা থাকা সত্ত্বেও আমি সাহস সহকারে তাঁকেই স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করলাম। ১লা সেপ্টেম্বর ১৭৩০-এ বিবাহ সম্পন্ন হল। যেমন আশঙ্কা করেছিলাম তেমন কোন কিছুই অবশ্য ঘটেনি। আমার স্ত্রী দেখা গেল সহচরী ও সাহায্যকারিণী হিসাবে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য, দোকানে উপস্থিত থেকে তিনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। আমরা একত্রে সুখে থেকেছি, পারস্পরিক প্রচেষ্টায় উভয়ে উভয়কে খুশি করার চেষ্টা করেছি। এইভাবে এক ভীষণ ত্রুটি যতদূর সম্ভব উত্তমভাবে সংশোধন করেছি।

এই সময়ে আমাদের মিটিং মদের দোকানের ক্লাবরুমে অনুষ্ঠিত না হয়ে মিঃ গ্রেস এই উদ্দেশ্যে যে ঘর আলাদা নির্দিষ্ট রেখেছিলেন সেখানে অনুষ্ঠিত হত। আমি প্রস্তাব করেছিলাম যে আমাদের বই যখন প্রশ্ন ও বিতর্ককালে উল্লিখিত হয় তখন আমাদের সম্মেলন-স্থানে সেগুলি রাখা কর্তব্য, প্রয়োজন হলে সেগুলি ব্যবহার করা যাবে। এইভাবে একটা সাধারণ পাঠাগারে আমাদের বইগুলি একত্র রাখলে আর সব সভ্যদের পক্ষে তা সুবিধাজনক হবে। প্রতি সভ্যের কাছে থাকার চেয়ে এইভাবে একত্রে রাখলে উপকার হবে অনেক বেশি; মনে হবে যেন আমরা সবাই সবগুলি গ্রন্থের মালিক। প্রস্তাবটি অনুমোদিত হল, ঘরের এক প্রান্ত যেমন সব গ্রন্থ আমরা দিতে পারি তা দিয়ে পরিপূর্ণ করা হল। আমাদের আশানুযায়ী সেই গ্রন্থাদির সংখ্যা তেমন বেশি ছিল না। যদিও তা আমাদের খুব উপকারে লেগেছে, তবু তার উপযুক্ত যত্ন না হওয়ায় কিছু অসুবিধাও হয়েছে। প্রায় বছরখানেক পরে এই সংগ্রহ আবার বিচ্ছিন্ন করা হল, যে-যার বই বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে এলাম।

এখন আমি সাধারণের জন্য আমার প্রথম পরিকল্পনা পূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট হলাম, একটা চাঁদা-চালিত পাঠাগারের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলাম। আমি

প্রস্তাব প্রস্তুত করে আমাদের বিখ্যাত নকল-কারক ব্রকডেনকে দিয়ে তা উপযুক্ত আকারে সন্নিবেশিত করালাম আমাদের জুন্টোর বন্ধুদের চেষ্টায় প্রায় পঞ্চাশজন গ্রাহক সংগ্রহ করলাম, প্রত্যেকে শুরুতে চল্লিশ শিলিং করে দিলেন, আর পঞ্চাশ বছর ধরে প্রতি বছর দশ শিলিং করে দিতে স্বীকৃত রইলেন। পঞ্চাশ বছরের জন্য এই কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হল। আমাদের দলের সভ্যসংখ্যা একশো হয়ে দাঁড়ালো, আমরা একটা সনদ লাভ করলাম। উত্তর আমেরিকার যাবতীয় চাঁদা-চাসিত পাঠাগারের এই প্রথমতম প্রতিষ্ঠান, আদি জননী। এখন কত পাঠাগার! সমগ্র ব্যাপারটা বৃহদাকার ধারণ করেছে, এবং ক্রম-বর্ধমান। এইসব পাঠাগার আমেরিকানদের কথাবার্তার ঢঙ উন্নত করেছে, সাধারণ ব্যবসাদার এবং চাষীদের অন্য দেশের ভদ্রলোকদের মতই বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী করে তুলেছে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য কলোনিসমূহে যে দৃঢ়তা দেখা যায় তার জন্যও এই জনশিক্ষা কিয়দংশে দায়ী।

টীকা

এইপর্যন্ত সূচনায় যে উদ্দেশ্যের উল্লেখ ছিল সেই উদ্দেশ্যে রচিত। সুতরাং কিছু-কিছু পারিবারিক ঘটনাদির উল্লেখ আছে। এর পরবর্তী অংশের কাহিনী অনেক পরের বছরের ঘটনা। পরে উদ্ধৃত পত্রাবলীতে প্রদত্ত উপদেশানুসারেই তা সাধরণের জন্য রচিত।

বিপ্লবেব কালই এই বিরতির কারণ।

[আত্মজীবনীর প্রথমাংশ লিখিত হওয়ার পর দশ বা ততোধিক বৎসর কেটে গেছে। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্র্যাঙ্কলিন আমেরিকায় ফিরে এসেছেন, পরের বছর তিনজন সদস্য-বিশিষ্ট এক কমিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে প্যারিতে চুক্তি সম্পর্কে আলাপ আলোচনার জন্য প্রেরিত হন। প্যারির নিকট প্যাসিতে যখন বাস করছিলেন তখন ১৭৮২-র শেষের দিকে কিংবা ১৭৮৩-র গোড়ার দিকে নিম্নলিখিত চিঠিখানি পেলেন]

সম্মানভাজন প্রিয় বন্ধু—

প্রায়ই ইচ্ছা হয় আপনাকে পত্র লিখি—আবার ভাবি চিঠিখানি হয় ব্রিটিশ-দের হাতে পড়বে, কোন মুদ্রাকর বা অভিসন্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তি এই পত্র বা তার অংশবিশেষ হয়ত বা মুদ্রিত করবে, এবং তার ফলে আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের পক্ষে বেদনা এবং আমার দণ্ডের কারণ উপস্থিত হবে।

কিছুকাল হয় আপনার নিজের হাতে লেখা বংশপরিচয় এবং আপনার জীবন-কথা সংক্রান্ত তেইশখানি পৃষ্ঠা আমার হস্তগত হয়, সে আপনার পুত্রের উদ্দেশ্যে রচিত। তার সমাপ্তি ঘটে ১৭৩০ খ্রীস্টাব্দে। তার সঙ্গে নোট আছে, তার নকল এইসঙ্গে পাঠালাম, এই উদ্দেশ্যে, যে এর ফলে যদি পরবর্তী অংশ রচনায় আপনার আগ্রহ হয়, তাহলে প্রথমাংশ ও শেষাংশ সংযুক্ত করা যাবে। যদি এখনও রচনা শুরু না করে থাকেন তাহলে আশা করি আর বিলম্ব করবেন না। জীবন অনিশ্চিত, আচার্যরা তাই বলেন; আর যদি সদয়, মানবিক প্রীতি-সম্পন্ন, উদার মানুষ বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন তাঁর বন্ধু এবং বিশ্ববাসীকে এমন এক আনন্দময় এবং জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ থেকে বঞ্চিত রাখেন তাহলে সবাই কী বলবে? এই গ্রন্থ শুধু সামান্য কয়েকজনের কাছে যে হৃদয়গ্রাহী এবং চিত্তাকর্ষক হবে তা নয়, কয়েক কোটি মানুষের পক্ষে কল্যাণকর হবে।

যুবকদের মনে এই জাতীয় রচনা যে প্রভাব বিস্তার করে তা অতুলনীয়, এবং এই পত্রিকায় তা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। আপনার পত্রিকা পড়ে যুবকেরা তাদের অজ্ঞাতসারেই পত্রিকার সম্পাদকের মতই সুনাগরিক ও খ্যাতনামা হওয়ার জন্য চেষ্টিত হয়। আপনার গ্রন্থ, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, যখন প্রকাশিত হবে—মনে হয় প্রকাশিত না হয়ে পারে না—তখন তা আপনার প্রথম যৌবনের সংযম ও পরিশ্রমে পাঠককে উদ্বুদ্ধ করবে,—এ তাদের পক্ষে কী অসীম আশীর্বাদ! জীবিতদের মধ্যে এমন আর কোনও চরিত্র আমার জানা নেই। আপনার শক্তি আমেরিকার যুবকদের যেভাবে পরিশ্রমে অনুপ্রেরিত করবে, ব্যবসায় আগ্রহশীল করবে, মিতব্যয়ী ও সংযমী হতে উদ্বুদ্ধ করবে, অন্য বহু লোকের সমবেত শক্তিতেও তা সম্ভব নয়।

আমার অবশ্য একথা মনে হয় না যে এই গ্রন্থের অপর কোন প্রয়োজন বা আকর্ষণ থাকবে না—তবে, প্রথমোক্ত বিষয়টি এমনই মূল্যবান যে তার সমতুল্য আর কিছু নয়।……

এইসব বলেছি বলে, আমার বিশ্বাস, আপনার মত মহৎ বন্ধুর কাছে ত্রুটি মার্জনা করার প্রয়োজন নেই,—এই জাতীয় সবরকম পীডন আপনি এখন উপভোগ করবেন, সেই বিশ্বাস নিয়ে অসীম শ্রদ্ধায় এইখানে বিরত হচ্ছেন—

আপনার অতি স্নেহভাজন বন্ধু

(স্বাঃ—অ্যাবেল জেম্‌স্)

উপরোক্ত চিঠি এবং তৎসহ প্রেরিত নোট একজন বন্ধুকে দেখাতে নিম্নলিখিত উত্তর তাঁর কাছ থেকে পাওয়া গেল :

প্যারি

জানুয়ারি—৩১, ১৭৮৩

প্রিয় মহাশয়,

আমাদের 'কোয়েকার' বন্ধু কর্তৃক প্রেরিত আপনার জীবনের প্রধানতম ঘটনাবলীর স্মৃতি-চিত্রণের পাণ্ডুলিপি উদ্ধারের পর সেইগুলি যখন আমার পড়ার সুযোগ হয় তখন আপনাকে আরেকটি পত্রে কেন আমার মতে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করা উচিত তার যুক্তি প্রদান করব বলেছিলাম। বহুবিধ কর্মে ব্যস্ত থাকায় আরো আগে আপনাকে এই পত্র লেখা সম্ভব হয়নি, এই চিঠিটিও প্রত্যাশামাফিক হবে কি না জানি না। এখন হাতে অবসর আছে, এই পত্র রচনার ফলে আমারই জ্ঞানলাভ হবে এবং আগ্রহ সঞ্চারিত হবে। আপনার মত মানুষকে যা বলতে চাই তা বলতে গেলে হয়ত আপনাকে ক্ষুণ্ণ করব, তাই আপনার মত ভদ্র এবং মহৎ কিন্তু কম নম্র অন্য কোন মানুষকে যেভাবে লেখা চলে, সেইভাবেই লিখছি। আমি হয়ত লিখতাম—মহাশয়, আপনার জীবনেতিহাস জানতে চাই, এর পিছনে আমার যা উদ্দেশ্য তা নিচে উল্লেখ করা গেল। আপনার জীবনের ঘটনাবলী এমনই বিচিত্র যে আপনি স্বয়ং যদি তা লিপিবদ্ধ না করেন, তাহলে অপর কেউ সেই কর্ম করবেন। কিন্তু আপনি লিখলে যে পরিমাণ উপকার হত, অন্য কেউ লিখলে হয়ত ঠিক সেই পরিমাণ ক্ষতি হবে। আপনি স্বয়ং যদি সেই কাজ করে যান তাহলে সবদিকেই সুবিধা হয়; অধিকন্তু আপনার স্বদেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে এমন সব কথা আপনি উপস্থাপিত করতে পারেন যার ফলে সৎ এবং পুরুষালি চরিত্রের অনেক মানুষ আপনার দেশে এসে বাস করার জন্য আগ্রহান্বিত হতে পারেন। যে গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাঁরা এইসব খবর জানতে চান তা বিবেচনা করে বলা যায় যে আপনার জীবনস্মৃতির চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী কোন বিজ্ঞাপনের কথা কল্পনাতীত। এর ভিত্তিতে আছে আপনার খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। আপনার জীবনে যা কিছু ঘটেছে, সে একটি উন্নতিশীল জাতির ইতিহাস। এই দিক

থেকে আমার মনে হয় যে সীজার এবং ট্যাসিটাসের রচনা মানব প্রকৃতি এবং সমাজ বিচার এতখানি আগ্রহ সঞ্চার করবে না, এত চিত্তাকর্ষক হবে না। কিন্তু মহাশয়, আপনার জীবন উত্তরকালে মহৎ মানুষ সৃষ্টির জন্য কী বিরাট অনুপ্রেরণা দান করতে পারে জানি ; তাই সেই অনুপাতে আমার এই যুক্তি অকিঞ্চিৎকর। ব্যক্তিচরিত্র উন্নয়নে আপনি আপনার Art of Virtue প্রকাশের যে সঙ্কল্প করেছেন তার সঙ্গে এই জীবনীগ্রন্থ প্রকাশের ফলে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনে অনেক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। মহাশয়, যে গ্রন্থদুটির কথা উল্লেখ করলাম সেইদুটি আত্ম-শিক্ষণের এক মহৎ নীতি এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। বিদ্যালয় এবং অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সমূহ নিয়তই ভ্রান্ত নীতির ভিত্তিতে চলে, সেই যন্ত্রের লক্ষ্যও ভ্রান্ত। আপনার যন্ত্রটি সরল, এবং তার লক্ষ্য অভ্রান্ত। যখন বাপ-মা বা তরুণরা জীবনের একটা ন্যায্য পরিণতির জন্য আপনাদের প্রস্তুত করতে উপযুক্ত পন্থার অভাব বোধ করে, তখন,—আত্মোন্নতি আত্মশক্তির উপরই নির্ভরশীল, আপনার এই আবিষ্কার বহু মানুষকে প্রকৃষ্ট পথের নির্দেশ দান করবে। নতুন পথের যে নির্দেশ পাওয়া যাবে তার মূল্য অপরিসীম। ব্যক্তিজীবনের শেষ পর্যায়ে কোনও প্রভাবের অর্থ শুধু যে বিলম্বিত প্রভাব তা নয়, এ এক দুর্বল প্রভাব। যৌবনেই আমাদের মুখ্য অভ্যাস এবং মানসিকতা গড়ে ওঠে ও যৌবনেই আমাদের জীবনের বৃত্তি, উপজীবিকা এবং বিবাহ-ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয়। পরিবর্তনের সুযোগ তাই যৌবনেই আসে। যৌবনেই শিক্ষা লাভ হয় এবং সেই শিক্ষা উত্তর-পুরুষানুক্রমে সঞ্চারিত হয়। যৌবনেই ব্যক্তি ও সমাজগত চরিত্র গড়ে ওঠে, নির্ধারিত হয়। জীবনের অংশ যৌবন থেকে জরা পর্যন্ত প্রসারিত নয়, যৌবনে জীবনের সূচনা। বিশেষ ভাবে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্যের দিকে এই যৌবনেই আমরা অগ্রসর হই। আপনার জীবন-কথা শুধু আত্ম-শিক্ষা দান করবে না। সেই শিক্ষা হবে প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানীর শিক্ষা। যে সব মানুষ দুর্বল তারা কেন এই সাহায্য থেকে বঞ্চিত থাকবে। বিশেষত যখন দেখছি তার ইতিহাসের সূচনা থেকেই আমাদের জাতি পথ-নির্দেশকের অভাবে অন্ধকারের মধ্যে দিশেহারা হয়ে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাই মহাশয়! পথ-নির্দেশ করুন। কি করতে হবে, কি কি করণীয়, পিতা পুত্র উভয়কেই তার নির্দেশ দিন। সকল জ্ঞানী পুরুষকে আপনার মত হওয়ার জন্য আহ্বান করুন।

যখন দেখি যোদ্ধা এবং রাষ্ট্রনায়করা মানব জাতির প্রতি কত নিষ্ঠুর হতে পারেন, বিশিষ্ট মানুষরাও তাঁদের আচরণে পরিচিতদের প্রতি কত অদ্ভুত হতে পারেন, তখন আপনার মত প্রশান্ত এবং প্রসন্ন মনোভঙ্গী পালন করা যে কত কল্যাণকর তা স্মরণ হয়। মহৎ হলেও যে সাধারণের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন থাকা যায়, অন্যের থেকে অনেক বড় হয়েও যে সাধারণ লোকের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকা যায়, আপনিই তার দৃষ্টান্ত।

যেসব ব্যক্তিগত ঘটনা আপনাকে উল্লেখ করতে হবে তার মূল্য কিছু কম নয়, কারণ সবকিছুর চেয়ে সাধারণ কর্মে আমরা কিঞ্চিৎ বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করতে আগ্রহী। আপনার জীবনে আপনি কিভাবে সেইসব অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন আমরা তা সাগ্রহে দেখব। এ যেন জীবন-রহস্যের এক সংক্ষিপ্ত বোধিকা। মানের বই পডলে অনেক কিছুর অর্থ সরল হয়ে পডবে, সব মানুষ যে অর্থ বুঝতে পেরেছে সেই রহস্য বোঝা যাবে, সেই ভুয়োদর্শনের ফলে প্রকৃত জ্ঞানলাভের সুযোগ পাওয়া যাবে। অপরের জীবনের কৌতূহলো-দ্দীপক কাহিনী নিজের জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সমতুল্য। আপনার লেখনীতে নিশ্চয়ই সেই রচনা প্রকাশিত হবে, আমাদের কাজকর্মে এবং ব্যবস্থাদির মধ্যে এমন এক সারল্য বা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যাবে যা নিঃসন্দেহে অন্তরকে স্পর্শ করবে। আমার বিশ্বাস যে রাজনীতি এবং দর্শনের আলোচনায় আপনি যে পরিমাণ মৌলিকতার পরিচয় দান করেছেন তার স্বাদ পাওয়া যাবে আপনার এই জীবন-কথায়। জীবনের বৈশিষ্ট্য এবং ভ্রান্তি ইত্যাদি বিবেচনা করে বলা যায়, মানব-জীবনের চেয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার যোগ্য বৃহত্তর ক্ষেত্র আর কোথায় মিলবে ?

কিছু মানুষ অন্ধভাবে সৎ, আবার কিছুসংখ্যক মানুষ অবিশ্বাস্য রকমের হিসাবী। কিছু মানুষ আবার অসৎ উদ্দেশ্যে বেশ অতি-চালাক। তবে মহাশয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যা প্রজ্ঞাসম্মত, ব্যবহারিক এবং সৎ তা ছাড়া আর কিছু আপনার হাত থেকে বেরোবে না। আপনার আত্মকাহিনীতে (আমার বিশ্বাস ডাঃ ফ্র্যাঙ্কলিনের স্থলাভিষিক্ত যে মানুষের আমি কল্পনা করছি তিনি ইতিহাসের দিক থেকেও তাঁর মতনই হবেন) শুধু চরিত্রের দিক থেকেই নয়, ব্যক্তিগতভাবে এ কথা প্রমাণিত হবে যে আপনি বংশপরিচয় (Origin) সম্পর্কে এতটুকু কুণ্ঠিত নন; এ এক মূল্যবান সম্পদ। কারণ, এতদ্বারা প্রমাণিত হয় যে সুখ, সদ্‌গুণ বা মহত্ত্ব অর্জনের পথে বংশপরিচয় কত তুচ্ছ ব্যাপার। উপযুক্ত উপায় ভিন্ন যেমন সিদ্ধিলাভ হয় না, তেমনই দেখা যাবে, আপনি একটা পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন আর তার ফলেই আপনি এমন বিরাট হতে পেরেছেন। আপনার উন্নতি নিঃসন্দেহে তৃপ্তিদায়ক। আপনার পন্থা ছিল অত্যন্ত সরল সরল, আপনি নির্ভর করেছেন স্বহজ সংস্কৃতি, চিন্তাশক্তি ও আপনার অভ্যাসের উপর। আপনার আত্মজীবনীতে অন্য একটা বিষয়েরও সন্ধান চাই। পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে তার আবির্ভাবের ক্ষণটির জন্য প্রত্যেককে তার সময় না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। আমাদের যা কিছু উত্তেজনা, সাময়িক মুহূর্তের সীমায় সীমিত। আমরা সহজেই ভুলে যাই যে প্রথমটির অনুসরণে আরো অনেক মুহূর্ত আসন্ন, তার ফলে মানুষের উচিত জীবনকে এমনভাবে পরিচালিত করা যা তার সমগ্র জীবনকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারে।

আপনার গুণাবলী আপনার জীবনে প্রয়োজিত মনে হয়। তার ধাবমান মুহূর্তগুলি সুখ এবং সম্ভোগে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। নির্বোধ অসহিষ্ণুতা বা অনুশোচনার যন্ত্রণায় তা বিচলিত নয়। যাঁরা সৎ, যাঁরা প্রকৃত মহৎ মানুষদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত, সহিষ্ণুতা যাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই আচরণ তাঁদের পক্ষে সহজ।

মহাশয়, আপনার কোয়েকার পত্রলেখক (পুনরায় বলি, আমার এই চিঠি যাঁকে লেখা তাঁর সঙ্গে ডাঃ ফ্র্যাঙ্কলিনের মিল আছে) আপনার মিত-ব্যয়িতা, কৃচ্ছ্রসাধন এবং সংযমকে প্রশংসা করেছেন। তাঁর বিবেচনায় তরুণদের কাছে এ এক মহৎ আদর্শ। তবে, বুঝতে পারছি না কেন তিনি আপনার ভব্যতা এবং নিস্পৃহতার কথা বিস্মৃত হয়েছেন। যদি তা না হতেন, তাহলে কি কোনকালে আপনি অগ্রসর হতে পারতেন? আপনার কর্ম কি সুখকর মনে হত? গৌরবের মধ্যে যে দারিদ্র্য আছে তা প্রদর্শনে এবং আমাদের মনকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এ এক শিক্ষা।

এই পত্রলেখক যদি আমার মত আপনার প্রতিষ্ঠা-বিষয়ে অবহিত থাকতেন, তাহলে বলতেন, আপনার প্রাক্তন রচনাদি এবং কাজকর্ম দ্বারা আপনার জীবন-স্মৃতি এবং Art of virtue সম্পর্কে সাধারণের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। আবার, এই দুই গ্রন্থ আপনার আগেকার রচনাদি ও কাজকর্মের প্রতি সাধারণের আগ্রহ বাড়িয়ে দেবে। বৈচিত্র্যময় চরিত্রের এ এক সুবিধা: অন্ত-র্নিহিত সবকিছুকে বৃহত্তর ক্ষেত্রে টেনে নিয়ে আসে। এর প্রয়োজনও বেশি, কারণ মন এবং চরিত্র উন্নয়নের পথ বহু মানুষ খুঁজে পায় না; সেটা সময় কিংবা ইচ্ছার বশ নয়।

পরিশেষে বক্তব্য, মহাশয়, আপনার এই রচনাটিকে শুধুমাত্র জীবনী হিসাবে গ্রহণ করার সার্থকতা কোথায়! আপনার রচনাবলী কিঞ্চিৎ সেকেলে বলে মনে হবে, তবু তা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আপনার দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে হিতকারী হবে, কারণ বহু ঠগ এবং জুয়াচোরের জীবনের সঙ্গে বা আত্মনিগ্রহকারী যাজকদের বা তুচ্ছ সাহিত্য-যশোপ্রার্থীর জীবনের সঙ্গে এর তুলনা চলবে।

আপনার এই জীবন-স্মৃতি যদি আরো অনেক এই জাতীয় জীবনী রচনায় প্রেরণা দান করে এবং অনেক লোককে জীবনী লেখার উপযুক্ত জীবন যাপনে আগ্রহী করে তোলে, তাহলে প্লুটার্কের সবকটি জীবনীর সম্মিলিত ফল লাভ হবে। আমার কল্পিত লোকটির সঙ্গে চরিত্রের সব বিষয়ে জগতের একটি মাত্র লোকের মিল আছে। কিন্তু যাঁর সঙ্গে সেই মিল তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করে করে আমি ক্লান্ত। তাই, প্রিয় ডাঃ ফ্র্যাঙ্কলিন, আপনার কাছে একটি ব্যক্তিগত আবেদন করে আমি পত্র শেষ করব। তাই আমার ঐকান্তিক বাসনা, জগৎকে আপনার প্রকৃত চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন। তা না হলে জনসাধারণের কচকচি তাকে আরও আচ্ছন্ন ও কলঙ্কিত করে তুলবে।

আপনার পরিণত বয়সের কথা বিবেচনা করে বলা যায় যে আপনি ব্যতীত অন্য কেউ আপনার জীবন সম্পর্কিত তথ্যাদি উপযুক্তভাবে সংগ্রহ করে বা আপনার মনোভঙ্গী বিচার করে আপনার চারিত্রিক সংযম ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতে পারবে না। এ ছাড়া সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক পরিবেশের ফলে অতি স্বাভাবিক কারণেই গ্রন্থকারের প্রতি আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি করবে। সেই জীবনীর সদ্‌গুণাবলী যখন উপলব্ধি করা যাবে তখন বোঝা যাবে যে কতটুকু প্রভাবিত হওয়া গেছে, এবং কি ভাবে। আপনার জীবনেই মুখ্যতঃ বিশ্লেষিত হবে সে কথা, তাই এই গ্রন্থটিতে যোগ্য এবং চিরায়ত আবেদন প্রয়োজন কারণ আপনার বিশাল ও উন্নতিশীল স্বদেশে ও য়ুরোপে এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে। মানবিক সুখের প্রসারকল্পে আমি বরাবরই বলে এসেছি যে এই কথা প্রমাণিত হওয়া প্রয়োজন যে বর্তমান কালেও মানুষ এক পাপাচারী এবং ঘৃণ্য জীব নয়, সৎ প্রভাবে তাকে সংস্কৃত করা সম্ভব। এই কারণেই আমি চাই এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত হোক যে সমাজে এখনও উজ্জ্বল চরিত্রের মানুষ আছে। মানুষকে যদি সকলেই পরিত্যক্ত জীব বলে ভাবতে থাকে তবে মানুষ সমস্ত প্রচেষ্টা ছেড়ে বসে থাকবে, কারণ সে চেষ্টা হবে নিষ্ফল। হয়ত জীবন-সংগ্রামে তখন তাঁরা আপনার কথাই কেবল কিংবা শুধু নিজেদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই চিন্তা করবেন। তাহলে, মহাশয়, অবিলম্বে এই কাজে হাত দিন। আপনি যেমন মহৎ তেমন সংযমী, সেইভাবেই আপনাকে প্রকাশিত করুন। আর সব কিছু অতিক্রম করে প্রমাণিত করুন যে আপনার বাল্যকাল থেকেই আপনি সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অনুরাগী। আপনার প্রকৃতিতেই তা মিশে আছে। তার ফলে গত সতের বছর ধরে যেভাবে আপনাকে আমরা দেখছি আপনি সেই ভাবে কাজ করেছেন। শুধু শ্রদ্ধা জ্ঞাপন নয়, ইংরেজরা আপনাকে ভালবাসুক। আপনার স্বদেশস্থ কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি যদি তাদের উচ্চ ধারণা জাগে, তাহলে তারা আপনার স্বদেশের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল হবে। আপনার স্বদেশীয়রা যখন দেখবেন যে ইংরেজরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তখন ইংলণ্ড সম্পর্কে তাঁরা সদিচ্ছা পোষণ করবেন।

আপনার মতামত আরও বিস্তৃত করুন, ইংরেজি ভাষায় যারা কথা বলে তাদের মধ্যে কেবল নিজেকে আবদ্ধ রাখবেন না। প্রকৃতি এবং রাজনীতির বহুবিধ বিষয়ের নিষ্পত্তি আপনি করেছেন, এখন সমগ্র মানব সমাজের কল্যাণের কথা চিন্তা করুন। এই জীবনীর কোনও অংশই আমি পাঠ করিনি, শুধু এর মূল চরিত্রটিকে জানি। তাই এই পত্র লেখায় অসুবিধা আছে। তবে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে জীবন-স্মৃতি ও আলোচনা গ্রন্থে (Art of Virtue) যা লিখিত হবে, তা আমার প্রত্যাশাকে পূর্ণ করবে। আর অধিকভাবে তা সম্পূর্ণ হবে যদি আপনি আমার উপরি-উল্লিখিত মতামত অনুযায়ী এই গ্রন্থ রচনা করেন। আপনার গুণগ্রাহীরা এ গ্রন্থ থেকে যা আশা করে তা যদি পূর্ণ

নাও হয়, তবু আপনার রচনা এমন হবে যা মানুষের মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। যিনিই মানুষকে বিমল আনন্দলাভে সুযোগ দান করেন, তিনিই বেদনা-বিক্ষুব্ধ ও উদ্বেগ কাতর অন্ধকার জীবনে আলোকধারা প্রক্ষেপ করেন।

আশা করি আমার এই প্রার্থনায় কর্ণপাত করবেন। ইতি—

নিবেদক, হে প্রিয় মহাশয়,

(স্বাঃ বেন্‌জ্‌ ভগান)

॥ আমার জীবন-কথার পুনরাবৃত্তি ॥
॥ ১৭৮৪-খ্রীস্টাব্দে প্যাসিতে রচনারম্ভ ॥

আগে উল্লিখিত চিঠিগুলি পেয়েছি বেশ কিছুকাল পূর্বে, কিন্তু এত ব্যস্ত ছিলাম যে অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। বাড়িতে কাগজ-পত্র সব থাকলে হয়ত এ রচনা আরও ভাল হত; আমার স্মৃতির সহায়ক হত, সন তারিখ ঠিক থাকত। আমার প্রত্যাবর্তন অনিশ্চিত, এখন সামান্য কিছু অবসর আছে; আমি চেষ্টা করে এবং পুরানো কথা স্মরণ করে কি লেখা যায় দেখব। জীবিত অবস্থায় যদি বাড়ি ফিরে যেতে পারি তাহলে সেখানে পৌঁছে পরিমার্জন এবং পরিবর্ধন করা যাবে।

যেটুকু লেখা হয়েছে তার কোনও কপি এখানে নেই, কিভাবে ফিলাডেলফিয়া পাবলিক লাইব্রেরি গঠন করেছি তার বিবরণ দিয়েছি কি না তা স্মরণ নেই। সেই লাইব্রেরি সামান্য সূচনা থেকে এখন বৃহৎ হয়েছে—সেইসব ঘটনা, মনে আছে, ১৭৩০-এ ঘটেছে। এইখানে সেই বিবরণই দিই; পরে যদি দেখা যায় ইতিপূর্বে বলা হয়েছে তাহলে পরে বাদ দিলেই চলবে।

আমি যখন পেনসিলভ্যানিয়ায় বসবাস আরম্ভ করি, তখন বোস্টনের দক্ষিণে কোন উপনিবেশেই ভাল বইয়ের দোকান ছিল না। ন্যু ইয়র্ক এবং ফিলাডেলফিয়ার মুদ্রাকরগণ আসলে স্টেশনার্স। তাঁরা কাগজ প্রভৃতি বিক্রি করতেন। সঙ্গে থাকত ক্যালেণ্ডার, পঞ্জিকা, ছড়ার বই, আর সাধারণ দু-চারখানি স্কুলপাঠ্য কেতাব। যাঁরা পড়াশোনা করতে আগ্রহশীল তাঁরা ইংলণ্ড থেকে বই আনাতে বাধ্য হতেন। জুন্টোর সভ্যদের প্রত্যেকের কিছু-কিছু বই ছিল। আমরা যে পানশালায় গোড়ার দিকে বসতাম তা ছেড়ে দিয়ে একটা ঘর ভাড়া করেছিলাম। আমি প্রস্তাব করি যে যার যার বই সব এইখানে রাখব। শুধু সভার সময় নয়, পারস্পরিক আলোচনাতেও কাজে লাগবে, সকলের উপকার হবে। প্রয়োজনমত আমাদের সকলেই বই নিয়ে যেতে পারবে। এই ব্যবস্থা কিছুকাল চলল, আমরা সকলেই খুশি। এই স্বল্প সংগ্রহের সুবিধা লক্ষ্য করে আর সাধারণ প্রকৃতির গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করে আমি একটা চাঁদা-চালিত পাঠাগার প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলাম। আমি একটা খসড়া নক্সা করলাম এবং আইন কানুন গড়লাম, একজন পাকা দলিল-লেখক মিঃ চার্লস ব্রকডেনকে দিয়ে একটা 'আর্টিক্‌ল্ অব্ এগ্রিমেণ্ট' বা চুক্তিপত্র তৈরি করিয়ে নিলাম। সেই অঙ্গীকার-পত্র অনুসারে প্রতিটি সভ্যকে প্রথমবার বই কেনার জন্য একটা নির্দিষ্ট অর্থ দিতে হবে, আর পুস্তক-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য একটা বার্ষিক চাঁদার ব্যবস্থাও হল। তবে, সেই সময় ফিলাডেলফিয়ায় পাঠকের সংখ্যা এত অল্প ও আমাদের মধ্যে অধিকাংশের আর্থিক সঙ্গতি ছিল

এত কম যে অনেক পরিশ্রম করেও পঞ্চাশ জনের বেশি সদস্য সংগ্রহ করতে পারিনি। এই পঞ্চাশ জন ছিলেন মুখ্যতঃ ব্যবসায়ী। এঁরা উদ্দেশ্য সফল করার জন্য এককালীন চল্লিশ শিলিং এবং বাৎসরিক দশ শিলিং দিতে রাজি ছিলেন। এই সামান্য অর্থ নিয়ে আমরা কাজ শুরু করে দিলাম। অনেক বই আমদানি করা হল। গ্রাহকদের বই দেওয়ার জন্য সপ্তাহে একদিন লাইব্রেরি খোলা হত, তাঁরা প্রতিজ্ঞা-পত্রে লিখে দিতেন বই ফেরত দিতে না পারলে তার দ্বিগুণ মূল্য দেবেন। এই প্রতিষ্ঠান অতি অল্পকালের মধ্যেই তার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত করল। অন্যান্য শহরে এবং প্রদেশে তার অনুকরণ হল; চাঁদার দ্বারা পাঠাগার প্রতিষ্ঠিত এবং সঞ্জীবিত হতে লাগল, পড়াশোনা ব্যসনে দাঁড়াল এবং আমাদের লোকজনের কাছে পড়াশোনা থেকে আগ্রহ হ্রাস করার মত অন্য কোনরকম সাধারণ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা ছিল না, ফলে তারা গ্রন্থাদির সঙ্গে অধিকতর পরিচিত হতে লাগল এবং কয়েক বছরের মধ্যেই অপরিচিতদের চোখে অন্য দেশের লোকজনের চাইতে তাদের বেশি বুদ্ধিমান ও জ্ঞানসম্পন্ন মনে হতে লাগল।

আমরা যখন পূর্ববর্ণিত চুক্তিপত্র সই করতে যাচ্ছি যা আমাদের উত্তরাধিকারীদেরও পঞ্চাশ বছরের জন্য বন্ধনে রাখবে, দলিল লেখক মিঃ ব্রকডেন বললেন—'তোমরা তরুণ, তবে, তোমাদের মধ্যে কেউ হয়ত এই চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়া দেখতে পাবে না।'

আমাদের মধ্যে অনেকে অবশ্য বেঁচে আছি, তবে, ঐ চুক্তিপত্র কয়েক বছর পরে এক সনদের দ্বারা অসিদ্ধ হয়ে গেল।

চাঁদা প্রার্থনা করে আমি যেসব বাদ-প্রতিবাদ, অনিচ্ছা প্রভৃতির সম্মুখীন হলাম, তাতে নিজেকে কোন লোকহিতকর কর্মের উদ্যোক্তা বলে পরিচিত করা যে কতখানি মূর্খতা তা বুঝতে পারলাম,—বুঝলাম প্রতিবেশীর সাহায্য যদি প্রয়োজন হয় তবে এমনভাবে কাজ করতে হবে, যেন তাদের চোখে উদ্যোক্তার প্রতিপত্তি বিন্দুমাত্র বৃদ্ধি না পায়।

আমি সেই কারণে যথাসম্ভব আড়ালে রইলাম এবং বলতে লাগলাম যে এই পরিকল্পনা একদল বন্ধুদের, তাঁরা আমাকে এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থপ্রেমিকদের দোরে দোরে ঘুরতে বলেছেন। এইভাবে আমার কাজ অধিকতর মসৃণ গতিতে সম্পন্ন হতে লাগল, এবং পরে আমি এই পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য সহকারে চালিয়েছি এবং অপরকেও এই পদ্ধতি গ্রহণ করতে সুপারিশ করি। সাময়িকভাবে অহমিকা ত্যাগ করলে পরবর্তীকালে উপযুক্ত পুরস্কার পাওয়া যায়। কিছুকাল যদি বা কৃতিত্ব কার অনিশ্চয়তা থাকে, সে-বিষয়ে তাহলে তোমার চেয়েও অহমিকাসম্পন্ন আর কেউ সে কৃতিত্বের অধিকার দাবি করবে, তখন যাঁরা ঈর্ষাপরায়ণ তাঁরা দাঁড়কাকের গা থেকে ময়ূরপুচ্ছ খুলে নিয়ে যে আসল অধিকারী তাঁকেই অভিনন্দিত করবে।

নিয়মিত পঠন পাঠনের দ্বারা আমার মানসিক উন্নয়নের সুবিধা করে দিয়েছে এই পাঠাগার। এর জন্য আমি প্রতিদিন এক থেকে দুই ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট রাখতাম। এইভাবে আমার পিতৃদেব আমাকে যে উচ্চ শিক্ষা দানের কামনা করেছিলেন তা কিছু পরিমাণে পূর্ণ করেছি। আমার কাছে শুধু পড়া-শোনাটাই ছিল একমাত্র চিত্তবিনোদনের পথ। আমি পানশালা, খেলাধূলা বা অন্য কোনও আমোদ-প্রমোদে সময় নষ্ট করতাম না। আমাব কারবারে আমার নিরলস পরিশ্রম অব্যাহত রইল; তার প্রয়োজন ছিল। ছাপাখানার জন্য ঋণ ছিল। আমার এক নতুন সংসার গড়ে উঠছে, তাদের শিক্ষা দিতে হবে; ব্যবসা ক্ষেত্রেও আছে দুজন প্রতিযোগী, তারা আবার আমার অনেক আগে থেকে ব্যবসায় সুপ্রতিষ্ঠিত। আমার অবস্থা প্রতিদিনই সহজ থেকে সহজতর হয়ে উঠতে লাগল। আমার মিতব্যয়ের অভ্যাস অব্যাহত ছিল। আমার ছোটবেলায় আমার পিতৃদেব আমাকে যেসব উপদেশ দিতেন তার মধ্যে সলোমনের একটি কথা বার বার বলতেন: নিজের কাজে যে অধ্যবসায়ী সে রাজদরবারে গিয়ে দাঁড়াবে, নীচমনা মানুষের আসরে নয়। তখন থেকেই ভাবতে শিখলাম যে কষ্ট এবং পরিশ্রমই হচ্ছে সম্মান অর্জনের প্রকৃষ্ট উপায়। এতেই আমি উৎসাহিত ছিলাম; অবশ্য কখনও ভাবিনি একদিন সত্যই রাজার দরবারে হাজির হব। তাও অবশ্য ইতিমধ্যে ঘটেছে। আমি পাঁচজন রাজার দরবারে হাজির হয়েছি, একজনের (ডেনমার্কের রাজার) সঙ্গে বসে ডিনার খেয়েছি।

আমাদের একটা ইংরেজি প্রবাদ আছে, যে—

He that would thrive,
Must ask his wife.

যদি উন্নতি করতে হয় তো স্ত্রীর কথা শুনতে হয়। আমার সৌভাগ্য, যে যাঁকে আমি স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেছিলাম তিনি আমার মত পরিশ্রমী এবং মিতব্যয়ী। আমার ব্যবসায় তিনি আমাকে সানন্দে সাহায্য করতেন, আমার পুস্তিকার ফর্মা ভাঁজ করতেন, সেলাই করতেন। দোকান দেখতেন, কাগজ তৈরি করার জন্য পুরানো কাপড় কিনতেন, ইত্যাদি। আমরা কোনও অলস চাকর রাখতাম না। আমাদের টেবিল হত সাদাসিধা—সরল; আমাদের আসবাবপত্রও ছিল শস্তা। দীর্ঘকাল ধরে আমার ব্রেকফাস্ট ছিল শুধু দুধ আর রুটি (চা নয়), দু-পেনি দামের একটা পিউটার মাটির পাত্রে চামচ-সহ তা পান করতাম। কিন্তু আদর্শ যাই হোক, লক্ষ্য করুন কিভাবে সংসারে বিলাসিতা প্রবেশ করে। একদিন প্রভাতে ব্রেকফাস্ট খাওয়ার জন্য ডাক পড়ল। আমি দেখলাম একটি চীনামাটির পাত্রে এক রুপার চামচ। আমার অজ্ঞাতসারে আমার স্ত্রী আমার জন্যই কিনেছেন তেইশ শিলিং-এ। তার জন্য তাঁর একমাত্র কৈফিয়ত এই সে তাঁর ধারণা যে আর সব প্রতিবেশীদের

মত তাঁর স্বামীরও চীনামাটির পাত্র এবং রুপার চামচে অধিকার আছে। আমাদের বাড়ি এই প্রথম প্লেট ও চীনামাটির আবির্ভাব, আমাদের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বছরের মধ্যে কয়েক শত পাউণ্ডের বিলাস-দ্রব্যে আমাদের সংসার ধীরে ধীরে পূর্ণ হল।

আমি প্রেসবিটারিয়ান হিসাবেই কঠোরভাবে লালিত, সেই বিধানের কিছু কিছু নীতি—যেমন, ঈশ্বরের চিরন্তন নির্দেশ, নির্বাণ ইত্যাদি আমার কাছে দুর্বোধ্য ঠেকত, আর অন্য সব কেমন সংশয়ে ভরা—আমি অল্পকালের মধ্যেই এই সম্প্রদায়ের সভা থেকে অনুপস্থিত হতে লাগলাম। রবিবার ছিল আমার পড়া-শোনা করার দিন। কিন্তু আমি কখনও একেবারে ধর্মীয় আদর্শবিহীন ছিলাম না,—ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমার কখনও সন্দেহ ছিল না। তিনিই সংসার সৃষ্টি করেছেন এবং শাসন করছেন; মানুষের মঙ্গল করাটাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম সেবা; আমাদের আত্মা অবিনাশী; সকল পাপের শাস্তি আছে সকল পুণ্যের পুরস্কার আছে—সেইসব মিলবে, হয় এইখানেই নয় পরে—এই সমস্তই আমি বিশ্বাস করতাম। সব ধর্মের এই হল মূল কথা। আমাদের দেশের সবকটি প্রচলিত ধর্ম-ব্যবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান থাকায় আমি সব কিছুতেই শ্রদ্ধাশীল ছিলাম। তবে, তার তারতম্য ছিল; অনেক ধর্ম-ব্যবস্থার মধ্যে নীতি-বর্ধনের তেমন লক্ষণ পাওয়া যেত না, বরং বিভেদ সৃষ্টি এবং পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধির কারণ হয়ে উঠার মত বস্তু থাকত। এই যে সর্ব বিষয়ে শ্রদ্ধা, আর ধারণা যে যা মন্দ তারও একটা ভাল ফল আছে, তার ফলে অপরের ধর্ম-সম্পর্কিত ভাল ধারণা ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন কোনও বিতর্কে যোগদানে বিরত থাকতাম। আমাদের প্রদেশে জনসংখ্যা বাড়তে লাগল, উপাসনার নতুন নতুন সব ভবনের প্রয়োজন হতে লাগল, সাধারণত স্বেচ্ছাদত্ত চাঁদার সাহায্যে নতুন নতুন ধর্ম-মন্দির গড়ে উঠতে লাগল। যে কোন সম্প্রদায়ই হোক, আমি আমার সামর্থ্যানুসারে যথাসাধ্য দিতে কখনও আপত্তি করিনি।

যদিও আমি বড়-একটা সাধারণ উপাসনাতে যোগ দিতাম না, তথাপি তার উপযুক্ততা সম্পর্কে আমার কিন্তু কোনও দ্বিমত ছিল না, আর একটি মাত্র প্রেসবিটারিয়ান যাজকের জন্য বা ফিলাডেলফিয়ায় যে সভা হত তার জন্য আমি নিয়মিতভাবে আমার চাঁদা দিতাম। সেই যাজক মাঝে-মাঝে বন্ধুভাবে আমার ভবনে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রার্থনাসভায় যোগদান করার জন্য নির্দেশ দিতেন। মাঝে মাঝে আমি যেতে বাধ্য হতাম, একবার পর-পর পাঁচ রবিবার প্রার্থনা-সভায় গিয়েছিলাম। তিনি যদি প্রচারক হিসাবে উত্তম হতেন তাহলে আমার রবিবাসরীয় অবসর যাই হোক, হয়ত তা ত্যাগ করে আমি তাঁর প্রার্থনা-সভায় যোগদান করতাম; কিন্তু তাঁর বক্তৃতা ছিল সাধারণত বিতর্কমূলক যুক্তিজাল অথবা আমাদের সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মতবাদের প্রচার মাত্র। আমার কাছে সেইসব বড় নীরস মনে হত। কোন মহৎ ভাব উদ্দীপ্ত হত না, এবং

কোন লক্ষ্য বা নীতিগত আদর্শ ছিল না, সৎ নাগরিক অপেক্ষা প্রেসবিটারিয়ান হওয়াটাই অধিক বাঞ্ছনীয় বলে তিনি দেখাতেন। ফিলিপিয়ানদের চতুর্থ পরিচ্ছেদের সেই শ্লোকটি তিনি অবশেষে পাঠ করলেন :

—পরিশেষে, ভ্রাতৃবৃন্দ,—যা সত্য, ন্যায়নিষ্ঠ; পবিত্র, সুন্দর অথবা উত্তম, তার ভিতর যদি কিছু সদ্‌গুণ বা প্রশংসনীয় থাকে, তাহলে তার কথাই চিন্তা কর।

আমার মনে হল এই জাতীয় তত্ত্বকথায় যে নীতি আছে তা হারাবার বস্তু নয়। কিন্তু পরম পুরুষের নির্দিষ্ট পাঁচটি বাণীর মধ্যেই তিনি নিজেকে সীমিত রাখলেন :

যথা (১) 'স্যাবাথ ডে তে (রবিবারে) আপনাকে পবিত্র রাখা।
(২) নিষ্ঠাসহকারে ধর্মগ্রন্থ পাঠ।
(৩) প্রকাশ্য উপাসনায় নিয়মিত যোগদান।
(৪) ঈশ্বরীয় অনুশাসন গ্রহণ।
(৫) ঈশ্বরের প্রতিনিধি পুরোহিতদের যথাযোগ্য সম্মান দান।

বিষয়গুলি সবই বেশ উত্তম; তবে, মূল গ্রন্থে যা আশা করা যায় তার উপযোগী নয়; ফলে, তাদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমাকে হতাশ হতে হল, বিরক্ত হয়ে আর তাঁর প্রার্থনা-সভায় যোগ দিই নি।

আমি কয়েক বছর আগে প্রার্থনা-স্তোত্র রচনা করেছিলাম আমার ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য—১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে। তার নাম—Articles of Belief and Acts of Religion—আমি আবার তা ব্যবহার করতে শুরু করলাম, সাধারণ প্রার্থনা-সমাবেশে আর যোগ দিইনি। আমার এই আচরণ হয়ত দোষণীয় হয়েছে। এই প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ করছি, কারণ ঘটনার বর্ণনা আমার লক্ষ্য—ঘটনার জন্য কৈফিয়ত দেওয়া নয়।

এই কালেই নৈতিক সম্পূর্ণতা লাভের জন্য আমি এক সাহসিক ও শ্রমসাধ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করলাম। কোন সময় কোনরকম অপরাধ না করেই জীবন কাটাব স্থির করলাম। প্রাকৃতিক বাসনা, রীতি নীতি বা সঙ্গ-প্রভাব যা কিছু সম্ভব তা আমি জয় করব। যেহেতু কি ভাল এবং কি মন্দ তা আমি জানি বা আমার মনে হয়েছিল আমি জানি, সেহেতু ভাল কাজ করতে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে কেন পারব না তার কোন কারণ আমি খুঁজে পেলাম না। তবে, শীঘ্রই বুঝলাম যে এমন এক সঙ্কল্প আমি করেছি যা যেমন সহজ অনুমান করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন। এক দোষ ত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক হতে গিয়ে আর একটির সম্মুখীন হয়ে পড়ি। স্বভাব অমনোযোগিতার সুযোগ দিতে চায়, যুক্তির চাইতে অভিলাষ অনেক প্রবল। অবশেষে বুঝলাম যে পুণ্যময় জীবন যাপন আমাদের স্বার্থের অনুকূল—এইরকম একটা কল্পিত বিশ্বাসই কেবল আমাদের সম্পূর্ণভাবে স্খলনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। বিপরীত স্বভাবকে ভাঙতে হবে, সৎ স্বভাবের অনুশীলন করতে হবে;

স্থির, নির্ভরযোগ্য ও সমতাসম্পন্ন আচরণ-বিধি গড়ে ওঠার কাল পর্যন্ত। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত পন্থা উদ্ভাবন করলাম।

পড়াশোনার সময় নৈতিক সদ্গুণ সম্পর্কে যেসব দৃষ্টান্ত চোখে পড়েছে, তাতে তালিকার সংখ্যা দেখেছি অজস্র, একই নামে বিভিন্ন লেখক একই বা অন্যরকম ভাবধারা প্রকাশ করেছেন। যথা—সংযম—অনেকের মতে আবার সর্বপ্রকার আনন্দকে সংযত রাখা, যথা—ক্ষুধা, বাসনা, কামনা (শারীরিক ও মানসিক), এমনকি আশা, আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত। স্পষ্টতার জন্য মনে মনে আমি ঠিক করলাম, অনেক নামের সঙ্গে সামান্য একটা ভাব যুক্ত না রেখে, সামান্য কয়েকটি নামের সঙ্গে প্রচুর ভাব সংযুক্ত করাই শ্রেয়। তখন আমার কাছে যা প্রয়োজনীয় এবং গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে এমন তেরটি সদ্গুণের তালিকা করে তার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা যোগ করলাম,—তাতে করে অর্থটা আরও স্পষ্ট করাই-আমার উদ্দেশ্য ছিল।

সদ্গুণের সেই তালিকা এবং তৎসহ অনুশাসন নিচে দেওয়া গেল ঃ

১ ॥ মিতাচার

আহার করে অনড়ত্ব লাভ কোরো না ; পান করে উন্মার্গগামী হয়ো না।

২ ॥ নিস্তব্ধতা

যা তোমার এবং অপরের উপকারে লাগবে তা ছাড়া কথা বোলো না। বৃথা আলোচনা পরিহার কর।

৩ ॥ শৃঙ্খলা

তোমার সমস্ত দ্রব্য তার নির্দিষ্ট স্থানে থাকুক। তোমার সকল রকম কাজের একটা বাঁধা সময় রাখবে।

৪ ॥ প্রতিজ্ঞা

যা করা উচিত তা করার জন্য প্রতিজ্ঞা কর। যা প্রতিজ্ঞা করবে তা পালন করতে পরাঙ্মুখ হবে না।

৫ ॥ মিতব্যয়

অপরের এবং নিজের যা উপকারে লাগবে না সেই ব্যয় করবে না, অর্থাৎ কিছুই অপচয় কোরো না।

৬ ॥ পরিশ্রম

সময় নষ্ট কোরো না। কিছু-না-কিছু প্রয়োজনীয় কর্ম কর। সবরকম অপ্রয়োজনীয় কর্ম ত্যাগ কর।

৭ ॥ আন্তরিকতা

আঘাত লাগতে পারে এমন কোন চাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ কোরো না। ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে নির্দোষ চিন্তা করবে, আর যদি কথা বলতে হয়, তাহলে সেইভাবে কথা বলবে।

৮ ॥ বিচার

আঘাত করে ক্ষতি করে কারো অনিষ্ট কোরো না, বা তোমার যা কর্তব্য সেই হিতকর্ম ত্যাগ কোরো না।

৯ ॥ সংযম

চরমত্ব এড়িয়ে চলবে। আঘাতের প্রতিবাদ যতটুকু প্রয়োজনীয় মনে করবে ঠিক ততটুকু করবে।

১০ ॥ পরিচ্ছন্নতা

দেহে, বস্ত্রে, এবং আসবাবে এতটুকু অপরিচ্ছন্নতা সহ্য কোরো না।

১১ ॥ সমাহিতি

সামান্য ব্যাপারে অস্বস্তি বোধ করবে না; অপরিহরণীয় দুর্ঘটনায় বিচলিত হবে না।

১২ ॥ সততা

স্বাস্থ্য, এবং সন্ততির প্রয়োজন ব্যতীত কদাপি যৌন কর্মে লিপ্ত হবে না। দুর্বলতা, অনড়ত্ব, কিংবা তোমার বা অপরের শান্তি বা সুনামে আঘাত করে যৌন-কর্মে লিপ্ত হবে না।

১৩ ॥ বিনয়নম্রতা

যীশু এবং সক্রেটিসকে অনুকরণ করবে ॥

আমার বাসনা ছিল এইসব সদ্‌গুণাবলী স্বভাবে পরিণত করার অভ্যাস করব। আমি স্থির করলাম যে একত্রে সবকটি গুণাভ্যাসের চেষ্টা না করে এক-একটি করে আয়ত্ত করাই উচিত হবে, একটিতে অভ্যস্ত হলে তখন অপরটি অভ্যাস করব; যতকাল না ত্রয়োদশ নীতিতে এসে পৌঁছাব, এই রকম করা যাবে। যেহেতু একটা আয়ত্ত হলে অপরটি আয়ত্ত করা সহজ হবে সেইহেতু আমি পূর্বে যে ধারায় বর্ণনা করেছি সেইভাবে তাদের সাজালাম। প্রথমেই "মিতাচার", কারণ আদিম অভ্যাস, নিরন্তর লালসা প্রভৃতির প্রকোপ থেকে মুক্ত থাকার জন্য মস্তিষ্কের যদি বিরামহীন সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় তাহলে প্রয়োজন মস্তিষ্ককে শীতল এবং নির্মল রাখা। মিতাচার মস্তিষ্ককে শান্ত ও নির্মল রাখে। এই গুণ যখন আয়ত্ত হল তখন "নিস্তব্ধতা" পালন করা অনেক সহজ। গুণকে আরও উন্নত করতে গেলে জ্ঞানবৃদ্ধির প্রয়োজন; আমি জানতাম যে, যে আলাপাচারে জিহ্বার চাইতে শ্রবণ-যন্ত্রের ব্যবহারে অধিক ফল লাভ হয়, তাই ঠাট্টা, মস্‌করা, যমক ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে আমার যে অভ্যাস হয়ে গেছল, যার দ্বারা আমি কেবলমাত্র লঘু সমাজে গ্রহণীয় হয়ে উঠছিলাম, তা সংযত করা প্রয়োজন বোধে নিস্তব্ধতাকে দ্বিতীয় স্থান দিলাম। এই বিষয়, ও শৃঙ্খলা, আমি আশা করেছিলাম, এর ফলে আমার পরিকল্পনা ও পড়াশোনার জন্য অধিকতর সময় পাব। "প্রতিজ্ঞা" একবার যদি স্বভাবে দাঁড়িয়ে যায়, তবে তা

আমার প্রচেষ্টায় সুদৃঢ় থাকায় শক্তিদান করবে, পরবর্তী গুণাবলী অনুশীলনে সাহায্য করবে। "মিতব্যয় ও পরিশ্রম" আমার বকেয়া ঋণ শোধ ব্যাপারে সহায়তা করে আমার সম্পদ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। তার ফলে "আন্তরিকতা ও বিচার" প্রভৃতি অনুশীলনের কাজ আমার অনেক সহজ হয়ে উঠবে। পিথাগোরাসের পদ্যে যে অমৃতময় উপদেশ দেওয়া আছে তা যথার্থ বিবেচনা করে, নিজের দৈনন্দিন পরীক্ষার বন্দোবস্ত করলাম। সেই পরীক্ষা পালনে নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করলাম।

প্রতিটি সদ্‌গুণের জন্য এক একটি পাতা নির্দিষ্ট করে একখানি ছোট খাতা তৈরি করলাম। প্রতিটি পাতা রুল কেটে লাল কালির লাইন টানলাম। এই-রকম সাতটি কলম বা স্তম্ভ আঁকলাম, প্রতিটি কলম এক একটি দিনের জন্য রাখা হল,—এই কলমগুলি আবার তেরটি লাল লাইন টেনে বিভক্ত করলাম, সদ্‌গুণা-বলীর আদ্যক্ষর নিয়ে প্রতিটি লাইন শুরু করলাম। ঠিক করলাম এই প্রতিটি লাইনে এবং নির্দিষ্ট কলমে আমি একটা ক্ষুদ্র কালো চিহ্ন আঁকব, তদ্দ্বারা সেই দিনে সেই গুণের ব্যাপারে গুণবিভাগে আমি কি অন্যায় করেছি তার পরীক্ষার ফল চিহ্নিত থাকবে।

আমি পালাক্রমে প্রতিটি সদ্‌গুণ সম্পর্কে কঠোর দৃষ্টি রাখব স্থির করলাম। যথা : প্রথম সপ্তাহে আমার সতর্ক দৃষ্টি থাকবে যাতে 'মিতাচার' বিষয়ে আমার কোনপ্রকার অপরাধ না ঘটে। অপরাপর সদ্‌গুণকে তার সাধারণ পরিণতির হাতে ছেড়ে রাখব। অবশ্য প্রতি দিন সেইদিনে অনুষ্ঠিত অপরাধের চিহ্ন দেওয়া হবে।

এইভাবে যদি প্রথম সপ্তাহে আমার 'মি' অঙ্কিত প্রথম কলমটি চিহ্নহীন রাখতে পারি তাহলে বুঝব যে সেই গুণের অভ্যাস কিঞ্চিৎ শক্তিমান হয়েছে আর তার বিপরীত দুর্বল হয়ে পড়েছে ; তখন আমি পরবর্তী বিভাগটি সম্পর্কে চেষ্টা করতে সাহসী হব। তার পরের সপ্তাহে অপর দুটি লাইনই পরিষ্কার রাখতে চেষ্টা করব। এইভাবে শেষ পর্যন্ত যেতে পারলে তের সপ্তাহে সব সম্পূর্ণ করা যাবে, এবং বছরে চার বার এরকম করা সম্ভব হবে।

যাকে বাগান পরিষ্কার করতে হয় সে একসঙ্গে সব আগাছা তুলে ফেলতে পারে না। এ তার আয়ত্তাতীত এবং সামর্থ্যাতীত। তাকে তাই এক-একটি টুকরা নিয়ে কাজ করতে হয়, প্রথমটি শেষ করে তারপর দ্বিতীয়টির দিকে সে অগ্রসর হয়। সেইভাবে আমিও (অন্তত আশা করা যায়) আমার খাতার কিভাবে উন্নতি হচ্ছে তা দেখতে পাব, চিহ্নহীনতা লক্ষ্য করেই তা বুঝব। তারপর তের সপ্তাহের দৈনন্দিন পরীক্ষার ফলে একদিন খাতাটির পাতা চিহ্ন-মুক্ত দেখতে পাব।

[অপর পৃষ্ঠায় খাতার পাতার নকল দেওয়া গেল।]

সিসেরো থেকে আর একটি মটো বা নীতিবাক্য গ্রহণ করেছিলাম :

মি তা চা র

॥ আহার করে অনড়ত্ব লাভ কোরো না ॥

॥ পান করে উন্মার্গগামী হয়ো না ॥

	র	সো	ম	ব	বৃ	শু	শ
মি							
নি	√ √			√		√	
শৃ	√	√	√		√	√	√
প্রতিজ্ঞা			√			√	
মিতব্যয়		√			√		
পরিশ্রম			√				
আ							
বিচার							
সং							
পরি							
সমা-স							
বিনয়							

'তুমি দর্শন! জীবনের পথপ্রদর্শক যা সৎ তার তুমি সন্ধান কর, অসৎকে দূর কর'—ইত্যাদি।

অ্যাডিসনের কেটো থেকে নিম্নলিখিত লাইনগুলি মটো হিসাবে নিলাম :

'Here will I hold : if there is a power above us,
(And that there is, all Nature cries aloud
Through all her works) he must delight in virtue,
And that which he delights in must be happy.'

আরেকটি সলোমনের প্রবাদ—জ্ঞান এবং সদ্গুণ-সম্বন্ধে উক্তি : 'দিবসের দৈর্ঘ্য তাঁর ডান হাতে, আর বাম হাতে অর্থ এবং সম্মান ; তাঁর ভঙ্গী মনোরম ; তাঁর পথ শান্তির পথ।'

ঈশ্বরকে জ্ঞানের উৎস বিবেচনা করে সেই জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর কাছেই সহায়তা কামনা প্রযোজন মনে করলাম। সেই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত প্রার্থনা রচনা করে আমার পরীক্ষার টেবলে প্রাত্যহিক প্রযোজনের জন্য রাখলাম।

'হে সচ্চিদানন্দ, হে সৎস্বরূপ, বিশ্বপিতা, করুণাময় ধ্রুবতারা! আমার সঙ্গে সেই জ্ঞান বণ্টন কর যার ফলে সত্যানুসন্ধান করতে পারি। তোমার অপর সন্তানদের প্রতি আমার সদয় সেবাকর্ম গ্রহণ কর, তোমার বিরামবিহীন করুণার এই একমাত্র প্রতিদান আমি দিতে পারি।'

টমসনের Poems থেকে গৃহীত আরেকটি প্রার্থনাবাণীও আমি মাঝে মাঝে ব্যবহার করতাম। যথা :

'হে আলোকের দেবতা, জীবনের দেবতা, তুমিই পরম নিদান, যা সৎ, তা আমাকে তুমিই শেখাও। পাপ, অহঙ্কার, মূঢ়তা থেকে আমাকে রক্ষা কর, যা কিছু নীচ তা থেকে ত্রাণ কর। আমার আত্মাকে জ্ঞানে, শান্তির চেতনায় পবিত্র, পূত, সারবান, অম্লান সুখে পরিপূর্ণ কর।'

শৃঙ্খলা—এই নীতির প্রয়োজনে আমার প্রতিটি কর্মের জন্য নির্ধারিত সময় স্থির থাকবে ; তাই আমার সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থের একটি পৃষ্ঠায় একটি সাধারণ দিনের চব্বিশ ঘণ্টাকে এইভাবে ভাগ করলাম—

[পরপৃষ্ঠায় প্রতিলিপি দেখুন]

আত্মসমীক্ষার জন্য এই পরিকল্পনাটি পালন করতে লাগলাম, মাঝে মাঝে বিরতিও থাকত। যা ভাবি নি এমন সব অনেক রকম পাপাচারে আমি আসক্ত তা আবিষ্কার করে বিস্মিত হলাম, তবে, তা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে দেখে সন্তোষ লাভ করেছি।

আমার ছোট্ট গ্রন্থটিকে নূতন করে লেখার অসুবিধা দূর করার জন্য পুরাতন অপরাধের তালিকা মুছে আবার নতুন অপরাধ যোগ করতে গিয়ে দেখা গেল তা ছিদ্রে পরিপূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। একটি মেমো বুকের হস্তিদন্ত-শোভন পত্রে আমি

প্রশ্ন	সময়	কাজ
প্রাতঃকালীন প্রশ্ন : আজ আমি কী সৎকর্ম করব ?	৫ ৬ ৭	উত্থান, আচমন, সচ্চিদানন্দের উপাসনা দিবসের কাজ স্থির করা এবং সঙ্কল্প গ্রহণ ; পড়াশোনা ; প্রাতরাশ গ্রহণ
	৮ ৯ ১০ ১১	কাজ
	১২ ১	॥ পাঠ, হিসাব দর্শন এবং আহার ॥
	২ ৩ ৪ ৫	॥ কাজ ॥
	৬ ৭ ৮ ৯	যথাস্থানে জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখা, রাত্রিকালীন আহার গ্রহণ, সঙ্গীত বা অন্য কিছু চিত্তবিনোদন কিংবা আলাপাচার। সারাদিনের কাজের হিসাব নিকাশ
সন্ধ্যাকালীন প্রশ্ন : সারাদিনে কী সৎকর্ম আজ করেছি ?	১০ ১১ ১২ ১ ২ ৩ ৪	॥ নিদ্রা ॥

আমার নিয়মাবলী লিখলাম, সেই খাতায় লাইনগুলি পাকা রঙের লাল কালিতে টানা। সেই লাল-লাইন-টানা দোষগুলি কালো রঙের সীসার পেনসিলে লিখতাম। সেই চিহ্ন সহজেই সিক্ত স্পঞ্জের দ্বারা মুছে ফেলা যেত। এর পর আমি বছরে একবার,—মাত্র এই জাতীয় হিসাব রাখতাম, তারও পরে কয়েক বছরে একবার, এইভাবে চলেছে যতদিন না একেবারে লেখা ত্যাগ করেছি। এর কারণ বারবার সমুদ্রযাত্রা, বিদেশেব কাজকর্ম এবং অন্য বহুবিধ কর্মে লিপ্ত থাকা। আমি কিন্তু সর্বদা আমাব এই ক্ষুদ্র বইখানি সঙ্গে রাখতাম। আমার এই নিয়ম-পদ্ধতি আমাকে সবচেযে বেশি অসুবিধায় ফেলেছে। আমি দেখেছি যদি কাবো কাজ এমন হয যে সময তাঁব হাত-ধরা—যেমন প্রেসের ফোরম্যান, তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হতে পাবে ; কিন্তু যদি প্রেসের মালিক হন, তাঁর পক্ষে সম্ভব নয ; তাঁকে পৃথিবীব সঙ্গে সংযোগ রক্ষা কবতে হবে এবং তাঁর ব্যবসা-সূত্রে অন্যান্যদের সঙ্গে মিশতে হবে তাঁদের নির্ধারিত সময়ানুসারে। অন্যান্য ব্যবসা, সংবাদ-পত্র প্রভৃতিতেও আমি লক্ষ্য করেছি যে নিয়ম মেনে চলাব অভ্যাস করা কঠিন।

আমি গোড়াব দিকে এই জাতীয শৃঙ্খলায তেমন রপ্ত হতে পারিনি, আমাব স্মৃতিশক্তি ছিল অত্যন্ত চমৎকাব। শৃঙ্খলার অভাবে কি অসুবিধা ঘটতে পারে তা উপলব্ধি কবাব মত জ্ঞান আমাব হযনি। এই বস্তুটি তাই আমাব কাছে পীড়াদায়ক হযেছিল, আমাব ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাকে বিরক্ত করত। সংশোধন করার ব্যাপাবে আমাব অগ্রগতি সামান্যই, আর বারবার বিচ্যুতি ঘটত। তার ফলে আমি সংশোধনেব চেষ্টা ত্যাগ করে বরং ত্রুটিপূর্ণ চরিত্র নিযেই দিন কাটাতে উদ্যোগী হলাম। আমাব প্রতিবেশীর কামারশালায একজন কুঠার কিনতে এসেছিল, সে চেযেছিল যে কুঠাবেব ফলাব মত সারা কুঠারটাই অমনই চকচকে হবে।. কর্মকাব বললেন আমি রাজি আছি, তবে, আপনাকে যন্ত্রের চাকাটা ঘোরাতে হবে। লোকটা রাজি হল চাকা ঘোরাতে। কর্মকার পাথরে সেই কুঠারটা কঠিন এবং ভাবি কবে পিটে চওড়া করল, তাকে চাকা ঘুরিযে পাকা করা খুব কঠিন এবং ক্লান্তিকর হযে উঠল। লোকটা মাঝে মাঝে চাকা ছেড়ে উঠে এসে কাজ কি রকম হচ্ছে দেখতে লাগল এবং সবশেষে যেমন কুঠার তেমন অবস্থাতেই, আর বেশি তাকে মিহি এবং চকচকে না করেই নিয়ে যেতে চাইল।

কর্মকার বলে—'না, সেটি হবে না। চাকা ঘোবাও। ক্রমে-ক্রমে সবটাই চকচকে হবে। এখন সামান্যই হয়েছে।'

লোকটি বলে—'তা বটে, তবে, আমার ঐ সামান্যই দরকার, এই রকমই তো পছন্দ।'

আমাব বিশ্বাস অনেকেরই এই অবস্থা ; আমি যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলাম সেই জাতীয কোনও ব্যবস্থাব আশ্রয গ্রহণ না করায় ভাল অবস্থা লাভ করা তাদেব পক্ষে অসুবিধাজনক হয়েছে, খারাপ অভ্যাস ভঙ্গ করা সম্ভব হয়নি ;

ফলে তাঁরা এই ভাল এবং মন্দের দ্বন্দ্বে পরাজয় স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত স্থির করেছেন যে ঐ তোবড়ানো কুঠারই ভাল।

একটি বিষয় আমার মনে হয়েছে যে এত সূক্ষ্ম বিচার—এ একরকম নীতিবাগীশতার বাবুয়ানি; যদি ধরা পড়ি তাহলে তা আমাকে হাস্যকর করে তুলত। আদর্শ চরিত্র লাভ করা যায়, তবে, তার জন্য ঈর্ষা ও ঘৃণার পাত্র হতে হয়। সদাশয় ব্যক্তি বন্ধুদের খুশিতে রাখার জন্য কয়েকটি ছোটখাট অন্যায় করতে পারেন। সময়নিষ্ঠা সম্পর্কে আমি একেবারে দুর্দমনীয় হয়ে উঠলাম। এখন আমার বয়স হয়েছে এইং স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে, তার অভাব আমি অনুভব করি। মোটের উপর এ কথা ঠিক যে আমি যা চেয়েছিলাম ঠিক সেইমত নিখুঁত আমি হতে পারিনি। তবু এই চেষ্টার দ্বারা আমি অনেক উন্নত এবং সুখী হতে পেরেছিলাম; যদি এই প্রচেষ্টা না থাকত তাহলে কখনই তা সম্ভব হত না। যেমন অনেক সময় খোদাই-করা অক্ষর কপি করে হাতের লেখা বাগানোর যারা চেষ্টা করে তারা যদিও ঠিক সেইরকম হাতের লেখা করতে পারে না, তবু এই চেষ্টার দ্বারা তাদের হাতের লেখার উন্নতি হয়, স্পষ্ট এবং পরিষ্কার হয়।

আমার বংশধরদের জানা উচিত যে ঈশ্বরের আশীর্বাদে এই কৌশলের জন্য তাদের পূর্বপুরুষ তাঁর উনআশি বছর বয়স পর্যন্ত (যে বয়সে এই অংশ লিখিত) নিরন্তর সুবিধা লাভ করেছেন। অবশিষ্ট বয়সে কি যে হতে পারে তা ঈশ্বরের হাতে, আর যদি কিছু অঘটন ঘটে তাহলে অতীত সুখের স্মৃতির দ্বারা তাকে সহনীয় করে নিতে পারবে। মিতাচার তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের সহায়ক হয়েছে, এখনও উত্তম শারীরিক গঠনের কিছু অবশিষ্ট আছে। পরিশ্রম এবং মিতব্যয়ে প্রথম অবস্থায় সুবিধা এবং পরবর্তী কালে অমিত সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব হয়েছে। এইসব জ্ঞান তাঁকে একজন প্রয়োজনীয় নাগরিক এবং পণ্ডিত মহলে কিছু পরিমাণ খ্যাতির অধিকারী করেছে, আন্তরিকতা এবং বিচার-বুদ্ধি তাঁকে স্বদেশের আস্থাভাজন করেছে, এবং স্বদেশ তাঁকে অনেক সম্মানজনক দায়িত্বভার অর্পণ করেছে। সামগ্রিকভাবে সর্ববিধ সদ্‌গুণের প্রভাবে, এমনকি অপরিণত অবস্থাতেও যতটুকু আহরণ করতে পেরেছিলেন, তাঁর মেজাজের সমতা এবং কথোপকথনের মধ্যে যে মাধুর্য আছে, তার ফলে আজ তিনি সকলের কাছে সমভাবে সমাদৃত। আমি তাই আশা করি আমার উত্তরাধিকারিবৃন্দ এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলে সুফল লাভ করবেন।

এ কথা বলা যায় যে আমার এই পরিকল্পনা ধর্ম-বিবর্জিত ছিল না, তবে, এর মধ্যে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সম্পর্ক ছিল না। আমি ইচ্ছা করেই তা এড়িয়ে গেছি, কারণ আমার নিজস্ব নীতির চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। সব সম্প্রদায়ের মানুষের পক্ষেই তা গ্রহণীয়, কোন এক সময়ে তা প্রকাশিত করার বাসনাও আমার ছিল। তাই এর মধ্যে আমি এমন

কিছুই রাখিনি যা কেন ধর্মমতের বিরোধী হতে পারে। প্রতিটি সদ্‌গুণের সপক্ষে কিছু-কিছু মন্তব্য রচনা করার বাসনা আমার ছিল। তার মধ্যে এই সদ্‌গুণের অধিকারী হলে কি সুবিধা হতে পারে, এবং তার বিপরীত অসদাচার থেকে কি কি বিপদ হয় তা লিখতাম, সেই গ্রন্থটির নামকরণ করতাম, The Art of Virtue, * কারণ তার দ্বারা সদ্‌গুণ আহরণের উপায় নির্দেশ করতাম। শুধুই ভাল হওয়ার জন্য করতাম না, যে সদ্‌গুণ শিক্ষাপ্রদ নয়, যা সদ্‌গুণ আহরণের কোনও পথ নির্দেশ করে না, সে উপদেশ সাধু-প্রবরের বাক্-চাতুরীর মত নগ্ন এবং বুভুক্ষুকে কাপড় এবং আহার্যের সন্ধান না দিয়ে শুধু বলে কাপড় পর এবং খাও। (James II : 15, 16,)

কিন্তু এমন হল যে এই গ্রন্থ রচনা করা এবং প্রকাশ করার পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হল না, অপূর্ণ রয়ে গেল। এইসব যুক্তি মতবাদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য মাঝে মাঝে অবশ্য লিখে রেখেছি। তার কিছু-কিছু আজও আমার কাছে আছে। ব্যক্তিগত কাজকর্মে প্রয়োজনীয় মনোযোগ দান করতে হয়েছিল জীবনের প্রথম দিকে, আর পরবর্তীকালে জনসাধারণের কর্মে নিযুক্ত থাকায় এই ইচ্ছা আর পূরণ হয়নি। এই বস্তুটি আমার মনে এক বিরাট এবং ব্যাপক পরিকল্পনা হিসাবে ছিল, যার জন্য প্রয়োজন একজন মানুষের পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা। অদৃষ্টপূর্ব ঘটনাপ্রবাহে আমি তা করতে পারিনি—তাই এ কাজ আজও অসম্পূর্ণ রইল।

এই অংশে আমার বাসনা যে এই মতবাদ বুঝিয়ে বলি; মানুষের প্রবৃত্তির দিক থেকে দেখলে অসৎ কর্ম যেহেতু নিষিদ্ধ সেইহেতুই তারা ক্ষতিকর তা নয়; তারা ক্ষতিকর, তাই নিষিদ্ধ। প্রত্যেকের নিজের প্রয়োজনেই ধর্মিষ্ঠ হওয়া প্রয়োজন, অন্তত যাঁরা এই সংসারে সুখী হতে চান। সংসারে ধনী ব্যবসাদার, সম্ভ্রান্তবংশীয় রাজন্যবর্গ, রাষ্ট্র প্রভৃতির কর্ম পরিচালনায় সাধু প্রকৃতির মানুষের প্রয়োজন; সেইজাতীয় লোকের সংখ্যা বিরল। তাই আমি তরুণদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি যে দরিদ্রের সৌভাগ্য নির্মাণে সততা এবং বিশ্বস্ততার মত আর কোনও গুণ নেই।

আমার সদ্‌গুণের তালিকায় গুণের সংখ্যা ছিল বারোটি। আমার জনৈক কোয়েকার বন্ধু একদিন অনুগ্রহ করে বললেন যে আমাকে সাধারণত অহঙ্কারী বিবেচনা করা হয়। আমার সেই অহঙ্কার আমার আলাপাচারেই প্রকাশিত। শুধুমাত্র কোন একটি বিষয় আলোচনা করেই আমি শান্ত হই না, মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ অভব্য এবং উপর-চড়া ভাব দেখাই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত তিনি প্রদর্শন করলেন। আমি যথাসম্ভব আমার এই ত্রুটি দূরীকরণে কৃতসঙ্কল্প হলাম। তাই আমার তালিকায় **বিনয়** কথাটি যোগ করলাম। কথাটির অর্থ বেশ

* মার্জিনের মন্তব্য :—মানুষের সৌভাগ্য গঠনে সদ্‌গুণের মত আর কিছুই নেই।

ব্যাপকভাবেই করলাম। এই সদ্‌গুণের বাস্তবতা আহরণে আমার কৃতিত্বের অহঙ্কার আমি করতে চাই না, তবে আপাতদৃষ্টিতে আমি বেশ বিনয়ী হয়ে উঠলাম। অপরের মতামতের প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করা থেকে আমি বিরত থাকতে লাগলাম এবং নিজের বক্তব্যও আর জোর করে চাপাতাম না। আমাদের জুন্‌টোর পুরাতন আইন অনুসারে 'নিশ্চয়ই', 'নিঃসন্দেহে' ইত্যাদি স্থির সিদ্ধান্তের উক্তি ব্যবহার বন্ধ করলাম। তার পরিবর্তে—'আমার মনে হয়,' 'আমি বোধ করি', 'আমার বিশ্বাস', 'আমার উপস্থিত ধারণা' প্রভৃতি ব্যবহার করতে লাগলাম। অপরে যখন নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে চাইত যা আমার কাছে ভ্রমাত্মক মনে হত, আমি তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবাদ করার আনন্দ থেকে আপনাকে বঞ্চিত করতাম, তাঁর বক্তব্যের অসম্ভাব্য দিকটা প্রকাশ করতাম না। আমি আমার বক্তব্য বলার সময় বলতাম যে কোন ক্ষেত্রে তাঁর মতই হয়ত ঠিক, তবে, বর্তমান ক্ষেত্রে 'মনে হয়' বা 'বোধকরি' কিছু প্রভেদ আছে। এই মনোভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে সুফল লাভ করা গেল। যেসব আলোচনা বা বিতর্কে যোগদান করতাম তা মনোরম ভঙ্গিতে বলতাম। যে নম্র ভঙ্গিতে আমার বক্তব্য বলতাম তার ফলে আমার বক্তব্য অতি দ্রুত গৃহীত হত, প্রতিবাদ হত অতি অল্প। আমার ভুল হলে অর্থাৎ আমি ভ্রান্ত প্রমাণিত হলে আমার কম দুঃখ হত। সহজেই অপরকে তার ভুল কোথায় তা বোঝানো যেত, আমার যদি বক্তব্য ঠিক হত তাহলে তাকে আমার দলে টানা যেত। আগে আমি জোর-যার করে তাদের টেনে নিতাম, স্বাভাবিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে; কিন্তু তখন আমার স্বভাব এমন হয়ে দাঁড়াল যে বিগত পঞ্চাশ বছরে আমার মুখ দিয়ে কোন একটা স্থির নিশ্চিত বাক্য উচ্চারিত হয়নি। এই স্বভাবের ফলে (আমার সততা ছাড়া) মূলত প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে পুরাতন রীতির প্রবর্তনে আমার স্বভাবের প্রভাব বাদ দিলে। যখন লোকসভার সদস্য হয়েছি তখন আমার এই প্রভাব ফলপ্রসূ হয়েছে। বক্তা হিসাবে আমি ভাল ছিলাম না, ওজস্বিতায় অভাব ছিল; বাক্য-বিচারে ইতস্তত ভাব ছিল, ভাষা সর্বদা শুদ্ধ হত না। তথাপি আমার বক্তব্য সাধারণত গৃহীত হত।

আমাদের প্রকৃতির মধ্যে **অহঙ্কার** বস্তুটিকে বাস্তব ক্ষেত্রে দমন করা খুবই কঠিন। তাকে প্রচ্ছন্ন রাখা, তার সঙ্গে সংগ্রাম করা, তাকে দমন করা, তাকে রোধ করা প্রভৃতির যথাসম্ভব চেষ্টা করেও সাফল্য লাভ করা যায় না। সে সদাজাগ্রত এবং যখন তখন চাগাড় দিয়ে ওঠে, আত্মপ্রকাশ করে। হয়ত এই ইতিহাসে এই অবস্থা লক্ষ্য করে থাকবে; কারণ যখন আমি মনে করি যে আমি অহঙ্কার দমন করতে পেরেছি, তখনই হয়ত আমি আমার বিনয়-নম্রতা সম্পর্কে অহঙ্কারী হয়ে উঠি।

[এই পর্যন্ত ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে পাসীতে লিখিত] (১)

---

(১) [ ] বন্ধনী-চিহ্ন লেখকের দেওয়া।

এখন আমি বাড়িতে (ফিলাডেলফিয়ায়) বসে লিখছি, আগস্ট ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দ, তবে, আমার কাগজপত্রের অনেক অংশ যুদ্ধে নষ্ট হয়ে গেছে। তবে, নিম্নলিখিত অংশটুকু পেয়ে গেছি। (১)

আমার মহৎ এবং ব্যাপক পরিকল্পনা সম্পর্কে উল্লেখ করার পর মনে হয় সেই সঙ্কল্প এবং পরিকল্পনার বিষয়ে কিছু বলা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনার উদয় নিম্ন-বর্ণিত ক্ষুদ্র কাগজ-খণ্ড পড়েই হয়েছিল। ভাগ্যক্রমে এটা সংরক্ষিত হয়েছে। কাগজ-খণ্ডে লেখা ছিল :

পাঠাগারে ইতিহাস পাঠে মন্তব্য : মে ১, ১৭৩৫

"পৃথিবীর বিরাট কর্মকাণ্ড, যুদ্ধবিগ্রহ, বিপ্লব প্রভৃতি দলের দ্বারা সঙ্ঘটিত এবং রূপায়িত হয়।

'এইসব দলের মতবাদের বর্তমান সাধারণ স্বার্থ অথবা যা কিছু সেই দল তার স্বার্থের অনুকূল মনে করে।

'বিভিন্ন দলের বিভিন্ন মতবাদ এইসব গোলযোগ সৃষ্টি করে।

'যখন কোনও দল একটা সাধারণ সিদ্ধান্ত পালনে সচেষ্ট, তখন প্রতিটি মানুষই তার ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি সজাগ থাকে।

'যখন দলের অভীষ্ট পরিপূর্ণ হয়, প্রতিটি সদস্য তখন তাঁর সেই বিশেষ স্বার্থের প্রতি আগ্রহশীল হন, তখন যে যার স্বার্থ পূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট হয় এবং দলের মধ্যে ছোট-ছোট ভাগ হয়ে যায়, তাতে আরও গোলযোগের সৃষ্টি হয়।

'সাধারণ কর্মে লিপ্ত খুব কম-সংখ্যক ব্যক্তিই তাঁদের স্বদেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন, যাই তাঁরা ভান করুন না কেন এবং যদিও তাঁদের কর্মের ফলে দেশের কল্যাণ সাধিত হয়, তবু মানুষ প্রধানত ভাবে যে তাদের নিজেদের এবং তাদের স্বদেশের স্বার্থ দুইই এক এবং অভিন্ন ; তাই তাঁরা সদাশয়তার নীতি অনুসারে কাজ করেন না।

'সাধারণ কর্মে লিপ্ত অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই কেবল মানবের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন।

'আমার মনে হয় সদ্‌গুণের অনুশীলনের একটা সংযুক্ত দল গঠন করার এ-ই উপযুক্ত সময়, সব জাতির সদ্‌গুণ-সম্পন্ন মানুষকে নিয়ে একটি নিয়মিত সংস্থা গঠন করা প্রয়োজন, যথোচিত জ্ঞানী এবং গুণীদের শাসনে তা পরিচালিত হবে। সাধারণ মানুষ সাধারণ আইন সম্বন্ধে যে নীতি পালন করে, এঁরা নিশ্চয়ই অধিকতর একমত হয়ে তা প্রতিপালন করবেন।

'আমার মনে হয় যে কেউ এই প্রচেষ্টা যদি ঠিকভাবে করেন তাহলে ঈশ্বর নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন এবং তিনি সাফল্য অর্জন করবেন। বি. এফ.'

(১) বড় অক্ষরে ছাপা লাইনগুলি মূল পাণ্ডুলিপির মার্জিনের মন্তব্য।

যখন উপযুক্ত অবসর পাব তখন এইভাবে কাজ করব, এই পরিকল্পনা মাথায় রেখে আমি মাঝে-মাঝে এই সম্পর্কে যেসব চিন্তা মনে উদিত হত, তা কাগজে লিখে রাখতাম। এর অধিকাংশ নষ্ট হয়ে গেছে, তবে, দেখছি এই মতবাদ সম্পর্কিত একটা মন্তব্য পাওয়া গেছে, এতে সর্ব ধর্মের সারবস্তু আছে ; কিন্তু এতে এমন কিছু নেই যে কোনও ধর্মের অধ্যাপকের কাছে কদর্য মনে হতে পারে। নিম্নলিখিত কথায় মন্তব্যটি সম্পূর্ণ :

'ঈশ্বর এক এবং তিনিই সবকিছু সৃজন করেছেন।

'তিনিই সংসারকে তাঁর নির্দেশে পরিচালনা করেন।

'তাঁকে প্রশংসা, প্রার্থনা এবং ধন্যবাদের দ্বারা পূজা করতে হবে।

'তবে ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা হল মানুষের মঙ্গল করা।

'আত্মা অবিনাশী।

'ঈশ্বর নিশ্চয়ই যা সৎ তার পুরস্কার দান করবেন আর যা অসৎ তার শাস্তি দেবেন—হয় এই জগতে, নয় অন্যলোকে।

তখন আমার ধারণা ছিল যে এই সম্প্রদায় তরুণ এবং অবিবাহিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে, সেইভাবে প্রচার হবে। যাদের দীক্ষিত করা হবে তারা এই ব্যাপারে শুধুমাত্র যে তাদের সম্মতি জ্ঞাপন করবে তা নয়, তের সপ্তাহ-ব্যাপী আত্মপরীক্ষা করবে এবং সদ্গুণ অভ্যাস করবে, পূর্ব-উল্লিখিত ছক অনুসারে। যতদিন এই সম্প্রদায় বিস্তার লাভ করবে না ততদিন এই সমিতির কথা গোপন রাখা হবে। অবাঞ্ছিত ব্যক্তির যোগদানের বাসনা রোধ করার জন্যই এই সতর্কতা। তবে, সদস্যদের বলা ছিল যে পরিচিত মহলে বুদ্ধিমান, উপযুক্ত তরুণের সন্ধান পেলে যথেষ্ট বিচার বিবেচনা এবং সতর্কতার সঙ্গে এই পরিকল্পনাটি ব্যক্ত করতে পারেন। সদস্যরা অপরকে উপদেশ এবং সহযোগিতা দান করবেন. অপরের ব্যবসায়ে বা কাজকর্মে বা জীবনের উন্নয়নে পারস্পরিক সাহায্য দান করবেন। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়েছে 'সোসাইটি অব্ দি ফ্রি অ্যাণ্ড ইজি'। ফ্রি বা মুক্ত সদ্গুণের অনুশীলনের সাধারণ ফল, অসতের আধিপত্য থেকে মুক্তি : এবং বিশেষ করে পরিশ্রম এবং কৃচ্ছ্রতা সাধনের দ্বারা ঋণ থেকে মুক্তি, কারণ ঋণ মানুষকে বন্ধনে জড়ায় এবং মহাজনদের দাস করে রাখে। এই পরিকল্পনার এইটুকুই আমার এখন স্মরণে আছে, আর মনে আছে আমি দু-জন তরুণকে তা বলেছিলাম, এবং তাঁরা তা পরম উৎসাহে পালন করেছিলেন। তবে, আমার তদানীন্তন অস্বচ্ছল অবস্থা এবং ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশেষভাবে জড়িয়ে থাকার ফলে এই নীতির অনুশীলনের কাজ আমাকে মাঝে-মাঝে স্থগিত রাখতে হয়েছে, এতদিন এ কাজ ফেলে রাখতে হয়েছে। এখন এই পরিকল্পনা প্রতিপালনের মত পর্যাপ্ত শক্তি বা কর্মক্ষমতা আমার আর নেই, যদিও আমি এখনও ভাবি যে এই পরিকল্পনা একটা কার্যকরী নীতি এবং বেশ কিছু-সংখ্যক সৎ নাগরিক সৃষ্টির কাজের পক্ষে

বিশেষ প্রয়োজনীয় হতে পারত। আমি দৃশ্যত গুরু দায়িত্বের পরিমাণ দেখে হতাশ হইনি, কারণ আমি সর্বদাই ভেবেছি যে মাঝারি ধরনের সামর্থ্য নিয়ে যে-কোন মানুষ বিরাট পরিবর্তন সম্ভব করতে পারে এবং অনেক মহৎ কাজ করতে পারে,—যদি অবশ্য সে সর্বপ্রথম একটা উত্তম পরিকল্পনা গড়ে নেয় এবং সকল প্রকার আমোদ প্রমোদ বা অন্যবিধ কর্ম পরিত্যাগ করে সকল মনোযোগ দিয়ে এই পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে।

১৭৩২ খ্রীস্টাব্দে আমি সর্বপ্রথম আমার Almanack (পঞ্জিকা) প্রকাশ করি রিচার্ড সণ্ডার্স এই নাম দিয়ে ; প্রায় পঁচিশ বছর এইভাবে চালিয়েছি, এর সাধারণ পরিচয় ছিল Poor Richard Almanack (বেচারা রিচার্ডের পত্রিকা)। আমি এটিকে একাধারে চিত্তবিনোদক এবং প্রয়োজনীয় করে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। এর চাহিদা এত বেড়ে গেছল যে আমি এ থেকে প্রচুর লাভ করতে পেরেছিলাম। বাৎসরিক প্রায় দশ হাজার বিক্রি হত। যখন দেখলাম এই প্রদেশের প্রায় কোনও অঞ্চলেই এই পুস্তিকা না হলে চলে না, সকলেই পড়ে, তখন আমি সাধারণের মধ্যে শিক্ষাদানের পক্ষে এটিকে উপযুক্ত মাধ্যম মনে করলাম ; তারা কদাচিৎ অন্য কোনও পুস্তক কিনত। আমি তাই পঞ্জিকার ফাঁকা অংশগুলি অনেক নীতিবাক্য দিয়ে পূরণ করতাম। বিশেষত পরিশ্রম এবং কৃচ্ছ্রতার সমর্থনে যেসব সুভাষিতাবলী এবং যার দ্বারা অর্থ এবং সদ্‌গুণ আহরণ করা যায় সেই সব বাক্য দিতাম। অভাবী মানুষের পক্ষে সর্বদা সৎভাবে কাজ করা কঠিন, যেমন, (এইসব প্রবাদ বাক্যের একটি এখানে ব্যবহার করি) 'খালি বস্তা সোজা হয়ে বসে না'। বহু-যুগের এবং বহু জাতির এইসব প্রবাদ-বাক্য সংগ্রহ করে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পঞ্জিকায় একটা আলোচনা করলাম, কোনও জ্ঞানী বৃদ্ধ যেন নিলাম উপলক্ষে সমবেত জনতাকে ভাষণ দিচ্ছেন। এইসব বিক্ষিপ্ত সদুপদেশ এইভাবে সাধারণে তুলে ধরায় মানুষের পক্ষে অধিকতর মনোযোগ দানের সুবিধা হল। এই প্রবন্ধটি সর্বসাধারণের মনোমত হওয়ায়, কন্টিনেণ্টের সব সংবাদপত্রে উদ্ধৃত হল, বাড়িতে বাড়িতে টাঙিয়ে রাখার ব্যবস্থা হল ও ব্রিটেনে তা পুনর্মুদ্রিত হল, ফরাসী ভাষায় দুটি অনুবাদ করা হল, পাদ্রিরা এবং সম্ভ্রান্তগণ অধিক সংখ্যায় মুদ্রিত করে দরিদ্র প্রজা ও চার্চ-যোগদানকারীদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করলেন।

পেনসিলভ্যানিয়ায় অপ্রয়োজনীয় বিদেশী দ্রব্যাদি ক্রয়ে অযথা ব্যয় প্রতিরোধে এই উপদেশগুলি নিরুৎসাহকর বলে অনেক মনে করেন। সেখানে এই প্রকাশনের পর কয়েক বৎসর যে সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছল তার মূলে এই উপদেশের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

আমার সংবাদপত্রটিকে আমি উপদেশ বিতরণের একটা মাধ্যম বলে ধরে নিয়েছিলাম, এবং সেই উদ্দেশ্যে আমি প্রায়টি Spectator এবং অন্যান্য নীতি-বাদী লেখকদের রচনা পুনর্মুদ্রিত করেছি। আমাদের জুনটো'তে পাঠ করার

উদ্দেশ্যে রচিত আমার কিছু-কিছু রচনাও মাঝে-মাঝে প্রকাশ করেছি। এর মধ্যে একটি সক্রেটিসের সংলাপ ছিল; তার বক্তব্য ছিল যে শক্তি বা গুণ থাকলেও কোনও অসৎ মানুষকে জ্ঞানী বলা চলে না। আর একটি আলোচনা ছিল আত্ম-বঞ্চনা সম্পর্কে, তাতে বলা হয়েছিল যে সদ্‌গুণের অনুশীলন যতক্ষণ না অভ্যাসে পরিণত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তা নিরাপদ নয়, কারণ বিরোধী প্রবৃত্তিগুলি থেকে সে মুক্ত নয়। ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকের কাগজ-পত্রে এইসব পাওয়া যাবে। আমার সংবাদপত্র পরিচালনার কাজে আমি সর্বপ্রকার ব্যক্তিগত নিন্দা এবং গালাগাল বর্জন করেছিলাম—সে সময় আমাদের দেশের এই এক কলঙ্ককর অবস্থা। যখনই কোন লেখক আমাকে এই জাতীয় কোন কিছু প্রকাশের জন্য অনুরোধ করেছেন, কারণ সংবাদপত্র যেন যাত্রীবাহী গাড়ি; সকলেরই যেমন অধিকার আছে পয়সা দিয়ে গাড়ি চাপার, এখানেও তেমনই যা খুশি ছাপা হতে পারে। আমি তার জবাবে বলতাম যে আমি আলাদা ছাপিয়ে দেব, লেখক ইচ্ছা করলে তা আলাদাভাবে প্রচার করতে পারেন স্বহস্তে, আমি নিজে এসব প্রচারে সহায়ক হতে পারব না, কারণ আমার গ্রাহকদের কাছে প্রয়োজনীয় ছাড়া অপ্রয়োজনীয় কিছু আমি প্রকাশ করব না, ব্যক্তিগত দলাদলি ও কলহে গ্রাহকদের কোনও সম্পর্ক নেই, মিছামিছি তাদের উপর এইসব চাপালে তা ন্যায়সঙ্গত হবে না। অনেক মুদ্রাকর ব্যক্তিবিশেষের উষ্মা এবং বিদ্বেষের প্রচারে সহায়তার ব্যাপারে কোনও বিশেষ আপত্তি করত না। আমাদের দেশের বহু সুচরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে তাদের বাধত না, এভাবে রেষারেষির মাত্রা তারা বাড়িয়েই চলত, যা শেষ পর্যন্ত হয়ত দ্বৈত যুদ্ধের সৃষ্টি করত। মাঝে মাঝে অবিবেচকের মত প্রতিবেশী অঞ্চলের শাসকদের বিরুদ্ধেও এবং আমাদের উৎকৃষ্ট মিত্র রাষ্ট্র সম্পর্কেও যা খুশি লিখতেন, এর ফলাফল অতিশয় বিষম হতে পারত। আমি তরুণ মুদ্রাকরদের সতর্ক করার জন্য লিখছি, তাঁরা যেন তাঁদের মুদ্রাযন্ত্র এবং ব্যবসা অশ্রদ্ধেয় অভ্যাসের দ্বারা কলঙ্কিত না করেন; এই ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করাই শ্রেয়, কারণ আমার আচরণ দ্বারাই তাঁরা বুঝবেন, এই জাতীয় আচরণ তাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর হবে।

১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে আমি আমার এক জার্নিম্যান মিস্ত্রিকে সাউথ ক্যারোলিনায় চার্লস্‌-টাউনে পাঠালাম, সেখানে একজন মুদ্রক প্রয়োজন ছিল। আমি তাকে মুদ্রাযন্ত্র এবং অক্ষর দিলাম, অংশিদারি সত্ত্বানুসারে চুক্তি করলাম। এর দ্বারা আমি লভ্যাংশের এক-তৃতীয়াংশ পাব, আর খরচের এক-তৃতীয়াংশ দেব। সে লেখাপড়া জানা সৎ ছেলে, কিন্তু হিসাবে কাঁচা ছিল। যদিও সে আমাকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠিয়েছে, যতদিন জীবিত ছিল তার কাছ থেকে কোনও হিসাব পেতাম না, অংশিদারিরও কোনও সন্তোষজনক সংবাদ পেতাম না। তার মৃত্যুর পর ব্যবসাটি তার স্ত্রী চালাতে লাগল। সে হল্যাণ্ডেই জন্মেছিল

এবং শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করেছিল—সেই দেশে শুনেছি যে মেয়েরাও হিসাব নিকাশের শিক্ষালাভ করে। সে আমাকে অতীতের পরিষ্কার হিসাব দিত, নিয়মিতভাবে হিসাব রাখত, প্রতি তিনমাস অন্তর খাঁটি হিসাব দিত, ব্যবসা সুন্দরভাবে চালাত আর ছেলেদের মানুষ করত এবং অংশিদারির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত আমার কাছে মুদ্রাযন্ত্র কিনে নিয়ে পুত্রকে সেইখানেই বসালো। আমি এই ঘটনাটির উল্লেখ করছি প্রধানত একটি কারণে, নৃত্য বা সঙ্গীত-শিক্ষার চেয়ে এই বিষয়ে আমাদের মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত; কারণ যদি বৈধব্য ঘটে তাহলে তাঁরা সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষাদান করতে পারবেন; মতলববাজ লোকদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হবে, লাভজনক ব্যিবসায় চিঠিপত্র ইত্যাদি লেখার কাজ স্বহস্তে করে যতদিন সন্তানরা বয়স্ক না হয় ততদিন তা পরিচালনা করতে পারবেন. তাতে সংসারকে সমৃদ্ধ করার একটা স্থায়ী বন্দোবস্ত করা সম্ভব হবে।

১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে একজন তরুণ প্রেসবিটারিয়ান প্রচারক আমাদের মধ্যে এলেন, তাঁর নাম হেম্পহিল। তাঁর কণ্ঠস্বর সুন্দর, ভাষণভঙ্গী চমৎকার; তাঁর আলোচনা প্রভৃতিতে মুগ্ধ হয়েই অধিক সংখ্যক বিভিন্ন মতাবলম্বী এসে যোগ দিতেন এবং প্রশংসা করতেন। সকলের মধ্যে আমিও একজন নিয়মিত শ্রোতা। তাঁর উপদেশ-বাণীর মধ্যে গোঁড়ামির ভাব অপেক্ষাকৃত কম, কিন্তু তা সদ্‌বৃত্তি অনুশীলনের সুদৃঢ় প্রেরণা দান করত, ধর্মীয় রীতিতে যাকে বলে 'সৎকর্ম। আমাদের সমাবেশে যাঁরা ছিলেন গোঁড়া প্রেসবিটেরিয়ান তাঁরা এঁর মতবাদ অনুমোদন করতেন না; তাঁদের দলে অধিকাংশ প্রবীণ ধর্মযাজক ছিলেন, তাঁরা ওঁকে বহুমতাবলম্বী বলতেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠ রোধ করার জন্য একটা আদেশ জারি করলেন। আমি তাঁর একনিষ্ঠ দলভুক্ত ছিলাম এবং একটা দল তাঁর সমর্থনে গড়ে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম। কিছুকাল ধরে সাফল্যের আশায় তাঁর হয়ে লড়লাম। এই উপলক্ষে সপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক লেখালেখি হল। যখন দেখলাম যে তিনি উত্তম প্রচারক বটে, তবে, লেখক হিসাবে অপটু, তখন আমিই তাঁর হয়ে দু-তিনটি পুস্তিকা রচনা করলাম এবং ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দের Gazette (পত্রিকায়)-এ একটি প্রবন্ধ লিখলাম। বিতর্কমূলক রচনার যা ধর্ম, সেইসব পুস্তিকা তখনকার কালে বহুল প্রচারিত হলেও অতি শীঘ্রই সবাই বিস্মৃত হল। তার এক খণ্ড এখনও পাওয়া যায় কি না প্রশ্ন করতে বাসনা হয়।

এই বিতর্কের কালে একটা অতিশয় দুঃখকর ঘটনা ঘটল এবং তার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য অনেকাংশে ব্যাহত হল। আমাদের শত্রুপক্ষের জনৈক শ্রোতার সেই বক্তৃতা শুনে মনে হল কোথায় যেন তা পড়েছেন, এবং সন্ধান করে দেখলেন, কোন এক ব্রিটিশ রিভিউ থেকে তা গৃহীত,—ডঃ ফস্টারের আলোচনা। এই উদ্‌ঘাটন আমাদের দলে অনেকের বিরক্তি সৃষ্টি করল এবং

ধর্মসভায় আমাদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটল। আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গছাড়া হলাম না, কারণ নিজের কুলিখিত উত্তম উপদেশ প্রচার করার চাইতে তিনি যে অপরের লিখিত উত্তম উপদেশ আমাদের মধ্যে প্রচার করেছেন, সেই ভাল, সাধারণ প্রচারকরা উল্টোটাই করেন। তিনি পরে আমার কাছে স্বীকার করেছেন যে যেসব উপদেশ তিনি এতাবৎ প্রচার করেছেন তার একটিও তাঁর স্বকৃত নয়, সেইসঙ্গে আরও যোগ করলেন যে তাঁর স্মৃতিশক্তি এমনই প্রখর সে একবার মাত্র কিছু পড়েই তিনি তা স্মরণে রাখতে এবং পূর্ণ প্রচার করতে পারতেন। আমাদের পরাজয়ের পর তিনি উত্তম কর্মের সন্ধানে অন্যত্র চলে গেলেন, আমিও এই ধর্মচক্র ত্যাগ করলাম, আর যোগ দিইনি পরে; তবে, দীর্ঘকাল তার পুরোহিতদের পোষণের জন্য চাঁদা দিয়ে এসেছি।

১৭৩৩ খ্রীস্টাব্দে আমি বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করলাম। অতি সত্বর আমি ফরাসী ভাষা এমনই আয়ত্ত করলাম যে সহজেই গ্রন্থাদি পড়তে পারতাম। এরপর ইতালীয়ান ভাষা শিক্ষা শুরু করলাম। আমার এক পরিচিত ব্যক্তিও শিখছিলেন তিনি প্রায়ই দাবা খেলায় আমাকে প্রলুব্ধ করতেন। যখন দেখলাম যে এতদ্বারা পড়াশোনার জন্য যেটুকু সময় ব্যয় করা সম্ভব তার চেয়ে বেশি সময় নষ্ট হয়, আমি তাঁকে বললাম যে একটিমাত্র শর্তে আমি খেলতে পারি নতুবা নয়। প্রতিটি দানে যিনি জয়ী হবেন, তাঁর অধিকার থাকবে একটি টাস্ক দেওয়ার। হয় ব্যাকরণের অংশ কণ্ঠস্থ করতে হবে, কিংবা অনুবাদ করতে হবে, ইত্যাদি। এই টাস্ক পরাজিতকে পরবর্তী দানের আগেই পালন করতে হবে। আমরা দু-জনেই খেলায় সমান শক্তিমান ছিলাম, প্রায়ই পরস্পরকে ভাষাতেও পরাজিত করতাম। এর পর আমি শ্রম সহকারে কিছু স্প্যানিশ শিখলাম, সেই ভাষায় রচিত গ্রন্থাদিও পাঠ করতে পারতাম। আমি পূর্বেই বলেছি লাতিন বিদ্যালয়ে আমার মাত্র এক বছর বিদ্যালাভ ঘটেছিল। তখন বয়স অল্প, তারপর আমি এই ভাষা সম্পূর্ণ অবহেলা করেছি। পরে যখন ফ্রেঞ্চ, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ প্রভৃতি ভাষার সঙ্গে পরিচয় ঘটল তখন আবিষ্কার করে বিস্মিত হলাম যে লাতিন পাঠ্যপুস্তক আমি যেমন কল্পনা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক সহজে বুঝতে পারছি। এতে উৎসাহিত হয়ে আবার সেই ভাষা পড়তে শুরু করলাম। এতে আমি অধিকতর সাফল্য লাভ করলাম, কারণ পূর্বোল্লিখিত ভাষাগুলি আমার শিক্ষার পথ সুগম করে দিয়েছিল। এই অবস্থার ফলে আমি ভাবলাম যে ভাষা শিক্ষাদানের সাধারণ পদ্ধতিতে কোথায় একটা গোলমাল আছে। আমাদের বলা হয় শুরুতেই লাতিন ধরতে, কারণ আগে লাতিন শিখলে, পরে এই ভাষা থেকে উদ্ভূত অন্যান্য ভাষা সহজে শেখা যায়। কিন্তু তবু লাতিন সহজে শেখার জন্য আমরা শুরুতেই গ্রীক ভাষা শিখি না। এ কথা সত্যি যে সিঁড়ি না ভেঙে যদি একেবারে পরের সোপানে পৌঁছানো যায়, তবে নামার সময় সহজেই সিঁড়ি ভেঙে নামা যায়।

তবে, যদি একেবারে তলা থেকে শুরু করা যায় তাহলে সহজেই ওপরে ওঠা যায়। আমি তাই আমাদের তরুণদের শিক্ষার ভার যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের বিবেচনার্থ বলি যারা লাতিন নিয়ে শুরু করে তারা বিশেষ দক্ষতা লাভের পূর্বেই তা ছেড়ে দেয় ; যেটুকু তারা শেখে তার সার্থকতা থাকে না, সময়টাও নষ্ট হয়। বরং ফরাসী দিয়ে শুরু করা কি ভাল হবে না,—তারপর ইতালিয়ান ইত্যাদি, কারণ সেই একই সময় ব্যয় করার পর তারা ভাষা শিক্ষা ত্যাগ করবে, এবং লাতিনও শিখতে পারবে না ; বরং আধুনিক কালে দৈনন্দিন জীবন যাপনের উপযোগী এক বা একাধিক অন্য ভাষা শিক্ষা করাই ভাল।

বোস্টন থেকে দশ বছর অনুপস্থিত থাকার পর, এবং আমার অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতির পর, আত্মীয়-বর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে সেখানে যাত্রা করলাম। এর আগে আর আমার এ সামর্থ্য ছিল না। ফেরার পথে নিউ পোর্টে আমার ভাইকে দেখার জন্য নামলাম, তিনি সেখানেই তাঁর মুদ্রণালয় নিয়ে অবস্থিতি করেছেন। আমাদের অতীত মতানৈক্য এখন বিস্মৃত, আমাদের মিলন অতিশয় প্রীতিপূর্ণ এবং স্নেহময় পরিবেশে ঘটল। তাঁর শরীরের তখন দ্রুত অবনতি ঘটছে। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর যা তাঁর ধারণায় সুদূর নয়, তাঁর দশ বছরের পুত্রকে নিয়ে গিয়ে আমি যেন মুদ্রাযন্ত্রের কাজ শেখাই। আমি এ কাজ করেছিলাম। কয়েক বছর বিদ্যালয়ে শিক্ষার পর তাকে আমি আমার অফিসে ভর্তি করে নিলাম। সে সাবালক না হওয়া পর্যন্ত তার মা তাদের ব্যবসা দেখতে লাগলেন। আমি তাকে কিছু নতুন টাইপ দান করলাম, তার পিতার আমলের টাইপগুলো পুরানো হয়ে গেছল। এইভাবে আমি আমার ভ্রাতাকে যথাসময়ের পূর্বে ত্যাগ করার যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ করলাম।

১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে আমার সন্তানদের মধ্যে একটিকে হারালাম। চার বছরের চমৎকার ছেলে, সে সাধারণ বসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়। এর জন্য দীর্ঘকাল আমাকে অনুতাপ ভোগ করতে হয়েছে, আজও অনুতাপ করি ; সে অনুতাপের কারণ, আমি তাকে বসন্তের টিকা দিইনি। এ কথা উল্লেখ করছি সেই সব পিতা-মাতাদের জন্য, যাঁরা তাদের সন্তানদের টিকা দানে বিরত থাকেন। কারুর যদি কোনও সন্তানদের এই কারণে মৃত্যু ঘটে তাহলে তাঁরা কোনমতেই নিজেদের ক্ষমা করতে পারবেন না। যে পথ অধিকতর নিরাপদ তা গ্রহণ করাই শ্রেয়।

আমাদের ক্লাব জুন্‌টো এমনই প্রয়োজনীয় মনে হয়েছিল এবং আমাদের সদস্যদের এমনই প্রীত করেছিল যে অনেকে তাঁদের বন্ধুদের এই ক্লাবে পরিচিত করিয়ে দিতে উদ্যোগী হলেন, অথচ আমাদের বাঁধা সংখ্যা, 'বারো'কে অতিক্রম না করে তা করা যায় না। আমরা শুরু থেকেই স্থির করেছিলাম যে আমাদের প্রতিষ্ঠানটিকে একটি গোপন প্রতিষ্ঠান হিসাবে রাখতে হবে ; তা আমরা পালন করেছিলাম। এর উদ্দেশ্য ছিল অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের এই প্রতিষ্ঠান থেকে

দূরে রাখা। এদের অনেককে হয়ত প্রত্যাখ্যান করাই আমাদের পক্ষে কঠিন হত। যাঁরা সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির বিরোধী আমি তাঁদের দলে। তবে, লিখিত-ভাবে প্রস্তাব করলাম যে প্রতিটি সদস্য তাঁর অধীনে একটি পৃথক ক্লাব গঠন করুক তার আইন-কানুন হবে একই প্রকার; আর জুন্টোর সঙ্গে যে তাঁরা সম্পর্কিত সে কথা তাঁদের কাছে গোপন রাখা হবে। এই প্রস্তাবের সুবিধা এই যে আরও অনেক-সংখ্যক নাগরিক আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে; যে-কোন উপলক্ষে সাধারণের মনোভঙ্গির সঙ্গে অধিকতর পরিচিত থাকার সুযোগ পাওয়া যাবে।

জুন্টো সদস্যরা যা প্রশ্ন করবেন তা প্রস্তাব হিসাবে পেশ করতে পারেন এবং অধস্তন ক্লাবে কি হচ্ছে আমাদের তা জানাতে পারেন। ব্যাপক সুপারিশের ফলে আমাদের স্ব-স্ব ব্যবসাকর্ম বৃদ্ধি পাবে। জনসাধারণের কর্মে আমাদের আগ্রহ এবং প্রভাব বৃদ্ধি পাবে, আর বিভিন্ন ক্লাব এবং জুন্টোর দ্বারা আমাদের কল্যাণকর্মের পরিধি ও শক্তি বিস্তার লাভ করবে। এই প্রস্তাব অনুমোদিত হল এবং প্রতিটি সদস্য এক-একটি ক্লাব গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। সকলেই সাফল্য লাভ করেন নি অবশ্য। পাঁচটি কিংবা ছ-টি সম্পূর্ণ হল। সেগুলির বিভিন্ন নামকরণ হল, যথা: The Vine, The Union, The Band প্রভৃতি। এগুলি বেশ কার্যকরী হল এবং আমাদের প্রচুর আমোদ, তথ্য, উপদেশ প্রদান করা ছাড়াও জনসাধারণের মতামত প্রভাবিত করার কাজেও সহায়তা করল,—যথাকালে আমি তার বিবরণ দান করব।

আমার প্রথম পদোন্নতি হল ১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে—আমি জেনারেল অ্যাসেম্বলির ক্লার্ক নির্ধারিত হলাম। এই নির্ধারণ বিনা বাধায় সম্পন্ন হল সেই বছর; পরবর্তী বছরে কিন্তু যখন আবার আমার নাম প্রস্তাবিত হল (এই মনোনয়ন বাৎসরিক হিসাবে হত) জনৈক নতুন সদস্য আমার বিপক্ষে দীর্ঘ বক্তৃতা করলেন; অন্য কোনও প্রার্থীর সপক্ষে এই বক্তৃতা। আমি অবশ্য আবার নির্বাচিত হলাম, এবং এই নির্বাচন আমার পক্ষে সুবিধাজনক হল। ক্লার্ক হিসাবে কাজ করার জন্য একটা বেতন পেতাম, এই পদ আমাকে সদস্যদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্জীবিত করার উত্তম সুযোগ দান করেছিল। তা ছাড়া, ভোটপত্র, আইন, কারেন্সি নোট, এবং সাধারণের জন্য কাজকর্ম ছাপার সুযোগও পেলাম। মোট মাট সমগ্র ব্যাপারটি আমার পক্ষে লাভজনক হল। সুতরাং এই নতুন সদস্যের বিরোধিতা আমার মনঃপূত হল না, এই ভদ্রলোক সম্পন্ন এবং সুশিক্ষিত, তাঁর প্রতিভার বলে তিনি উত্তরকালে অ্যাসেম্বলি হাউসে প্রচণ্ড প্রভাব সৃষ্টি করতে পারবেন এ আমার বিশ্বাস ছিল, অবশ্য পরেও তাই হল। আমি অবশ্য তার বশংবদ হয়ে তাঁর অনুগ্রহ লাভের চেষ্টা করিনি, কিন্তু পরে অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলাম। শুনলাম যে তাঁর পাঠাগারে একখানি দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান গ্রন্থ আছে, আমি তাঁকে সেই গ্রন্থটি পাঠের আগ্রহ জানালাম এবং

কয়েকদিনের জন্য আমাকে ধার দিলে বিশেষ অনুগ্রহ করা হবে, তাও বললাম। তিনি তৎক্ষণাৎ গ্রন্থটি পাঠিয়ে দিলেন। আমি সপ্তাহখানেক পরে গ্রন্থটি ফেরত দিয়ে তাঁর অনুগ্রহের জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। পরে যখনঅ্যাসেম্বলি হাউসে দেখা হল, তিনি আমার সঙ্গে কথা বললেন (ইতিপূর্বে আমরা কখনও বাক্য-বিনিময় করিনি) এবং অতিশয় ভদ্রভাবেই কথা হল। এর পর থেকে তিনি বরাবর আমাকে সহায়তা করার জন্য যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন। ফলে আমরা উভয়ে বিশেষ বন্ধু হলাম, এবং আমাদের সেই বন্ধুত্ব তার মৃত্যু পর্যন্ত অটুট রইল। একটি প্রাচীন নীতি শিখেছিলাম, তার সত্যতা আর একবার প্রমাণিত হল : সেই নীতি-বাক্যটি হল, He that has once done you a kindness will be more ready to do you another than he whom you yourself have obliged' স্বয়ং তুমি যাকে উপকৃত করেছ তার চেয়েও একবার তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করেছেন বরং তিনিই পুনরায় অধিকতর আগ্রহের সঙ্গেই তা করবেন।) এতদ্বারা বোঝা যায় যে বিরোধ বিসম্বাদ পুষে রাখার চেয়ে তা মুছে ফেলাটাই বুদ্ধির কাজ, এবং লাভজনকও বটে।

১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে কর্নেল স্পটস্‌উড, ভার্জিনিয়ার প্রাক্তন গভর্নর এবং তৎকালীন পোস্টমাস্টার জেনারেল, ফিলাডেলফিয়ায় তাঁর ডেপুটির আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর হাত থেকে দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে আমাকে সেই কাজে নিযুক্ত করলেন, সেই ডেপুটি হিসাব নিকাশের ব্যাপারে অবহেলা করেছিলেন এবং নিখুঁতভাবে কাজ করেন নি। আমি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করলাম, এবং আমার পক্ষে তা বিশেষ সহায়ক হল। বেতন অল্প ছিল বটে, কিন্তু চিঠিপত্রের বৃদ্ধির ফলে আমার সংবাদ-পত্রের সুবিধা হল, চাহিদা বৃদ্ধি হল এবং বি াপনও বাড়ল ; ফলে আমার আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেল। আমার পুরাতন প্রতিযোগীর পত্রিকা আনুপাতিক হারে হ্রাস পেল এতেই আমি সন্তুষ্ট, তিনি যখন পোস্ট-মাস্টার ছিলেন তখন যে আমার এই প্রতিযোগী ডাকহরকরাদের দিয়ে আমার পত্রিকা বিলি করাতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন তার কোন প্রতিশোধ আমি নিলাম না। এর ফলে তিনি তাঁর যথাযথ হিসাব-পত্রের অবহেলা করার জন্য বিশেষ কষ্ট পেতে লাগলেন। আমি এই প্রসঙ্গ তরুণদের কাছে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করছি। তাঁরা যদি কোনও কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহলে যেন হিসাব নিকাশ নিখুঁতভাবে এবং ঠিক সময়ে সম্পন্ন করেন। এইভাবে দায়িত্ব পালনের স্বভাবই হচ্ছে নূতন কর্মক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়ে উন্নতির পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী সুপারিশ।

আমি এখন কিছু সাধারণের কাজকর্মের সম্পর্কে আলোচনা করব, সূত্রপাতে অবশ্য সামান্য ব্যাপারের আলোচনা করব। প্রথমেই আমি মনে করলাম নগর রক্ষা এবং পাহারার নিয়মিত ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রতিটি এলাকার কনস্টেবলরাই পালাক্রমে নগর রক্ষার কাজ করত। কনস্টেবল গৃহস্থদের

জানিয়ে দিত যে রাতে তাঁদের সাহায্য চাই। যাঁরা এড়িয়ে যেতে চাইতেন তাঁরা বছরে ছ-শিলিং দিয়ে নিজেদের পালা মুকুব করে নিতেন, এই ছ-শিলিং তাঁদের প্রতিনিধি ভাড়া করার ব্যয় হিসাবে গৃহীত হত। কিন্তু এই কর্মে যতটুকু প্রয়োজন এ অর্থ তার চেয়ে অনেক বেশি, তাই কনস্টেবলের কর্মও বেশ লাভ-জনক হয়ে দাঁড়াল। তাছাড়া সামান্য দু-এক পাত্র মদের বিনিময়ে কনস্টেবলও এমন সব আজে-বাজে লোকের সঙ্গে মিশতেন যে ভদ্র নাগরিক সেই সঙ্গ অপছন্দ করতেন। তা ছাড়া কনস্টেবলরা অধিকাংশ রাতেই তাদের টহল-দারিতে অবহেলা করত, অনেক রাত্রি মদ্যপানেই কেটে যেত। আমি তাই জুন্টোতে এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করবার ব্যবস্থা করলাম, সেই প্রবন্ধে এইসব অনিয়ম এবং কনস্টেবলদের ছ-শিলিং ট্যাক্সের অসম ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলাম। যাঁরা এই ট্যাক্স দেন তাঁদের দিকটাও বিবেচনা করা উচিত; যথা, কোনও দরিদ্র বিধবা যাঁর সমস্ত সম্পত্তির মূল্য হয়ত পঞ্চাশ পাউণ্ড হবে না, তাঁকে যে ট্যাক্স দিতে হয়, ধনী ব্যবসায়ী, যার সম্পত্তির মূল্য হাজার হাজার টাকা, তিনিও ঐ ছ-শিলিং দিচ্ছেন। আমি প্রস্তাব করলাম অধিকতর কার্যকরী পাহারা ব্যবস্থা হিসাবে উপযুক্ততর লোক পাহারাদার হিসাবে ভাড়া করতে হবে, আর ট্যাক্স গ্রহণ করতে হবে সম্পত্তির মূল্য অনুপাতে। এই প্রস্তাব জুন্টো কর্তৃক গৃহীত হয়ে অন্যান্য ক্লাবগুলিতে প্রচারিত হল; কিন্তু তা করা হল এমনভাবে, যেন সেই ক্লাবেই এই প্রস্তাব সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয়েছে। যদিও এই পরিকল্পনা তৎক্ষণাৎ গৃহীত হল না, মানুষের মনের পরিবর্তনে তা সহায়তা করল এবং কয়েক বছর পরে, আমাদের ক্লাবের সভ্যদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, তার আইন হিসাবে গৃহীত হওয়ার পথ উন্মুক্ত হল।

এই সময় আর-একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলাম (প্রথমে তা জুন্টোতে পঠিত হল, পরে অবশ্য প্রকাশিত হল)। অসতর্কতা এবং আকস্মিক দুর্ঘটনা-হেতু কিভাবে বাড়ি ঘরে আগুন লাগে সেই বিষয়ে এই প্রবন্ধে সতর্ক-বাণী এবং এইসব বিপদ থেকে ত্রাণ পাওয়ার উপায় নির্দেশ করেছিলাম। এই প্রবন্ধটি প্রয়োজনীয় প্রবন্ধ হিসাবে স্বীকৃত এবং প্রশংসিত হল। এর ফলে একটি কোম্পানি গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হল। যাঁরা দ্রুত নির্বাচনের ব্যবসা করবেন, দ্রব্যাদির বিপদাশঙ্কা উদ্ভূত হলে পারস্পরিক সাহায্যের মধ্যে দিয়ে সেগুলি সরানো বা নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করারও চেষ্টা করবেন। এই পরিকল্পনায় যাঁরা সহযোগিতা করতে স্বীকৃত হলেন তাঁদের সংখ্যা ত্রিশে দাঁড়াল। আমাদের চুক্তিপত্র অনুসারে প্রতিটি সদস্যকে কিছু-সংখ্যক চামড়ার বালতি সর্বদাই উপযুক্ত অবস্থায় রাখতে হত, এছাড়া বেশ শক্ত থলি এবং ঝুড়িও রাখতে হত—বিপদকালে সেইগুলি ব্যবহার করার জন্য নিয়ে আসতে হবে। প্রতি মাসে আমরা একটি সামাজিক জমায়েতে মিলিত হব, সেখানে অগ্নি নিবারণ সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব এবং সেইসব ভাব বিনিময় করব যাতে

সকলের উপকার হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অবিলম্বে বোঝা গেল; একটি কোম্পানিতে যা যোগদান করা সম্ভব তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায় সদস্য হওয়ার জন্য আবেদন এল। তখন আমরা তাঁদের অনুরূপ আর-একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পরামর্শ দিলাম। দেশে এই রকম সংস্থার সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়ে সব বাসিন্দারাই এই পরিকল্পনার মধ্যে এলেন,—তার মধ্যে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থও ছিলেন। এখন, আমার এই লেখার সময়, এই প্রতিষ্ঠান গঠনের পর পঞ্চাশ বছর পার হয়েছে, সেই প্রথম প্রতিষ্ঠানের নাম য়ুনিয়ন ফায়ার কোম্পানি। এখনও এটা একটা উন্নতিশীল প্রতিষ্ঠান। প্রথম দিককার সদস্যদের মধ্যে এক আমি এবং আমার চেয়ে এক বছরের বড় আরেকজন ব্যতীত সবাই আজ মৃত, মাসিক সভায় অনুপস্থিতির জন্য যে অল্প জরিমানা করা হত সেই অর্থে প্রতিটি কোম্পানির জন্য ফায়ার ইঞ্জিন, মই, ফায়ার হুক, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনা হত। তাই আজ প্রশ্ন করি, কোনও প্রকার ব্যাপক অগ্নি নির্বাপণে আর কোনও শহর কি এই জাতীয় ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ? প্রসঙ্গত বলা যায় যে প্রকৃতপক্ষে এর পর শহরের একটি কি দুটি বাড়ি ছাড়া আর কোন কিছু নষ্ট হয়নি, অনেক সময় আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই তা নির্বাপিত করা হয়েছে, তাতে অনেক বাড়ির আর্ধেক বেঁচে গেছে।

১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে আমাদের মধ্যে ইংলণ্ড থেকে রেভারেণ্ড মিঃ হুইটফীল্ডের আগমন হল। সে দেশে ভ্রাম্যমান প্রচারক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা ছিল। প্রথম প্রথম তাঁকে আমাদের কয়েকটি চার্চে প্রচারের অনুমতি দেওয়া হল; কিন্তু যাজকরা তাঁর প্রতি বিরূপ হওয়ায় তাঁকে তাঁদের মঞ্চ ব্যবহারে অনুমতি দিলেন না। তখন তিনি মাঠে ঘাটে প্রচারকের বক্তৃতা করতে লাগলেন। তাঁর উপদেশ-বাণী শোনার জন্য যাঁরা সমবেত হতেন সংখ্যায় তাঁরা অসংখ্য, তাদের মধ্যে আমিও একজন। তাঁর বক্তৃতার অপরিসীম প্রভাব দেখে আমি অনুমান করতাম, তাঁর শ্রোতারা কতখানি তাঁকে শ্রদ্ধা এবং প্রশংসা করেন। তিনি তাদের সাধারণত গাল দিয়ে বলতেন 'half beast and half devils' (আধা-পশু আর আধা-শয়তান), এই গালাগালি সত্ত্বেও ক-জন তাঁকে শ্রদ্ধা করত কে জানে। আমাদের অধিবাসীদের মধ্যে অচিরাৎ মনোভঙ্গী ও আচরণে পরিবর্তন লক্ষিত হল, ধর্ম সম্পর্কে এতকাল যেখানে কোনও চিন্তা বা আগ্রহ ছিল না, মনে হল সহসা সকলেই যেন ধর্মপরায়ণ হয়ে উঠেছে। শহরে ভ্রমণকালে প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রতিটি রাজপথের বিভিন্ন পরিবারে, ধর্মসঙ্গীত গীত হচ্ছে শোনা যেত। মুক্ত প্রাঙ্গণে জমায়েত হওয়ার অনেক অসুবিধা, বিশেষত আবহাওয়ার প্রতিকূলতা আছে; তাই একটি ভবন নির্মাণের প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই চাঁদা আদায়ের জন্য কয়েকজন নির্দিষ্ট হলেন। শীঘ্রই উপযুক্ত অর্থ সংগৃহীত হল এবং জমি কিনে বাড়ি করার মত অর্থ পাওয়া গেল, একশো ফুট লম্বা এবং সত্তর ফুট চওড়া একটি সমাবেশ-গৃহ নির্মিত হল, প্রায় ওয়েস্টমিনিস্টার হলের

সাইজ। এমনই উৎসাহ নিয়ে কাজ শুরু হল যে আশাতীত অল্প সময়ে সেই হল নির্মাণ শেষ হল। বাড়ি এবং জমি একটি ট্রাস্টির হাতে ন্যস্ত হল, যে-কোন ধর্মানুসারী প্রচারকদের জন্য এই ভবন ব্যবহৃত হবে স্থির হল, যে-কোন মতের প্রচারক ফিলাডেলফিয়ার জনগণকে কিছু বলতে চান তো এই ভবন ব্যবহার করতে পারেন, এই ভবন নির্মাণ এমন উদ্দেশ্যে করা হল যে কনস্তান্তি-নোপোলের মুফ্‌তি এসে যদি আমাদের কাছে মহম্মদীয় ধর্ম প্রচার করতে চান, তাহলে তাতেও বাধা থাকবে না, তিনি তাঁর প্রচারের জন্য এই মঞ্চ ব্যবহার করতে পারবেন।

মিঃ হুইটফীল্ড আমাদের ত্যাগ করে জর্জিয়া পর্যন্ত সমস্ত উপনিবেশে প্রচারকর্ম চালাতে লাগলেন। সেই প্রদেশে উপনিবেশ সবে গড়ে উঠেছে, তবে, সেখানে এসব অঞ্চলের উপযুক্ত কর্মঠ, পরিশ্রমী কৃষিজীবীর চাইতে আরামপ্রিয়, অলস, দেউলিয়া মানুস এবং দোকানদার এবং জেল-খালাসি মানুষেরই ভিড়—তারা জঙ্গলে এসে বাস করছে, কিন্তু জঙ্গল পরিষ্কার বা নতুন উপনিবেশ গঠনের শ্রম স্বীকারের সামর্থ্য না থাকায় দলে দলে মরতে লাগল। অসহায় অপোগণ্ড হয়ে শিশু সন্তানরা অনাথ হয়ে পড়ে রইল, তাদের কোন সম্বল নেই। তাদের সেই অবস্থা দেখে মিঃ হুইটফীল্ডের মনে কষ্ট হল। তিনি স্থির করলেন যে সেখানে একটা অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে তাদের প্রতিপালন এবং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবেন। উত্তর অঞ্চলে ফিরে তিনি সাহায্যের আবেদন জানিয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করলেন, তাঁর বাচনভঙ্গীর মাধুর্যে তাঁর শ্রোতাদের হৃদয় এবং অর্থের থলি গলে-গলে যায়, আমিই স্বয়ং তার দৃষ্টান্ত। আমি পরিকল্পনাটি অনুমোদন করলাম। কিন্তু জর্জিয়াতে মালমশলা এবং লোকজনের অভাব, তাই প্রচুর খরচ করে সেইসব ফিলাডেলফিয়া থেকে পাঠাতে হবে ; তাই আমি ভাবলাম বরং ফিলাডেলফিয়াতেই অনাথ আশ্রম তৈরি করে অনাথদের এখানে আনা ভাল। আমি সেইমত পরামর্শ দিলাম, তিনি কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, আমার পরামর্শ গ্রহণ করলেন না। আমি তখন চাঁদা দিতে অস্বীকার করলাম। এর কিছুদিন পরেই অনুষ্ঠিত তাঁর এক প্রচার-বক্তৃতায় আমি যোগদান করেছিলাম। বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে হল তিনি অর্থ সাহায্য প্রার্থন। করে আবেদন জানাবেন। আমি নিঃশব্দে স্থির করলাম যে আমার হাত থেকে তিনি কিছুই পাবেন না। আমার পকেটে কিছু তাম্রমুদ্রা, তিন চারটি রুপার ডলার এবং পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। তাঁর বক্তৃতা যত অগ্রসর হয় আমি ততই দ্রবীভূত হতে থাকি, ভাবলাম তাম্রমুদ্রাগুলি দেব। তাঁর আরও একটু বক্তৃতা শুনে আমার লজ্জা হল, স্থির করলাম রৌপ্য-মুদ্রাগুলিও দেব। তাঁর বক্তৃতা যখন অপূর্ব ভঙ্গীতে শেষ হল, আমি সংগ্রাহকের পাত্রে আমার সবকিছু, স্বর্ণ মুদ্রা পর্যন্ত দিয়ে দিলাম। এই সভায় আমাদের ক্লাবের আর-একজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন, জর্জিয়ার আতুরাশ্রম

নির্মাণ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবও আমার অনুরূপ। এই সভায় অর্থ সংগ্রহ হতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি বাড়ি থেকেই পকেট শূন্য করে এসেছিলেন। আলোচনান্তে কিন্তু তাঁরও মনে প্রবল বাসনা হল দান করার; তিনি পার্শ্ববর্তী ভদ্রলোকের কাছে ধার চাইলেন, তবে, সে ভদ্রলোকই বোধহয় দলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কঠিনচিত্ত মানুষ, তিনি প্রচারকের বক্তৃতায় এতটুকু বিগলিত হন নি। তিনি বললেন, 'বন্ধু হপকিন্স, অন্য যে কোনও সময় আমি আপনাকে স্বচ্ছন্দে ধার দেব, তবে. এখন নয়; কারণ এখন আপনি স্বজ্ঞানে আছেন মনে হয় না।'

হুইটফীল্ডের কিছুসংখ্যক শত্রু মনে করলেন যে তিনি এই সংগ্রহ ব্যক্তিগত তহবিলে জমা করেন; তবে, আমি তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থাকায় (তাঁর উপদেশ এবং জার্নাল প্রভৃতি ছাপার কাজ আমি করতাম) কোনদিন তাঁর প্রতি এতটুকু সন্দেহ হয়নি। আজও আমি নিঃসংশয় চিত্তে বলতে পারি যে তাঁর সমগ্র আচরণ সাধু মানুষের উপযুক্ত ছিল। আমার মনে হয় তার সম্পর্কে আমার এই প্রশংসাবাদের মূল্য অধিক, কারণ তাঁর সঙ্গে আমার কোনও ধর্মীয় সংযোগ ছিল না। তিনি মাঝে অবশ্য আমার ধর্মমতান্তরের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, তবে, তাঁর প্রার্থনা যে শ্রুত হয়েছে এই সন্তোষ তিনি লাভ করেন নি। আমাদের বন্ধুত্ব ছিল,—ভদ্র, সাধারণ বন্ধুত্ব—উভয় দিক থেকেই আন্তরিকতায় পূর্ণ; এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত এই সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল।

নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত থেকে আমাদের সম্পর্কটা কেমন ছিল তা ধারণা করা সম্ভব হবে। একবার ইংলণ্ড থেকে তার বোস্টনে আগমনের সময় তিনি আমাকে লিখলেন যে শীঘ্রই তিনি ফিলাডেলফিয়ায় আসবেন, তবে, তাঁর পুরাতন এবং সহৃদয় বন্ধু মিঃ বেনেজেট, যাঁর গৃহে তিনি অতিথি হতেন, তিনি জার্মান টাউনে উঠে গেছেন, সুতরাং কোথায় তিনি থাকবেন সেই সমস্যা। এর জবাবে আমি লিখলাম—'আপনি আমার বাড়ি জানেন; যদি তার সঙ্কীর্ণ আয়োজনে আপনি মানিয়ে নিতে পারেন, তাহলে আপনি সুস্বাগত।' তিনি উত্তরে বললেন যে—'খ্রীস্টের জন্য এই ব্যবস্থাই যদি আপনি করেন তাহলে আপনি তার পুরস্কারও পাবেন।' আমি বললাম—'আপনি ভুল করবেন না, খ্রীস্টের জন্য নয়, আপনার জন্যই এই ব্যবস্থা।' আমাদের উভয়েরই জনৈক পরিচিত বন্ধু পরিহাস করে বললেন যে সাধুদের রীতিই এই যে তাঁরা কোনও অনুগ্রহ গ্রহণ করলে তা নিজেদের স্কন্ধ থেকে নামিয়ে স্বর্গের উপর চাপিয়ে দেন। আমি তাই এই বস্তু পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা করলাম।

শেষবার মিঃ হুইটফীল্ডের সঙ্গে দেখা হয় লণ্ডনে, তিনি তখন তাঁর অনাথ আশ্রম সম্পর্কে আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেন, এবং সেটিকে একটি কলেজে রূপান্তরিত করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন।

তাঁর কণ্ঠস্বর উচ্চ এবং পরিষ্কার। এমন স্পষ্টভাবে এবং থেমে থেমে শব্দ এবং

বাক্য ব্যবহার করতেন যে অনেক দূর থেকেও তা স্পষ্ট বোঝা যেত। তাঁর শ্রোতাদেব সকলেই, সংখ্যায়ও তাঁরা অনেক, অখণ্ড নীরবতা পালন করতেন। সেকেণ্ড স্ট্রীটের পশ্চিম প্রান্তে পথ যেখানে সমকোণে মিশেছে সেই মার্কেট স্ট্রীটের মধ্যস্থলে কোর্ট হাউসের সর্বোচ্চ সিঁড়ি থেকে তিনি একদিন সন্ধ্যায় প্রচার করলেন। উভয় রাস্তাই অসংখ্য শ্রোতায় অনেকদূর পর্যন্ত বোঝাই রইল। আমি ছিলাম সবার পেছনে। কৌতূহলী হয়ে আমি পিছিয়ে পড়ে নদীর দিকে গিয়ে কতদূর পর্যন্ত তাঁর কথা শোনা যায় তা দেখতে গেলাম ; ফ্রন্ট স্ট্রীট পর্যন্ত তাঁর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শোনা গেল, কেবল পথের গোলমালে তাঁর বক্তৃতা কিছু চাপা পড়ল। অর্ধবৃত্তাকারে তিনি যদি বসেন, ব্যাসার্ধ পরিমাণ দূরত্বে যদি আমি থাকি, সমগ্র অঞ্চলটি শ্রোতায় পরিপূর্ণ হয়, প্রতিটি শ্রোতাকে যদি দুই বর্গফুট জায়গা দেওয়া যায়,—তাহলে, আমার অনুমান, ত্রিশ হাজার শ্রোতার কাছে তাঁর কণ্ঠস্বর পৌঁছবে। সংবাদপত্রে যে প্রকাশিত হয়েছিল মাঠে তিনি পঁচিশ হাজারেও অধিক মানুষকে বক্তৃতা শুনিয়েছেন,এই হিসাব অনুসারে তা মেলানো যায়, এবং এইসঙ্গে প্রাচীন ইতিহাসে যে পড়া যায় যে পুরাকালে সেনাপতিরা সমগ্র সেনাবাহিনীর কাছে ভাষণ দিতেন, সেকথাও ঠিক ; যদিও আমার মাঝে মাঝে সে বিষয়ে সন্দেহ হত।

প্রায়ই তাঁর বক্তৃতা শোনার ফলে আমি সহজেই তাঁর সন্তবিরচিত উপদেশ এবং যা তাঁর পর্যটনকালে রচিত তার পার্থক্য বুঝতাম। তাঁর শেষোক্ত বক্তৃতাবলী পুনঃ-পুনঃ সম্প্রচারের ফলে উচ্চারণে, যমকে, স্বরক্ষেপণে এমনই স্বার্থকতা লাভ করেছিল যে তাঁর বক্তব্য বিষয়ে আগ্রহ না থাকলেও তাঁর ভাষণ শুনে আনন্দলাভ না করে থাকা যেত না। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত শ্রবণে যে আনন্দ, এই আনন্দ অনেকটা সেই রকমের। যেসব প্রচারক এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসে থাকেন তাঁদের চেয়ে যাঁরা ভ্রাম্যমান প্রচারক তাঁদের এদিক থেকে সুবিধা অনেক বেশি—কারণ শেষোক্ত শ্রেণীর প্রচারকবৃন্দ তাঁদের উপদেশ-বাণী বার-বার রিহার্স্যাল দিয়েও তেমন দুরস্ত করতে পারেন না।

তাঁর রচনা এবং তার মুদ্রিত প্রচার মাঝে মাঝে শত্রুদের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক হয়ে উঠত। অসতর্ক অভিব্যক্তি, এমনকি ভ্রান্ত মতামত ভাষণ প্রসঙ্গে উক্ত হলে পরে তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব, তা অস্বীকার করাও যায় ; কিন্তু ছাপার অক্ষর পাকা জিনিস। সমালোচকরা তাঁর রচনায় তীব্রভাবে আপত্তি করতেন এবং তাঁর সপক্ষে যুক্তিও এমন জোরালো যে তাঁর ভক্তসংখ্যা হ্রাস পেতে লাগল এবং তাঁদের বৃদ্ধি নিরোধ হল। আমার তাই মনে হয় তিনি যদি কদাচ কিছু না লিখতেন তাহলে অসংখ্য অনুসরণকারী রেখে যেতে পারতেন, একটা উল্লেখযোগ্য সম্প্রদায় গড়ে উঠত। তাঁর খ্যাতি তাহলে আজও বৃদ্ধি লাভ করত, এমনকি তাঁর মৃত্যুর পরেও ; কেননা তাঁর রচনায় এমন কিছু ছিল না যার জন্য তাঁকে নিন্দা করা যায় বা নিম্নশ্রেণীর বলা চলে।

তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতেও পারতেন, কারণ সমাদরের উগ্র আতিশয্যে যেসব গুণ তাঁর থাকা উচিত মনে করত হয়ত সেই সব সদগুণে তাঁকে ভূষিত করত।

আমার ব্যবসা এখন ক্রমশই বৃদ্ধিলাভ করছে এবং আমার অবস্থা প্রতিদিন সহজ হয়ে উঠছে, আমার সংবাদ-পত্র বিশেষ লাভজনক হয়ে উঠেছে ; কিছুকাল এই অঞ্চলে এবং প্রতিবেশী প্রদেশে এই ছিল একমাত্র পত্রিকা। আমি সেই বিখ্যাত উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করেছিলাম—'প্রথম একশত পাউণ্ড অর্জন করার পর দ্বিতীয় শত পাউণ্ড অর্জন করা সহজ। স্বয়ং টাকারই বংশবৃদ্ধির ঝোঁক আছে।'

ক্যারোলিনার অংশীদারি কারবার সার্থক হওয়ার পর আমি এই ধরনের আরও কারবার খোলার জন্য উৎসাহিত হলাম, আমার নিজের কয়েকজন কর্মচারী যারা এতাবৎ সদাচরণ করে এসেছে তাদের অবস্থা উন্নত করার জন্য সচেষ্ট হলাম, বিভিন্ন কলোনিতে তাদের জন্য ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলাম, ক্যারোলিনার ধারানুসারে চুক্তি করা হল। ওরা অনেকেই ভাল কাজ করেছিল, চুক্তির ছ-বছরি মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আমার কাছ থেকে টাইপ কিনে নিয়ে নিজেরাই ব্যবসা চালিয়েছে। এই উপায়ে কয়েকটি পরিবার সমৃদ্ধ হল। অনেক অংশীদারি কারবার কলহে শেষ হয়, কিন্তু আমার সবকটি কারবার এইভাবে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে শান্তভাবে সমাপ্ত হল, আমার বিশ্বাস, মূল চুক্তিতে যথেষ্ট সতর্কতা সহকারে প্রতিটি অংশীদারের কি কর্তব্য এবং তাঁদের কাছে আমরা কি আশা করি তা স্পষ্টভাবে লিখিত থাকায়, পরে আর এই নিয়ে কলহ করার কিছু ছিল না। যে কেউ এই জাতীয় অংশীদারি কারবারে মিলিত হবেন তাঁদের আমি এই জাতীয় চুক্তি গ্রহণের সুপারিশ করি, কারণ চুক্তি সম্পাদনকালে অংশীদারদের মধ্যে যতই বিশ্বাস বা বোঝাপড়া থাক না কেন, অল্প-স্বল্প ঈর্ষা বা বিরোধ থেকে দায়িত্ব ও পরিচালনায় অসম ভাবের উদ্রেক হতে পারে। এর ফলে অনেক সময় বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদ এবং শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক-হানি ঘটে, হয়ত শেষ পর্যন্ত আইন আদালত কিংবা আরো বিশ্রী পরিণতিতে তার সমাপ্তি ঘটে।

পেনসিলভ্যানিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে সুখী হওয়ায় সপক্ষে আমার অনেক হেতু ছিল। দুটি জিনিস আমি অবশ্য খেদ করতাম, এখানে দেশ-রক্ষার উপযুক্ত কোন রক্ষী-বাহিনী ছিল না, আর তরুণের শিক্ষা সম্পূর্ণ করার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। কোন সামরিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কলেজ ছিল না। আমি তাই ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দে একটি একাডেমি স্থাপনের প্রস্তাব রচনা করলাম, সেই সময় মনে মনে ভাবতাম রেভারেণ্ড মিঃ পিটার্স কর্মহীন আছেন, এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানে দেখাশোনার উপযুক্ত মানুষ তিনি। আমি তাঁর কাছে পরিকল্পনা পেশ করলাম। তাঁর কিন্তু মালিকের তাঁবেদারিতে অধিকতর লাভজনক কাজ করার সঙ্কল্প; এবং শেষ পর্যন্ত সেইদিক থেকে সাফল্য লাভ করে আমার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

এইরকম কাজের উপযুক্ত আর কারও কথা সেই সময় মনে হল না, আমি এই প্রস্তাব কিছুকাল ধামা-চাপা রাখলাম। ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ পরের বছর একটি দার্শনিক সমিতি গঠনের প্রস্তাব করে এবং প্রতিষ্ঠা করে আমি সাফল্য লাভ করলাম। এই উপলক্ষে রচিত আমার প্রবন্ধটি যখন আমার রচনাবলীর সংগ্রহ প্রকাশিত হবে তখন দেখা যাবে।

স্পেন কয়েক বছর ধরেই ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধরত এবং শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স স্পেনের সঙ্গে যোগদান করল। ফলে আমাদের বিপদের আশঙ্কা অনেক বেড়ে গেল। আমাদের কোয়েকার পরিষদে একটা সামরিক বাহিনী বা নিরাপত্তা রক্ষীবাহিনী গঠনের জন্য আইন প্রণয়নে আমাদের গভর্নর টমাসের দীর্ঘকালব্যাপী অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও শ্রম একেবারে নিষ্ফল হল। এই অবস্থায় আমি জনসাধারণের স্বেচ্ছা-গঠিত এক নিরাপত্তা সংগঠনের প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলাম। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থে আমি প্রথমে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলাম, তার নাম Plain Truth (খাঁটি সত্য)। আমাদের প্রতিরক্ষাহীন অবস্থার অসহায়ত্ব সেই পুস্তিকায় জোরদার করে লেখা হল, আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠনে নিয়মানুবর্তিতা এবং একতার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার সুস্পষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করলাম এবং প্রতিশ্রুতি দিলাম যে কয়েকদিনের মধ্যেই এই উদ্দেশ্যে সর্বসাধারণের সহিসম্বলিত এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হবে। এই পুস্তিকাটির অতিশয় আকস্মিক এবং আশ্চর্যজনক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল। আমাকে এই প্রতিষ্ঠানের বিধি রচনার জন্য আহ্বান করা হল এবং কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় একটা খসড়া তৈরি করার পর, পূর্বোল্লিখিত বিরাট সভাগৃহে একটি সভা আহ্বান করলাম। সভাগৃহ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। আমি কিছু মুদ্রিত কপি তৈরি রেখেছিলাম এবং সারা গৃহে কলম ও পেনসিল ছড়িয়ে রেখেছিলাম। এই বিষয়ে আমি তাঁদের কিছুক্ষণ বললাম, আমার বক্তব্য পাঠ করলাম, তারপর ব্যাখ্যা করলাম, তারপর তার কপি বিতরণ করলাম। সকলে তা সাগ্রহে সই করল। সামান্যতম প্রতিবাদও ধ্বনিত হল না। যখন সভাভঙ্গ হল এবং সমস্ত কাগজ-পত্র সংগৃহীত হল তখন দেখা গেল প্রায় বারোশত লোক স্বাক্ষর করেছেন, আর বাকি কপিগুলি সারা দেশময় প্রচারিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত প্রায় দশ সহস্র সদস্যভুক্ত হলেন। সুযোগ মাত্র সকলেই যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে অস্ত্র কিনে নিল, কয়েকটি কোম্পানি এবং রেজিমেন্ট গঠিত হল। তাঁরা নিজেদের অফিসার নির্বাচন করলেন। প্রতি সপ্তাহে শিক্ষার জন্য এবং শারীরিক ব্যায়ামানুশীলনের জন্য মিলিত হতেন, সামরিক অন্যান্য নিয়মাবলীও প্রতিপালিত হত। মহিলারা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে সিল্কের নিদর্শন চিহ্ন প্রস্তুত করে প্রতিটি দলকে উপহার দিলেন। এই চিহ্নগুলিতে বিভিন্ন নীতিবাক্য ও প্রতীক আমি সরবরাহ করলাম। এই দলগুলি নিয়ে সংগঠিত ফিলাডেলফিয়া রেজিমেন্টের অফিসারবৃন্দ আমাকে তাঁদের কর্নেল নির্বাচিত করলেন, কিন্তু আমি আপনাকে এই পদের

অযোগ্য বিবেচনা করে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে মিঃ লরেন্সের নাম প্রস্তাব করলাম। তিনি অতি চমৎকার এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি ; তিনিই শেষ পর্যন্ত কর্নেল নিযুক্ত হলেন। আমি তখন একটি লটারি ব্যবস্থার প্রস্তাব করলাম। উদ্দেশ্য, শহরে একটি ছোট দুর্গ স্থাপনা করে তাতে কামান রাখার খরচ সংগ্রহ। অতি দ্রুত তা ভর্তি হল, শীঘ্রই দুর্গ নির্মিত হল। বেষ্টনী বড-বড় কাষ্ঠখণ্ডের, তার ভিতর মাটি দিয়ে ভর্তি করা হল। বোস্টন থেকে কিছু পুরাতন কামান কিনে আনা হল। তা যথেষ্ট না হওয়ায় ইংলণ্ড থেকে কিছু সংগ্রহ করার জন্য পত্র দিলাম, সেইসঙ্গে আমাদের কর্তাদের কাছে কিছু অর্থসাহায্য চাওয়া হল, জানতাম তা পাওয়ার সম্ভাবনা অল্প। ইতিমধ্যে কর্নেল লরেন্স, উইলিয়াম অ্যালেন, আব্রাহাম টেলর এবং আমি স্বয়ং গভর্নর ক্লিটনের কাছে ন্যু ইয়র্কে গেলাম কিছু কামান সংগ্রহার্থে। তিনি প্রথমটায় সোজাসুজি আমাদের প্রত্যাখ্যান করলেন, কিন্তু রাত্রে ডিনার খাওয়ার সময় সেই অঞ্চলের তৎকালীন রীতি অনুসারে প্রচুর ম্যডিরিয়া মদ্য পানে আপ্যায়ন করে তিনি আমাদের ছ-টি কামান ধার দিতে রাজি হলেন। কিছু পরে সেটা দশ পর্যন্ত উঠল, আর শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত সদয়ভাবে আঠারোটি দিয়ে দিলেন। কামানগুলি আঠারো পাউণ্ডের চমৎকার কামান, তার বাহক গাডি ; অতি দ্রুত সেগুলি তাঁরা পাঠিয়ে দিলেন আমাদের দুর্গের জন্য—সেখানে সহযোগীরা যতকাল যুদ্ধ চলল রাত্রে পাহারার বন্দোবস্ত করলেন। সকলের সঙ্গে আমিও সাধারণ সৈনিক হিসাবে আমার পালার ডিউটি দিতাম।

এই ব্যাপারে আমার কাজকর্ম গভর্নর এবং কাউন্সিলের সমর্থন লাভ করল। তাঁরা আমাকে গোপন কথা বলতেন, প্রতিটি ব্যাপারে তাঁরা আমার পরামর্শ নিতেন, বিশেষত যেসব ব্যাপার আমাদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রয়োজনীয় মনে হত সেইসব ব্যাপারে। ধর্মীয় সাহায্যের জন্য আমি প্রস্তাব করলাম একটা উপবাস দিবস পালন করা হোক, তাহলে তার ফলে মানসিকতার উন্নতি সাধিত হবে এবং আমাদের কর্মে ঈশ্বরের আশীর্বাদ পাওয়া যাবে। তাঁরা এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। কিন্তু যেহেতু এই প্রদেশের পক্ষে এই সর্বপ্রথম সাধারণ উপবাস ব্যবস্থা, সেক্রেটারি কিভাবে ঘোষণা জ্ঞাপন করবেন তার পূর্বোল্লেখ পেলেন না। নিউইংলণ্ডে প্রতি বছর একটি উপবাস ঘোষিত হয়, সেই অঞ্চলে আমার শিক্ষালাভ এই ব্যাপারে কিছু সহায়ক হল। আমি রীতিগত ভঙ্গীতে ঘোষণা রচনা করলাম, সেটি জার্মান ভাষায় অনূদিত হল এবং উভয়বিধ ভাষায় মুদ্রিত হয়ে সারা প্রদেশে প্রচারিত হল। এর ফলে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকদের পক্ষে তাদের সমাজকে এই সামরিক প্রতিষ্ঠানে যোগদানে উৎসাহিত করার সুবিধা হল। কোয়েকার ব্যতীত সকলের পক্ষেই এই নীতি সাধারণভাবে হয়ত গৃহীত হত যদি ইতিমধ্যে যুদ্ধবিরতি এবং শান্তি না বিঘোষিত হত।

আমার বন্ধুরা মনে করলেন যে আমার এইসব কাজকর্মের ফলে আমি হয়ত ঐ সম্প্রদায়কে ক্ষুণ্ণ করব এবং তার ফলে হয়ত অ্যাসেম্বলিতে আমার প্রভাব নষ্ট হবে, কারণ সেইখানে এঁরা সংখ্যাগুরু। জনৈক তরুণ ভদ্রলোকের অ্যাসেম্বলিতে কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল, ক্লার্ক হিসাবে আমার পদলাভের ইচ্ছা তাঁর ছিল, তিনি পরবর্তী নির্বাচনে আমাকে পদচ্যুত করা হবে স্থির হয়েছে এই কথা জানালেন। সেই কারণে তিনি সদিচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে আমাকে আগে-ভাগেই পদত্যাগ করতে উপদেশ দিলেন, কারণ যদি বিতাড়িত হতে হয়, তবে এ পন্থা তার চেয়ে আমার সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে অধিকতর সহায়ক। উত্তরে আমি বললাম যে কোথায় যেন পড়েছি কখনও কোনও পদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়, এবং পদ গ্রহণে আহূত হয়ে প্রত্যাখ্যান করাও বাঞ্ছনীয় নয়।

আমি বললাম, 'আমি এই নীতি সমর্থন করি এবং কিঞ্চিৎ যোগ করে তা পালন করব : অর্থাৎ কখনও পদ প্রার্থনা করব না, কখনও প্রত্যাখ্যান করব না বা পদত্যাগ করব না। ওঁরা যদি ক্লার্কের পদ আমার কাছ থেকে নিয়ে অন্য কাউকে দিতে চান, তাহলে তাঁরা তা নিতে পারেন। আমি কিন্তু পদত্যাগ করে কোন না কোন সময় আমার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত উক্তির জবাবের অধিকার নষ্ট করব না।'

এরপর আর আমি বেশি কিছু শুনিনি। এর পরেও আমি যথারীতি সর্ববাদীসম্মতভাবে নির্বাচিত হলাম। সম্ভবত কাউন্সিলের সদস্যগণের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বিশেষত সর্বপ্রকার সামরিক প্রস্তুতি-সংক্রান্ত বিরোধে যাঁরা গভর্নরের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার ফলে ওঁরা আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন, আমি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে হয়ত তাঁরা খুশি হতেন ; কিন্তু শুধুমাত্র এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আমার আগ্রহ থাকার জন্যই তাঁরা আমাকে বিতাড়িত করতে রাজি হলেন না, আর এ ছাড়া অন্য কোনও হেতু তাঁরা প্রদর্শন করতে পারতেন না। প্রকৃতপক্ষে আমার পক্ষে বিশ্বাসের কারণ ছিল যে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা তাঁদের কারো কাছে তেমন অপ্রীতিকর ছিল না, শুধু তাঁদের এ কাজে যোগদান না করতে হলেই হল। দেখলাম যে তাঁদের মধ্যে অনেক বেশি-সংখ্যক ব্যক্তি (যা আমার কল্পনাতীত) দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সপক্ষে ; তবে, যে-কোন রকম আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বিরোধী। এই বিষয়ের পক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল, কয়েকজন উত্তম শ্রেণীর কোয়েকার প্রতিরক্ষার সপক্ষেও লিখেছেন এবং আমার বিশ্বাস সেই যুক্তি তরুণ কোয়েকারদের প্রভাবিত করেছে। আমাদের ফায়ার কোম্পানির একটা ব্যাপারে তাঁদের মনোভঙ্গী জানার সুযোগ ঘটেছিল। একটা প্রস্তাব পেশ করা হয় যে আমাদের মজুত অংশ (stock), এখনকার হিসাবে প্রায় ষাট পাউণ্ড, দুর্গ নির্মাণের লটারিতে বিনিয়োগ করা হোক। আমাদের আইন কোন টাকা প্রস্তাব পেশের পরবর্তী মিটিং পর্যন্ত ব্যয় করা চলবে না। আমাদের

কোম্পানির মোট বত্রিশ জন সদস্যের মধ্যে বাইশ জন ছিলেন কোয়েকার আর বাকি আট জন অন্যমতাবলম্বী। আমরা আট জন নিয়ম করে যথাসময়ে মিটিং-এ হাজির হতাম—যদিও আমরা আশা করতাম কয়েকজন কোয়েকার আমাদের সহায়তা করবেন, তথাপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের আশা আমাদের ছিল না। একজন মাত্র কোয়েকার, মিঃ জেমস মরিস, এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন। এই জাতীয় একটা প্রস্তাব যে করা হয়েছে তার জন্যই তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করলেন, কারণ, তিনি বললেন, সব 'বন্ধুরা'ই এই প্রস্তাবের বিরোধী। এবং এই প্রস্তাবের ফলে এমনই মতভেদ হবে যে শেষ পর্যন্ত আমাদের কোম্পানি ভেঙে যেতে পারে। আমরা বললাম এমন কথা ভাববার কোন হেতু নেই। আমরা সংখ্যালঘু। যদি 'বন্ধু'রা এই প্রস্তাবের বিরোধী হন, যদি আমরা অধিক-সংখ্যক ভোটে পরাজিত হই, তাহলে আমরা আর সব প্রতিষ্ঠানে রীতি অনুসারে সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেব। যখন সভার কার্যসূচী আলোচনার সময় এল, প্রস্তাবটি ভোটে দেওয়ার দাবি করা হল।

তিনি অবশ্য অনুমোদন করলেন যে তাহলে আমরা আইনানুসারেই তা করতে পারব; তবে, তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন যে যেহেতু অনেক সদস্যই এই আলোচনায় বিরোধী পক্ষে যোগদানে ইচ্ছুক সেই হেতু তাদের আগমনের একটু সময় দেওয়া উচিত। আমরা এই নিয়ে যখন বিতর্ক করছি তখন একজন পরিচারক এসে সংবাদ দিল যে নিচে দুই ব্যক্তি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। আমি নিচে গিয়ে দেখলাম, আমাদের দু-জন কোয়েকার সদস্য দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁরা জানালেন যে নিকটস্থ এক পানশালায় তাঁরা আটজন একত্রিত হয়েছিলেন, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে তাঁরা সকলে এসে আমাদের পক্ষে ভোটদানে প্রস্তুত। তাঁদের আশা যে হয়ত সেই প্রয়োজন হবে না, এবং তাঁরা এই বাসনা প্রকাশ করলেন যে প্রয়োজন না হলে যেন তাঁদের আমরা না আহ্বান করি, কারণ এমন এক পরিস্থিতিতে আমাদের সপক্ষে ভোটদান করলে তা নিয়ে হয়ত তাঁদের বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং বন্ধুদের সঙ্গে বিরোধের সৃষ্টি হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে এমনই নিরাপদ হয়ে আমি ওপরে গেলাম, এবং কিঞ্চিৎ আপাত-ইতস্তত ভাব প্রকাশ করে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে রাজি হলাম। মিঃ মরিসও স্বীকার করলেন যে এই সিদ্ধান্ত অতিশয় ন্যায়সঙ্গত। তাঁর বিরোধকামী বন্ধুদের একজনও কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবির্ভূত হলেন না। তার জন্য তিনি অতিশয় বিস্মিত হলেন, এবং এক ঘণ্টার পর আমরা আট-এক ভোট প্রস্তাবটি পাশ করিয়ে নিলাম। বাইশজন কোয়েকারের মধ্যে আট জন আমাদের পক্ষে ভোট দিতে রাজি ছিলেন আর বাকি তেরজন তাঁদের অনুপস্থিতির দ্বারা স্পষ্টতর এই কথাই প্রকাশ করলেন যে আমাদের ব্যবস্থায় তাঁরা মোটেই গররাজি নন। আমি আমি গড়ে হিসাব করে দেখেছি যে আমাদের প্রস্তাবের বিরোধী কোয়েকারের অনুপাত কুড়িজনে একজন মাত্র, কারণ এঁরা সবাই এই

সমিতির নিয়মিত সদস্য এবং তাঁদের সুনামও যথেষ্ট, তাঁরা এই মিটিং-এর প্রস্তাব সম্পর্কে যথাসময়ে বিজ্ঞপ্তি লাভ করেছিলেন।

সম্মানিত এবং সুপণ্ডিত মিঃ লোগান বরাবরই এই সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি তাদের সম্বোধন করে একটি নিবন্ধ রচনা করলেন এবং তাতে প্রতিরক্ষা-মূলক যুদ্ধের সমর্থন করলেন এবং তাঁর মতের সমর্থনে অনেক জোরালো যুক্তি প্রদর্শন করলেন। তিনি আমাকে ষাট পাউণ্ড দিয়ে বললেন যে সবটা টাকাই যেন দুর্গ নির্মাণের লটারিতে নিয়োগ করি এবং যদি কোন পুরস্কার পাওয়া যায় তবে সেই অর্থও যেন দুর্গ নির্মাণের কাজে লাগাই। তাঁর প্রভু উইলিয়াম পেন সম্পর্কে নিম্নলিখিত কাহিনীটি তিনি বলেছিলেন, বিষয়টি প্রতিরক্ষা সম্বন্ধীয়। তরুণ বয়সে তিনি সেই মহাজনের সেক্রেটারি হয়ে আসেন। তখন যুদ্ধের সময়; একটি সশস্ত্র জাহাজ তাঁদের জাহাজের পিছু নেয়—সম্ভবত সেটি শত্রুপক্ষের জাহাজ। তাঁদের কাপ্তেন আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন এবং উইলিয়াম পেনকে বললেন যে তিনি তাঁর বা তাঁর সহচরদের সাহায্য আশা করেন না, তাঁরা কেবিনে গিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন। তাঁরা তাই করলেন, শুধু জেমস লোগান ব্যতীত। তিনি ডেকে একটি বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। যেটি শত্রুপক্ষের জাহাজ আশঙ্কা করা গেছল আসলে সেটি মিত্র-জাহাজ, সুতরাং আর সঙ্ঘর্ষের হল না। সেক্রেটারি লোগান যখন এই সংবাদ উইলিয়াম পেনকে দিতে গেলেন তিনি তাঁকে ডেকে থাকার জন্য বিশেষ তিরস্কার করলেন। 'বন্ধুজনে'র নীতির-বিরোধী কার্য হল জাহাজটির প্রতিরক্ষার সাধন, কেন তিনি সেই কাজ করতে গেলেন—বিশেষত যখন কাপ্তেন সে বিষয়ে কোনও অনুরোধ করেন নি। সমগ্র দলের সামনেই এই তিরস্কৃতি ঘোষিত হওয়ায় সেক্রেটারি ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দিলেন: 'আমি আপনার দাস, আপনি আমাকে নেমে আসতে আদেশ দিলেন না কেন: যখন বিপদের আশঙ্কা ছিল তখন ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আমি যাতে বিপদ প্রতিহত করি সেই ইচ্ছা আপনার ছিল।'

অ্যাসেম্বলিতে আমার অনেক দিন কাটল; অধিকাংশ সদস্যই প্রায় নিয়মিত-ভাবে কোয়েকার। সম্রাটের নির্দেশানুসারে যখনই সামরিক উদ্দেশ্যে কোনও দাবি পেশ করা হত তখনই তাঁদের অবস্থা বিশেষ জটিল হয়ে উঠত, সময় সম্পর্কে তাঁদের নির্ধারিত নীতির জন্য। একপক্ষে সরকারকে অসন্তুষ্ট করা তাঁদের ইচ্ছা নয়, তাই সরাসরি প্রত্যাখ্যান করতে চান না; আবার তাঁদের কোয়েকার বন্ধুদের বিরূপ করতেও চান না তাঁদের মত এবং নীতিবিরোধী কর্ম সমর্থন করে। ফলে মেনে নেওয়া অথচ এড়িয়ে যাওয়ার বিচিত্র রকমের পদ্ধতি তাঁরা অবলম্বন করতেন, আর যখন অনিবার্য হয়ে উঠত, সরকারকে সমর্থন, তখন সেটিকে প্রচ্ছন্ন রাখার প্রচেষ্টা হত। শেষপর্যন্ত সাধারণ রীতি এই হল অর্থ বরাদ্দ হত 'সম্রাটের ব্যবহারার্থে' এই শব্দটি যোগ করে। কখনও আর প্রশ্ন করা হত না কিভাবে অর্থটি ব্যয়িত হল। কিন্তু এই দাবি যদি সরাসরি সম্রাটের কাছ

থেকে না আসত, এই পদপ্রয়োগ ততটা সুষ্ঠু হত না। তখন অন্য কিছু আবিষ্কার করা হত। যখন বারুদের প্রয়োজন হত (সম্ভবত লুইসবার্গের গ্যারিসনের জন্য) এবং নিউ ইংলণ্ডের গভর্নর পেনসিলভ্যানিয়ার কাছে অর্থ বরাদ্দ প্রার্থনা করতেন (আইনসভায় গভর্নর টমাস বিশেষ আবেদন জানালেন) তখন তাঁরা বারুদের জন্য অর্থ বরাদ্দ করতে রাজি হলেন না, কারণ তা সমরোপকরণ। তবে, নিউ ইংলণ্ডকে তাঁরা তিন সহস্র পাউণ্ড সাহায্যদানের সপক্ষে ভোট দিলেন, সে টাকা গভর্নরকে দেওয়া হবে এবং সেই টাকায় রুটি, ময়দা, আটা 'কিংবা অন্য কোনও শস্য' কেনা হবে। আইন-সভার কেউ-কেউ এঁদের আরো অপ্রস্তুত করার জন্য গভর্নরকে উপদেশ দিতেন যে এইসব রসদ যেন না গ্রহণ করা হয়, কারণ সে জিনিস তো তিনি প্রার্থনা করেন নি। তিনি জবাবে বললেন 'আমি টাকা নেব, কারণ ওদের "অন্য কোন শস্য" কথার অর্থ বুঝি। কথাটির অর্থ আমি ভাল বুঝি, তার মানেই বারুদ—' তিনি অতঃপর তাই কিনেছিলেন এবং তাঁরাও কোন প্রতিবাদ করেন নি। ফায়ার কোম্পানির লটারির প্রস্তাব পাশ হবে কি না সে সম্পর্কে আমার যখন আশঙ্কা হল তখন আমি আমার বন্ধু ও অন্যতম সদস্য মিঃ সিন্‌জ্‌কে বললাম—'যদি আমাদের এই প্রচেষ্টা অসফল হয়, এই টাকায় না-হয় একটা ফায়ার এঞ্জিন কেনার চেষ্টা করা যাবে, সেই ব্যবস্থায় কোয়েকারদের আপত্তি থাকতে পারে না। আর সেই কমিটিতে তুমি যদি আমাকে মনোনীত কর এবং আমি তোমাকে মনোনীত করি, আমরা একটা বড় কামান কিনব—যেটা নিঃসন্দেহে একটা ফায়ার এঞ্জিন।'

তিনি বললেন—'বুঝেছি। অনেকদিন এই অ্যাসেম্বলিতে থেকে তোমার বেশ উন্নতি হয়েছে। তোমার এই প্রস্তাব ওদের গম বা other grain-এর সঙ্গে চমৎকার খাপ খাবে।'

এইসব অস্বস্তি কোয়েকারদের সইতে হয়, কেননা তাঁরা তাঁদের মতবাদ এবং নীতি হিসাবে প্রকাশ করেছিলেন, যে কোনরকমের যুদ্ধই আইনগত নয়। পরে তাঁদের মনোভঙ্গীর যতই পরিবর্তন হোক না কেন, তাঁরা কোনমতেই এই অসুবিধা থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতে পারতেন না। আমাদের মধ্যে আরেক সম্প্রদায় ছিল তার নাম ডাঙ্কার্স। তাঁদের আচরণ কিন্তু অধিকতর বুদ্ধিগ্রাহ্য। এঁদের একজন প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, তাঁর নাম মাইকেল ওয়েলফেয়ার। তিনি আমার কাছে অনুযোগ করলেন যে অন্য-দলভুক্ত উগ্রদের দ্বারা তাঁরা ভীষণ নিন্দিত হচ্ছেন এবং এই সম্প্রদায় এমন সব অবিশ্বাস্য মতবাদ এবং অভ্যাসের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ করা হয় যার সঙ্গে তারা অপরিচিত।

আমি তাঁকে জানালাম যে নতুন সম্প্রদায়দের নিয়ে সর্বদাই এই অসুবিধা ঘটে এবং এই জাতীয় নিন্দা বা অপবাদ থেকে ত্রাণ পেতে হলে আমার মনে হয়

যে তাঁদের বিশ্বাস এবং নিয়মানুবর্তিতা সংক্রান্ত আইন প্রভৃতি মুদ্রিত করে প্রকাশ করাই ভাল। তিনি বললেন যে একথা তাঁদের মধ্যে প্রস্তাবিত হয়েছিল কিন্তু এই কারণে তা গৃহীত হয়নি—'যখন আমরা সর্বপ্রথম সকলে এই সমিতি গঠনে সম্মিলিত হয়েছিলাম তখন ঈশ্বর অনুগ্রহ করে আমাদের মনকে এতই উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যে তার ফলে এমন অনেক জিনিস যা আমরা এককালে সত্য বলে মনে করতাম তা জানা গেল ভুল, আর অন্য যেসব জিনিস ভুল মনে করতাম তা জানা গেল সত্য। মাঝে মাঝে তিনি অনুগ্রহ করে আমাদের আরো আলোকদান করেন। আমাদের মতবাদ ক্রমশই উন্নত হচ্ছে এবং ভ্রান্তি বিদূরিত হচ্ছে। আমরা এখনও নিশ্চিত নই যে উন্নয়নের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছি বা আধ্যাত্মিক বা পরমার্থিক জ্ঞানের সম্পূর্ণতা অর্জন করেছি, তাই ভয় হয় যে একবার যদি আমাদের বিশ্বাসের স্বীকৃতি মুদ্রিত করে প্রকাশ করি, তাহলে আমরা ভাবব যে আমরা সেইসব বিধির দ্বারাই বদ্ধ এবং হয়ত আর উন্নতি গ্রহণে অনিচ্ছুক। আমাদের উত্তরাধিকারীরাও আরও বেশি সেই মনোভাব নিয়ে থাকবে, কারণ তারা মনে করবে যে তাদের বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং প্রতিষ্ঠাতারা যা স্থির করে গেছেন তা পবিত্র এবং তা থেকে কখনই বিচ্যুত হওয়া যাবে না।' কোন এক সম্প্রদায়ের এই ভব্যতা হয়ত মানবেতিহাসের এক অনন্যসাধারণ দৃষ্টান্ত। আর সব সম্প্রদায় মনে করেন তাঁরা সর্ববিধ জ্ঞানের অধিকারী। যাঁরা তাঁদের সঙ্গে একমত নয় তাঁরা ভ্রান্ত—কেবল কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় বিচরণশীল মানুষ। যাঁরা তার চেয়ে কিছু দূরে আছেন মনে হয় তাঁরা যেন কুয়াশায় আচ্ছন্ন তেমনই মনে হবে যারা পিছনে আছেন তাঁদের সম্পর্কে, সেই রকমই মনে হবে মাঠের দু-পাশের লোককে; কিন্তু তার কাছের সব কিছু পরিষ্কার ও স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আর সকলের মতই তিনিও কুয়াশায় মগ্ন। এইজাতীয় অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য কোয়েকারবৃন্দ ক্রমশ অ্যাসেম্বলির সাধারণ কাজকর্ম বা ম্যাজিস্ট্রেটের কর্ম থেকে সরে যাচ্ছেন,—তাঁরা মতবাদ বিসর্জন না দিয়ে ক্ষমতা বিসর্জনের পক্ষপাতী।

ক্রমানুসার হিসাবে আমার আরো আগেই বলা উচিত ছিল যে আমার জনৈক পুরাতন বন্ধু মিঃ রবার্ট গ্রেসকে আমি ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে একটি অগ্নিস্থান আবিষ্কার করে উপহার দিয়েছিলাম, সেই অগ্নিস্থান দ্বারা গৃহাভ্যন্তর অধিকতর সুষ্ঠুভাবে উত্তপ্ত করা যেত এবং তাজা হাওয়া ঘরে ঢোকার সময়েই উষ্ণ করা যেত। তাঁর লৌহ-চুল্লী ছিল, তিনি এই অগ্নিস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় লৌহচাক্তি ঢালাই কর্ম বেশ লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করেন, তার চাহিদা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। আমি এই চাহিদার অধিকতর বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে একটি এই নামে পুস্তিকা রচনা করলাম—'নব-আবিষ্কৃত পেনসিলভ্যানিয়া ফায়ারপ্লেস। তার গঠন পদ্ধতি এবং পরিচালন ব্যবস্থা ইত্যাদি তাতে বিশদভাবে

বিবৃত হল, বিরোধী মন্তব্যেরও জবাব দেওয়া হল। এই পুস্তিকায় একটি উপকার হল। গভর্নর টমাস এতে এতই প্রীত হলেন এবং এর গঠন-পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণ তাঁর এত পছন্দ হল যে তিনি আমাকে কয়েক বছরের জন্য এই অগ্নিস্থানের একচ্ছত্র পেটেণ্ট আমাকে দান করলেন। আমি কিন্তু এইসব ক্ষেত্রে যে নীতি বরাবর মেনে এসেছি সেই নীতি অনুসারে তা গ্রহণ করতে পারলাম না, সেই নীতি হল : 'যেমন অপরের আবিষ্কৃত বৃহৎ বস্তুর সুবিধা আমরা উপভোগ করি, তেমনই আমাদের আবিষ্কারের দ্বারা অপরকে সহায়তা করার সুযোগও আমাদের গ্রহণ করা কর্তব্য। এই কাজ আমরা মুক্তহস্তে এবং উদার ভাবেই করব।'

লণ্ডনের জনৈক লৌহব্যবসায়ী আমার সেই পুস্তিকার অনেকখানি গ্রহণ করে এবং কিছু পরিবর্তন সাধন করে নিজে একটা অনুরূপ যন্ত্র নির্মাণ করলেন। (অবশ্য এই পরিবর্তনে যন্ত্রের ক্ষতিই হল। এবং তার পেটেণ্ট সংগ্রহ করে বেশ কিছু লাভ করে নিলেন। আমার আবিষ্কৃত দ্রব্যাদির অপর কর্তৃক সব ক্ষেত্রে অনুরূপ লাভজনক না হলেও আমি অবশ্য কোনও প্রতিবাদ করিনি কখনো, কারণ পেটেণ্ট দ্বারা লাভের লোভ আমার ছিল না ; তা ছাড়া বিরোধ আমি ঘৃণা করতাম। এইসব ফায়ারপ্লেস বহু বাসভবনে ব্যবহৃত হতে লাগল, আর তার ফলে প্রচুর জ্বালানি কাঠের সংরক্ষণ সম্ভব হল।

শান্তি স্থাপিত হল এবং তার ফলে সামরিক সমিতির কাজও শেষ হলে আমি পুনরায় আকাদমি গঠনে আমার মনঃসংযোগ করলাম। সর্বপ্রথম আমি এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণার্থে জুন্টো থেকেই বেশি সংখ্যক সদস্য পেলাম, তারপর একটি পুস্তিকা, 'পেনসিলভেনিয়ার যুবকদের শিক্ষার প্রস্তাব' লিখে প্রকাশ করলাম। মুখ্য অধিবাসীদের মধ্যে এই গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করলাম, এবং যেই অনুমান করলাম যে তাদের মানসিকতা এই প্রস্তাব গ্রহণে কিঞ্চিৎ প্রস্তুত হয়েছে আমি আকাদেমি প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা সংগ্রহ শুরু করলাম। পাঁচ বছরের মেয়াদি দফায় এই চাঁদা দিতে হবে, কারণ এইভাবে ভাগ করে আমি মনে করেছিলাম যে হয়ত বেশি চাঁদা পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস, হয়েও ছিল তাই। পরিমাণ বিশেষ কম হয় নি—যতদূর মনে পড়ে পাঁচ হাজার পাউণ্ডের কম নয়।

এই প্রস্তাব পেশ করার সময় আমি পুস্তিকাটি আমার কর্ম হিসাবে প্রচার করিনি, বলেছিলাম—জনৈক 'জনকল্যাণকর ভদ্রলোকের' আবেদন, আমার নীতি অনুসারে জনকল্যাণকর কোন পরিকল্পনার জনক হিসাবে আপনাকে যতদূর সম্ভব সাধারণের থেকে সরিয়ে রেখেছিলাম।

চাঁদাদাতাগণ এই পরিকল্পনা অবিলম্বে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে তাঁদের মধ্যে চব্বিশ জন ট্রাস্টি নির্বাচন করলেন এবং মিঃ ফ্র্যান্সিস (তদানীন্তন অ্যাটর্নি জেনারেল) এবং আমাকে আকাদেমি পরিচালনার জন্য সংগঠন রচনার কাজে

নিযুক্ত করলেন, সংগঠন রচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সই হয়ে গেল, একটি বাড়ি ভাড়া করা হল, কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হল, স্কুল খোলা হল; সম্ভবত ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দেই এইসব ব্যবস্থা হয়ে গেল।

স্কুলের ছাত্র-সংখ্যা অতি দ্রুত বর্ধিত হল,—বাড়িটা তখন অতিশয় ক্ষুদ্র মনে হল, বিদ্যালয়ের বাড়ি তৈরি করার জন্য কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমরা একটা মস্ত বড় তৈরি বাড়িই পেয়ে গেলাম, সামান্য পরিবর্তন করে সেই বাড়িতেই আমাদের কাজ চলে যাবে। উত্তম পরিবেশে একখণ্ড জমি সংগ্রহের চেষ্টা করতে লাগলাম। এই বাড়ির কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। মিঃ হুইটফাল্ডের কর্মীরাই এই বাড়ি নির্মাণ করেছিলেন, এবং নিম্নলিখিতভাবে বাড়িটি আমরা পেয়ে গেলাম।

একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকজন কর্তৃক এই কর্মে অর্থ-সাহায্য করা হয়েছিল তাই ট্রাস্টি মনোনয়নে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। কোন এক বিশেষ সপ্রদায়ের উপর গৃহ নির্মাণের অধিকার দান করা হয়নি, পাছে কোন সময় কোন সম্প্রদায়-বিশেষ সংখ্যাগুরুত্বের বলে এই ভবনটি সম্পূর্ণভাবে অধিকার করে মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত করে দেয়। এই কারণে সব সম্প্রদায়ের একজন করে ট্রাস্টি নিযুক্ত করা হল, যথা—চার্চ অব্ ইংলণ্ডের একজন, একজন প্রেসবিটারিয়ান, একজন ব্যাপটিস্ট, একজন মোরাভিয়ান প্রভৃতি। মৃত্যু বা অন্য কোন কারণে ট্রাস্টি পদ খালি হলে চাঁদা-দাতাগণের মধ্য থেকে নির্বাচন করে সেই শূন্য পদ পূর্ণ করা হবে। মোরাভিয়ান সদস্য তাঁর সহযোগীদের প্রীতি আহরণ করতে না পারায় তাঁর মৃত্যুর পর স্থির হয় যে সেই সম্প্রদায় থেকে আর কাউকে নেওয়া হবে না। তখন মুস্কিল হল, কীভাবে কোন এক বিশেষ সম্প্রদায় থেকে দুজন সদস্য না নিয়ে এই পদ পূর্ণ করা যায়। কয়েকজনের নাম প্রস্তাবিত হল কিন্তু এই কারণে তা গৃহীত হল না। অবশেষে, একজন আমার নাম প্রস্তাব করলেন, তাঁর মন্তব্য হল যে আমি একজন সৎ ব্যক্তি মাত্র, এবং কোন বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত নই—তাঁরা এই মত গ্রহণ করলেন এবং আমাকে নির্বাচিত করলেন। গৃহ নির্মাণের সময় যে উৎসাহ ছিল তা অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছিল। ট্রাস্টিরা জমির খাজনা বা গৃহ-নির্মাণ বাবদ বা অন্য দেনা দেওয়ার জন্য আর চাঁদা সংগ্রহ করতে পারেন নি, তার জন্য তাঁরা বিশেষ অস্বস্তি বোধ করছিলেন। এখন উভয় সভার সদস্য হওয়ায়, (অর্থাৎ গৃহনির্মাণ এবং আকাদমি) উভয় পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা চালাবার পক্ষে আমার সুবিধা হল। শেষ পর্যন্ত ওঁদের মধ্যে একটা মতৈক্য সম্পাদন করলাম, যার ফলে গৃহ-নির্মাণ কমিটির ট্রাস্টিদের আকাদমির ট্রাস্টিদের অনুকূলে সব ছাড়তে হল এবং তাঁরা দেনা মেটাবার ভার গ্রহণ করলেন, মূল পরিকল্পনানুসারে সাময়িক প্রচারকদের জন্য একটি হল উন্মুক্ত রাখা হল, আর দরিদ্র ছাত্রদের জন্য বিনামুল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল।

অনুরূপভাবে লেখাপড়া করা হল, দেনা শোধ করে আকাদমির ট্রাস্টিরা বাড়িটির পূর্ণ দখল লাভ করলেন। বিরাট হলকে কয়েকটি তলায় ভাগ করে নেওয়ার ফলে, এবং কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত জমি ক্রয়ের ফলে, সমগ্র বাড়িটি আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের উপযুক্ত হয়ে উঠল, ছাত্রেরা এই বাড়িতে উঠে এল। মজুরদের সঙ্গে বোঝাপড়া, জিনিসপত্র কেনা এবং সমগ্র ব্যাপারটার দেখাশোনার দায়িত্ব এবং ঝঞ্ঝাট আমার ওপর ন্যস্ত হল। আমিও আনন্দ সহকারে এই কর্মে মাতলাম, কারণ তা আমার ব্যক্তিগত ব্যবসার পক্ষে কোনরকম বাধা সৃষ্টি করে নি। আগের বছর একজন সৎ অংশীদার গ্রহণ করেছিলাম, তাঁর নাম ডেভিড হল; তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আমার পূর্ব থেকেই পরিচয় ছিল, কারণ, তিনি অনেকদিন আমার কাছে কাজ করেছিলেন। আমার হাত থেকে ছাপাখানার প্রায় সকল দায়িত্বভার তিনি গ্রহণ করেছিলেন। নিয়ম করে যথাকালে আমায় লাভের অংশ দিতেন। আমাদের উভয়ের পক্ষেই সাফল্যজনক এই অংশীদারি আঠারো বৎসর চলেছিল।

আকাদমির ট্রাস্টিরা কিছুকাল পরে গভর্নরের এক সনদ দ্বারা বিধিবদ্ধ হলেন। ব্রিটেন থেকে প্রাপ্ত দানে তাঁদের তহবিল বর্ধিত হল, জমিদারবৃন্দও অনেক ভূমিদান করলেন, অ্যাসেম্বলিও তার উপর উপযুক্ত অর্থদান করলেন এবং এইভাবে বর্তমান ফিলাডেলফিয়া বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হল। আমি শুরু থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ট্রাস্টি হিসাবে আছি, আজ প্রায় চল্লিশ বছর হয়ে গেল, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করে বহু তরুণ তাঁদের কৃতিত্বের দ্বারা বৈশিষ্ট্য অর্জন করে সমাজের অলঙ্কার-স্বরূপ হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের সমাজ সেবায় নিয়োজিত দেখে আমার আনন্দের সীমা নেই।

আমি যখন পূর্বোক্তভাবে আমার ব্যক্তিগত ব্যবসা থেকে আপনাকে মুক্ত করে নিলাম তখন এই ভেবে আত্মতুষ্টি লাভ করলাম যে এতদিন ব্যবসা থেকে আমি যাহোক কিছু সম্পদ আহরণ করেছি; এখন আমি বাকি জীবনের দিনগুলি দার্শনিক অধ্যয়নে এবং আমোদ-প্রমোদে কাটিয়ে দেব। আমি ডাঃ স্পেন্সের সব যন্ত্রপাতি কিনে নিলাম,—তিনি ইংলণ্ড থেকে এখানে বক্তৃতা দানের জন্য এসেছিলেন। গভীর আগ্রহে আমি আমার বৈদ্যুতিক পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করলাম, কিন্তু জনসাধারণ আমাকে কর্মহীন মানুষ জেনে তাঁদের কাজে ব্যবহার করতে লাগলেন। আমাদের সরকারও এই একই সময় আমার উপর কিছু কাজের ভার দিলেন। গভর্নর আমাকে শান্তির কর্মে নিযুক্ত করলেন, পৌর প্রতিষ্ঠান আমাকে নির্বাচিত করে অলডারম্যান মনোনীত করলেন, নাগরিকবৃন্দ আমাকে অ্যাসেম্বলিতে তাঁদের প্রতিনিধি নিযুক্ত করলেন। এই শেষোক্ত স্থানটি আমার কাছে বিশেষ মনোমত হল, কারণ ক্লার্ক হিসাবে সেইখানে বসে বক্তৃতা শুনে শুনে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছলাম, আর কোন অংশ গ্রহণ করলে পারতাম না। মাঝে মাঝে সেইসব বক্তৃতা এমনই আকর্ষণহীন হত যে

আমি ম্যাজিক স্কোয়ার এঁকে সময় কাটাতাম, কিংবা বৃত্ত আঁকতাম, বা অন্য কিছু করে ক্লান্তি দূর করতাম। আমার মনে হল, সদস্য হওয়ার ফলে আমার পক্ষে উপকার করার শক্তি আরো বেড়ে গেছে। এইসব উন্নয়নে যে আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা কিঞ্চিৎ পরিতৃপ্ত হয় নি এ কথা আমার স্বীকার না করা ঠিক হবে না। নিশ্চয়ই তা হয়েছিল। আমার জীবনের নগণ্য সূচনা বিবেচনা করলে বলতে হবে, আমার পক্ষে এসব অনেক কিছু। আজও তা আমার কাছে আনন্দকর, কারণ আমার সম্বন্ধে সাধারণের উত্তম ধারণার পরিচায়ক এ সব, এবং আমার দিক থেকে সম্পূর্ণ অপ্রার্থিত।

'জাস্টিস অব্ দি পীসে'র কর্ম আমি কিছুকাল করলাম, কয়েকটি আদালতে বসলাম এবং মামলার শুনানিও শুনলাম। কিন্তু দেখলাম যে সাধারণ আইন সম্পর্কে আমার যা জ্ঞান, কৃতিত্বের সঙ্গে এই দায়িত্ব পালন করতে হলে তার চেয়ে কিছু বেশি জ্ঞানের প্রয়োজন। আমি ধীরে ধীরে এই কাজ থেকে আপনাকে সরিয়ে নিলাম, আমার অজুহাত হল যে আইনসভায় উচ্চতর দায়িত্ব পালনের কর্তব্য। এই পদে আমার নির্বাচন আমার নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে আবেদন না করা সত্ত্বেও দশ বছর ধরে চলল। আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কারও কাছে আমার নির্বাচনের অভিলাষ জ্ঞাপন করি নি। আইন-সভার সদস্য হিসাবে আমি আসন গ্রহণ করার পর আমার পুত্র সেই সভার ক্লার্ক নিযুক্ত হল।

পরবর্তী বৎসরে কার্লাইলের ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা হল, গভর্নর হাউসে একটা নির্দেশ পাঠানো হল যে এখানকার কয়েকজন সদস্যকে নির্বাচিত করতে হবে, তাঁরা কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য সহ এই উদ্দেশ্যে কমিশনার নিযুক্ত হবেন। হাউস স্পীকার মিঃ নরিস এবং আমাকে নির্বাচন করলেন। এইভাবে নিযুক্ত হওয়ার পর আমরা কার্লাইল গিয়ে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে দেখা করলাম। এইসব মানুষরা সহজেই সুরাপানে অভ্যস্ত এবং সেই অবস্থায় অতিশয় কলহপরায়ণ এবং দুর্দান্ত হয়ে উঠে। আমরা নির্দেশ দিলাম যে যেন কোনরকম মদ্য তাদের বিক্রি করা না হয়। তারা এই নিষেধের ব্যাপারে অভিযোগ করায় আমরা তাদের বললাম যে তারা যদি চুক্তি সম্পাদনের কর্মটুকু শান্ত অবস্থায় শেষ করে, তাহলে কাজ শেষ হওয়ার পর তাদের পেট ভরে রাম্ পান করিয়ে দেব। তারা তাই প্রতিজ্ঞা করল, এবং প্রতিজ্ঞা পালিত হল কারণ কোন মদ্য তারা সংগ্রহ করতে পারল না; চুক্তি বেশ শান্তভাবে এবং পারস্পরিক সন্তুষ্টির মধ্যে সম্পাদিত হল। তখন তারা রাম্ খেতে চাইল। তখন অপরাহ্ণ বেলা, ওরা প্রায় একশোজন, তার মধ্যে মেয়ে ও ছোট ছেলেমেয়েরাও আছে। চৌকা চকে ঠিকা ঘর বানিয়ে ওরা বাস করছিল—শহরের বাইরে। সন্ধ্যার সময় ওদের মধ্যে কলরব শুনে কি ব্যাপার দেখার জন্য কমিশনাররা গেলেন। দেখা

গেল, তাদের চকের মাঝে একটা অগ্ন্যুৎসব চলছে, আর স্ত্রী পুরুষ মদ্যপান করে লড়াই করছে। ওদের শ্যামবর্ণ দেহ অর্ধনগ্ন; সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে, পরস্পর দৌড়াদৌড়ি করছে এবং পোড়া কাঠ নিয়ে মারামারি করছে আর সেইসঙ্গে চিৎকার করছে। সেই দৃশ্য দেখে নরক সম্পর্কে আমাদের যা ধারণা তা যেন মিলে গেল। কিছুতেই সেই হট্টগোল থামানো গেল না, আমরা আমাদের বাসায় ফিরলাম। মধ্যরাত্রে ওদের মধ্যে অনেকে এসে রাম্ প্রার্থনা করে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল—আমরা তা মোটেই গ্রাহ্য করলাম না।

পরদিন যখন ওদের চৈতন্য ফিরে এল, তখন কয়েকজন আমাদের গতরাত্রে বিরক্ত করার জন্য মার্জনা ভিক্ষা করতে এল। বক্তা অপরাধ স্বীকার করল; তবে, দোষটা নাকি রাম্ মদের। তারপর রাম্ সম্পর্কে বলল: 'মহৎ আত্মা যিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, আমাদের ব্যবহারের জন্য সব তৈরি করছেন, সবকিছুর ব্যবহারও তিনি পরিকল্পনা করেছেন, কি প্রয়োজনে কি লাগবে তিনি জানেন; তাই রাম্ তৈরি করে তিনি স্থির করলেন—ইণ্ডিয়ানদের মাতাল হওয়ার জন্য এই মদ তৈরি করলাম। ঈশ্বরের যদি তাই অভিপ্রেত হয়ে থাকে, পৃথিবীর কিষাণদের জন্য জায়গা করার যদি তিনি ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে রাম্ যে সেই দ্রব্য তাতে আর সন্দেহ নেই। সমুদ্রোপকূলে যে জাতি বাস করত তারা আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে আমার বিশিষ্ট বন্ধু ডঃ টমাস বণ্ড ফিলাডেলফিয়ায় দরিদ্রের সেবা এবং চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করলেন,—স্বদেশের বা বিদেশের অসুস্থদের জন্য এই হাসপাতালের দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। এই পরিকল্পনার কৃতিত্ব আমাকে দেওয়া হয় বটে, কিন্তু আসল কৃতিত্ব তাঁর। তিনি এর জন্য চাঁদা আদায়ের সক্রিয় অংশ প্রবল উৎসাহে গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাব আমেরিকার পক্ষে বিশেষ নতুন এবং ঠিকমত এর উপযুক্ততা বুঝতে না পারায় তাঁর প্রচেষ্টা তেমন সফল হয়নি। পরিশেষে, তিনি আমার কাছে এসে হাজির হয়ে বললেন যে কোন জনকল্যাণকর কাজ আমার সহায়তা ব্যতিরেকে হওয়া অসম্ভব। তিনি বললেন—'কারণ, যেখানেই চাঁদার জন্য যাই, তাঁরা প্রশ্ন করেন, এই বিষয়ে ফ্র্যাঙ্কলিনের সঙ্গে পরামর্শ করেছেন? তাঁর কী মত? যখন আমি বলি এটা আপনার লাইনের নয়, তাই আপনার সঙ্গে আলোচনা করিনি, তখন তাঁরা সাহায্য না করে বলেন, আচ্ছা, এ বিষয়ে চিন্তা করে দেখব।'

আমি তাঁর পরিকল্পনার প্রকৃতি এবং সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম এবং তাঁর কাছ থেকে অতিশয় সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে, শুধু যে স্বয়ং চাঁদা দিলাম তা নয়, নিজেও আন্তরিকভাবে যোগদান করলাম এবং এই পরিকল্পনার ও চাঁদা আদায়ের কাজে মাতলাম। চাঁদা প্রার্থনা করার আগে

আমি সংবাদপত্রে এই বিষয়ে লিখে সাধারণের মনকে এই দিকে আগ্রহান্বিত করলাম। এই ধরনের কাজে এই ছিল আমার স্বাভাবিক রীতি, তিনি এইভাবে কাজ করেন নি। এর পর বেশ সহজভাবে এবং মুক্ত হস্তে চাঁদা পড়তে লাগল, কিন্তু ক্রমে আবার কমে যেতে লাগল। যখন দেখলাম যে অ্যাসেম্বলির সাহায্য না পেলে কিছুই হবে না, তখন তার জন্য আবেদন করার প্রস্তাব দিলাম। তাই হল। গ্রামের সদস্যেরা প্রথমটা এই পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন না। তাঁরা বাধা দিয়ে বললেন, এতে শুধু শহরবাসীদেরই সুবিধা হবে, সেই কারণে এর খরচ শহরের লোকদেরই দেওয়া উচিত। তাছাড়া শহরের অধিবাসীরাও এই পরিকল্পনা পছন্দ করেন কি না এই বিষয়ে তাঁরা সংশয় প্রকাশ করলেন। আমি যখন এই বিপরীত কথা বললাম, বললাম যে স্বেচ্ছা-দান হিসাবে ২০০০ পাউণ্ড আমরা তুলতে পারব, তখন তাঁরা মনে করলেন এ এক উদ্ভট প্রস্তাব এবং সম্পূর্ণ অসম্ভব। এব ফলে আমি একটা পরিকল্পনা রচনা করলাম, তারপর একটা বিল পাশ করার অনুমতি প্রার্থনা করলাম। এই বিলের অনুমতি শুধু এই কারণে পাওয়া গেল যে হাউস অপছন্দ করলে সেই বিল বাতিল করতেও পারবে। আমি এমনভাবে বিলের খসড়া করলাম যে তার সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ধারাটির একটা শর্ত ছিল, লিপিবদ্ধ করা হোক যে উপরোক্ত নির্দেশের দ্বারা যখন এইসব চাঁদাদাতাগণ সমবেত হয়ে তাঁদের ম্যানেজার এবং ট্রেজারার নির্বাচন করবেন এবং তাঁদের চাঁদার দ্বারা ২০০০ পাউণ্ডের মূলধন তুলবেন (যার বাৎসরিক সুদ থেকে দরিদ্র রোগীদের হাসপাতালে চিকিৎসা করা হবে, খাদ্য, উপদেশ এবং ঔষধ দান করা হবে এবং অ্যাসেম্বলির স্পীকারের সন্তুষ্টির জন্য সেই অর্থ দেখাবেন, তখন সেই স্পীকারকে আইনসঙ্গতভাবে প্রাদেশিক কোষাধ্যক্ষকে আদেশ দান করতে হবে উক্ত হাসপাতালের কোষাধ্যক্ষকে দুই বছরে ২০০০ পাউণ্ড দান করতে; সেই অর্থে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, নির্মাণ এবং সম্পূর্ণ করা হবে। এই শর্তে বিলটি পাশ হয়ে গেল, কারণ যেসব সদস্যেরা এই দানের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা ভাবলেন যে নিখরচায় দাতব্য করা গেল। তাই তাঁরা বিলটি পাশ করার ব্যাপারে সম্মতি দান করলেন। তারপর জনসাধারণের কাছে চাঁদা চাওয়ার সময় আমি বোঝালাম যে আইনের এই শর্তের জন্যই সকলের বেশি করে চাঁদা দেওয়া উচিত, কারণ প্রতিটি মানুষের চাঁদা দ্বিগুণ হয়ে যাবে। এইভাবে শর্তটি দুদিক থেকে কার্যকরী হয়ে উঠল। চাঁদার পরিমাণ অবিলম্বে প্রয়োজনীয় অর্থের চেয়ে অনেক বেশি হল, আমরা প্রার্থনা করে অনেক দানও পেলাম, তার ফলে আমরা পরিকল্পনা পূরণে সমর্থ হলাম। একটি সুবিধাজনক, সুন্দর গৃহ অচিরেই নির্মিত হল, নিয়মিত অভিজ্ঞতায় এই প্রতিষ্ঠানটির প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হল, এবং আজ তা সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। আর কোনও রাজনৈতিক চালের ফলে এতখানি সন্তোষ লাভ করেছি বলে মনে হয় না। পুনর্বিবেচনার

পর, এই ব্যাপারে আমাকে যে চাতুরী খেলতে হয়েছে তার জন্য আমি আমাকে সহজেই ক্ষমা করেছি।

এই সময়ে আর একজন প্রস্তাবক রেভারেণ্ড গিলবার্ট টেনেণ্ট আমাকে এসে অনুরোধ জানালেন যে একটি নতুন সভাগৃহ গঠনের জন্য চাঁদা সংগ্রহে আমি যেন তাঁকে সাহায্য করি। প্রেসবিটারিয়ানদের একটি সমাবেশের জন্য এই সভাগৃহ প্রয়োজন। এঁরা গোড়ায় মিঃ হুইটফীল্ডের শিষ্য ছিলেন। বার বার চাঁদা প্রার্থনা করে আমার সহযোগী নাগরিকদের অসন্তোষভ জন হওয়ার আশঙ্কায় আমি এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলাম। তখন অনুরোধ করলেন যে আমার অভিজ্ঞতায় যেসব মানুষকে জনহিতকারী এবং সদাশয় মনে হযেছে তাদের নামের তালিকা দিতে। আমি ভাবলাম, এ কাজও আমার উপযুক্ত হবে না, কারণ আমার প্রার্থনা পূবণের পর আমি আবার তাঁদের অন্য ভিক্ষুকের শিকার হওয়ার জন্য চিহ্নিত করব। সেই কাবণে এই তালিকা দানেও অস্বীকাব করলাম। তখন তিনি বললেন যে আমি অন্তত যেন তাঁকে উপদেশ দান করি। আমি বললাম তা আমি অবশ্যই করব। 'প্রথমত আপনি যারা কিছু দিতে পারে বলে জানেন তাদের কাছেই অনুরোধ করুন কিছু দিতে, তারপর যখন যাদের সম্বন্ধে আপনার সংশয় আছে দেবে কি দেবে না, যাঁরা চাঁদা দিয়েছেন তাদের নামের তালিকা তাঁদের দেখান, এবং সর্বশেষে যাঁরা কিছুই দেবেন না এই ধারণা, তাদেরও যেন অবহেলা করবেন না; কারণ তাঁদের কারো কারো সম্পর্কে আপনাব ভুল হতেও পাবে।'

তিনি হাসলেন, আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। বললেন যে আমার উপদেশ তিনি গ্রহণ করবেন। তাই কবেছিলেন তিনি, কারণ সকলেব কাছেই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন এবং যা আশা করেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছিলেন। সেই টাকায় তিনি আর্চ স্ট্রীটের বিরাট সভাগৃহটি নির্মাণ করেছিলেন।

আমাদের শহর সুন্দবভাবে নির্মিত হয়েছিল। রাস্তাগুলি সোজা, প্রতিটি প্রতিটির সঙ্গে সমকোণ হয়ে মিশেছে। কিন্তু দীর্ঘকাল কোনও ফুটপাত তৈরি না হওয়ায় অবহেলিত অবস্থায় ছিল। বর্ষার আবহাওয়ায় ভারি গাড়ির চাকাগুলি বসে গিয়ে প্রচুর পাঁকের সৃষ্টি হত, তখন সেই রাস্তা পার হওয়া কঠিন হয়ে উঠত। শুকনো আবহাওয়ায় ধুলো হত অসহ্য রকমের। আমি থাকতাম জার্সি মার্কেটের কাছে, জিনিসপত্র সওদা করার সময় শহরবাসীদের এই কষ্ট দেখে গভীর বেদনা বোধ করতাম। বাজারের মধ্যে কিছু অংশ বাঁধানো হয়েছিল; ফলে যাঁরা বাজারের মধ্যে প্রবেশ করতেন তাঁদের পদস্খলনের সম্ভাবনা ছিল না। তবে, সেখানে উঠতে হলে জুতো কাদামাখা হয়ে যেত। এই বিষয়ে বলাবলি করার ফলে এবং লেখার ফলে পথটি ইটপাথর দিয়ে বাঁধাতে দেখলাম। বাজার পর্যন্ত পথ বাঁধানো হল, বাড়ির দুধারে বাঁধানো হল। এর ফলে কিছুকাল

সহজেই বাজারে যাওয়ার সুবিধা হল। কিন্তু বাকি পথ এভাবে বাঁধানো না থাকায় যখন কোনও একটা গাড়ি কাদা ভেঙে এসে পড়ত, এই ফুটপাথের উপর কাদা ফেলে যেত। ফলে অল্পকালেই তার উপর ময়লা জমতে লাগল, তা আর পরিষ্কার করা হল না। শহরে তখন রাস্তা পরিষ্কার করার জন্য ঝাড়ুদার ছিল না। কিছু অনুসন্ধানের পর জনৈক দরিদ্র ব্যক্তিকে পেলাম। লোকটি পরিশ্রমী, সপ্তাহে দুদিন করে সে রাস্তা পরিষ্কার করার ভার গ্রহণ করল। তার মাইনে হিসাবে প্রতি বাড়িওয়ালাকে মাসে দু-পেনি করে দিতে হত। তারপর একটি প্রবন্ধ ছাপিয়ে প্রকাশ করলাম—তাতে এই সামান্য খরচে সমস্ত অঞ্চলের মানুষের কি কি সুবিধা হবে তা প্রকাশ করলাম। বাড়ি পরিষ্কার রাখা যাবে, মানুষের পায়ে পায়ে ময়লা বাড়িতে আসবে না। দোকানদারের সুবিধা, আরো খরিদ্দার আসবে কারণ ক্রেতারা আরো সহজে জিনিসপত্র কেনা-কাটা করতে পারবে, ঝড়ের সময় তাদের জিনিসপত্রের উপর ধুলো জমবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি একটি করে ছাপানো বিজ্ঞপ্তি প্রতি বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম, তারপর কারা চাঁদা দিতে রাজি আছেন দেখতে গেলাম। সকলেই সই করলেন। কিছুকাল বেশ চলল। শহরের সবাই মার্কেটে যাওয়ার রাস্তার এই পরিচ্ছন্ন অবস্থা দেখে খুশি। সকলেরই বেশ সুবিধা। এর ফলে সব পথই এখন পরিচ্ছন্ন রাখার একটা বাসনা সকলের হল। এর জন্য করদানের জন্য সকলেই ইচ্ছুক হলেন। কিছুকাল পরে শহরের সব রাস্তায় বাঁধানো ফুটপাথ তৈরি করার জন্য অ্যাসেম্বলিতে একটা বিল আনলাম। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে, আমার ইংলণ্ডে যাওয়ার প্রাক্কাল তখন, আমি চলে যাওয়ার পর এই বিলের সমস্তটাই পাশ হয়েছিল। কর ধার্যকরণের পন্থা সম্পর্কে সামান্য পরিবর্তন ছাড়া তা আমার কাছে কল্যাণকর মনে হয়নি ; তবে, পথে আলো দানের একটা ধারা সংযুক্ত হয়েছিল, সেই ধারা নিঃসন্দেহে একটা বৃহৎ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা। পরলোকগত মিঃ জন ক্লিফটন নামক জনৈক ভদ্রলোক তাঁর দোরগোড়ায় একটি আলো নিজে থেকে বসিয়ে আলোকের উপকারিতা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন। তার ফলেই সকলে সর্বপ্রথম সারা শহর আলোকিত করতে উৎসাহিত হয়ে উঠল। এই সম্মানও আমাকে দান করা হয়, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এর সব কৃতিত্ব সেই মিঃ ক্লিফটনের প্রাপ্য।

আমি তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছি, আমার শুধু সামান্য কৃতিত্ব এই যে গোড়ার দিকে লণ্ডন থেকে প্রেরিত গ্লোব ল্যাম্পের আমি কিছু পরিবর্তন সাধন করেছিলাম। সেগুলি আমাদের কাছে অসুবিধাজনক মনে হয়েছিল এই কারণে, যে তা থেকে তার ভিতর কোনরকম বায়ু প্রবেশ করার পথ ছিল না, ধোঁয়া তাই সহজে উপরে উঠত না। ফলে গ্লোবের চার পাশে ধোঁয়া জমে যেত, ফলে তাতে আলো বিকিরণে বাধা সৃষ্টি হত। তা ছাড়া প্রতিদিন সেগুলি

পরিষ্কার করার প্রয়োজন হত। আকস্মিক আঘাত লাগলেই তা ভেঙে গিয়ে একেবারে অকেজো হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। আমি তাই চারটি সমতল পাল্লা করলাম; মাথায় একটি ফানেল রইল—তাতে ধোঁয়া টানবে, নিচেও ব্যবস্থা রাখলাম হাওয়া প্রবেশের পথ হিসাবে। ফলে ধোঁয়ার নিচে নামতে সুবিধা। এই উপায়ে সেগুলি পরিষ্কার রাখা যেত। লণ্ডনের ল্যাম্পের মত কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কালো হয়ে যেত না, সকাল পর্যন্ত বেশ উজ্জ্বল আলো থাকত। আকস্মিক আঘাতে হয়ত একটিমাত্র পাল্লা ভেঙে যেতে পারে এবং তাও সহজেই মেরামত করা যেত। আমি মাঝে মাঝে ভেবেছি যে লণ্ডনের লোকরা তাদের আলোয় এই জাতীয় গর্ত কেন রাখেনি। ভক্সহলের গ্লোব ল্যাম্পের নিচের গর্ত আলো পরিষ্কার রাখত, তা দেখেও তারা শেখেনি। তবে, সেই গর্ত অন্য উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, যথা পলিতাতে আরো ক্ষিপ্রগতিতে আগুন সরবরাহ। বায়ু প্রবেশের কথাটা বোধহয় চিন্তা করা হয়নি। সেই কারণে, আলোগুলি কয়েক ঘণ্টা জ্বলার পর লণ্ডনের রাস্তার আলোর পরিমাণ অতি ক্ষীণ হয়ে যেত।

এই সব উন্নয়নের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে যখন লণ্ডনে ছিলাম তখন ডাঃ ফদারগিলকে যে প্রস্তাব করেছিলাম তা মনে পড়ে। আমার পরিচিত মানুষদের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানুষ এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির উন্নতি সাধক। আমি লক্ষ্য করলাম যে পথঘাট যখন শুকনো থাকে, কখনো ধোঁয়া হয় না। হালকা ধুলো জমে থাকে, বর্ষার সময় ভিজে তা কাদা হয়, তারপর এমনভাবে পেভমেন্টে জমে থাকে যে পথ চলা যায় না। দরিদ্র লোকেরা ঝাড়ু দিয়ে কিছু-কিছু পরিষ্কার করে, বহু পরিশ্রমে সেই ময়লা খোলা গাড়িতে তুলে দেওয়া হয়। পথের আঁকে-বাঁকে ধাক্কা লেগে সেই ময়লা এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়ে। পদব্রজে যাঁরা যাতায়াত করেন তাঁদের মেজাজ খারাপ হয়। পথের ধুলো না পরিষ্কার করার হেতু এই যে ধুলো উড়ে বাড়ি এবং দোকানঘরের জানলায় গিয়ে পড়বে। একটা আকস্মিক ঘটনায়, ঠিক কতখানি পরিমাণ জায়গা কত অল্প সময়ে পরিষ্কার করা যায় তা দেখলাম। ক্র্যাভেন স্ট্রীটে আমার দোরগোড়ায় একদিন বার্চ পাতার ঝাড়ু দিয়ে একা দরিদ্র বৃদ্ধা পথ পরিষ্কার করছিল। তার আকৃতি অতিশয় বিবর্ণ এবং সে অতি ক্ষীণ আকৃতির, সদ্য যেন রোগ ভোগ করে উঠেছে। আমি তাকে প্রশ্ন করলাম—কে তাকে এখানে কাজ করার জন্য নিযুক্ত করেছে। সে উত্তরে জানালো—'কেউ নয়, আমি অতি দরিদ্র এবং কষ্টের মধ্যে আছি, আমি তাই ভদ্রলোকদের বাড়ির সামনে ঝাড়ু দিই আর আশা রাখি তাঁরা হয়ত কিছু-কিছু দেবেন।' আমি তাকে বললাম—'তুমি সারা পথটা ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার কর, তোমাকে একটা শিলিং দেব।' তখন বেলা ন-টা। বারোটার সময় সে শিলিং নিতে এল। তাকে এত ধীরে কাজ করতে দেখেছিলাম যে, সে যে এতখানি পথ এত শীঘ্র পরিষ্কার করেছে বলছে তা অবিশ্বাস্য মনে হল। তখন চাকরকে পাঠালাম

দেখে আসার জন্য। সে এসে জানালো যে সমস্ত রাস্তা অতি চমৎকারভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে। সমস্ত ময়লা রাস্তার মধ্যিখানে যে ময়লা ফেলার খাদ আছে, সেখানে ফেলা হয়েছে।

পরবর্তী বর্ষণ সমস্ত রাস্তা ধৌত করে ফুটপাথকে চমৎকারভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছে। আমি ভাবলাম যে এই ক্ষীণদেহা রমণী যদি মাত্র তিন ঘণ্টায় রাস্তাটা পরিষ্কার করতে পারে, তাহলে একজন শক্ত সমর্থ মানুষ অর্ধেক সময়ে এই কাজ করতে পারবে। এখানে এ কথাও বলা যায় যে এই জাতীয় সঙ্কীর্ণ পথে একটি মাত্র এই জাতীয় খাদ থাকাই ভাল যেটা একেবারে পথের মাঝে থাকবে, পথের দুধারে দুটি থাকা ভাল নয়। যত বৃষ্টির জল সব তার মধ্যে এসে জড হয়ে সেখানে স্রোতের সৃষ্টি হয়, সেই স্রোত এতই প্রবল যে যা কিছু কাদা পাঁক পথে পড়ে তা ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। দুটি বিভিন্ন ধারা প্রবাহিত হলে এই স্রোতের গতি এতই দুর্বল হয়ে পডে যে কিছুই পরিষ্কার হওয়া সম্ভব হয় না। কাদা পাতলা হয়, ফলে গাডির চাকা এবং ঘোড়ার খুরের আঘাতে তা ফুটপাথে উঠে পডে, তার জন্য পথ পিচ্ছিল হয়ে পড়ে—যারা হাঁটা-চলা করে তাদের গায়ে ছড়িয়ে পড়ে। আমি ডাক্তার সাহেবকে নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাঠালাম :

'লণ্ডন এবং ওয়েস্টমিনিস্টার শহরে পথ ঘাট অধিকতর পরিষ্কার রাখার জন্য এবং পরিষ্কার করার জন্য আমি প্রস্তাব করি, কয়েকজন জমাদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা উচিত। তারা শুকনো আবহাওয়ায় পথ পরিষ্কার রাখবে এবং অন্য সময় কাদা পরিষ্কার করবে। তাদের এলাকার মধ্যে কয়েকটি রাস্তা নির্দিষ্ট থাকবে। এই উদ্দেশ্যে তাদের ঝাড়ু এবং অন্যান্য যন্ত্র দেওয়া হবে, তাদের স্ব-স্ব থাটালে সেগুলি থাকবে। যেসব দরিদ্রদের এই কাজে নিযুক্ত করা হবে তাদের এই সমস্ত যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হবে।

'গরমকালের শুকনো দিনে সমস্ত ধুলো জড়ো করে দোকান এবং খোলা জানলা থেকে দূরে রাখতে হবে, ঢাকা ময়লা-ফেলা গাড়ি এইগুলি সরিয়ে নিয়ে যাবে।

'কাদা বা পাঁক তুলে জড়ো করে রাখলে তা আবার গাডির চাকা বা ঘোডার খুরে ছডিয়ে পডে। ময়লা-ফেলা গাড়িতে যে বডি থাকবে তা চাকা থেকে বেশি উপরে থাকবে না, ধুরির ঠিক উপরে নিচু করে রাখা হবে, তলায় ফাঁক থাকবে, তার উপর থাকবে খড়। এর উপর কাদা ফেললে কাদাটা থাকবে, কিন্তু জলীয় অংশ ঝরে পড়বে, ভার কম হবে। এর সবচেয়ে ভারি অংশই হল জল।—এইসব গাড়িগুলি কিছু দূরে-দূরে রাখা হবে আর চাকা-লাগানো হাত-গাড়ি করে কাদা এনে ঢালা হবে, সেইভাবেই সেগুলি জল না ঝরা পর্যন্ত সেখানে পড়ে থাকবে। তারপর ঘোড়া জুড়ে দিয়ে গাড়িগুলি সরিয়ে নেওয়া হবে।'

শেষোক্ত প্রস্তাব সম্পর্কে আমার আজ সন্দেহ আছে। কারণ কিছু-কিছু পথ অতিশয় সঙ্কীর্ণ, তা ছাড়া এই কাদার গাড়িগুলিকে কোথায় রাখলে পথ বেশি পরিমাণে অধিকার করে না রাখে সেটাও লক্ষ্য রাখতে হবে। তবে, গ্রীষ্মকালে দোকান খোলার আগে রাস্তা ধুয়ে ময়লা পরিষ্কার করার জন্য আমার যে প্রস্তাব, আমি এখনও তা সমর্থন করি। গ্রীষ্মকালে দিন বড়, তখনকার পক্ষে এই প্রস্তাব কার্যকরী; কারণ স্ট্র্যাণ্ড এবং ফ্লীট স্ট্রীট দিয়ে একদিন সকাল সাতটার সময় যেতে যেতে আমি লক্ষ্য করলাম যে একটিও দোকান খোলা হয়নি, অথচ দিবা ভাগ, সূর্য প্রায় তিন ঘণ্টা আগে উঠেছে। লণ্ডনে মানুষ খানিকটা স্বেচ্ছায় বাতি জ্বালিয়ে থাকতে ভালবাসে ও দিনের বেলায় ঘুমানো পছন্দ করে। অথচ মোমবাতি প্রভৃতির উচ্চ মূল্য এবং কর সম্পর্কে অভিযোগ জানায়।

অনেকের মনে হতে পারে, এইসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এত কথা বলার কি প্রয়োজন। কিন্তু তাঁরা বিবেচনা করে দেখবেন যে কোন একটিমাত্র ব্যক্তি বা একটিমাত্র দোকানে ঝোড়ো হাওয়ার দিনে যদি ধুলো উড়ে আসে তাহলে তা হয়ত সামান্য ব্যাপার, কিন্তু জনবহুল শহরে এই জাতীয় ঘটনা অসংখ্য। এর পৌনঃপৌনিক পুনরাবৃত্তির ফলে এর গুরুত্ব এবং প্রতিক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। তাঁরা হয়ত এইজাতীয় আপাত-সামান্য ধরনের ব্যাপারে মাথা ঘামানোর জন্য নিন্দা করবেন না। মানব মঙ্গল সাধন করার জন্য বিরাট সুযোগের প্রয়োজন নেই, এরকম সুযোগ সচরাচর আসে না। প্রতিদিন যে-সমস্ত সুযোগ পাওয়া যায় তার সাহায্যেই মানব কল্যাণ সাধন করা যায়। যদি কোনও দরিদ্র তরুণ যুবককে কিভাবে নিজে কামাতে হয় এই শিক্ষা দান করেন এবং তার খুরটি ঠিকভাবে রাখতে শেখান তাহলে একহাজার গিনি তাকে দান করলে যা উপকার হত তার চেয়ে অনেক বেশি উপকার হবে। টাকাটা হয়ত অতি তাড়াতাড়ি খরচ হয়ে যাবে, শুধু অনুতাপ থেকে যাবে যে টাকাটা নির্বোধের মত ব্যয় করা হয়েছে। আপনার অপর দান তাকে নাপিতের আগমনের আশায় বসে থাকার বিরক্তি, তাদের অপরিচ্ছন্ন আঙুলের স্পর্শ, কটু নিশ্বাস এবং ভোঁতা খুরের হাত থেকে রক্ষা করবে, এদিকে নিজের খুর থাকায় যখন তার সুবিধা তখন, আর প্রতি দিন উত্তম খুরে কামানোর আনন্দ সে উপভোগ করবে। এই মনোভাব নিয়েই আমি আগের কয়েকটি পৃষ্ঠা লিখেছি, এই আশায় যে কোন না কোন সময়ে এই ইঙ্গিত আমার প্রিয় শহরের পক্ষে উপযোগী ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে, (কারণ দীর্ঘদিন এখানে পরমানন্দে বাস করেছি), হয়ত আমেরিকার অন্য শহরের পক্ষেও তা কার্যকরী হবে।

কিছুকাল আমেরিকার পোস্টমাস্টার জেনারেলের কনট্রোলার হিসাবে কাজ করায়, কয়েকটি অফিস নিয়ন্ত্রণ করায় এবং কিছু অফিসারকে সায়েস্তা করায় ১৭৫৩

খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর মিঃ উইলিয়াম হাণ্টারের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ইংলণ্ডের পোস্টমাস্টার জেনারেল আমাকে ঐ পদে নিযুক্ত করলেন। আমেরিকান অফিস কোনোদিন এযাবৎ ব্রিটেনকে কিছু দেয়নি। আমরা যদি লাভ করতে পারি তাহলে বছরে দুজনে ৬০০ পাউণ্ড পাব এই স্থির হল। এ কাজ করতে হলে প্রচুর উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন। এর মধ্যে কিছুটা ব্যয়বহুল, তার ফলে প্রথম চার বছর অফিসের দেনা দাঁড়াল প্রায় ৯০০ পাউণ্ডের উপর। কিন্তু অতি সত্বর আমাদের ঋণ শোধ হতে লাগল, এবং মন্ত্রীদের খেয়ালে আমি এই পদ থেকে অপসারিত হওযার আগে (এই বিষয়ে পরে বলা যাবে), আমরা জজকোর্টে আয়ার্ল্যাণ্ডের পোস্ট অফিসের তিনগুণ রাজস্ব জমা দিলাম কিন্তু এই হঠকারী কর্মের পর ওঁরা তার থেকে আর এক ফার্দিংও পাননি।

পোস্ট অফিসেও কর্মসূত্রে এই বছর আমাকে নিউ ইংলণ্ড যেতে হয়, সেখানকার কেম্ব্রিজ কলেজ নিজেরাই এক প্রস্তাব করে আমাকে মাস্টার অব্ আর্টস এই ডিগ্রিতে সম্মানিত করলেন। কয়েকটি কার্যে ইয়েল কলেজও আগে আমাকে এই জাতীয় সম্মানে বিভূষিত করে। এইভাবে কোনও কলেজে পাঠ গ্রহণ না করেই আমি তাঁদের দ্বারা সম্মানিত হলাম। প্রাকৃতিক দর্শনের বৈদ্যুতিক শাখায় আমার আবিষ্কার ও উন্নয়নের স্বীকৃতি হিসাবে এই সম্মান প্রদত্ত হয়।

১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে আবার ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা গেল। বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে লর্ড অব্ ট্রেডের আদেশে কমিশনারবৃন্দের এক কংগ্রেস অ্যালবানিতে সম্মিলিত হল। তাদের কাজ হল দুটি জাতির প্রধানদের ডেকে তাদের এবং আমাদের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থির করা।

গভর্নর হ্যামিলটন এই আদেশনামা লাভ করেছিলেন, তিনিই আমাদের হাউসকে এই বিষয়ে পরিচিত করলেন, অনুরোধ করলেন যে এই উপলক্ষে ইণ্ডিয়ানদের যেন উপযুক্ত উপহার দান করা হয়। মিঃ টমাস পেন ও সেক্রেটারি মিঃ পিটার্স-এর সঙ্গে কমিশনার হিসাবে পেনসিলভ্যানিয়ার পক্ষে যোগদান করার জন্য স্পীকার নরিসও আমার নাম প্রস্তাব করলেন। হাউস এই মনোনয়ন অনুমোদন করলেন, উপহার সামগ্রী নির্বাচন করলেন; সেগুলি অবশ্য প্রদেশের বাইরে পাঠানো তাদের ইচ্ছা ছিল না। জুন মাসের মাঝামাঝি অ্যালব্যানিতে অন্য কমিশনারদের সঙ্গে আমরা মিলিত হলাম। যাওয়ার পথে সবকয়টি উপনিবেশকে অন্তত প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে শাসন-ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য আমি এক খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করলাম। আমরা যখন ন্যু ইয়র্ক অতিক্রম করে চলেছি আমি আমার এই পরিকল্পনা মিঃ জেমস্ অ্যালেকজাণ্ডার ও মিঃ কেনেডিকে দেখালাম। এই দুই ভদ্রলোকের সাধারণের কর্মে গভীর অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁদের অনুমোদন লাভ করে আমি এই প্রস্তাব কংগ্রেসে পেশ করতে সাহসী হলাম। তখন দেখা গেল আরও কয়েকজন

কমিশনার সেই জাতীয় পরিকল্পনা রচনা করেছেন। একটি প্রাক্তন প্রশ্ন সর্বপ্রথম আলোচিত হল, একটি সংযুক্ত সরকারি ব্যবস্থা গঠিত হবে কি না এই প্রস্তাব সর্ববাদিসম্মতভাবে পাশ হল। তখন একটা কমিটি গঠিত করা হল, প্রতিটি উপনিবেশের একজন করে প্রতিনিধি। তাঁরা বিভিন্ন পরিকল্পনা এবং রিপোর্ট বিবেচনা করেন। আমারটাই সকলে অনুমোদন করলেন, কয়েকটি। সামান্য পরিবর্তনের পর আমার পরিকল্পনাই গৃহীত হল। এই পরিকল্পনা অনুসারে সাধারণ শাসন্‌-ব্যবস্থা একজন প্রেসিডেণ্ট জেনারেল দ্বারা পরিচালিত হবে, তিনি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত এবং অনুমোদিত হবেন। একটি সাধারণ কাউন্সিল বিভিন্ন উপনিবেশের ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত হবে। এই বিষয়ে কাগ্রেসে বিতর্ক চলতে লাগল, ইণ্ডিয়ান কাজ সম্পর্কিত কর্মের সঙ্গে সঙ্গেই। অনেক বাধা এবং প্রতিবাদ শুরু হল। অবশেষে সবই অবশ্য পার হওয়া গেল, পরিকল্পনা একমত হয়ে সকলে গ্রহণ করলেন, এর কপি বোর্ড অব্‌ ট্রেডের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা হল। প্রত্যেকটি প্রদেশের আইনসভার কাছেও এই পরিকল্পনা পাঠানো হল। তার অদৃষ্ট বড় বিচিত্র। অ্যাসেম্বলিগুলি এই প্রস্তাব গ্রহণ করল না, কারণ তাদের মনে হল যে এই বাবস্থায় স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ বড বেশি, আর ইংলণ্ডের লোকেরা মনে করল যে এই পরিকল্পনা বড় বেশি 'গণতান্ত্রিক'। বোর্ড অব্‌ ট্রেড তাই এই পরিকল্পনা অনুমোদন করলেন না, মহামান্য সম্রাটের অনুমোদনার্থেও সুপারিশ করা হল না। তবে, আরেকটি পরিকল্পনা তাঁরা করলেন, উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে তা উন্নততর বিবেচিত হল। তার বিধান অনুসারে স্ব-স্ব আইন-সভার কিছু সদস্যসহ প্রদেশের গভর্নররা মিলিত হয়ে সেনাবাহিনী গঠন, দুর্গ নির্মাণ প্রভৃতি করবেন। গ্রেট ব্রিটেনের ট্রেজারি থেকে অর্থ গ্রহণ করবেন। সেই অর্থ পরে পার্লামেণ্টের একটি অ্যাক্টের দ্বারা আমেরিকার উপর ট্যাক্স বসিয়ে শোধ করা হবে। আমার পরিকল্পনা, এবং তার সপক্ষে আমার যুক্তি আমার মুদ্রিত রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলীর মধ্যে পাওয়া যাবে পরবর্তী শীতকালে বোস্টনে থাকার ফলে গভর্নর শার্লির সঙ্গে উভয়বিধ পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা হল। আমার প্রবন্ধাবলীর মধ্যে গভর্নরের সঙ্গে যেসব আলোচনা হয়েছিল তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যাবে। আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে বিভিন্ন এবং বিপরীত মতামত দেখে আমার সন্দেহ হয় যে এই হয়ত আসলে মাধ্যম। আমার আজও মনে হয় মহাসমুদ্রের দুপাশের মানুষের পক্ষেই এই পরিকল্পনা গৃহীত হলে হয়ত ভালই হত। এইসব কলোনিগুলি এইভাবে সম্মিলিত হলে আত্মরক্ষার পক্ষে ভাল হত। তাহলে ইংলণ্ড থেকে সৈন্য পাঠাবার আর প্রয়োজন হত না, আমেরিকার উপর ট্যাক্স ধার্য করার ওজর এবং তার রক্তাক্ত পরিণতি হয়ত এড়িয়ে যাওয়া যেত। তবে, এজাতীয় ভুল নতুন নয়; ইতিহাস, রাষ্ট্র এবং রাজন্যবর্গের কর্ম ভ্রান্তিতেই পরিপূর্ণ।

'Look round the habitable world, how few
Know their own good, or knowing it pursue.'

অর্থাৎ—

পৃথিবীর বাসভূমির দিকে তাকিয়ে দেখ, কত কমসংখ্যক মানুষ তাদের হিতাহিত বোঝে, বা জেনেও ক-জন সেইমত চলে।

যাঁরা শাসক, তাঁদের হাতে অনেক কাজ ; নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ বা পালন করার ঝুঁকি তাঁরা নিতে চান না। উৎকৃষ্ট জনকল্যাণমূলক সরকারি কার্য তাই কদাচিৎ প্রাক্তন জ্ঞান থেকে গ্রহণ করা হয়, ঘটনার প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই তা গৃহীত হয়।

পেনসিলভ্যানিয়ার গভর্নর অ্যাসেম্বলিতে পেশ করার সময় এই পরিকল্পনায় তাঁর অনুমোদন জ্ঞাপন করেন : 'এই পরিকল্পনা অতিশয় স্পষ্টভাবে এবং দৃঢ় বিচারশীল মন নিয়ে রচিত, সুতরাং আমি আপনাদের অত্যন্ত গভীর এবং নিবিড় চিত্তে এটাকে বিবেচনা করতে অনুরোধ করি।' ব্যবস্থ্যা-সভা অবশ্য কোন এক সদস্যের ব্যবস্থায় আমার অনুপস্থিতি কালে এই পরিকল্পনা বিচারার্থ উপস্থাপিত করেন। এই ব্যবস্থা আমাব কাছে ন্যায়সঙ্গত মনে হয়নি। বিশেষ কোন আলোচনা না করেই হাউস এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করেন, তাতে আমার দুঃখের আর সীমা থাকে না।

সেই বছর বোস্টন যাত্রাকালে ন্যু ইয়র্কে আমাদের নতুন গভর্নরের সঙ্গে দেখা হল, মিঃ মরিস তখন সবে ইংলণ্ড থেকে এসেছেন ; তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তিনি মিঃ হ্যামিলটনকে নামিয়ে সেই পদে বসার আদেশ নিয়ে এলেন। মিঃ হ্যামিলটন কলহ ইত্যাদিতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই পদত্যাগ করেন। মিঃ মরিস আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, শাসনযন্ত্র চালানো অসুবিধাজনক হবে কি না।

আমি বললাম—'না, আপনি বরং অত্যন্ত আরামদায়ক অবস্থার মধ্যে থাকবেন, অ্যাসেম্বলির কোনও কোঁদলে শুধু শুধ জড়িয়ে পড়বেন না।'

তিনি মধুরভাবে বললেন : 'প্রিয় বন্ধু ! বিরোধ এড়ানোর জন্য কি করে উপদেশ দিচ্ছেন ? সে আমার কাছে সবচেয়ে বড় আনন্দ। তবে, আপনার মতের প্রতি সম্মানার্থ আমি কথা দিচ্ছি, যথাসম্ভব তাএড়িয়ে চলব।'

বিরোধ-প্রীতির জন্য তাঁর নিশ্চয়ই কিছু হেতু ছিল। ওজস্বী এবং অত্যন্ত কেতাদুরস্ত হওয়ায় তার্কিক আলোচনায় তিনি সাধারণত সাফল্য লাভ করেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর বাবা ছেলেদের কলহ করতে শিক্ষা দিতেন এবং ডিনারের পর নিজে বসে সেই দ্বন্দ্ব শুনতেন চিত্ত বিনোদনার্থে। তবে, আমার মনে হয় এই অভ্যাস ভাল নয়। কারণ, দেখেছি, প্রতিবাদ, বাদানুবাদ, লোকজনের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক প্রভৃতি ব্যাপারের বড় অশুভ পরিণতি। মাঝে মাঝে হয়ত তাঁরা বিজয় লাভ করেন, কিন্তু শুভেচ্ছা লাভ করেন না। শুভেচ্ছা

লাভটাই ওদের কাছে বিশেষ প্রয়োজনীয়। বিদায় নিয়ে তুজন তুদিকে যাত্রা করলাম। উনি ফিলাডেলফিয়ায় আর আমি বোস্টনে। ফিরে এসে অ্যাসেম্বলির ভোটের ব্যাপারে দেখা হল, বুঝলাম যে আমার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিশেষ বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েছেন ;—যতদিন তিনি শাসকপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এই দ্বন্দ্ব ছিল নিরন্তর। এই ব্যাপারে আমারও পূর্ণ অংশ মিলেছিল, অ্যাসেম্বলিতে আমি আবার আসন পাওয়ার পর, তার বক্তব্য ও বাণীর জবাব দেওয়ার জন্য আমাকে প্রায় সব কমিটিতেই নেওয়া হয়েছিল, আর কমিটি থেকেও আমাকে সব সময়েই উত্তরের খসড়া তৈরির নির্দেশ দেওয়া হত। আমাদের উত্তর এবং বাণী অধিকাংশ সময়েই বেশ কড়া হত, মাঝে-মাঝে অশোভনভাবে গালাগালি মাখাও। তিনি জানতেন যে আমি অ্যাসেম্বলির জন্য খসড়াদি করে থাকি, পরস্পর দেখা হলে গলা কাটার অবস্থা সৃষ্টি হত। কিন্তু মানুষ হিসাবে এমনই মধুর প্রকৃতির ছিলেন তিনি যে এই বিতর্কের ফলে আমাদের ব্যক্তিগত মতভেদ ঘটেনি। আমরা মাঝে-মাঝে একত্র পানাহার করতাম। একদিন অপরাহ্ণে এইজাতীয় এক সরকারি কোন্দলের পর আমাদের হঠাৎ পথে দেখা হল। তিনি বললেন, 'ফ্র্যাঙ্কলিন, তুমি আমার বাড়ি চল, সেখানে তোমাকে আমার সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটাতেই হবে। আমার কয়েকজন বন্ধু আসবেন, যাঁদের তোমারও ভাল লাগবে।' তারপর আমার হাত ধরে তিনি বাড়ি নিয়ে চললেন। আহারাদির পর সুরা পানের অবসরে চটকদার আলোচনা চলল, সেই সময় তিনি রহস্য করে বললেন যে সাঙ্কো-পাঞ্জার আইডিয়া তাঁর ভাল লাগে। সাঙ্কোকে যখন শাসন-ভার দেওরার কথা হয়, তখন তিনি বললেন, 'আমি ব্ল্যাকদের (কৃষ্ণাঙ্গ) শাসন করব, কারণ তাদের সঙ্গে মতভেদ ঘটলে তাদের বিক্রি করে দেওয় যাবে।' আমার পাশেই তাঁর যে বন্ধুটি বসেছিলেন তিনি বললেন—'ফ্র্যাঙ্কলিন, তুমি এই পচা কোয়েকারদের সঙ্গে ভিড়ছে কেন? ওদের বিক্রি করে দাও না কেন? অধিকারী নিশ্চয়ই ভাল দাম দেবেন।' আমি বললাম, গভর্নর এখনও ওদের যথেষ্ট কালো করতে পারেন নি।' তিনি সত্যই অ্যাসেম্বলিতে তাঁর বাণীর দ্বারা তাদের যথেষ্ট কালো করার চেষ্টা করলেন—কিন্তু রঙ লাগানোর সঙ্গেই তাঁরা সে রঙ তাড়াতাড়ি মুছে ফেলতে পারতেন, পরিবর্তে ওঁর মুখেই ঘন করে কালি লেপে দিতেন। নিজেরাই শেষ পর্যন্ত নিগ্রোত্ব প্রাপ্তির সম্ভাবনায় তিনি ও হ্যামিলটন অবশেষে ক্লান্ত হয়ে এই লড়াই পরিহার করে কর্মে ইস্তফা দান করলেন।

এই সরকারি কোন্দলের মূলেও কিন্তু এই কর্তৃত্ব এবং বংশগত শাসন পরিচালনা। যখন তাঁদের প্রদেশের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে কোনও খরচের প্রয়োজন হত, তখন তাঁরা অতিশয় নীচতার সঙ্গে তাঁদের সরকারি ডেপুটিদের নির্দেশ দিতেন যাতে তাঁদের বিপুল সম্পত্তির করদানের দায় থেকে নিষ্কৃতি লাভ করেন। এমনকি এইসব সহকারীদের কাছ থেকে তাঁরা চুক্তি আদায় করে নিতেন এই

নির্দেশ আক্ষরিকভাবে পালনের জন্য। তিন বছর ধরে অ্যাসেম্বলিতে এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছে, শেষ পর্যন্ত অবশ্য মাথা নত করতে হয়েছে। অবশেষে কাপ্তেন ডেনি, যিনি গভর্নর মরিসের উত্তরাধিকারী, এই নির্দেশ অমান্য করতে সাহসী হলেন। কী করে তা সম্ভব হল আমি তা অতঃপর প্রদর্শন করব।

আমি কিন্তু আমার কাহিনী নিয়ে অতি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। গভর্নর মরিসের আমলের কতকগুলি ব্যাপার আছে যা উল্লেখ করা এখনো বাকি আছে।

ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ একরকম শুরু হয়ে গেছল। ম্যাসাচুসেটস বে-র গভর্নর ক্রাউন পয়েন্ট আক্রমণের পরিকল্পনা ফাঁদছিলেন; পেনসিলভ্যানিয়ার পাঠিয়ে দিলেন মিঃ কুইন্‌সিকে আর মিঃ পাউনালকে (পরে গভর্নর পাউনাল) ন্যু ইয়র্কে পাঠালেন সাহায্যের আশায়। আমি অ্যাসেম্বলিতে থাকায় তাঁর মেজাজ জানতাম, আর আমি নিজে মিঃ কুইন্‌সির স্বদেশবাসী, তিনি আমার প্রভাব ও সহায়তা প্রার্থনা করলেন। আমি তাঁর ভাষণ বলে দিলাম, তা খুব ভালভাবে গৃহীত হল। ১০,০০০ পাউণ্ড সাহায্যদানের পক্ষে ভোট লাভ হল, সেই টাকায় রসদ কেনা হবে। কিন্তু গভর্নর এই বিলে সম্মতি দানে অসম্মত হলেন। (এই অসম্মতিতে এই অর্থ এবং সম্রাটের প্রয়োজনার্থে সুপারিশকৃত অন্য অর্থও ছিল) তাঁর বক্তব্য হল, জমিদার সম্প্রদায়কে সর্বপ্রকার ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে—এই ধারা সন্নিবেশিত না থাকলে তিনি পাশ করবেন না, অ্যাসেম্বলি যদিচ এই ধারা পাশ করানোয় অতিশয় আগ্রহশীল ছিলেন, কিভাবে যে তা করা যায় বুঝতে পারছিলেন না। মিঃ কুইন্‌সি কঠোর পরিশ্রম করলেন গভর্নরের সম্মতি লাভের আশায়, কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনতে রাজি নন। আমি তখন বিনা গভর্নরেই কাজ চালানোর একটা মতলব বার করলাম, লোন অফিসের ট্রাস্টিদের নির্দেশে ঋণপত্র বার করতে বললাম,—অ্যাসেম্বলির আইন অনুসারে তা বিধিসম্মত। সেই সময় অফিসে সামান্যই টাকা ছিল বা কিছুমাত্র টাকা ছিলনা। আমি তাই প্রস্তাব করলাম যে এই আদেশের অর্থ এক বছরের মধ্যে দেয় থাকবে, এবং শতকরা পাঁচ টাকা সুদ দেওয়া হবে। আমার ধারণা হল, যে এই আদেশে সহজেই রসদ ক্রয় করা যাবে। অ্যাসেম্বলি এতটুকু ইতস্তত না করেই এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। তৎক্ষণাৎ অর্ডার ছাপিয়ে বার করা হল, কমিটির তরফ থেকে তাতে সই করা এবং সব ব্যবস্থা করার ভার ছিল আমার উপর। এই প্রদেশে ঋণ বাবদ যে কাগজের মুদ্রা চালু ছিল তার উপর সুদ প্রদানের যে টাকা ছিল সেই টাকাতেই তহবিল গঠিত হল, তা ছাড়া আবগারি খাতে যে কর আদায় হত, তা যুক্ত হল। এই যথেষ্ট। তৎক্ষণাৎ ধার পাওয়া গেল—শুধু যে রসদের জন্য টাকা পাওয়া গেল তা নয়, বহু ধনী ব্যক্তি, যাঁদের টাকা এমনই জমে পড়ে ছিল, তাঁরাও সেই টাকা এই খাতে লগ্নি করলেন, কারণ এই অর্থের উপর সুদ অর্জন করতে পারেন, আবার প্রয়োজন-

মত নগদ টাকা হিসাবে ভাঙিয়ে নিতেও পারেন। সুতরাং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এই ঋণ-পত্র কেনা হল—কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কিছুই আর পড়ে রইল না। সুতরাং এইভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটি আমার দ্বারা সম্পূর্ণ হল। মিঃ কুইন্সি অ্যাসেম্বলিকে প্রচুর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। তাঁর দৌত্যের উত্তম ফল লাভ করে ফিরে গেলেন। তিনি চিরদিনই আমার জন্য অতিশয় আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বহন করতেন।

ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট নিয়মিত ইংরেজ সৈন্যের দুটি বাহিনী-সহ জেনারেল ব্র্যাডককে পাঠালেন, তার কারণ অ্যালবানিতে প্রস্তাবিত উপনিবেশের সংযুক্তীকরণ তাঁরা পছন্দ করলেন না। প্রতিরক্ষার্থে সংযুক্ত উপনিবেশ তাঁদের বিশ্বাসভাজন হল না। পাছে তারা সামরিক দিক থেকে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, এই সময়ে তাদের সম্বন্ধে বিদ্বেষ ও সন্দেহের ভাব ছিল। জেনারেল এসে ভার্জিনিযার আলেকজান্দ্রিয়ায় অবতরণ করলেন। তারপর মেরিল্যাণ্ডের ফ্রেডরিকে গেলেন মার্চ করে, সেইখানে গাড়ির জন্য অবস্থান করলেন। বিশ্বস্ত সূত্রে সংবাদ পেয়ে আমাদের অ্যাসেম্বলির মনে আশঙ্কা হল যে তাদের সম্পর্কে জেনারেলের মনে তীব্র বিরূপতা আছে। তাঁরা আমাকে নিদেশ দিলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য, তাঁদের একজন হিসাবে নয়, পোস্টমাস্টার জেনারেল হিসাবে। এই সাক্ষাৎকার হবে তাঁর এবং বিভিন্ন প্রদেশের গভর্নরদের মধ্যে চিঠি-পত্র কিভাবে অধিকতর নিশ্চয়তা ও সুষ্ঠু ভঙ্গীতে বিলি করা যায় তার অজুহাত নিয়ে ; কারণ গভর্নরদের সঙ্গেই তাঁর নিয়মিত চিঠিপত্র চলাচল হবে, তার জন্য তাঁরা খরচ দেওয়ার প্রস্তাব জানালেন। আমার পুত্র এই যাত্রায় আমার সঙ্গে চলল। ফ্রেডরিকে জেনারেলের সঙ্গে আমাদের দেখা হল। তিনি তখন ভার্জিনিয়া ও মেরিল্যাণ্ডের পিছন দিক থেকে যাদের পাঠিয়েছেন ওয়াগন সংগ্রহার্থে তাদের প্রত্যাবর্তনের আশায় অসহিষ্ণুভাবে অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁর সঙ্গে কয়েক দিন রইলাম। প্রতিদিন একত্র আহার করতাম। তাঁর সকল বিরূপতা দূরীকরণের সুযোগ গ্রহণ করলাম, অ্যাসেম্বলি তাঁর আগমনের পূর্বে প্রকৃতপক্ষে কি করেছেন এবং এখনও তাঁর সাহায্যার্থ কি করতে পারেন, তা জানালাম। আমি যখন ফিরে আসছি, তখন ওয়াগনের হিসাব এল। দেখা গেল সংখ্যায় সেগুলি পঁচিশটি। সবগুলি আবার কার্যক্ষম নয়। জেনারেল এবং অন্যান্য সব অফিসারবৃন্দ বিস্মিত হলেন ; ঘোষণা করলেন যে অভিযান শেষ হল, কারণ আর অভিযান অসম্ভব। তিনি তাঁর মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নানারূপ উক্তি করতে লাগলেন, কারণ না জেনে শুনে তাঁরা এইরকম এক জায়গায় অবতরণ করেছেন, যেখানে আহার্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি বহনের জন্য অন্তত ১৫০ খানি ওযাগন প্রয়োজন। আমি বললাম যে তাঁরা যে পেনসিলভ্যানিয়ায় অবতরণ করেন নি তা দুঃখের বিষয়, কারণ সেখানে প্রতিটি কিষাণের একটি করে ওয়াগন আছে। জেনারেল তখনই আমার কথার খেই ধরে বললেন, 'তাহলে আপনি, মশায়, আপনার

সেখানে প্রভাব আছে, হয়ত আমাদের জন্য ওয়াগন সংগ্রহ করতে পারবেন। আপনাকে এই কাজটি করার জন্য অনুরোধ করি।'

আমি প্রশ্ন করলাম যে প্রয়োজন হলে ওয়াগনের মালিকদের কী দাম দেওয়া যাবে এবং যে হার প্রয়োজনীয় হতে পারে মনে হলে তা লেখাপড়া করে নিতে চাইলাম। আমি এ কাজ করেছি, তাঁরাও রাজি হলেন ; তৎক্ষণাৎ আদেশ ও নির্দেশ প্রস্তুত হল। আমি ল্যাঙ্কাস্টারে পৌঁছেই যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম তাতেই বোঝা যাবে সেই নির্দেশ কি—, তার আকস্মিক প্রতিক্রিয়ার খাতিরে আমি তা সবিস্তারে এখানে মুদ্রিত করছি।

বিজ্ঞাপন

ল্যাঙ্কাস্টার, এপ্রিল ২৬, ১৭৫৩

যেহেতু বর্তমানে উইল্‌স্‌ক্রীকে অবস্থিত মহামান্য সম্রাটের সেনাবাহিনীর প্রয়োজনে ১৫০টি ওয়াগন, প্রতিটি ওয়াগনের জন্য চারটি ঘোড়া এবং ১৫০০ স্যাডল বা ঘোড়া চাই, এবং যেহেতু মহামান্য জেনারেল ব্র্যাডক আমাকে এই চুক্তি এবং ভাড়া করার ভার অর্পণ করেছেন, আমি এতদ্বারা সর্বসাধারণকে বিজ্ঞাপিত করছি যে আজ থেকে আগামী বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আমি এই উদ্দেশ্যে ল্যাঙ্কাস্টারে অবস্থান করব এবং বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ইয়র্কে থাকব। আমি এইসব স্থানে ওয়াগন গ্রহণে প্রস্তুত থাকব, একক ঘোড়াও গ্রহণ করব এবং তার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা থাকবে : যথা, চারটি উত্তম অশ্ব-সহ ওয়াগনের জন্য এবং ড্রাইভারের জন্য, তাদের ভাড়া দেওয়া হবে দৈনিক পনেরো শিলিং। প্রতিটি কর্মক্ষম অশ্ব এবং জিন ও আসবাব বাবদ দৈনিক দু-শিলিং দেওয়া হবে। উইল্‌স্‌ ক্রীকে সৈন্যদলে যোগদানের সময় থেকে এই দাম দেওয়া হবে। সেই তারিখ আগামী ২০শে মে-র মধ্যে হওয়া চাই, উইল্‌স্‌ ক্রীকে যাওয়া এবং কর্মশেষে উইল্‌স্‌ ক্রীক থেকে ঘরে ফেরার সময় উপযুক্ত পাথেয় দেওয়া হবে। প্রতিটি ওয়াগন এবং দল, প্রতিটি সাজ বা ঘোড়া আমি এবং মালিকের মধ্যে পছন্দের পর দর ঠিক করা হবে। কোন ওয়াগন বা কর্মরত ঘোড়া যদি নষ্ট হয়, উপযুক্ত মূল্যায়ন অনুসারে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। সাত দিনের বেতন প্রতিটি ওয়াগন বা দলের মালিককে চুক্তির সময় প্রয়োজন হলে আমি অগ্রিম দেব। বক্রী পাওনা জেনারেল ব্র্যাডক বা সেনা-বাহিনীর কোষাধ্যক্ষ দিয়ে দেবেন তাদের খারিজ হওয়ার সময় বা যে সময় তাঁরা দাবি করবেন সেই কালে। কোন ওয়াগনের ড্রাইভার বা ঘোড়ার পরিচালককে কোন কারণেই সৈনিকের কর্তব্যভার দেওয়া হবে না বা তাদের গাড়ি বা ঘোড়ার কাজ ভিন্ন অন্য কোনও কাজের তদারকি করতে দেওয়া হবে না ; সমস্ত যব, ইণ্ডিয়ান শস্যাদি বা অন্য যে-যব শস্যাদি ঘোড়াদের খাদ্য হিসাবে আনা হবে তা প্রয়োজনাতিরিক্ত

হলে সৈন্যদের ব্যবহারার্থ দেওয়া হবে, তার জন্য অবশ্য উপযুক্ত দাম দেওয়া হবে।

মন্তব্য :—আমার পুত্র উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কলিন কাম্বারল্যাণ্ড কাউন্টিতে অনুরূপ চুক্তি সম্পাদন করতে পারবেন।

বি. ফ্র্যাঙ্কলিন

ল্যাঙ্কাস্টার, ইয়র্ক এবং কাম্বারল্যাণ্ড কাউন্টির জনগণের উদ্দেশ্যে বন্ধু ও স্বদেশবাসীগণ :

কয়েক দিন ধরে ফ্রেডরিকে ক্যাম্পে থাকায় আমি লক্ষ্য করেছি যে জেনারেল এবং তাঁর সহকারিবৃন্দ প্রদেশ থেকে প্রত্যাশিত ঘোড়া এবং গাড়ি না পাওয়ায় বিশেষ হতাশ্বাস হয়েছেন। গভর্নর এবং আমাদের অ্যাসেম্বলির মধ্যে মতবিরোধ হেতু উপযুক্ত অর্থ ববাদ্দ হয়নি, কিংবা এ বিষয়ে কোন বন্দোবস্তও করা হয়নি।

প্রস্তাব কবা হযেছিল, এইসব অঞ্চলে সশস্ত্র বাহিনী পাঠিযে যথাসম্ভব গাডি সংগ্রহ কবা হবে, এবং প্রযোজনানুসারে জনগণকে সেনাদলে ভর্তি হতে বাধ্য করা হবে—এইসব গাড়ি ও ঘোড়া পবিচালনার জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেইমত।

আমার সংশয হযেছে যে এই অবস্থায কাউন্টিতে ব্রিটিশ সৈনিকদের অগ্রগতিপথে (বিশেষত তারা যেভাবে আমাদের উপর ক্রুদ্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আছে) অধিবাসিবৃন্দের অনেক লাঞ্ছনা সম্ভব। তাই সুযোগ পাওয়ামাত্রেই স্বেচ্ছায় ন্যায় ও সঙ্গতভাবে যেটুকু কবা যায় তার জন্য সচেষ্ট হয়েছি। এইসব পশ্চাদপদ দেশসমূহের জনগণ সম্প্রতি অ্যাসেম্বলিতে অনুযোগ করেছেন যে যথেষ্ট মুদ্রার অভাব আছে এখন উপস্থিত নিজেদের মধ্যে যথাসম্ভব অর্থ আহরণের এবং ভাগ করে নেওয়ার। কারণ এই অভিযানের (সম্ভবত কেন, নিঃসন্দেহে তাই হবে) কাল ১২০ দিনব্যাপী—এইসব ঘোড়া এবং ওযাগনের ভাডা বাবদ ৩০,০০০ পাউণ্ড পাওয়া যাবে এই অনুমান করি। রাজকীয় রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রায় সেই অর্থ আপনাদের দেওয়া হবে।

কাজটা হালকা এবং সহজ, কারণ সেনাবাহিনী দিনে বডজোর বারো মাইল মার্চ করবে, ওয়াগন এবং মালবাহী ঘোড়া সেনাবাহিনীর সঙ্গে সঙ্গেই মার্চ করবে, দ্রুত যাবে না; সেনাবাহিনীর জন্য একান্তভাবে যা প্রযোজনীয় শুধুমাত্র সেইসব সরঞ্জাম নিযে যাওয়া হবে, দ্রব্যাদি কি শিবিরে কি মার্চের সময় সৈন্যের প্রয়োজনেই অতিমাত্রায় নিরাপদভাবে রাখা হবে।

আপনারা যদি প্রকৃতই মহামান্য সম্রাটের উত্তম এবং বিশ্বস্ত প্রজা হন, এবং আমার বিশ্বাস আপনারা তাই, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই এই গ্রহণযোগ্য কর্ম গ্রহণ করবেন এবং কাজটি নিজেদের মত সহজসাধ্য করে নেবেন। যাঁরা আলাদাভাবে তাঁদের খামার বা ব্যবসা থেকে ওয়াগন বা চারটি ঘোড়া ছেড়ে

দিতে পারবেন না, তাঁরা সমবেতভাবে তা করতে পারবেন—একজন ওয়াগন দেবেন, আর একজন দেবেন একটি কি তুটি ঘোড়া, আর একজন দেবেন ড্রাইভারের প্রাপ্যটা; সকলের মধ্যে আনুপাতিকভাবে ভাগ করে নেবেন। এমন উত্তম বেতন এবং গ্রহণযোগ্য চুক্তি অনুসারেও আপনি যদি সরকারের সহায়তা না করেন তাহলে আপনার রাজভক্তি সম্পর্কে গভীর সন্দেহ জাগবে। সম্রাটের কাজ করতেই হবে। এত সব সাহসী সৈনিক, এত দূরে এসেছেন আপনাদের প্রতিরক্ষার জন্য, আপনাদেব কাছে যা প্রত্যাশিত তার অভাবে আপনাদের এই অনগ্রসরত্বের জন্য তাঁরা কি অলস, অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকবেন? ওয়াগন এবং ঘোড়া অবশ্যই চাই, হযত কঠোব ব্যবস্থাব প্রয়োজন হবে, আপনাদের নিঃসহায় অবস্থার কোনপ্রকাব প্রতিবিধান না করেই এ সমস্ত জিনিস জোর করে গ্রহণ করা হবে, আপনাদের দিকে হযত কোন দয়াই প্রদর্শন করা হবে না।

আমার এই ব্যাপারে বিশেষ কোন স্বার্থ নেই, (শুধুমাত্র সৎকর্ম সাধন ছাড়া আর কিছুই নয়) কেননা আমার এই প্রচেষ্টায আমার শুধু পরিশ্রমই সার। এইভাবে ওয়াগন এবং ঘোড়া সংগ্রহ যদি সফল না হয়, চোদ্দ দিনেব মধ্যে জেনারেলকে জবাব দিতে হবে। আমাব মনে হয় যে সম্রাটের বাহিনীর রসদ সংগ্রহকারী স্যার জন সেণ্ট ক্লেয়াব তাঁর বাহিনী নিয়ে এই প্রদেশে এই উদ্দেশ্যেই আসবেন—তার ফলে আমি বেদনাবোধ করব, কারণ,

আমি আপনাদের সুহৃদ ও হিতৈষী

বি. ফ্র্যাঙ্কলিন

জেনাবেলের কাছ থেকে আমি ৮০০ পাউণ্ডেব মত পেয়েছিলাম ওয়াগন মালিকদের দাদন বাবদ ব্যয় করাব উদ্দেশ্যে। এই অর্থেব পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না, আমি নিজে আরও তুশো পাউণ্ড আগাম দিলাম, আব তু-সপ্তাহের মধ্যে ১৫০টি ওয়াগন ও ২৫৯টি ভাববাহী অশ্ব শিবির অভিমুখে যাত্রা করল। বিজ্ঞাপনে বলা ছিল যে ওযাগন বা ঘোড়া নষ্ট হলে তার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। মালিকবা বলতে লাগলেন তাঁরা জেনাবেল ব্র্যাডককে চেনেন না, তাঁর প্রতিজ্ঞার মূল্য তাঁদের কাছে তুচ্ছ; তাই তাঁরা আমাকেই জামিন হতে বললেন। আমিও সেইমত কাজ করলাম।

একদিন সন্ধ্যায় যখন কর্নেল ডানবারের সেনাবাহিনীর সঙ্গে নৈশ ভোজ গ্রহণ করছি, তিনি নিম্নপদস্থ সৈনিকদের একটা অসুবিধার কথা আমাকে জানালেন। তাঁবা সাধারণত তেমন অর্থশালী নন, এই মহার্ঘ দেশে জিনিসপত্র সংগ্রহ করার মত অর্থ-সম্পদ তাঁদের নেই। এই বিজন প্রান্তরের মধ্যে কেনার মত কি বা তাঁরা পেতে পারেন। আমি তাঁদের অবস্থা বিবেচনা করে তাঁদের কিছু সহাযতা করব মনস্থ করলাম। আমি কিছুই বললাম না, আমার অভিপ্রায় তাঁকে জানালাম না; কিন্তু পরদিনই অ্যাসেম্বলিতে কমিটির কাছে

লিখে পাঠালাম—তাঁদের হাতে কিছু সরকারি অর্থ ছিল। আমি বললাম এই অফিসারদের অবস্থা বিবেচনা করা কর্তব্য এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং আহার্য উপহার দেবার জন্য অনুরোধ জানালাম। আমার পুত্রের শিবির জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তার সম্ভাব্য প্রয়োজন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকায়, সে আমাকে একটি তালিকা রচনা করে দিল, আমি সেটি আমার পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলাম। কমিটি আমার প্রস্তাব অনুমোদন করলেন এবং এত সত্বর ব্যবস্থা করলেন যে আমার পুত্রের মারফত ওয়াগন পৌছানোব সঙ্গে সঙ্গেই এইসব জিনিস এসে গেল। কুড়িটি পার্সেল এল, প্রতিটিতে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি ছিল :

৬ পাঃ লোফ স্নুগার (রুটির সঙ্গে খাওয়ার চিনি)
৬ পাঃ উত্তম মস্কভাডো চিনি,
১ পাঃ উত্তম গ্রীন চা—
১ পাঃ উত্তম বোহিযা চা—
৬ পাঃ উত্তম চূর্ণ কফি
৬ পাঃ চকোলেট
অর্ধ হন্দর সেরা শ্বেত বিস্কুট
অর্ধ পাঃ লঙ্কা
১ কোয়ার্ট সেরা শ্বেত ওয়াইন ভিনিগার
১ গ্লুচেস্টার চীজ
১ কেগ কুড়ি পাঃ উত্তম মাখন
২ ডজন প্রাচীন মদিরিযা ওযাইন
২ গ্যালন জ্যামাইকা স্পিবিট
১ বটল সরিষা চূর্ণ
২ উত্তম হ্যাম
অর্ধ ডজন শুষ্ক জিহ্বা
৬ পাঃ চাল
৬ পাঃ কিসমিস

এই কুড়িটি পার্সেল চমৎকারভাবে প্যাক করে ঘোড়াগুলির পিঠে চাপানো হল, প্রতিটি পার্সেল প্রতিটি অফিসারের জন্য উপহার। এই উপহারগুলি ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হল। উভয় সেনাবাহিনীর কর্নেলদ্বয় আমাকে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলেন। জেনারেলও এইসব ওয়াগন এবং ঘোড়া সংগ্রহে আমার আচরণ দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন ; তৎক্ষণাৎ আমার হিসাবের টাকা মিটিযে দিলেন, আমাকে বার-বার ধন্যবাদ জানালেন এবং পুনরায় আহার্যাদি সংগ্রহের অনুরোধ জানালেন। আমি তা করেছিলাম, এবং তাঁর পরাজয়-বার্তা না শোনা পর্যন্ত আমার কর্তব্য করে গেছি। প্রয়োজন মত

টাকাও আগাম দিয়েছি প্রায় ১০০০ পাউণ্ড। আমার ব্যক্তিগত তহবিল থেকে দিয়েছি, তাঁকে তার হিসাবও দিয়েছি। আমার সৌভাগ্যক্রমে যুদ্ধের কয়েকদিন আগে সেটি তাঁর কাছে পৌছায়: তিনি আমাকে মোট ১০০০ পাউণ্ড দিয়েছিলেন, বাকি টাকা পরবর্তী হিসাবের জন্য রাখা হয়। আমি এই প্রাপ্য পাওয়াটাকে সৌভাগ্য মনে করি কারণ বক্রী টাকা পরে আর পাওয়া যায়নি। সে বিষয়ে পরে সবিস্তারে বলব।

জেনারেল ছিলেন একজন সাহসী ব্যক্তি। কোনও য়ুরোপীয় যুদ্ধে একজন উত্তম অফিসার হিসাবে বিবেচিত হতে পারতেন। তবে, তাঁর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ছিল, নিয়মিত সেনাবাহিনী সম্পর্কে অতিরিক্ত বিশ্বাস ছিল। কিন্তু আমেরিকান এবং ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে তিনি অতি নীচ ধারণা পোষণ করতেন। আমাদের ইণ্ডিয়ান দোভাষী জর্জ ক্রোগহান এই রকম একশো লোক নিয়ে তাঁর অভিযানে যোগ দিয়েছিলেন, এই মানুষগুলি সেনাবাহিনীর কাছে পথপ্রদর্শক এবং ব্রতী সেবক হিসাবে অতিশয় মূল্যবান হতে পাবত; তিনি কিন্তু তাদের অবহেলা এবং তাচ্ছিল্য করেছেন। তারা ধীরে ধীবে তাদের দল পরিত্যাগ করেছে। আলোচনা প্রসঙ্গে একদিন তিনি তাঁর পরিকল্পিত অগ্রগতি সম্পর্কে বলছিলেন :

'ডুকোয়েস্‌ন্‌ দুর্গ অধিকার করার পর আমি নায়েগ্রা যাব, তারপর সেই অঞ্চল অধিকার করে যাব ফ্রণ্টেনাক, যদি আবহাওয়া অনুকূল থাকে এবং আমার বিশ্বাস তা থাকবে। ডুকোয়েস্‌ন্‌ আমাকে বড়-জোর তিন চার দিন আটকাবে। তারপব নায়েগ্রা অভিযানে আমাকে বাধা দিতে পারে এমন কিছুই নেই।'

আমি মনে ভাবলাম, তাঁর সেনাদলকে যে সুদূর পথ অতিক্রম করতে হবে, জঙ্গল আর ঝোপে ভরা সে পথ, আর ১৫০০ ফরাসী সৈন্য ইরোকুয়োর পথে পরাজিত হয়েছিল তার সংবাদও পড়েছি। সুতরাং এই অভিযানের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমার মনে শঙ্কা ও সংশয় ছিল। আমি সাহস করে শুধু বললাম, 'সত্যি কথা বলতে কি মশায়, আপনি যদি গোলাবারুদ-সমৃদ্ধ এই চমৎকার সেনাবাহিনী নিয়ে কিছু আগে-ভাগে পৌছাতে পারেন! যতদূর শুনেছি ও জায়গায় দুর্গ নেই, কোন সেনানিবাস নেই; সুতরাং তারা অতি সংক্ষিপ্ত প্রতিরোধে সমর্থ হবে মাত্র। আপনার অভিযানে আমার একমাত্র আশঙ্কা ইণ্ডিয়ানদের ফাঁদচক্র (ambuscade) দ্বারা আপনি প্রতিহত হতে পারেন। নিয়মিত অভ্যাসের ফলে ওরা এই কর্মে বিশেষ কুশলতা লাভ করেছে। আপনার ক্ষীণ সেনা-লাইন প্রায় চার মাইল লম্বা; তার কোনও অংশ আকস্মিক আক্রমণে আক্রান্ত হয়ে পড়তে পারে, লম্বা সুতো যেমন বিভিন্ন অংশে ছিঁড়ে যায় তেমনই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে, দূরত্বের জন্য সৈন্যেরা পরস্পরের সাহায্যে এসে পৌছাতে পারবে না।'

আমার অজ্ঞতায় হেসে তিনি জবাব দিলেন, 'এই অসভ্যরা আপনাদের

অনভিজ্ঞ আমেরিকান সেনাবাহিনীর কাছে দুর্ধর্ষ হতে পারে, সম্রাটের নিয়মিত সেনাবাহিনীর কাছে তারা সুবিধা করতে পারবে এ কথা ভাবা অসম্ভব।' সামরিক কর্মচারীর সঙ্গে যুদ্ধ বিষয়ে তর্ক করা আমার পক্ষে অনুচিত; সেই বিষয়ে আমি সচেতন ছিলাম। আমি আর কিছু বললাম না। শত্রুপক্ষ কিন্তু তাঁর সেনাবাহিনীর সুদীর্ঘ লাইনের সুযোগ গ্রহণ করেনি, বিনা বাধায় অগ্রসর হতে দিয়েছে; তাদের ঘাঁটির ন-মাইল পর্যন্ত যেতে দিয়েছে। তারপর একসঙ্গে অনেকে যখন গেল (কারণ তখন সবেমাত্র তারা একটি নদী পার হয়েছে, সকলের আগমনের জন্য পুরোভাগের বাহিনী অপেক্ষা করছে; বনের উন্মুক্ততর অংশে তখন তারা এসে পড়েছে) ঠিক সেই সময় গাছের আড়াল থেকে, ঝোপ থেকে ওরা প্রচণ্ড আঘাত শুরু করল—জেনারেল এই প্রথম শত্রু যে কাছাকাছি তার সংবাদ পেলেন। এই প্রথম দল বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় জেনারেল তাদেব সাহায্যার্থ আরো সেনা পাঠালেন। ওয়াগন এবং পশুবাহিনী দ্বারা তা পাঠানো হল অতি দ্রুত গতিতে, ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল। অতি অল্পকালের মধ্যে আগুন একেবারে দলের সম্মুখে এসে পড়ল; অফিসাররা ছিলেন অশ্বপৃষ্ঠে, তাদের সহজেই চেনা গেল। তাঁদের অতি দ্রুত ঘায়েল করা হল, সৈন্যরা একসঙ্গে জড়ো হয়ে রইল, কোন হুকুম না পাওয়ার ফলে দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুলি খেয়ে মরল। এইভাবে দুই-তৃতীয়াংশ হত হল, তারপর ভয়ে ও আতঙ্কে সমগ্র দল পালিযে এল। গাড়িওয়ালারা প্রত্যেকে এক একটি ঘোড়া খুলে নিয়ে পালালো। সকলেই তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল, ফলে ওয়াগন, খাদ্যদ্রব্য, গুলিবারুদ, জিনিসপত্র সবই শত্রুর হাতে পড়ল। জেনারেলও আহত হয়ে পড়েছিলেন, ফলে অতি কষ্টে তাঁকে নিয়ে আসা হল। তাঁর সেক্রেটারি শার্লি তারই পাশে দাড়িয়ে হত হলেন। ৮৬ জন অফিসারের মধ্যে ৬৩ জন হত বা আহত হলেন। ১১০০ সৈনিকের মধ্যে ৭১৪ জন হত হলেন। এই ১১০০ জন সকলেই সমগ্র সেনাবাহিনীর বাছাই-করা সৈনিক। সৈন্যগুলি ছিল কর্নেল ডানবাবের কাছে, তাঁর অধিকতর ভারি রসদ, জিনিসপত্র ও গুলি বারুদ নিয়ে আমার কথা। পলাতকদের কেউ পিছু নেয়নি, তাই তারা ডানবারের শিবিরে সোজা ফিরে এল। তারা এসে যে আতঙ্ক বিস্তার করল, তা তৎক্ষণাৎ তাঁকে এবং তাঁব সমগ্র বাহিনীকে গ্রাস করল। এখন যদিও তাঁর ১১০০-র বেশি সেনা ছিল আর সে শত্রুদল ব্র্যাডকের দলকে পরাজিত করেছিল, তাদের সংখ্যা একত্রে ৪০০ ফ্রেঞ্চ ও ইণ্ডিয়ানের বেশি নয়, তবু হৃত-সম্মান উদ্ধারের জন্য কোনও চেষ্টা না করে তিনি আদেশ দিলেন সমস্ত মালপত্র, রসদ, গোলাবারুদ প্রভৃতি নষ্ট করে ফেলতে, কারণ, তার ফলে অধিকতর অশ্ব সেনাদের উপনিবেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে এবং তাদের অতি অল্প পরিমাণ মালপত্র নিয়ে যেতে হবে। তখন ভার্জিনিয়া, মেরিল্যাণ্ড, পেনসিলভ্যানিয়া প্রভৃতি অঞ্চলের গভর্নরবৃন্দ অনুরোধ করলেন যে

তাঁদের সীমান্ত অঞ্চলে অন্তত কিছু সৈন্য রাখতে, যারা অধিবাসিবৃন্দকে কিঞ্চিৎ নিরাপত্তা দান করতে পারবে। কিন্তু তিনি সারা দেশ ব্যেপে তাঁর সেই দ্রুত অভিযান চালাতে লাগলেন এবং পেনসিলভেনিয়ায় এসে না পৌছানো পর্যন্ত আপনাকে নিরাপদ মনে করলেন না—সেখানকার অধিবাসীরা অন্তত তাঁদের রক্ষা করতে পারবে। সমগ্র ব্যাপারটি আমাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করল যে ব্রিটিশ বাহিনীর শক্তি সম্পর্কে যা শোনা যায় তার ভিত্তি তেমন সুদৃঢ় নয়।

তাদের প্রথম অভিযানেও তাদের প্রথম আচরণ থেকে শুরু করে উপনিবেশ ত্যাগ করা পর্যন্ত তারা স্থানীয় অধিবাসীদের লুণ্ঠন করেছে, কয়েকটি দরিদ্র পরিবারকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করেছে, তাছাড়া কেউ বাধা দিলে তাদের গাল দিয়েছে, আটক করে রেখেছে। সুতরাং এইসব আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্পর্কে ঘৃণা সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট। আমরা কি সত্যই এই চেয়েছিলাম! আমাদের ফরাসী বন্ধুদের আচরণ কত বিভিন্ন ছিল! ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে রোড আইল্যাণ্ড থেকে ভার্জিনিয়ার ঘন-বসতি অঞ্চল দিয়ে প্রায় সাতশো মাইল ধরে ফরাসী সৈন্য চলাচল করেছে, একটি শূকর, মুরগি বা আপেল পর্যন্ত চুরি যায়নি বা তার অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

কাপ্তেন ওর্মে ছিলেন জেনারেলের এ-ডি-কং-এর (সহকারী) অন্যতম। তিনি ভীষণভাবে আহত হয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছিল। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গেই ছিলেন,—কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু ঘটেছিল। আমাকে বলেছিলেন যে প্রথম দিন এবং রাত্রি তিনি সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন, শুধু বলেছিলেন —'কেই বা এইসব ভেবেছিল ?' আবার নীরব হয়ে পরদিন বলেছিলেন— 'অন্য একসময় আমরা নিশ্চয়ই ওদের সঙ্গে আরও ভালভাবে লড়তে পারব।' তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা গেলেন।

সেক্রেটারির কাগজ পত্র, জেনারেলের অর্ডার সমূহ, নির্দেশাবলী, চিঠিপত্র সবই শত্রুদের হাতে পড়েছিল। এর অনেকগুলি তাঁরা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন। যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে ব্রিটিশ দরবারের বিরুদ্ধ মনোভঙ্গীর পরিচায়ক হিসাবে সেগুলি প্রচারিত হয়। তার মধ্যে কয়েকখানিতে লক্ষ্য করলাম জেনারেল মন্ত্রিসভায় আমার উচ্চ প্রশংসা করে পত্র দিয়েছিলেন, আমাকে তাঁদের কাছে সুপারিশ করেছিলেন। ডেভিড হিউম কয়েক বছর পরে ফ্রান্সের নিযুক্ত মন্ত্রী লর্ড হার্টফোর্ডের সেক্রেটারি ছিলেন, পরে জেনারেল কনওয়ে যখন সেক্রেটারি অব্ স্টেট ছিলেন তখন তাঁর সেক্রেটারি হয়ে ছিলেন। তিনি বলে-ছিলেন যে অফিসে প্রেরিত ব্র্যাডকের চিঠিপত্র থেকে তিনি দেখেছিলেন আমার জন্য কিভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। অভিযান কিন্তু এইভাবে ব্যর্থ হওয়ায় আমার কর্ম তেমন মূল্য বা স্বীকৃতি লাভ করে নি, কোনদিন আমার প্রয়োজনে লাগে নি। তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার হিসাবে একটিমাত্র দ্রব্য আমি একবার চেয়েছিলাম, সেটি হল এই যে তিনি আদেশ দেবেন যে আমাদের ক্রীতদাসদের

আর সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হবে না ; যারা ইতিমধ্যেই তালিকায় ঢুকেছে তাদের তিনি নিজেই খারিজ করবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাই করেছিলেন, এবং কয়েকটি অবিলম্বে তাদের প্রভুর কাছে আমার অনুরোধানুসারে ফেরত যায়। যখন ডানবারের ঘাড়ে সেনাবাহিনীর ভার পড়ল তিনি এতটা উদার মনোভাব প্রদর্শন করেন নি। পশ্চাদপসরণের পর তিনি ফিলাডেলফিয়ায় ছিলেন বলে আমি তাঁর কাছে তিনজন দরিদ্র চাষীদের ক্রীতদাসদের ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলাম, তাদের দলভুক্ত করা হয়েছিল। প্রাক্তন জেনারেলের এই সম্পর্কিত আদেশের কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলাম। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে তাদের প্রভুরা যদি তার সঙ্গে ট্রেনটনে দেখা করেন, ন্যু ইয়র্কের পথে তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানে যাবেন, সেখানে তিনি তাদের হাতেই লোকগুলিকে প্রত্যর্পণ করবেন। তারপর খরচপত্র করে কষ্ট সহকারে গিয়ে হাজির হল, কিন্তু তখন প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন না। অর্থক্ষতি ও মনকষ্ট নিয়ে তারা ঘরে ফিরে এল।

ওয়াগন এবং ঘোড়ার ক্ষতির সংবাদ পৌঁছানোমাত্র সবাই আমার কাছে এসে ক্ষতিপূরণ চাইতে লাগল, আমি তা দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। ওদের দাবি আমাকে বিশেষ বিপদে ফেলল। আমি ওদের বললাম যে সামরিক খাজাঞ্চির কাছে টাকা মজুত আছে, তবে, জেনারেল শার্লির কাছ থেকে হুকুম আসা প্রয়োজন ; আমি তার জন্য আবেদন করেছি। তবে, তিনি তখন অনেক দূরে থাকায় তাড়াতাড়ি জবাব পাওয়া সম্ভব নয়, ওদের একটু ধৈর্য ধরে থাকা উচিত। এসব কিন্তু তাদের সন্তুষ্ট করতে পারল না, কয়েকজন আমার নামে মামলা দায়ের করতে শুরু করল। জেনারেল শার্লি শেষ পর্যন্ত এই ভয়ঙ্কর দায় থেকে মুক্ত করলেন, তিনি দেয় মেটানোর জন্য দাবি বিবেচনা করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন কমিশনার নিযুক্ত করলেন। প্রায় ২০,০০০ পাউণ্ডের মোট দাবি, সেই টাকা আমাকে দিতে হলে আমি সর্বস্বান্ত হতাম।

পরাজয়ের সংবাদ আমরা পাওয়ার আগেই বণ্ড নামে দুজন ডাক্তার আমার কাছে এলেন উত্তম বাজি পোড়ানোর বন্দোবস্ত করার জন্য—ডুকোয়েস্‌ন্ দুর্গ জয় করার আনন্দে এই বহ্ন্যুৎসব আয়োজিত হবে। আমি গম্ভীরভাবে বললাম, যখন সত্যকার আনন্দের সংবাদ পাওয়া যাবে তখনই আনন্দের আয়োজন করার উত্তম ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। আমি তাঁদের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত না হওয়ায় তাঁরা বিশেষ বিস্মিত হলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বললেন—'কি আপদ ! আপনার নিশ্চয়ই এই ধারণা যে দুর্গ জয় করা যাবে না ?'

আমি বললাম, 'জয় করা যাবে কি যাবে না জানি না, তবে যুদ্ধের গতি প্রকৃতি অতিশয় অনিশ্চিত।' আমার এই সন্দেহের সপক্ষে ওঁদের যুক্তিও দিলাম। চাঁদা আদায়ের প্রস্তাব স্থগিত হল, এবং প্রস্তাবকরা নিশ্চয়ই খেদের

হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভ করলেন। ডাঃ বণ্ড পরে বলেছিলেন যে ফ্র্যাঙ্কলিনের এই কুচিন্তা তাঁর ভাল মনে হয়নি।

ব্র্যাডকের পরাজয়ের আগে গভর্নর মরিস নিয়ম করে অ্যাসেম্বলিতে বাণীর পর বাণী পাঠিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন। প্রতিরোধ ব্যবস্থার জন্য জমিদারদের উপর কর না চাপিয়ে সবরকম অর্থ তোলার জন্য আইন-সভাকে বাধ্য করতে চাইতেন। জমিদার সম্প্রদায়কে অব্যাহতি দান না করার জন্য তিনি সব বিল প্রত্যাখ্যান করতেন। এখন তিনি তাঁর আক্রমণ দ্বিগুণিত করলেন। এখন তাঁর সাফল্যের আশা অধিক, বিপদ ও প্রয়োজন এখন অনেক বেশি। অ্যাসেম্বলি কিন্তু দৃঢ়তা অবলম্বন করে রইলেন। তাঁদের বিশ্বাস যে ন্যায় তাঁদের সপক্ষে, গভর্নরের কথায় তাঁরা যদি অর্থ-বিলের ধারা পরিবর্তন করেন তাহলে তাঁরা তাঁদের এক ন্যায়সঙ্গত অধিকার বিসর্জন দেবেন। এই জাতীয় শেষতন এক বিলের দাবি ছিল ৫০,০০০ পাউণ্ড, প্রস্তাবিত পরিবর্তন ছিল একটি মাত্র কথার। বিলের ধারা ছিল যে 'রিয়্যাল' (বাস্তবিক) বা 'পার্সোনাল' (ব্যক্তিগত) সর্ববিধ সম্পত্তির ওপর ট্যাক্স ধার্য করা হবে, জমিদারি সত্বাধিকারীকে বাদ দেওয়া হবে না। তাঁর পরিবর্তনের প্রস্তাবে কেবল 'বাদ দেওয়া হবে না' কথাটি থেকে 'না' কথাটি উঠিয়া দেয়া হল। পরিবর্তনটি সামান্য বটে, কিন্তু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

যাই হোক, যখন বিপর্যয়ের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌঁছাল, আমাদের সেই দেশস্থ বন্ধুরা জমিদার সম্প্রদায়ের নীচতা সম্পর্কে এক তীব্র আন্দালন শুরু করলেন। তাঁরা গভর্নরকে যে হীন উপদেশ দিয়েছিলেন তার নিন্দা করা হল। আমরা তাঁদের অ্যাসেম্বলির দৈনন্দিন ঘটনা এবং গভর্নরের সঙ্গে বাদানুবাদের বিবরণ জানাতাম। তাঁরা অনেকে এমন কথাও বললেন যে প্রদেশ প্রতিরক্ষার ব্যবস্থায় বাধা দিয়ে তাঁরা তাঁদের অধিকারও নষ্ট করেছেন। এইসব দেখে জমিদাররা বিশেষ শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং তাঁদের রিসীভারদের মারফত সংবাদ দিলেন যে এই উদ্দেশ্যে অ্যাসেম্বলি যে·টাকাই দিক, সেই টাকার উপর তাঁরা ৫০,০০ পাউণ্ড দেবেন। সাধারণ ট্যাক্সের পরিবর্তে আগে থেকে বিজ্ঞপ্তি পেয়ে পরিষদ এই টাকা গ্রহণ করলেন। নতুন বিলে এই ধারা বাদ দিয়ে দেওয়া হল, তা সোজাসুজি পাশ হয়ে গেল। এই আইনানুসারে ৬০,০০০ পাউণ্ড খরচ করার ব্যাপারে আমিও একজন কমিশনার নিযুক্ত হলাম। আমি এই বিল খসড়া করা এবং তা পাশ করার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলাম। ঠিক এই সময়েই একটি স্বেচ্ছাবাহিনী গঠনের বিলের খসড়া করলাম। বিনা বাধায় সেই বিলটি পাশ হয়ে গেল, কারণ এই বিলে কোয়েকারদের যথা ইচ্ছা করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, এদিকে আমার লক্ষ্য ছিল। সামরিক স্বেচ্ছাবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্যে আমি একটা ডায়ালগ (বাদানুবাদ) রচনা করলাম, তাতে যথাসম্ভব সুবিধা ও অসুবিধার কথা প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গীতে লিখলাম। তা ছাপা

হওয়ার পর ভাল ফল পাওয়া গেল। শহরে এবং গ্রামে যখন কয়েকটি দল গঠিত হচ্ছে বা কুচকাওয়াজ শুরু হচ্ছে গভর্নর আমাকে অনুরোধ করলেন উত্তর পশ্চিম সীমান্তের ভার নিতে। সেই অঞ্চল তখন শত্রুতে পরিপূর্ণ, সেইখানে অধিবাসীদের প্রতিরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী গঠনের এবং দুর্গ নির্মাণের দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হল। নিজেকে এই কর্মের উপযুক্ত না মনে করলেও আমি এই সামরিক কর্ম গ্রহণ করলাম। তিনি আমাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা সহ পুরা হুকুমদারি দিলেন আর দিলেন একবস্তা ফাঁকা হুকুমনামা, আমি যাদের যোগ্য বিবেচনা করব তাদের অফিসার হিসাবে গ্রহণ করার পূর্ণ অধিকার। সেনা সংগ্রহে বিশেষ অসুবিধা হল না, অবিলম্বে আমি আমার তাঁবে ৫৬০টি সৈন্য পেলাম। আমার পুত্র ক্যানাডার বিরুদ্ধে গঠিত সৈন্যবাহিনীতে অফিসার ছিল, সে আমার দেহরক্ষী (এ-ডি-কং) হল ও আমার পক্ষে বিশেষ সহায়ক হল। ইণ্ডিয়ানরা গ্নাডেনহাট অগ্নিদগ্ধ করল, (এই গ্রামটিতে মোরাভিয়ানদের উপনিবেশ ছিল) সেখানকার অধিবাসীদের হত্যা করল। এই জায়গাটি কিন্তু দুর্গ নির্মাণের পক্ষে অতিশয় উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিল। সেইখানে মার্চ করে যাওয়ার জন্য আমি আমার দলকে বেথেলহামে সম্মিলিত করলাম; এই বেথেলহাম এইসব জনগণের অবস্থানের সর্বপ্রধান স্থান। আমি জায়গাটিকে প্রতিরক্ষার এমন চমৎকার স্থান লক্ষ্য করে বিস্মিত হলাম। গ্নাডেনহাটের ধ্বংসের পর ওদের মনে বিপদাশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। মূল বাড়িগুলি একটা আড়াল দ্বারা সুরক্ষিত। ওরা নিউ ইয়র্ক থেকে গোলাবারুদ কিনেছিল, এমনকি কিছু পরিমাণ পাথর ওদের জানলা এবং উঁচু টিলার বাড়ির মাঝে রেখেছিল, তাদের বাড়ির মেয়েরা ইণ্ডিয়ানদের দেখতে পেলেই জানলা থেকে এই পাথর তাদের মাথার উপর ফেলবে। আমাদের সশস্ত্র ভ্রাতৃবৃন্দ এদিকে লক্ষ্য রেখেছিল, গ্যারিসন শহরের মত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে নিয়মিত কাজ করছিল। বিশপ স্প্যাঙ্গেন-বার্গের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে আমি আমার বিস্ময় প্রকাশ করি—কারণ আমি জানতাম যে পার্লামেণ্টের এই আইনের দ্বারা এঁরা উপনিবেশে সাময়িক কর্তব্য পালনে অব্যাহতি লাভ করেছেন। আমার মনে হল এঁরা যেন নিয়মিতভাবে অস্ত্র বহনে অভ্যস্ত। তিনি জবাবে বললেন এটা ওঁদের বাঁধা বন্দোবস্ত নয়, তবে, ঐ আইন পাশ হওয়ার সময় অনেকে এটাই বাঁধা-ধরা বলে স্থির করে নেন। এইবার ওরা সবিস্ময়ে দেখল যে সামান্য মাত্র লোক এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। মনে হয় ওরা নিজেরা ঠকেছে, নয় পার্লামেণ্টকে ঠকিয়েছে। তবে, বর্তমান আপৎকালে খামখেয়ালী মতামতের চাইতে সাধারণ বুদ্ধিই প্রবল হয়ে উঠেছে।

তখন জানুয়ারির সূচনা। আমরা দুর্গ রচনার কাজে লেগেছি। আমি মিনিসিংক্স-এ একটা বাহিনী প্রেরণ করলাম, তাদের উপদেশ দিলাম নিরাপত্তার জন্য দেশের সেই উচ্চতম অঞ্চলে একটি দুর্গ রচনা করতে; আর নিম্নাংশেও অনুরূপ একটি প্রস্তুতের জন্য নির্দেশ দিলাম। আমি নিজে অবশিষ্ট

সেনাদল-সহ গ্নাদেনহাটে যাওয়ার বন্দোবস্ত করলাম,—সেখানে অবিলম্বে একটি দুর্গ গঠন করা প্রয়োজন। মোরাভিয়ানরা আমাদের জন্য পাঁচটি ওয়াগনও ব্যবস্থা করে দিলেন, তাতে আমাদের যন্ত্রপাতি, জিনিসপত্র ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার সুবিধা হল। বেথেলহাম ত্যাগ করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে এগারো জন কৃষক ইণ্ডিয়ানগণ কর্তৃক তাদের খামার থেকে বিতাড়িত হয়ে আমাদের কাছে অস্ত্র-ভিক্ষা করল, যাতে করে ফিরে গিয়ে আবার গবাদি পশুগুলি উদ্ধার করতে পারে। আমি তাদের প্রত্যেককে একটি করে বন্দুক এবং উপযুক্ত গোলা-বারুদ দান করলাম। বেশিদূর না যেতেই বৃষ্টি আরম্ভ হল, সারাদিন ধরে বৃষ্টি হতে লাগল। সেখানে কোনও অধিবাসী নেই যে পথে কোথাও আমরা বিশ্রাম করব। রাত্রিতে একজন জার্মানের বাড়িতে এসে আশ্রয় পেলাম। তাঁর গোলবাড়িতে যতদূর ভেজা সম্ভব ততদূর সিক্ত অবস্থায় চুপচাপ একত্রে জড়ো হয়ে রইলাম। আমরা যে অভিযানকালে আক্রান্ত হইনি এই আমাদের সৌভাগ্য, কারণ আমাদের অস্ত্রাদি ছিল অতি সাধারণ ধরনের এবং আমাদের লোকজন তাদের বন্দুক শুকনো রাখতে পারেনি। এ বিষয়ে ইণ্ডিয়ানদের কৌশল জানা আছে, যা আমাদের নেই। তারা ঐ দিন পূর্বোক্ত এগারো জন দরিদ্র চাষীকে ধরে তাদের দশজনকে হত্যা করল। যে লোকটি পালাতে পেরেছিল সে এসে আমাদের জানালো এ খবর। সে বলল যে তার এবং সহচরদের বন্দুকের বারুদ প্রভৃতি জলে ভিজে গিয়ে অকেজো হয়ে পড়ে।

পরদিনটি বেশ পরিষ্কার হওয়ায় আমাদের অভিযান আবার শুরু হল, তারপর আমরা জনহীন গ্নাদেনহাটে এসে পৌঁছলাম। কাছাকাছি একটা করাত-কল ছিল, তার আশেপাশে কয়েকখানি তক্তা পড়ে ছিল। সেই দিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি ঘর বানিয়ে নিলাম—সেই বেয়াড়া আবহাওয়ায় এই আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল, কারণ আমাদের সঙ্গে ছাউনি ছিল না। আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হল সেই মৃতদেহগুলিকে সযত্নে কবরস্থ করা, স্থানীয় লোকজন তাদের অর্ধেকটা করে মাত্র কবরস্থ করেছিল। পরদিন প্রাতে দুর্গের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হল এবং স্থানটি চিহ্নিত হল। পরিধি হল ৪৫৫ ফুট। তার জন্য অনেকগুলি গাছের গুঁড়ি চাই কীলক তৈরি করার জন্য। এক ফুট ব্যাস-বিশিষ্ট কীলক একটির উপর আরেকটি বসানো হবে। আমাদের সঙ্গে সত্তরটি কুঠার ছিল, তখনই কাজে লাগা হল,—গাছ কাটার কাজ। আমাদের লোকজন এই কর্মে পারদর্শী হওয়ায় বেশ কাজ হল। গাছগুলিকে এত দ্রুত পড়তে দেখে কৌতূহলী হয়ে আমি ঘড়ি দেখতে লাগলাম। ওদিকে দুজন একটা পাইন গাছ কাটতে শুরু করল। ছ-মিনিটেই তারা গাছটিকে ভূপাতিত করল। দেখলাম তার ব্যাস প্রায় চোদ্দ ইঞ্চি। প্রতিটি পাইন গাছে তিনটি করে কীলক তৈরি হল। প্রতিটি আঠারো ফুট লম্বা, একটা দিক তীক্ষ্ণ। এইসব যখন তৈরি হচ্ছে, আমাদের অন্যান্য কর্মীরা চতুর্দিকে তিনফুট গভীর খাদ খনন করতে লাগলেন,

তার ভিতর কীলকগুলি বসানো হবে। আমাদের ওয়াগনের বডি খুলে নিয়ে তাইতে করে অরণ্যের ভিতর থেকে কাঠ বহন করে আনা হল। এগুলি ঠিকমত সাজানো হওয়ার পর আমাদের ছুতারবৃন্দ প্রায় ছ-ফুট উঁচু একটা মঞ্চ বানালেন। তার চারদিকে বোর্ড বসানো হল, ভিতরের গর্ত দিয়ে যখন গুলি ছোড়া হবে তখন যাতে তারা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আমাদের একটিমাত্র ঘোরানো বন্দুক ছিল, আমরা একদিকে উঠে পড়ে বন্দুকটা বসিয়েই গুলি ছুড়তে শুরু করলাম,—ইণ্ডিয়ানরা জানুক, কাছাকাছি কেউ থাকলে শুনতে পেয়ে বুঝবে আমাদের কাছে এসব আছে। এইভাবে আমাদের দুর্গ (অবশ্য এই সামান্য মালখানাকে যদি এই জাঁকজমকপূর্ণ নাম দেওয়া যায়), সম্পূর্ণ হল মাত্র এক সপ্তাহের মধ্যে, যদিচ প্রতিদিনই এমনই জোর বৃষ্টি হত যে লোকজন কাজ করতে পারত না।

এই ঘটনাটি দেখে আমার ধারণা হল সে মানুষ যখন কর্মনিযুক্ত থাকে তখনই সে বেশ পরিতৃপ্ত থাকে। যে দিনগুলিতে ওরা কাজ করত ওদের প্রকৃতি বেশ সুন্দর এবং আনন্দময় থাকত, সমস্ত দিন ধরে উত্তম কর্ম করেছে এই ধারণা বশত তারা সন্ধ্যাটা বেশ আনন্দ সহকারে কাটাত। কিন্তু কর্ম-বিরল দিনে ওরা বিদ্রোহীভাবাপন্ন এবং কলহপরায়ণ হয়ে উঠত। নিজেদের রুটি বা মাংসের মধ্যে ত্রুটি খুঁজে বার করত, নিরন্তর মেজাজ খারাপ রাখত। এই কথায় আমার এক সমুদ্রগামী কাপ্তেনের কথা স্মরণে এল, তিনি বিরাম-বিহীনভাবে তাঁর জাহাজের লোকজনকে কর্মরত রাখতেন। একবার যখন তাঁকে সর্দার এসে জানাল যে সব কাজ হয়ে গেছে, আর কিছু বাকি নেই, তখন তিনি বললেন, 'ওঃ তাই নাকি? তা ওরা এখন নোঙরটা বেশ মেজে ঘষে রাখুক।"

এইজাতীয় কেল্লা যতই তাচ্ছিল্যকর হোক, ইণ্ডিয়ানদের প্রতিহত করার পক্ষে যথেষ্ট, কেননা ওদের কামান ছিল না। এখন এইভাবে নিরাপদ অবস্থায় থাকার ফলে এবং প্রয়োজন হলে ফিরে যাওয়ার পথ আছে দেখে আমরা সাহস করে কাছাকাছি অঞ্চলে অভিযান শুরু করলাম। কোথাও কোন ইণ্ডিয়ানের সঙ্গে দেখা হল না, তবে, আমরা কাছাকাছি পাহাড়ে তাদের অবস্থানের ডেরা দেখতে পেলাম, সেখান থেকে ওরা আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখে। ওদের এইসব জায়গাগুলির গঠনপদ্ধতির মধ্যে একটা কৌশল আছে যা উল্লেখনীয়। তখন শীতকাল, সেই কারণে আগুনের প্রয়োজন; কিন্তু সাধারণ রকমের আগুনের প্রয়োজন সমতল মাটিতে জ্বালানো হলে, তা ফুটে উঠবে এবং দূর থেকে তাদের গুপ্ত ঘাঁটির হদিশ পাওয়া যাবে। ওরা তাই মাটিতে তিন ফুট ব্যাস পরিমাণ একটা খাদ খনন করে,—তার চেয়ে গভীরও হয় কোন কোন ক্ষেত্রে। আমরা দেখলাম কিভাবে তারা কাটারি দিয়ে পোড়া কাষ্ঠখণ্ড থেকে কাঠকয়লা কেটে নিয়েছে। এই কয়লা দিয়ে ওরা ক্ষুদ্র আগুনের

ব্যবস্থা করে। গর্তের নিচে এবং ঘাস এবং আগাছার মধ্যে আমরা ওদের দেহের ছাপ দেখতে পেতাম, চতুর্দিকে শুয়ে পড়ে ওরা কোনও রকমে ওদের গা গরম রাখে, সেটাই ওদের কাছে প্রধান কর্তব্য। এই ধরনের আগুন এমনভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে যে তাদের আলো, শিখা, ফুলকি বা ধোঁয়া কোন কিছু দ্বারাই ধরা যায় না। দেখা গেল, ওদের সংখ্যা তেমন অধিক নয়। মনে হল ওরা বুঝেছে যে আমরা সংখ্যায় অনেক বেশি। আমাদের আক্রমণ করে তেমন সুবিধে হবে না।

আমাদের ধর্মযাজক হিসাবে সঙ্গে ছিলেন একজন নৈষ্ঠিক প্রেসবিটারিয়ান পুরোহিত, তাঁর নাম মিঃ বেয়াত্তি। তিনি আমার কাছে অভিযোগ জানালেন যে তাঁর প্রার্থনা-সভায় এবং উপদেশের আসরে সকলে উপস্থিত থাকেন না। যখন ওদের দলভুক্ত করা হয় তখন প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল যে ওদের মাহিনা এবং খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও প্রতিদিন এক পাঁট করে রাম্ মদ্য দান করা হবে। প্রতিদিন সকালে অর্ধেক এবং সন্ধ্যায় অর্ধেক ওদের একেবারে নিয়মিতভাবে দেওয়া হত। ওরা সেই দ্রব্য গ্রহণ করার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে হাজির হত, আমি দেখেছি। আমি তাই মিঃ বেয়াত্তিকে বললাম, 'হয়ত আপনার পক্ষে রাম্ বিতরণকারী স্টুয়ার্ড হওয়া সম্ভব নয়, সম্মানের হানিকর। কিন্তু আপনি যদি ঐ দ্রব্যটি বণ্টন করেন, এবং প্রার্থনাসভার পরে দেন, সবাই আপনার সভায় যোগ দেবে।'

এই কথাটা ওঁর ভাল লাগল। কাজটি গ্রহণ করলেন, কয়েকটি লোকের সহায়তা গ্রহণ করলেন মদ্য পরিমাপের জন্য, এবং ভালভাবেই এ কাজ সম্পন্ন করতে লাগলেন। এর আগে আর কখনও প্রার্থনাসভা এমন নিয়ম করে অনুষ্ঠিত হয়নি বা যথাসময়ে কেউ সেখানে উপস্থিত হয়নি। আমি তাই ভাবলাম ধর্মীয় সভায় অনুপস্থিতির জন্য সামরিক আইনানুসারে যে শাস্তিদানের ব্যবস্থা আছে, এই বন্দোবস্ত তার চেয়ে অনেক বেশি গ্রহণীয়।

আমার কাজ তখনও পুরো শেষ হয়নি, কেল্লায় খাদ্যদ্রব্যাদি ভাল করে গুদামজাত করা হয়নি, এমন সময় গভর্নরের কাছ থেকে এক পত্র পেলাম। তাতে এই সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে তিনি পরিষদের সভা ডেকেছেন এবং সেই সভায় আমার উপস্থিতি কামনা করেন। সীমান্তের অবস্থা যদি অনুকূল হয়, এবং আমার উপস্থিতি যদি আর তেমন আবশ্যিক না হয় তাহলেই চলে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। অ্যাসেম্বলিতে আমার যে-সব বন্ধুরা ছিলেন তাঁরাও আমাকে চিঠিপত্র দিয়ে তাগিদ দিচ্ছিলেন সম্ভব হলে অ্যাসেম্বলিতে যোগদানের জন্য। আমার সঙ্কল্পিত তিনটি দুর্গ ততদিনে সম্পূর্ণ হওয়ায় এবং নিরাপদ অবস্থায় বেশ শান্তির সঙ্গে অধিবাসীদের তাদের গোলাবাড়িতে থাকার সম্ভাবনা থাকায় আমি ফিরে যাওয়াই স্থির করলাম। বিশেষত নিউ ইংলণ্ডের অফিসার কর্নেল চ্যাপম্যান আমাদের এই শিবিরে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, ইণ্ডিয়ান

যুদ্ধাদিতে তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি এই সৈন্যবাহিনীর ভার গ্রহণে রাজি হলেন। আমি তাঁকে কমিশন দিলাম, এবং গ্যারিসনে প্যারেড করে সেই কমিশন বা অনুজ্ঞাপত্র পাঠ করলাম। একজন অফিসার হিসাবে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলাম সকলের সঙ্গে। সামরিক খুঁটিনাটি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ হওয়ায় তিনি আমার চেয়েও অনেক বেশি দক্ষ এবং যোগ্য ব্যক্তি। তাদের সামান্য উপদেশ দিয়ে আমি বিদায় নিলাম। আমাকে বেথেলহাম পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া হল, সেখানে ক্লান্তি অপনোদনের জন্য কয়েক দিন বিশ্রাম গ্রহণ করলাম। প্রথম রাত্রে উত্তম শয্যায় শয়ন করার ফলে আমি ঘুমাতেই পারলাম না, গ্নাডেন-হাটে আমাদের কুটিরের মাটির বিছানার থেকে কত প্রভেদ। একটি বা দুটি কম্বল গায়ে শুয়ে থাকতাম। বেথেলহামে থাকার সময় মোরাভিয়ানদের আচার ব্যবহার সম্পর্কে সামান্য জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। তাদের মধ্যে কয়েকজন আমার সঙ্গী হয়েছিলেন। সকলেই আমার প্রতি অতিশয় সদয় ছিলেন। আমি দেখলাম তাঁরা একটি সাধারণের সঞ্চয়-ক্ষেত্রের জন্য কাজ করেন, সাধারণের টেবলে একত্রে বসে আহার করেন, সর্বসাধারণের জন্য নির্দিষ্ট শয়নঘরে অনেকে এক সঙ্গে শয়ন করেন। এই আস্তানায় আমি লক্ষ্য করলাম ছাদের নিচে অসংখ্য গর্ত করা আছে। আমার মনে হল বায়ু আগমনের সুবিধার জন্য বিচার করেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমি ওদের গির্জায় গেলাম, সেখানে উত্তম সঙ্গীতে আমাকে আপ্যায়িত করা হল। অর্গ্যানের সঙ্গে বেহালা, ফ্লুট, ক্লারিওনেট প্রভৃতি বাজানো হল। আমি বুঝলাম যে আমাদের প্রচলিত রীতি অনুসারে এইখানে নর নারী এবং শিশুদের সম্মিলিত সমাবেশে ওদের উপাসনা মন্ত্র পাঠ করা হয় না। কোন সময়ে তারা কেবল বিবাহিত পুরুষরা, কখনো বা স্ত্রীলোকেরা, কখনো বা তরুণ তরুণীদের দল, কখনো শিশুরা প্রতিটি দলে বিচ্ছিন্নভাবে আসে। আমি যে উপদেশ শুনলাম তা শিশুদের জন্য। তারা এসে একসার বেঞ্চে বসে পড়ল, ছেলেগুলিকে নিয়ে এলেন তাদের একজন তরুণ শিক্ষক। আর মেয়েদের নিয়ে এলেন একজন তরুণী শিক্ষিকা। আলোচনা তাদের গ্রহণ ক্ষমতানুসারে রচিত এবং অতি মনোহর ভঙ্গীতে পরিবেশিত হল। পরিচিত ভঙ্গী, তাদের ভাল হওয়ার জন্য অনুরোধ উপরোধ। তারা বেশ সুশৃঙ্খল ভঙ্গীতে বসে রইল। কিন্তু তাদের বড়ই স্বাস্থ্যহীন এবং বিবর্ণ মনে হল। তার জন্য আমার সন্দেহ হল যে ওদের বোধহয় খুব বেশি গৃহাভ্যন্তরে রাখা হয়, বাইরে উপযুক্ত ব্যায়াম করতে দেওয়া হয় না।

মোরাভিয়ান বিবাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম, জানতে চাইলাম, লটারি করে বিবাহ হয় এ কথাটি সত্য কি না। আমি শুনলাম যে কোন-কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অবশ্য লটারি হয়, সব ক্ষেত্রে নয়। যখন কোন তরুণ বিবাহ করতে অভিলাষী হয়, সে তার বয়ঃজ্যেষ্ঠদের সে কথা জানায়। তাঁরা তখন বর্ষীয়সীদের

সঙ্গে পরামর্শ করেন,—তাঁরাই তরুণীদের দেখাশোনা করেন। এইসব বয়স্ক স্ত্রী এবং পুরুষরা তাঁদের শিষ্য শিষ্যাদের মন মেজাজ জানেন, কার সঙ্গে কার বিবাহ উপযুক্ত হবে সেই বিচার তাঁরা করতে পারেন; তাঁদের বিচার সাধারণত ঠিকই হয়। কিন্তু যদি দেখা যায় যে কোনও ছেলের জন্য দুই বা তিনটি মেয়ে সমানভাবেই উপযুক্ত, তখন লটারির সাহায্য নেওয়া হয়। আমি প্রতিবাদ করে বললাম, 'পারস্পরিক নির্বাচনের ফলে যদি বিবাহ না হয়, তাহলে তাদের অসুখী হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।'

আমার সংবাদদাতা বললেন, 'নিজেরা পছন্দ করে নিলেও তো সেই সম্ভাবনা আছে।' আমি অবশ্য একথা অস্বীকার করতে পারলাম না।

ফিলাডেলফিয়ায় ফিরে এসে দেখলাম যে আমাদের সৈন্যদল বেশ চলছে। যেসব অধিবাসীরা কোয়েকার নন তাঁরা সবাই আসছেন, যোগদান করেছেন। নিজেরাই নূতন আইনানুসারে এক একটি দল গঠন করেছেন, তাঁদের কাপ্তেন, লেফ্‌টেন্যাণ্ট প্রভৃতি নির্বাচন করে প্রতীক চিহ্নও স্থির করেছেন।

ডাঃ বণ্ড আমার কাছে এসে বললেন নতুন আইন সম্পর্কে কি পরিমাণ শ্রম করেছেন, তাঁর সেই প্রচেষ্টার জন্যই যে সব হয়েছে তাও বললেন। আমার অহঙ্কার ছিল যে আমার সেই সংলাপের ফলেই এইসব সম্ভব হয়েছে, তথাপি আমি তাঁকে তাঁর সেই ধারণা উপভোগ করতে দিলাম। এইসব অবস্থায় আমি সাধারণত এই পন্থাই শ্রেয় মনে করি। অফিসারদের মিটিং-এ আমাকে কর্নেল নির্বাচিত করা হল, আমি এইবার তা গ্রহণ করলাম। আমাদের কতগুলি কোম্পানি বা দল ছিল তা ভুলে গেছি, তবে ১,২০০ উত্তম আকৃতির সৈন্য যে প্যারেডে যোগদান করেছিল তা স্মরণে আছে, তার মধ্যে একদল ছিল গোলন্দাজ, তাদের ছয় খণ্ড পিতল-নির্মিত ফীল্ডপীস দেওয়া হয়েছিল। তারা সেই যন্ত্র ব্যবহারে এতই কুশলতা অর্জন করেছিল যে এক মিনিটে বারো বার গুলি নিক্ষেপ করতে পারত। প্রথমবার আমি যখন রেজিমেণ্ট পর্যবেক্ষণ করলাম তারা আমার বাড়ি পর্যন্ত অনুগমন করল, এবং আমার দোরগোড়ায় কয়েক রাউণ্ড গুলি ছুঁড়ে আমাকে সম্মান প্রদর্শন করল। তার ফলে আমার বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির অনেকগুলি ভেঙে-চুরে নষ্ট হয়ে গেল। আমার এই নতুন সম্মানও অনুরূপ ক্ষণস্থায়ী প্রমাণিত হল, কারণ অতি অল্পকালের মধ্যেই ইলংণ্ডের আইনানুসারে আমাদের সব কমিশন খারিজ হয়ে গেল।

আমার কর্নেলগিরির স্বল্পকালমধ্যে একবার ভার্জিনিয়া যাত্রার উপক্রম হওয়ায় আমার রেজিমেণ্টের অফিসারবৃন্দ স্থির করলেন যে আমার সঙ্গে নিচু ফেরিঘাট পর্যন্ত অনুগমন করবেন। আমি ঠিক যখন ঘোড়ায় উঠছি তখন ওঁরা আমার দোরগোড়ায় এসে হাজির। প্রায় ত্রিশ চল্লিশ জন—সবাই অশ্বপৃষ্ঠে এবং অঙ্গে সামরিক পরিচ্ছদ। আমি আগে এই বিষয়ে কিছুই জানতাম না, তাহলে বারণ করতাম; কারণ কোন রকম অবস্থাতেই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা গ্রহণে আমি রাজি

ছিলাম না। তাদের উপস্থিতিতে আমি বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম, কারণ, আমার কোন উপায় ছিল না যে ওদের সেই অনুগমন রোধ করি। তারপর, সবচেয়ে খারাপ যা দাঁড়াল তা এই, যাত্রা শুরু হতেই ওরা তরবারি খুলে সেই নগ্ন তরবারি প্রদর্শন করে সারা পথ চলল। কেউ একজন এর একটা বিবরণ জমিদার মহাশয়ের (Proprietor) কাছে পাঠালেন। প্রদেশে অবস্থানকালে তিনি বা তাঁর নিযুক্ত শাসনকর্তাদের কেউ কখনও এমনভাবে সম্মান প্রদর্শন করেনি। তিনি তাই বললেন, এসব রাজপুত্রদের পক্ষেই শুধু সঙ্গত। হয়ত তাই সত্য, কারণ এসব ব্যাপারে আদব কায়দা সম্পর্কে আমি সেদিনও যেমন ছিলাম আজও তদ্রূপ। এই ঘটনা কিন্তু আমার প্রতি তাঁর বিদ্বেষ বৃদ্ধি করল। আগেও তার পরিমাণ অল্প ছিল না, কারণ অ্যাসেম্বলিতে তাঁর জমিদারিকে ট্যাক্স থেকে অব্যাহতি দানের ব্যাপারে আমি বিরুদ্ধাচরণ করেছি, বেশ তীব্রভাবেই করেছি। তিনিও অত্যন্ত ক্ষুদ্রতা ও নীচতা প্রকাশ করেছেন তার প্রতিবাদ উপলক্ষে। আমি যে সম্রাটের কাজকর্মে বিরাট বাধাস্বরূপ, তিনি মন্ত্রিসভায় সেই মর্মে রিপোর্ট দিলেন। আমি নাকি আমার প্রভাব খাটিয়ে অ্যাসেম্বলির অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিচার আইন পাশে বাধা সৃষ্টি করেছি এবং অফিসারদের এই শোভাযাত্রা, আমি যে একদিন শাসন ক্ষমতা তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নেব, তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পোস্টমাস্টার জেনারেল স্যার এভেরার্ড ফকেনারের কাছে তিনি আবেদন করলেন আমাকে পদচ্যুত করার জন্য। কিন্তু স্যার এভেরার্ড-এর কাছ থেকে একটা ভদ্র তিরস্কার ছাড়া আর কোনও ফল হল না।

গভর্নর এবং হাউসের মধ্যে একটা বিরামবিহীন বিরোধ চলতে লাগল, সেই ব্যাপারে আমার অংশ ছিল অনেকখানি। তথাপি সেই মানুষটির সঙ্গে আমার ভব্যতাপূর্ণ সংযোগ ছিল, এবং আমাদের মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত বিভেদ ছিল না। আমি পরে ভেবে দেখেছি যে তাঁর এই স্বল্প বা কিছুমাত্র অসন্তোষ আমার প্রতি না থাকার কারণ আমি তাঁর বাণীর যে সব জবাব দিয়েছি তা হয়ত ব্যবসাগত প্রয়োজনে দিয়েছি; তিনি নিজে ছিলেন আইনজীবী, তাই হয়ত মনে করেছেন যে আমরা উভয়েই ব্যবসায়জীবী—এক মামলায় দু-জনেই দু-মক্কেলের তরফে লড়ছি, তিনি জমিদারের পক্ষে আর আমি অ্যাসেম্বলির তরফে। মাঝে-মাঝে কঠিন কঠিন বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শের জন্য তিনি আহ্বান জানাতেন, এবং প্রায়শই না হলেও মাঝে মাঝে আমার উপদেশ গ্রহণ করতেন। ব্র্যাডকের সেনাদলকে খাদ্যাদি দানের জন্য আমরা একযোগে কাজ করেছি, তাঁর পরাজয়ের শোকাবহ সংবাদ যখন এসেছে, গভর্নর আমাকে তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠিয়েছেন এবং পিছনের কাউন্টিগুলিকে পরিত্যাগ না করে কিভাবে রক্ষা করা যায় সেই বিষয়ে পরামর্শ করেছেন। আমি কি উপদেশ দিয়েছিলাম তা এখন ভুলে গেছি, তবে, মনে হয় বলেছিলাম

যে ডানবারকে লেখা হোক এবং অনুনয় করে বলা হোক যে সম্ভব হলে সীমান্ত অঞ্চলে আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করতে, অন্তত যতক্ষণ না কলোনি থেকে পরিপূরক সেনাদল গিয়ে পৌঁছায়। তারা পৌঁছালে তিনি হয়ত অভিযান চালাতে পারবেন। আমার সীমান্ত অঞ্চল থেকে প্রত্যাবর্তনের পর দুকোয়েস্‌ন্‌ দুর্গ দখলের জন্য তিনি আমাকেই প্রাদেশিক সেনার অধিনায়ক করে পাঠাতে চাইলেন। ডানবার তাঁর লোকজনকে নিয়ে তখন কর্মে ব্যস্ত। তিনি আমাকে জেনারেল হিসাবে কমিশন বা অনুজ্ঞা দানের প্রস্তাব করেন। আমার সামরিক শক্তিমত্তা সম্বন্ধে আমার ততখানি ভাল ধারণা ছিল না যা তাঁর ছিল, এবং আমার মনে হয় আমার সম্বন্ধে তিনি যা বলেছিলেন ততটুকু তিনি নিজেও বাস্তবিকপক্ষে আশা করেন নি কিংবা হয়ত তিনি মনে করেছিলেন যে আমার জনপ্রিয়তা হয়ত সৈন্য সংগ্রহে সহায়ক হবে এবং অ্যাসেম্বলিতে আমার প্রভাবের ফলে তাদের জন্য অর্থসংগ্রহ করা সহজ হবে, হয়ত জমিদারি সম্পত্তিকে করভারে জড়িত না করেও তা সম্ভব হবে। তাঁর প্রত্যাশানুযায়ী কর্মে আমাকে ততখানি অগ্রসর না দেখে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। শীঘ্রই তিনি শাসনকর্ম ত্যাগ করলেন, তাঁর পদ অধিকার করলেন কাপ্তেন ডেনি।

নূতন গভর্নরের শাসনকালে আমি কি ভূমিকা গ্রহণ করেছি সেই বিবরণ দানের পূর্বে আমার দার্শনিক খ্যাতি ও প্রতিপত্তির কিঞ্চিৎ হিসাব দিলে হয়ত অন্যায় হবে না।

১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে, আমি তখন বোস্টনে, সেখানে জনৈক ডাঃ স্পেন্সের সঙ্গে পরিচয় ঘটল। তিনি তখন সবে স্কটল্যাণ্ড থেকে এসেছেন, আমাকে কিছু বৈদ্যুতিক পরীক্ষার ফলাফল দেখালেন। সেগুলি অসার্থকভাবে গঠিত হয়েছিল, কেননা তিনি তেমন কুশলী ছিলেন না। কিন্তু বিষয়টি আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন হওয়ায় আমি যুগপৎ বিস্মিত এবং পুলকিত হলাম। ফিলাডেলফিয়া থেকে আমার প্রত্যাবর্তনের পর আমাদের লাইব্রেরি কোম্পানি মিঃ পিটার কলিনসন এফ. আর. এস্‌-এর কাছ থেকে একটি কাঁচের টিউব উপহার পেলাম; পরীক্ষাদির ব্যাপারে কিভাবে তা ব্যবহার করা যায় তার নির্দেশও সেইসঙ্গে ছিল। আমি বোস্টনে যা দেখেছিলাম তার পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ সাগ্রহে গ্রহণ করলাম, অনেক অভ্যাসের পর তা নিয়ে কাজ করার প্রস্তুতি লাভ করলাম এবং ইংলণ্ড থেকে প্রাপ্ত একটি বিবৃতি অনুসারে কয়েকটি নতুন জিনিস যোগ করলাম। আমি বলেছি অনেক অভ্যাসের ফল, কারণ, আমার বাড়ি নিরন্তর পরিপূর্ণ হয়ে থাকত, এই নতুন বিস্ময় দেখার জন্য লোকজন আসত সর্বদা। এই অস্বস্তি কিছু পরিমাণে ভাগ করে দেওয়া হল আমার বন্ধুদের মধ্যে। আমি কয়েকটি অনুরূপ টিউব নির্মাণ করে আমার বন্ধুদের উপহার দিলাম, তাঁরা তাই দিয়ে তাঁদের ঘর সাজালেন; ফলে

অবশেষে এইজাতীয় অনেক প্রদর্শক হলেন। এঁদের মধ্যে প্রধানতম হলেন মিঃ কিনারস্‌লি, আমার এক প্রতিভাশালী প্রতিবেশী; সেই সময় তাঁর ব্যবসাকর্ম ছিল না। আমি তাকে বললাম অর্থের বিনিময়ে এই পরীক্ষা-কর্ম চালাতে। তাঁর জন্য দুটি বক্তৃতা রচনা করে দিলাম, সেই বক্তৃতায় এই পরীক্ষার বিষয় এমনভাবে সাজানো হল এবং এমন কৈফিয়ত দেওয়া গেল যে প্রথমের পরীক্ষাটা বুঝলে পরের পরীক্ষাটা বোঝা সহজ হয়ে ওঠে। তিনি এই উদ্দেশ্যে এক চমৎকার যন্ত্র সংগ্রহ করলেন, তার মধ্যে আমি যত সব ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি সৃষ্টি করেছিলাম যন্ত্রনির্মাতারা তা সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিলেন। তাঁর বক্তৃতায় বেশ জনসমাবেশ হত, তাঁরা বেশ প্রীত হতেন। কিছুকাল পরে তিনি কলোনিগুলির প্রতিটি সদর শহরে প্রদর্শন করে কিঞ্চিৎ অর্থ সংগ্রহ করলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জে খুবই অসুবিধার মধ্যে পরীক্ষা-কার্য দেখানো চলে, কারণ সেখান বাতাসে আর্দ্রতা বেশি।

মিঃ কলিনসনেব কাছে আমরা এই টিউব উপহার দানের ব্যাপাব ইত্যাদির জন্য সবিশেষ কৃতজ্ঞ। আমি ভাবলাম যে আমরা যে সাফল্যের সঙ্গে এই কর্ম করতে পেরেছি একথা তাঁকে জানানো প্রয়োজন। তাঁকে আমাদের পরীক্ষার বিবরণ জানিয়ে কযেকটি পত্র দিলাম। তিনি সেগুলি রয়্যাল সোসাইটিতে পাঠ করলেন। সেখানে প্রথমটা এইগুলি তেমন মূল্যবান মনে হয়নি যে ছাপা যেতে পারে। মিঃ কিনারস্‌লিব জন্য লিখিত একটি পত্রে, বিদ্যুৎ ও মেঘের বিদ্যুৎ যে একই জিনিস সে সম্পর্কে আলোচনা ছিল। সেই চিঠি ডাঃ মিচেলের কাছে পাঠানো হল,—তিনি আমার পূর্বপরিচিত এবং এই সোসাইটিব একজন সদস্য ছিলেন। তিনি আমাকে চিঠি লিখে জানালেন যে পত্রটি পঠিত হয়েছে, তবে, বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা তা শুনে হেসেছেন। এই আলোচনা ডাঃ ফদারগিলকে দেখানো হল; তিনি তাকে মূল্যবান বললেন এবং ছাপতে পরামর্শ দিলেন। মিঃ কলিনসন Gentleman's Magazine-এ প্রকাশার্থ সেই প্রবন্ধ কেভকে দিলেন। কেভ কিন্তু এই প্রবন্ধটিকে পুস্তিকাকারে প্রকাশের জন্য মনস্থ করলেন, আর ডাঃ ফদারগিল ভূমিকা লিখলেন। কেভ তাঁর লাভ সম্বন্ধে ঠিক-ঠিক বিচার করেছিলেন, কারণ পরে যেসব পরিবর্ধন ঘটল তাতে সেই গ্রন্থ একটি কোয়ার্টো খণ্ডে পরিণত হল। পর-পর পাঁচটি সংস্করণ মুদ্রিত হল, এর জন্য তাঁব কোন আলাদা কপি-মূল্য লাগেনি।

ইংলণ্ডে এইসব প্রবন্ধাদির পরিচয় ঘটতে কিছু সময় লাগল। কাউন্ট দ্য বুঁফোর হাতে এক খণ্ড পড়েছিল, ফ্রান্সের এক অতি খ্যাত দার্শনিক ছিলেন তিনি,—শুধু ফ্রান্স কেন, সারা য়ুরোপে তিনি সম্মানিত ছিলেন। তিনি মিঃ ডালিবার্ডকে সেগুলি ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করতে বললেন। সেইসব প্রবন্ধাবলী প্যারীতে মুদ্রিত হল। রাজপরিবারের প্রাকৃতিক দর্শনের শিক্ষক

অ্যাবে নোলে কিন্তু এই প্রকাশনায় অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি ছিলেন একজন দক্ষ পরীক্ষক, এবং বিদ্যুৎ সম্পর্কে যে একটি মতবাদ তিনি রচনা করেছিলেন, তৎকালে সেটি অতিশয় প্রচলিত ছিল। এমন একটি মতবাদ যে আমেরিকা থেকে এসেছে তা তিনি বিশ্বাস করেন নি, তাঁর ধারণা হয়েছিল যে তাঁর পদ্ধতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁর ফ্রান্সস্থ শত্রুগণ এই কর্ম করেছেন। তারপর তাঁকে যখন বলা হল যে প্রকৃতই ফিলাডেলফিয়ায় ফ্র্যাঙ্কলিন নামে এক ব্যক্তি আছেন, তখন তিনি তাতে সন্দেহ প্রকাশ করলেন, এবং এক ভলুম্ম চিঠিপত্র প্রকাশ করলেন—সেগুলি আমাকেই সম্বোধন করে লিখিত। সেই পত্রাদিতে তাঁর মতবাদকে সমর্থন করলেন এবং আমার পরীক্ষার নির্ভুলত্ব অস্বীকার করলেন। তদ্দ্বারা যে অবস্থা সম্ভব আমি বলেছি তিনি তা অসম্ভব বললেন। আমি একবার স্থির করলাম যে অ্যাবের পত্রাদির উত্তর দিই, এবং প্রকৃতই উত্তর লিখতে শুরুও করেছিলাম। কিন্তু বিবেচনা করে দেখলাম যে আমার রচনা প্রধানত আমার পরীক্ষার বিবরণ মাত্র, যে-কোনও ব্যক্তি তার পুনরাবৃত্তি করে যথাযথ অবস্থা জেনে নিতে পারে ; তা যদি এইভাবে হাতে কলমে দেখে নেওয়া না যায়, তাহলে তার সমর্থন করা যায় না। অথবা সেইসব মতামত ধারণা হিসাবে প্রদত্ত, সংশয়াতীতভাবে বিধৃত নয় ; সুতরাং আমার পক্ষে জবাব দানের বা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও দায়িত্ব নেই। তাছাড়া বিভিন্ন-ভাষা-ভাষী দু-জন ব্যক্তির বাদানুবাদ ভুল অনুবাদে এবং ভুল ধারণায় এমন পরিপূর্ণ হবে যে, পরস্পরের অর্থ বোঝা যাবে না—অ্যাবের চিঠিগুলির অধিকাংশই অনুবাদের ভুলের ভিত্তিতে লিখিত। আমি স্থির করলাম আমার প্রবন্ধাদি নিজেরাই নিজের ব্যবস্থা করুক। জনসাধারণের কর্ম থেকে যতটুকু অবসর পেতে পারি সেটুকু বিতর্কে ব্যয় না করে আমার পরীক্ষা নিরীক্ষায় কাটাতে পারি। আমি তাই কদাপি মঁসিয়ে নোলেকে উত্তর দিইনি। এই নীরবতার ফলে আমাকে পরে অনুতাপ করতে হয়নি, কারণ আমার বন্ধু মঁসিয়ে লে রয়, আকাদেমি অব্ সায়েন্সের সদস্য আমার পক্ষ নিয়ে তার প্রতিবাদ করেছিলেন। আমার গ্রন্থ ইতালীয়ান, জার্মান এবং লাতিন ভাষাসমূহে অনূদিত হয়, এবং তার অন্তর্নিহিত মতবাদ কালে সর্বত্র স্বীকৃত হয় ; য়ুরোপের দার্শনিকরা অ্যাবের মতবাদ উপেক্ষা করে আমারটাই গ্রহণ করেন। তিনি নিজের সম্প্রদায়ের শেষতম মানুষ হিসাবে দেখে গেলেন—নিজেকে অবশ্য মিঃ বি-কে বাদ দিয়ে তাঁর অনুবর্তী এবং প্রত্যক্ষ শিষ্য।

আমার গ্রন্থকে যে জিনিসটি আকস্মিক এবং সাধারণ খ্যাতি দান করেছিল তা হল প্রস্তাবিত পরীক্ষার সাফল্য যা মার্লির মেসার্স ডলিবার্ড এবং ডেলোর করেছিলেন—মেঘ থেকে বিদ্যুৎ আহরণ করে। এই ব্যাপারটি জনসাধারণ আগ্রহকে অন্যদিকে নিয়ে গেল। মঁসিয়ে ডেলোরের একটি যন্ত্র ছিল ব্যবহারিক দর্শনের উপযোগী, তিনি বিজ্ঞানের সেই বিভাগেই বক্তৃতা করবেন। তিনি তাঁর

'Philadelphia Experiments'-এর পুনরাবৃত্তি করে চললেন এবং সম্রাট এবং রাজসভায় তা প্রদর্শিত হওয়ার পর প্যারীর সব কৌতূহলী লোক তা দেখার জন্য ছুটে এল। আমি সেই চরম পরীক্ষার এক বিবরণ দিয়ে এই বৃত্তান্ত স্ফীত করতে চাই না। ফিলাডেলফিয়ায় অনুরূপ ব্যাপারের সাফল্যে একটি ঘুড়ি আকাশে উড়িয়ে কী আনন্দ যে পেয়েছিলাম তাও আমি বলতে চাই না; কারণ এই উভয় কাহিনীই বিদ্যুতের ইতিহাসগুলিতে পাওয়া যাবে। ডঃ রাইট ছিলেন প্যারীতে প্রবাসী জনৈক ইংরাজ চিকিৎসক, রয়্যাল সোসাইটির আমার এক বন্ধুকে পত্রযোগে জানিয়েছিলেন যে সেখানে বিদেশের পণ্ডিত মহলে আমার আবিষ্কার সম্পর্কে কী উচ্চ ধারণা। আমার রচনাদি ইংলণ্ডে এত অল্প সমাদর লাভ করেছে দেখে তাঁরা বিস্মিত। এই ব্যাপারের পর সোসাইটি আমার পূর্বপঠিত পত্রাদির পুনর্বিচার শুরু করলেন। বিখ্যাত মনীষী ডঃ ওয়াটসন তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রস্তুত করলেন এবং আমি ঐ বিষযে আর যা সব ইংলণ্ডে পাঠিয়েছি তা সংযুক্ত করে, সেইসঙ্গে লেখকের কিছু প্রশংসাও জুড়ে দিলেন। সেই সংক্ষিপ্ত সার তারপর মুদ্রিত হল। এর পর লণ্ডন সোসাইটির কয়েকজন সদস্য, বিশেষ করে প্রতিভাধর মিঃ ক্যান্টন মেঘ থেকে বিদ্যুৎ আহরণের প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করে দেখলেন একটি সুতীক্ষ্ণ ডাণ্ডার সাহায্যে, তারপর সাফল্য লাভ করায় সোসাইটির সকলে অবিলম্বে আমাকে পূর্বে তাচ্ছিল্য করার জন্য যথেষ্ট মার্জনা ভিক্ষা করলেন। আমি যে সম্মানের জন্য কখনও আবেদন করিনি, ওরা আমাকে রয়্যাল সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত করে সেই সম্মানে ভূষিত করলেন। তাঁরা এই প্রস্তাবও ভোট দ্বারা পাশ করালেন যে আমাকে প্রথামত টাকাকড়ি দিতে হবে না। সেই অর্থের পরিমাণ প্রায় পঁচিশ গিনি। তার পর থেকেই তাঁরা তাঁদের কাগজপত্রাদি সব বিনামূল্যে পাঠিয়েছেন। তাঁরা ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দের স্যার গডফ্রে কপ্‌লে স্বর্ণ পদক আমাকে দান করলেন, সেইটি প্রদানকালে সভাপতি লর্ড ম্যাক্‌ল্‌স্‌ফীল্ড আমাকে সম্মানিত করে চমৎকার ভাষণ দান করলেন।

আমাদের নতুন গভর্নর কাপ্তেন ডেনি রয়্যাল সোসাইটির উপরোক্ত মেডাল নাগরিক সমিতির তাঁর জন্য অনুষ্ঠিত এক সম্মাননা সভায় আমাকে দান করলেন। তার সঙ্গে তিনি অতিশয় ভদ্র উক্তি করলেন, আমার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন। তিনি এ কথাও বললেন যে আমার চরিত্র সম্পর্কে তিনি পরিচিত। ডিনার-শেষে তখনকার প্রচলিত রীতি অনুসারে সকলে মদ্যপান করতে লাগলেন। তিনি আমাকে আড়ালে অন্য ঘরে নিয়ে গিয়ে জানালেন যে তাঁর লণ্ডনস্থ বন্ধুবর্গ তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করার চেষ্টা করতে, কারণ আমিই নাকি তাঁকে উপযুক্ত উপদেশ দিতে পারব, এবং শাসনকার্য সহজ করে দিতে সক্ষম ব্যক্তি; তিনিও তাই সব ছেড়ে আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং একটা বোঝাপড়া করতে চান।

আর তিনি তার বিনিময়ে তাঁর হাতে যে ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা অনুযায়ী আমাকে সবরকম সহাযতা করতে প্রস্তুত। তিনি আমার সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন এবং জমিদারের (Propriotor) এই প্রদেশ সম্পর্কে শুভেচ্ছার কথাও জনালেন। সুতরাং এতাবৎ কাল যে বিরোধী দল বিরোধমূলক কাজ করে এসেছেন তা যদি বন্ধ করা যায় তাহলে সকলের পক্ষে, বিশেষত আমার পক্ষেও মঙ্গল। আব সেই কর্ম সুসম্পাদনে আমার মত উপযোগী আর কেউ নেই, আমি এর জন্য যথাযোগ্য স্বীকৃতি এবং ক্ষতিপূরণ লাভ করব, ইত্যাদি ইত্যাদি। পানকারীরা আমাদের প্রত্যাবর্তনে দেরি দেখে আমাদের কাছে এক ডিকান্টার মদিরিয়া পাঠিয়ে দিলেন। গভর্নর তাব উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করলেন, আর যতই পান কবতে লাগলেন ততই তাঁর অনুরোধ ও প্রতিশ্রুতির বহর বাড়তে লাগল। আমি তার উত্তরে জানালাম যে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমার যা অবস্থা তাতে জমিদারিব অনুগ্রহ নিষ্প্রয়োজন; তা ছাড়া অ্যাসেম্বলির সদস্য হওয়ায আমি কোনরূপ অনুগ্রহ গ্রহণ কবতেও অপারগ। তবে, আমার সঙ্গে জমিদাবের কোনও ব্যক্তিগত বিবোধ নেই। যে-কোন সাধারণ কর্ম তিনি প্রস্তাব কববেন তা যদি জনকল্যাণমূলক হয, তাহলে আমার মত আগ্রহ সহকারে আর কেউ তা সমর্থন করবে না। আমার অতীত বিরোধ এই নিয়েই; সেখানে জনগণের স্বার্থক্ষুণ্নকর এবং জমিদারি স্বার্থের অনুকূল কিছু প্রস্তাবিত হয়েছে সেখানেই আমি বিরুদ্ধতা কবেছি। আমি গভর্নরকে বললাম যে আমার সম্পর্কে তিনি যেসব শ্রদ্ধাজ্ঞাপক কথা বললেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার শক্তিতে যা সম্ভব তদ্বাবা আমি তার শাসনকর্ম যতদূর সম্ভব সহজ করে দেব। তবে আশা কবি তিনি নিশ্চয়ই তার পূর্বগামীর মত নানাবিধ বিধি-নিষেধের নির্দেশ নিযে আসেন নি। এই বিষযে তিনি তখন আর কিছু জবাবদিহি করলেন না। কিন্তু পবে যখন অ্যাসেম্বলিতে কর্মসূত্রে এলেন তখন সেই পুরাতন ব্যাধির পুনরাবির্ভাব ঘটল, আমিও আগেকার মত বিরোধী দলে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলাম; কারণ গভর্নর যে সমস্ত নির্দেশ নিয়ে এসেছেন তা প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ-লিপি এবং পরে তার উপর মন্তব্যসমূহ আমিই রচনা করেছিলাম। এইসব তদানীন্তন ভোটের কাগজে এবং পরে আমি যে ঐতিহাসিক আলোচনা প্রকাশ করি তাতে পাওয়া যাবে। তবে, ব্যক্তিগতভাবে, আমাদের মধ্যে কোনও শত্রুতা ছিল না। আমরা প্রায় একত্রে থাকতাম। তিনি পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, অনেক দেখেছেন; আর কথাবার্তায় তিনি অতিশয় মনোরম এবং প্রীতিময়। তিনিই আমাকে সর্বপ্রথম সংবাদ দেন যে আমার বন্ধু জ্যাস্ র‍্যালফ্ তখনও জীবিত। তিনি ইংলণ্ডের অন্যতম রাজনৈতিক লেখক হিসাবে পরিচিত। প্রিন্স ফ্রেডেরিক এবং সম্রাটের বিরোধে তিনি প্রচুর লেখালেখি করেছেন এবং তিনি বৎসরে তিনশত পাউণ্ডের পেনশন পেয়েছেন। কবি হিসাবে তাঁর খ্যাতি অবশ্য কম, পোপ

Dunciad-এ তাঁর কবিতার নিন্দা করেছেন; কিন্তু তাঁর গদ্য রচনা যে-কোনও লেখকের মতই উত্তম।

জমিদাররা এইভাবে দুর্দমনীয় ভাবে তাঁদের ডেপুটির হাত বেঁধে দেওয়ায় এবং জনসাধারণের সুখ সুবিধার বিরোধী কর্মে লিপ্ত হওয়ায় অ্যাসেম্বলি অবশেষে সিদ্ধান্ত করল যে এইজাতীয় কর্ম যে শুধু জনস্বার্থের পরিপন্থী তা নয়, সম্রাটেরও বিরোধী। তাই তাদের বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে এক প্রস্তাব পাঠানোর প্রস্তাব হল। তাঁরা আমাকেই তাঁদের প্রতিনিধি হিসাবে ইংলণ্ডে গিয়ে তাঁদের আবেদন সমর্থন করার জন্য অনুরোধ করলেন। হাউস গভর্নরকে ৬০,০০০ পাউণ্ড সম্রাটের ব্যবহারের জন্য পাশ করতে অনুরোধ করে বিল দিলেন (এর মধ্যে ১০,০০০ পাউণ্ড তখনকার জেনারেল লর্ড লাউডনের নির্দেশানুসারে দেয়) —এই বিল গভর্নর পাশ কবতে একেবারে অস্বীকার করলেন, কারণ সেই ছিল তাঁর নির্দেশ। আমি কাপ্তেন মরিসের কথানুসারে নিউ ইয়র্কে যাত্রা করছিলাম। যাত্রার আযোজন সম্পূর্ণ, মালপত্র পাঠানো হয়েছে এমন সময় লর্ড লাউডন ফিলাডেলফিয়ায় এসে হাজির। তিনি আমাকে বললেন যে বিশেষ করে গভর্নর এবং অ্যাসেম্বলির মধ্যে একটা বোঝাপডা করানোর জন্য তিনি এসেছেন; এইজাতীয় মতবিরোধের ফলে মহানুভব সম্রাটের কর্মে যেন ব্যাঘাত না ঘটে। সুতরাং তিনি গভর্নর এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। উদ্দেশ্য, উভয় পক্ষের কথাই তিনি শুনবেন। আমরা মিলিত হয়ে সর্ববিষয়ে আলোচনা করলাম, আমি তখনকার সাধারণ সরকারি কাগজপত্রে যা পাওয়া যাবে সেইসব যুক্তি দিলাম—তার সবই আমারই লিখিত, এবং অ্যাসেম্বলির কার্য বিবরণীর সঙ্গে মুদ্রিত হয়েছিল। গভর্নর তাঁর যেসব নির্দেশ ছিল তা বললেন, তিনি সেইসব নির্দেশ পালন করার যে প্রতিশ্রুতি (Bond) দিয়েছেন তা বলে বললেন, যদি তিনি অবাধ্যতা করেন তাহলে তাঁর সর্বনাশ হবে। তবে, লর্ড লাউডন যদি তাঁকে সেই উপদেশ দেন তাহলে তিনি সেই বিপদের ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত। লর্ড অবশ্য তা করতে রাজি হলেন না, যদিচ আমার একবার মনে হয়েছিল যে ওঁকে জোর করে অনুরোধ করি তাই করার জন্য। অবশেষে তিনি বললেন যে অ্যাসেম্বলিকে মেনে চলাই ভাল। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন যে আমি যেন সেই উদ্দেশ্যে আমার প্রভাব কাজে লাগাই। বললেন যে সম্রাটের কোন সেনাবাহিনী আমাদের সীমান্তরক্ষার জন্য আর দিতে পারবেন না, আমরা যদি নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা না করি দেশের লোকে শত্রুপ্রপীড়িত হয়েই থাকবে। আমি হাউসকে যা হয়েছিল সব জানালাম, তাদের আমার রচিত একপ্রস্থ প্রস্তাব পেশ করলাম, তাতে আমাদের অধিকার সম্পর্কে ঘোষণা ছিল। আমি বললাম আমাদের অধিকার আমরা বিসর্জন করিনি শুধু স্থগিত রেখেছিলাম; খানিকটা বাধ্য হয়েই তার বিরুদ্ধে আমরা প্রতিবাদও করেছি। তাঁরা অবশেষে বিলটা বর্জন করে জমিদারি

নির্দেশানুসারে তাদের উপযোগী আর একটি বিল পেশ করেন। এই বিল গভর্নর পাশ করলেন। আমি যখন স্বচ্ছন্দে আমার সমুদ্রযাত্রায় বিনা বাধায় যেতে পারি। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার মালপত্র সব জাহাজ বোঝাই হয়ে চলে গেছে, আমার কাছে তা ক্ষতিকর। আমার একমাত্র ক্ষতিপূরণ, লর্ড মহোদয় আমার কর্মের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন, আর বোঝাপড়ার সর্বাঙ্গীন কৃতিত্ব তারই প্রাপ্য হল।

আমার আগেই তিনি নিউ ইয়র্ক চলে গেলেন, প্যাকেট বোট (জাহাজ) পাঠানোর সময় নির্দেশ করার ভার ছিল তাঁর উপর। তখন দুটি জাহাজের যাওয়ার কথা, তার মধ্যে একটা অতি শীঘ্রই যাওয়ার কথা। আমি জানতে চাইলাম তাদের ছাড়ার ঠিক সময় কখন, কারণ আমার দেরির জন্য আমি জাহাজ ফেল করতে চাই না। জবাবে তিনি বললেন: 'আগামী শনিবার জাহাজ ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছি। তবে, তোমাকে গোপনে বলছি, যদি সোমবার সকালে আসো তাহলেও হবে। কিন্তু বেশি দেরি কোরো না।'

ফেরি ঘাটের আকস্মিক বাধায় আমার এসে পৌঁছাতে সোমবার দুপুর হয়ে গেল—আমার ভীষণ আশঙ্কা হল হয়ত জাহাজ ছেড়ে গেছে, কারণ অনুকূল বাতাস বইছিল। কিন্তু সংবাদ পেয়ে আশ্বস্ত হলাম যে জাহাজ তখনও বন্দরে বাঁধা আছে, পরদিনের আগে আর ছাড়বে না।

অনেকের মনে হতে পারে, আমি এইবার য়ুরোপ যাত্রার একেবারে প্রাক্কালে এসে উপনীত। আমিও তাই ভেবেছিলাম; কিন্তু আমি তখনও লর্ড মহোদয়ের চরিত্রের সঙ্গে সম্যক পরিচিত হইনি, সিদ্ধান্তহীনতা তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে প্রধান বৈশিষ্ট্য। আমি কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এপ্রিল মাসের গোড়ায় আমি ন্যু ইয়র্কে এসেছি, এবং আমার মনে হয় জুনের শেষের দিকের আগে সমুদ্রযাত্রা করতে পারিনি। বন্দরে দুটি প্যাকেট বোট ছিল। তারা দীর্ঘকাল বন্দরেই ছিল, জেনারেলের পত্রাদির জন্য তাদের আটকে রাখা হয়েছিল প্রতিদিনই। সেইসব চিঠি আগামী কাল দেওযা হবে এই বন্দোবস্ত ছিল। আরেকটা প্যাকেট এসে হাজির। সেটিও আটক রাখা হল, আর আমরা যাত্রা করার আগে চতুর্থটিও আগতপ্রায়। আমাদেরটির সর্বপ্রথম যাওয়ার কথা, কারণ অনেক দিন ধরে পড়ে আছে। প্যাসেঞ্জার সবকটিতেই স্থির হয়ে আছে, কয়েকজন যাওয়ার জন্য অতিশয় অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছেন। ব্যবসায়িগণ তাঁদের চিঠিপত্রের জন্য ব্যস্ত। তখন যুদ্ধের সময়, তাঁরা ইনশিওরেন্সের যে অর্ডার দিয়েছেন তার জন্যও উদ্বিগ্ন, তা ছাড়া অনেক মালপত্রও আছে। কিন্তু তাঁদের এই উদ্বেগে কিছুই হল না। লর্ড মহোদয়ের চিঠি তখনো রেডি হয় নি। তবু যাঁরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতেন তাঁরা সর্বদাই তাঁকে ডেস্কে কর্মব্যস্ত দেখতেন। কলম হাতে বসে আছেন, অর্থাৎ তাঁকে প্রচুর লিখতে হয়। আমি একদিন সকালে তাঁকে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য

গেলাম। আমি তাঁর আভ্যন্তরীণ প্রকোষ্ঠে ইনিসকে দেখলাম, তিনি দূত হিসাবে ফিলাডেলফিয়া থেকে এসেছেন। গভর্নর ডেনির কাছ থেকে জেনারেলের জন্য একটি পত্র নিয়ে এসেছেন। আমাকে তিনি আমার বন্ধুজনদের লেখা কয়েকখানি পত্র দিলেন। আমি তার ফলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কবে ফিরছেন, কোথায় আছেন; কারণ, আমি তাঁর হাতে দু-চারখানি পত্র দিতে পারি। সে বলল, আগামী কাল সকাল ন-টার সময় গভর্নরের জন্য জেনারেলের জবাব গ্রহণের জন্য সে আসবে, আর তৎক্ষণাৎ চলে যাবে। আমি সেদিনই তাঁর হাতে আমার চিঠিপত্র দিলাম। এক পক্ষ পরে আবার তাঁর সঙ্গে সেই স্থানে দেখা।

'ইনিস্, তাহলে আপনি অতি তাড়াতাড়ি ফিরেছেন দেখছি!'

'ফিরেছি কি, আমি এখনও যাইনি!'

'সে আবার কি?'

'গত দু-সপ্তাহ ধরে আমাকে প্রতিদিন প্রাতে এখানে আসার হুকুম দেওয়া আছে, লর্ড মহোদয়ের চিঠি নিয়ে যেতে হবে। তবে, চিঠি আজো রেডি হয়নি।'

'সম্ভব। উনি একজন বড লেখক। আমি ওঁকে সব সময় লিখতে দেখি।'

'হ্যাঁ।' ইনিস বললেন। 'তবে, উনি সাইনবোর্ডের সেণ্ট জর্জের মত সর্বদাই অশ্বপৃষ্ঠে, কিন্তু কখনও ঘোড়ায় চড়ে বসছেন না।'

দূতের এই মন্তব্যের বেশ ভিত্তি আছে। কারণ, ইংলণ্ডে মিঃ পিট জেনারেলকে পদচ্যুত করে তায় জায়গায় আমহার্স্ট এবং উল্ফ্‌কে পাঠিয়েছিলেন, কারণ—'The ministers never heard from him, and could nto know what he was doing.' (মন্ত্রীরা তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনতে পেতেন না, কি করছেন জানতেও পারতেন না)।

প্রতিদিনকার সমুদ্রযাত্রার প্রত্যাশায় এবং তিনটি প্যাকেট স্যানডি হুকে গিয়ে নৌ-বহরের সঙ্গে মিলিত হবে এই আশায় যাত্রীরা অনেকে জাহাজে উঠে বসলেন, যদি হঠাৎ কোনও হুকুম পেয়ে জাহাজ ছেড়ে দেয় আর তাঁরা পড়ে থাকেন। আমরা, যদি আমার ঠিকমত স্মরণ থাকে, ছয় সপ্তাহ পড়ে ছিলাম। আমাদের সমুদ্রযাত্রাব মালপত্র খরচ করেছি এবং আরও মাল কিনতে বাধ্য হয়েছি। অবশেষে নৌবহর যাত্রা করল। জেনারেল এবং তাঁর সমগ্র সেনাবাহিনী জাহাজে উঠলেন।

সৈন্যদল লুইসবার্গের পথে চলেছে, উদ্দেশ্য, সেখানকার দুর্গ অধিকার করা। সবকটি প্যাকেট বোট সঙ্গে চলেছে, তাদের উপর হুকুম জেনারেলের জাহাজ অনুসরণ করতে, তাঁর চিঠিপত্র তৈরি হলেই নিতে হবে। পাঁচদিন যাওয়ার পর আমরা একটি চিঠি পেলাম এবং চলে যাওয়ার হুকুম পেলাম। তখন আমাদের জাহাজ নৌবহরের সঙ্গ ত্যাগ করল এবং ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করল। আর দুটি প্যাকেট জাহাজ তাঁর সঙ্গেই রইল, তাঁর সঙ্গে হ্যালিফ্যাক্স পর্যন্ত চলল।

সেখানে তিনি কিছুকাল রইলেন, সৈনিকরা সেখানে কৃত্রিম যুদ্ধ করে কুচকাওয়াজ করলেন। তারপর লুইসবার্গ অধিকার করার মত পরিবর্তিত হল, সব সৈন্য নিয়ে তিনি নিউ ইয়র্কে ফিরে এলেন, সেই দুটি প্যাকেট জাহাজ এবং তার যাত্রীরাও ফেরত এল। তাঁর অনুপস্থিতিতে ফ্রান্স এবং অসভ্যরা প্রদেশের সীমান্তে ফোর্ট জর্জ অধিকার করল, দখল করার পর অসভ্যরা দুর্গের অনেককে হত্যা করল। পরে লণ্ডনে আমার সঙ্গে ক্যাপ্তেন বনেলের দেখা হল, তিনি প্যাকেট জাহাজের কম্যাণ্ডার ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, একমাস এইভাবে আটক থাকার পর তিনি লর্ড মহোদয়কে জানালেন যে তাঁর জাহাজ এমন এক অবস্থায় পৌঁছেছে যে তার দ্রুত যাত্রা সম্ভব না হতে পারে—প্যাকেট বোটের পক্ষে তা অতিশয় ভয়ঙ্কর। কিছু সময় চাইলেন তাকে পরিষ্কার করার জন্য। তাঁকে প্রশ্ন করা হল কত সময় লাগতে পারে। তিনি বললেন —'তিন দিন।' তখন জেনারেল জবাবে বললেন, 'যদি এক দিনে পারো তো অনুমতি দিচ্ছি, নতুবা নয়; কারণ পরশুদিন তোমাকে যাত্রা শুরু করতেই হবে।'

সুতরাং তিনি অনুমতি পেলেন না, যদিচ তারপর দিনের পর দিন ধরে আটক থেকে তিন মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে। লণ্ডনে বনেলের যাত্রীদের একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি ন্যু ইয়র্কে এতদিন ধরে আটক থাকার জন্য এবং হ্যালিফ্যাক্স পর্যন্ত যাওয়া আবার ফিরে আসার জন্য এতই উত্তেজিত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে মামলা আনবেন বলে দিব্যি করলেন। তিনি তা করেছিলেন কি না জানা নেই, কিন্তু তিনি তাঁর যেসব ক্ষয় ক্ষতির কথা বলেছিলেন তা প্রচণ্ড। তারপর আমি সবিস্ময়ে ভেবেছি কি করে এমন একটি মানুষকে সৈন্য পরিচালনার মত এত বড় গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে, পরে, —বৃহত্তর জগতের অনেকখানি দেখার ফলে এবং পদাধিকার দানের উদ্দেশ্য এবং পাওয়ার উপায় সম্পর্কে জানতে পেরে সেই বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেছে। জেনারেল শার্লি, ব্র্যাডকের মৃত্যুর পর যাঁর উপর সৈন্য চালনার ভার পড়েছিল, যদি এই কর্মে নিযুক্ত থাকতেন তাহলে আমার বিশ্বাস তিনি হয়ত লাউডনের চেয়ে অনেক ভাল অভিযান করতে পারতেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে লাউডনের অভিযান হয়েছিল অপরিকল্পিত, ব্যয়বহুল এবং আমাদের সমগ্র জাতির পক্ষে ধারণাতীত রকম কলঙ্কজনক। শার্লি যদিও সৈনিক হিসাবে মানুষ হননি তবু তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান এবং উদার চরিত্রের মানুষ, অপরের সদুপদেশ তিনি আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করতেন, ন্যায়সঙ্গত পরিকল্পনা রচনায় তাঁর কৃতিত্ব ছিল। অতি দ্রুত তালে সক্রিয়ভাবে তিনি কাজ করতে পারতেন। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিরাট উপনিবেশ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় তৎপর না হয়ে লাউডন তাদের সম্পূর্ণভাবে শত্রুর মুখে রেখে, হ্যালিফ্যাক্সে তাদের দিয়ে কুচকাওয়াজ করিয়েছেন। এইভাবে ফোর্ট জর্জ হাতছাড়া হয়েছে। আমাদের সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যবস্থা তিনি তছনছ করেছেন, আর ব্যবসা নষ্ট করেছেন খাদ্যদ্রব্যাদি

রপ্তানির উপর সুদীর্ঘকাল ব্যাপী বিধিনিষেধ অর্পণ করে। তাঁর অছিলা ছিল যে শত্রুপক্ষ সরবরাহের সুযোগ গ্রহণ করবে। আসলে কিন্তু কনট্র্যাক্টরদের অনুকূলে দ্রব্যমূল্য নামিয়ে রাখাই উদ্দেশ্য ছিল। সন্দেহ হয়, যে তাদের মুনাফায় তাঁর কিছু অংশ ছিল। যখন শেষ পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেওয়া হল, তার নোটিশ চার্লস-টাউনে অবহেলা করে পাঠানো হল না। ক্যারোলিনা নৌবহর প্রায় তিন মাসের বেশি আটক রাখা হল, তার ফলে তাদের তলদেশ পোকার দ্বারা এমনই নষ্ট হল যে তাদের অধিকাংশই দেশে ফিরে আসার সময় পথে নষ্ট হয়ে গেল। শার্লি, আমার বিশ্বাস, এই গুরুভার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে খুশি হয়েছিলেন নিশ্চয়ই, কারণ সেনা পরিচালনার ভার সামরিক জ্ঞানহীন ব্যক্তির উপর পড়েছিল। সেনাবাহিনীর ভার গ্রহণের পর জেনারেল লাউডনকে সিটি অব্ নিউ ইয়র্কের তরফ থেকে যে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, তাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। শার্লিকে যদিচ ডিঙিয়ে যাওয়া হল, তিনিও উপস্থিত ছিলেন। অনেক অফিসার উপস্থিত ছিলেন, নাগরিকবৃন্দ এবং আগন্তুক; কিছু চেয়ার কাছাকাছি অঞ্চল থেকে ধার করে আনা হয়। একটি ছিল অতিশয় নিচু, শার্লির অদৃষ্টে সেটাই পড়ল। আমি তাঁর পাশে বসে থাকায় তা অনুভব করে বললাম : 'ওঁরা মশাই, আপনাকে বড় ছোট চেয়ার দিয়েছে।'

তিনি উত্তরে বললেন, 'ও কিছু নয় মিঃ ফ্র্যাঙ্কলিন, আমার কাছে এই নিচু পায়াই সবচেয়ে সহজ।'

পূর্বোক্ত কারণে, আমি যখন ন্যু ইয়র্কে আটক ছিলাম, খাদ্যদ্রব্যাদির সর্ববিধ হিসাব পেয়েছিলাম। এইসব আমি ব্র্যাডককে সরবরাহ করেছিলাম। অনেক হিসাবে যাদের আমি সাহায্যকারী নিযুক্ত করেছিলাম সেইসব বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে এর চেয়ে আগে পাওয়া যায়নি। আমি সেগুলি লর্ড লাউডনের হাতে দিলাম, বক্রী টাকাটার তাগিদ প্রকাশ করলাম। তিনি উপযুক্ত অফিসার দ্বারা সেগুলি পরীক্ষা করালেন, প্রতিটি বিষয় যথাযথ ভাউচার-সহ পরীক্ষা করলেন, তারপর হিসাব ঠিক আছে এই সুপারিশ করে বক্রী পাওনা দিতে অনুরোধ করলেন। লর্ড মহোদয় তার জন্য পে-মাস্টার বা কোষাধ্যক্ষকে একটা হুকুম-নামা দেবেন বলে আমাকে জানালেন। কিন্তু দিনের পর দিন তা পিছিয়ে যেতে লাগল; আমি যদিচ নির্দিষ্ট সময়ে এসে হাজিরা দিতাম, সে আর পেলাম না। অবশেষে, ঠিক আমার যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বললেন যে তিনি বিবেচনা করে দেখেছেন যে তাঁর পূর্বগামীর হিসাবের সঙ্গে তাঁর হিসাব-পত্র তিনি মেলাতে চান না। তারপর বললেন—'আপনি ইংলণ্ডে ট্রেজারিতে আপনার হিসাবটা শুধু দাখিল করলেই টাকাটা পেয়ে যাবেন।'

আমি জানালাম ন্যু ইয়র্কে অনিশ্চিতকাল থাকার জন্য আমি খরচের মধ্যে পড়েছি, তা ছাড়া, আমি যে টাকা দাদন দিয়েছি সেই টাকা পাওয়ার জন্য

আমাকে আর অস্থবিধায় ফেলা উচিত হবে না, কারণ আমি আমার কর্মের জন্য কোন কমিশন দাবি করিনি। কিন্তু বৃথাই।

তিনি বললেন—'হ্যাঁ মশাই! আপনি যে লাভবান হননি সে কথা আর আমাদের বোঝানোর চেষ্টা করবেন না। আমরা এসব বেশ ভাল জানি! সেনাবাহিনীর সরবরাহ কর্মে যারা নিযুক্ত, এ কর্ম করার ফলে তারা নিজেদের পকেট ভর্তি করে।'

আমি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আমার ব্যাপারটা আলাদা, আমি এক পয়সাও পকেটস্থ করিনি। কিন্তু তিনি স্পষ্টতই আমাকে বিশ্বাস করলেন না দেখলাম। প্রকৃতপক্ষে আমিও পরে জেনেছি যে এই কর্মে প্রচুর সম্পদ অনেকে লাভ করে থাকেন। আমার বক্রী টাকা আমি আজও পাইনি, সে বিষয়ে পরে বলা যাবে।

প্যাকেট বোটের কাপ্তেন জাহাজ ছাড়ার পূর্বে তার দ্রুতগতি সম্পর্কে আমাকে অনেক কথা বলেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা সমুদ্রে পড়ার পর জাহাজটি অতিশয় মন্দগতি হয়ে দাঁড়াল, তাতে কাপ্তেনও কম দুঃখিত হলেন না। আমরা যখন আর একটি মন্দগতি জাহাজের কাছাকাছি হলাম (সেই জাহাজটি অবশ্য আমাদের থেকে এগিয়ে ছিল) কাপ্তেন সকলকে ডেক-এ এসে প্রতীক চিহ্নের (Ensign Staff) দণ্ডটির কাছে এসে দাঁড়াতে বললেন। প্যাসেঞ্জারদের নিয়ে আমরা প্রায় চল্লিশ জন। আমরা যখন সেখানে দাঁড়ালাম, জাহাজটির গতি বৃদ্ধি হল এবং অবিলম্বে প্রতিবেশী জাহাজটিকে ছাড়িয়ে গেল। আমাদের কাপ্তেন যেমনটি সন্দেহ করেছিলেন তা প্রমাণিত হল, অর্থাৎ মাথার দিকে বেশি বোঝাই হয়েছিল। জলের জালাগুলি সামনের দিকে এগিয়ে রাখা হল। তিনি সেগুলি আরো সরিয়ে রাখার নির্দেশ দিলেন। তার ফলে জাহাজটির চরিত্র পালটে গেল, এবং নৌবহরের শ্রেষ্ঠ জাহাজ প্রমাণিত হল। কাপ্তেন বললেন যে জাহাজটি একদা ১৩ নট হিসাবে চলেছে, অর্থাৎ ঘণ্টায় তের মাইল হিসাবে। আমাদের জাহাজের একজন যাত্রী ছিলেন রয়্যাল নেভির কাপ্তেন কেনেডি, তিনি বললেন এ অসম্ভব, কোন জাহাজ এত দ্রুত যেতে পারে না, লগ লাইনের হিসাবে নিশ্চয়ই কোনও ভুল হয়েছে। দুই কাপ্তেনে তর্ক বাধল, যখন যথেষ্ট বাতাস থাকবে তখন বিচার হবে স্থির হল। এই ব্যবস্থানুসারে, একদিন যখন সুবাতাস বইছে, প্যাকেটের (Lutwidge) কাপ্তেন বললেন যে তাঁর বিশ্বাস যে ১৩ নট হিসাবে জাহাজ চলছে। কেনেডি পরীক্ষা করে দেখলেন এবং স্বীকার করলেন তাঁর বাজিতে তিনি হেরেছেন। উপরোক্ত ঘটনা বিবৃত করছি কেন, তার কারণ পরবর্তী মন্তব্যে জানা যাবে। জাহাজ নির্মাণ-শিল্প সম্পর্কে এক অসম্পূর্ণতা আছে, যে একটা নতুন জাহাজ ভালভাবে চলবে কি চলবে না তা আগে থেকে বলা যায় না; একটা উত্তমরূপে চালু জাহাজের আদর্শে

গঠিত জাহাজও অতিশয় মন্দগতি হতে পারে তা প্রমাণিত হয়েছে। জাহাজের গতি, বোঝাই ইত্যাদি সম্পর্কে বিভিন্ন জাহাজী ব্যক্তির বিভিন্ন মত। প্রত্যেকের একটা নিজস্ব পদ্ধতি আছে। একটি কাপ্তেনের হুকুম অনুসারে বোঝাই ও চালিত জাহাজ ভালভাবে চললেও অপরের নির্দেশে খারাপ ভাবে চলতে পারে। একজন জাহাজের মাস্তুল তৈরি করে, আর একজন তার পাল ঠিক করে। তৃতীয় ব্যক্তি বোঝাই করে এবং জাহাজ চালনা করে। এদের কারো অপরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, তাই সব জিনিস জড়িয়ে একটা উপযুক্ত ধারণা কেউ করতে পারে না, সামগ্রিক উৎকর্ষ তাই হয় না। জাহাজ যখন সমুদ্রে তখন তাকে চালানোর সহজ কর্মটিও বিভিন্ন চালকের বিচারে এবং ঘড়ি অনুসারে বিভিন্ন, অথচ হাওয়া একই প্রকারের। কেউ পালকে তীক্ষ্ণ করে, কেউ চওড়া করে ; এতে বোঝা যায় কোন একটা নির্দিষ্ট নীতি দ্বারা তারা চালিত নয়। তবু আমার মনে হয় যে একটা ধারাবাহিক পরীক্ষা চালানো উচিত। প্রথমত দ্রুতগতির জন্য উপযুক্ত ধরনের মাস্তুল, তারপর, পালের জন্য উপযুক্ত ব্যাস-বিশিষ্ট স্থান স্থির করতে হবে, হাওয়ায় তাদের পরিস্থিতি কি রকম দাঁড়াবে তা চিন্তা করতে হবে। এবং সর্বশেষে মালপত্র বোঝাই-ব্যবস্থা ঠিকমত করতে হবে। এখন হল পরীক্ষার যুগ, এইরকম একটা সেট যদি নির্ভুলভাবে করা যায় তাহলে তার যথেষ্ট ফল পাওয়া যাবে। আমি তাই বিশ্বাস করি যে অচিরে কোন দার্শনিক এই কর্মটিতে হাত দেবেন ; আমি তাঁর সাফল্য কামনা করি।

আমাদের যাত্রা-পথে আমাদের কয়েকবার পিছু নেওয়া হয়, কিন্তু আমরা সবাইকে অতিক্রম করে ত্রিশ দিনে পৌছেছি। আমরা বেশ সুন্দরভাবে সব দেখেছি, আর কাপ্তেন আমাদের বন্দরের (ফ্যালমাউথ) এত কাছে বিচার করে এনেছিলেন যে আমরা রাত্রে যদি ভালভাবে যেতে পারি তো প্রভাতে বন্দরের মুখ থেকে সরে যেতে পারি। এবং রাতে যাওয়ার ফলে শত্রুপক্ষের ব্যক্তিগত জাহাজের নজরও এড়িয়ে যেতে পারি,—তারা সাধারণত চ্যানেলের প্রবেশ-মুখে ঘোরাফেরা করে। সুতরাং আমরা যতটুকু করা সম্ভব সেইভাবে সবকটি পাল তুলে দিলাম, বাতাস সুন্দর এবং তাজা—আমরা সোজা তার সামনে গিয়ে পথ করে নিলাম। কাপ্তেন সব দেখেশুনে পথ ঠিক করে নিলেন, অথাৎ এইভাবে সিসিলীয় দ্বীপপুঞ্জ অনেক দূরে রেখে পার হয়ে গেলাম। তবে, মনে হয়, মাঝে মাঝে সেণ্ট জর্জ চ্যানেলে প্রচণ্ড ভাঁটা পড়ে যা নৌ-চালকদের বিভ্রান্ত করে ; তার ফলেই স্যার ক্লাউডস্‌লে শোভেলের নৌবাহিনীর ক্ষতি হয়েছিল। আমাদেরও যা হয়েছিল তাও হয়ত এই আভ্যন্তরীণ ভাঁটার ফল। আমাদের মাস্তুলের উপর একজন পরিদর্শক বসানো ছিল। তাকে চেঁচিয়ে বলা হত—'ভাল করে আগের দিকে দেখ!' সে চেঁচিয়ে বলত—'ঠিক আছে, ঠিক আছে' ; কিন্তু হয়ত তার তখন

চক্ষু মুদ্রিত এবং সে আধা-ঘুমে মগ্ন, তাই অনেক সময় যান্ত্রিক ভঙ্গীতে জবাব দেয়। সে সামনে কোন আলো দেখতে পায় না, সেই আলো দাঁড়ে যে বসে আছে তার পালের আড়ালে চাপা পড়ে, বাকি অংশ চাপা পড়ে যায়—কিন্তু জাহাজের আকস্মিক গতিতে এই জাহাজ দেখা গেল এবং ভীষণভাবে সতর্কধ্বনি উঠল,—আমরা খুব কাছেই ছিলাম—আলোটা আমার চোখে গরুর গাড়ির চাকার মত বড় মনে হল। তখন মধ্যরাত্রি, কাপ্তেন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। কিন্তু কাপ্তেন কেনেডি ডেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং বিপদের সম্ভাবনা দেখে জাহাজ ঘোরাতে বললেন—সব পাল দাঁড়িয়ে—এই কার্য দাঁড়ের পক্ষে বিপজ্জনক, কিন্তু যাই হোক আমরা নিরাপদ অবস্থায় পৌঁছলাম, জাহাজডুবির হাত থেকে ত্রাণ পেলাম; কারণ যে পাহাড়ের উপর লাইটহাউস, আমরা তার উপরে গিয়ে পড়ছিলাম। এই-ভাবে ত্রাণ পাওয়ার ফলে লাইটহাউসের উপকারিতা আমি ভালভাবে উপলব্ধি করলাম। আমেরিকায় আরো অনেক লাইটহাউস নির্মাণের সঙ্কল্পে উৎসাহিত হলাম,—যদি সে দেশে জীবিত অবস্থায় ফিরি তাহলে তা পালন করব।

প্রভাত হতে, আওয়াজ ইত্যাদির দ্বারা বুঝলাম যে আমরা বন্দরের কাছাকাছি পৌঁছেছি। কিন্তু ঘন কুয়াসায় আমাদের দৃষ্টি থেকে ভূমি অদৃশ্য। নটা নাগাদ কুয়াসাটা কাটতে আরম্ভ হল এবং এমন সহসা উঠে গেল যেন রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উঠল। দেখা গেল ফ্যালমাউথ শহর—বন্দরে বাঁধা জাহাজ এবং তার চারপাশে মাঠ, অতি চমৎকার দৃশ্য, বিশেষত যাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে খালি বিশাল সমুদ্রের জল আর জল দেখেছেন। তা ছাড়া আমরা উদ্বেগমুক্ত হলাম; যুদ্ধের জন্য যে উদ্বেগ, আমরা এখন তার হাত থেকে ত্রাণ পেলাম।

আমি অবিলম্বে আমার পুত্রের (উইলিয়াম ফ্র্যাঙ্কলিন) সঙ্গে লণ্ডনের দিকে চললাম। মাঝে শুধু সালিসবেরি প্লেন-এ স্টোন-হাউস দেখার জন্য এবং লর্ড পেমব্রুকের বাড়ি ও বাগান দেখার জন্য উইলটনে থামলাম। তাঁর বাড়িতে বিচিত্র প্রাচীন কালের জিনিসপত্র দেখলাম।

আমরা ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জুলাই লণ্ডনে পৌঁছলাম।

[এইখানেই বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিনের 'আত্মজীবনী'র তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত হল, বাকি অংশ, চতুর্থ খণ্ড—ফ্র্যাঙ্কলিনের মৃত্যুর কিছু পূর্বে লিখিত।]

আমি মিঃ চার্লস কর্তৃক নির্দিষ্ট আবাস-গৃহে যেই পৌঁছলাম তৎক্ষণাৎ ডাঃ ফদারগিলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তাঁর কাছে আমাকে বিশেষভাবে সুপারিশ করা হয়। তা ছাড়া আমার সর্ব কর্মে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করার উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি অবিলম্বে গভর্মেণ্টের কাছে অভিযোগ করার বিরুদ্ধে মত দিলেন—তিনি মনে করেন যে সর্বপ্রথম জমিদারদের কাছে আবেদন জানাতে হবে, তাঁরা হয়ত কোনও ব্যক্তিগত বন্ধু দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে বিষয়টির আপোস মীমাংসা করতে পারেন। আমি তখন আমার প্রাক্তন বন্ধু

এবং সাবাদদাতা মিঃ পিটার কলিনসনের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি বললেন ভার্জিনিয়ার বিখ্যাত ব্যবসায়ী জন হানবারি অনুরোধ জানিয়ে আমি কবে আসব জানতে চেয়েছেন, কারণ তিনি আমাকে লর্ড গ্র্যানভিলের কাছে নিয়ে যেতে চান, লর্ড গ্র্যানভিল তখন কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, আমার সঙ্গে অতি সত্বর তিনি দেখা করতে চেয়েছেন। আমি পরদিন প্রাতে তাঁর সঙ্গে যেতে রাজি হলাম। মিঃ হানবারি আমাদের বাড়িতে এসে তাঁর গাড়িতে আমাকে তুলে নিয়ে সেই ভদ্রলোকের বাড়ি নিয়ে গেলেন। তিনি আমাকে অতিশয় ভদ্রভাবে অভ্যর্থনা করলেন, আমেরিকার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন ও আলোচনা করে বললেন……'গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আপনারা যাঁরা আমেরিক্যান তাঁদের ভুল ধাবণা আছে। আপনাবা মনে করেন যে সম্রাটের যে নির্দেশ গভর্নরদের দেওয়া হয় তা আইন নয়, এবং মনে করেন ইচ্ছা করলেই তা গ্রহণ বা বর্জন করবার পূর্ণ অধিকার আপনাদের আছে। কিন্তু এই নির্দেশগুলি 'পকেট' নির্দেশ নয, যা সাধারণত বিদেশ যাত্রাকালে মন্ত্রীদের দেওয়া হয়; তুচ্ছ আচার ব্যবহারে তাঁর আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে সেইসব নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকে। এইসব নির্দেশ আইনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিচারকরা প্রণয়ন করেন; তারপর সেগুলি বিবেচিত হয়, আলোচিত হয়, কাউন্সিলে পরিবর্তিত হয়, তারপর সম্রাট তাতে দস্তখত দান করেন। তারপর সেইগুলিই মানে, আপনাদের পক্ষে যতটুকু প্রযোজ্য, (the law of the land ; for the king is the legislator of the Colonies) দেশের আইন ; কারণ, রাজাই উপনিবেশসমূহের ব্যবস্থাপক। আমি বললাম, 'লর্ড মহোদয, এ আমার কাছে এক নূতন মতবাদ। আমি চিরদিন আমাদের সনদ পড়ে এই মনে করেছি যে আইন আমাদের অ্যাসেম্বলিতে রচিত হবে, উপস্থাপিত হবে, তাবপর রাজকীয় সম্মতি গৃহীত হবে। তারপর সেই সম্মতি দান করলে সম্রাট তা আর উঠিযে নিতে পারবেন না। অ্যাসেম্বলি যেমন তাঁর অনুমতি ভিন্ন বাঁধা আইন প্রচলিত করতে পারেন না, তিনিও তেমনই তাঁদের সম্মতি ভিন্ন কোন আইন গঠন করতে পারেন না। তিনি আমাকে বুঝিযে দিলেন যে আমার ভুল হয়েছে। আমার তা মনে হয়নি কিন্তু। তবে, লর্ড মহোদয়ের কথায আমি কিঞ্চিৎ চিন্তিত হয়ে পড়লাম; কারণ রাজসভায আমাদের সম্বন্ধে কি মনোভাব হতে পারে তার আভাস পেলাম। আমার স্মরণ হল যে কুড়ি বৎসর আগে একটি বিলে একটি ধারা সংযুক্ত হযে পার্লামেণ্টে আনা হয বাতে বলা ছিল যে রাজার নির্দেশ কলোনির পক্ষে আইন-সদৃশ; এই ধারা কিন্তু কমন্সে প্রত্যাখ্যাত হয়। সেই আমরা তাঁদের প্রশংসা করেছি, আমাদের এবং স্বাধীনতার মিত্র হিসাবে। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে আমাদের প্রতি ওদের আচরণ পর্যন্ত এমনই ভেবেছি, সেই কালে মনে হল যে তারা সম্রাটকে সেইটুকু ক্ষমতা দান করতে অস্বীকার করেছে, কারণ এই ক্ষমতা তারা নিজেদের হাতে রাখতে চায়।

কয়েকদিন পরে ডাঃ ফদারগিল জমিদার সম্প্রদায়ের সঙ্গে কথা বলায় তাঁরা মিঃ টিপেনের বাড়িতে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে রাজি হলেন। প্রথমেই ঠিক করা হল যে পরস্পরের যুক্তিপূর্ণ কথা আমরা পরস্পরে মেনে নেব—তবে, আমার ধারণা যে উভয় পক্ষেরই যুক্তিপূর্ণ কথাটির একটি নিজস্ব অর্থ ছিল। তখন আমাদের যে কয়েকটি অভিযোগ ছিল তার বিচার বিবেচনা শুরু হল। জমিদারবর্গ যথাসম্ভব তাঁদেব আচরণ সমর্থন করলেন, আমি সমর্থন করলাম অ্যাসেম্বলির আচরণ। এখন আমাদের উভয় পক্ষের মনোভঙ্গীর মধ্যে এত পার্থক্য এবং বিরাট ব্যবধান দেখা গেল যাতে কোন রকমের বোঝাপড়া অসম্ভব মনে হল। যতই হোক, স্থির হল যে আমি আমাদের অভিযোগের একটি লিখিত তালিকা দেব. আর তাঁরা তা বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। আমি অতি সত্বর তাই করলাম—তাঁরা সেইসব কাগজ তাঁদের সলিসিটর ফার্ডিনাণ্ডো জন প্যাবিসের হাতে দিলেন—তিনিই ওঁদের পক্ষে সব রকমের আইনগত কর্ম করতেন এবং তাদের প্রতিবেশী জমিদার মেরিল্যাণ্ডের লর্ড বাল্টিমোরের সঙ্গে বিখ্যাত মামলায় তিনিই সব কাজ করেছেন। এই মামলা সত্তর বছর চলেছিল। তা ছাড়া অ্যাসেম্বলির সঙ্গে যাবতীয় বিরোধের উত্তর-প্রত্যুত্তর তিনিই রচনা করতেন। তিনি অতিশয় দাম্ভিক এবং কোপনস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। এবং যেহেতু আমি অ্যাসেম্বলিতে উত্তর দান কালে তাঁর কোন-কোন কাগজ সম্পর্কে অতিশব তীব্র মন্তব্য করেছি, কারণ যুক্তির দিক থেকে সে সব অতিশয় দুর্বল ছিল এবং তাতে দম্ভভরা উক্তি ছিল, তিনি আমার বিরুদ্ধে তীব্র শত্রু-মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁর সঙ্গে যতবার সাক্ষাৎ হয়েছে তা লক্ষ্য করেছি। তাই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালানোর জন্য জমিদারদের এই প্রস্তাবে রাজি হলাম না; একমাত্র তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলাম। তাঁরা তাঁরই উপদেশে কাগজপত্র অ্যাটর্নি এবং সলিসিটর জেনারেলের হাতে দিলেন তার মতামত ও উপদেশের জন্য। তাঁর কাছে সেই কাগজ আট দিন কম এক বছর পড়ে রইল। এই সময়ের মধ্যে আমি জমিদারদের কাছে বার বার উত্তরের প্রতীক্ষা করেছি। কিন্তু অ্যাটর্নি এবং সলিসিটর জেনারেলের উত্তর না পেয়ে ওঁরা কিছুতেই কিছু করবেন না। তাঁরা যখন তা পেয়েছিলেন, তাতে যে কি ছিল তা জানতে পারিনি; কারণ আমাকে ওঁরা বলেন নি। কিন্তু প্যারিসের সই-করা একটি উত্তর অ্যাসেম্বলিতে পাঠিয়েছিলেন—তাতে তাঁরা বলেছিলেন যে চিঠিতে আনুষ্ঠানিক ভব্যতা প্রদর্শন না করাটা আমার পক্ষে অতিশয় রুঢ় আচরণের পরিচায়ক। তারপর তাঁদের আচরণের একটা তুচ্ছ কৈফিয়ত দিয়ে জানালেন যে অ্যাসেম্বলিতে যদি অন্য কোন ভদ্র ব্যক্তিকে পাঠান তাহলে ওঁরা বিচার করতে প্রস্তুত। এইভাবে জানিয়ে দিলেন, আমি সেইরকম ব্যক্তি নই। আমার চিঠিতে তাঁদের আনুষ্ঠানিক নাম বা পদবি ধরে সম্বোধন না করাটা কি তাঁদের

পেনসিলভেনিয়ার সত্যিকারের মালিক বলে অভিহিত না করাটাকেই বোধহয় তাঁরা রূঢ়তার পরিচায়ক বলে ধরেছিলেন। আমি ভেবেছিলাম এই প্রবাদের হয়ত প্রয়োজন নেই ; কারণ মুখোমুখী কথাবার্তায় যা অস্পষ্ট ছিল, তাকেই লিখিতভাবে সুস্পষ্ট করে দেওয়াই ছিল এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বিলম্বের ফলে অ্যাসেম্বলি জমিদারি সম্পত্তির মালিকদের সম্পত্তির উপর ট্যাক্স ধার্য করে একটি আইন পাশ করানোর জন্য গভর্নর ডেনিকে ভীষণ চাপ দিচ্ছিল —বিরোধের তা চমৎকার পয়েণ্ট। ওঁরা এই বাণীর কোনও জবাব দিলেন না।

এই আইন কানে এসে পৌঁছলে তখন প্যারিসের উপদেশ অনুসারে রাজকীয় সম্মতি যাতে না পাওয়া যায় তার জন্য প্রচেষ্টা হল। সুতরাং ওরা সপার্ষদ রাজার কাছে দরখাস্ত করল। শুনানির জন্য একটা দিন স্থির হল, সেই শুনানিতে ওঁরা দু-জন উকিল দিলেন আইনের বিরুদ্ধে আর আমিও দু-জন উকিল দিলাম আইনের সপক্ষে। ওঁরা বললেন যে জমিদার সম্প্রদায়ের উপর বোঝা চাপানো হচ্ছে নিজেরা হাল্‌কা থাকার জন্য। এই আইন যদি বলবৎ হয় তাহলে জমিদার সম্প্রদায়, জনসাধারণ যাদের ঘৃণা করে, তাঁরা তাদের করুণার ভিখারী হবেন, আনুপাতিক হিসাবে ট্যাক্স ধার্য করার ব্যাপারে, ফলে তারা শেষ পর্যন্ত সর্বস্বান্ত হবেন। আমরা জবাবে বললাম, এই আইনের কোনও রকম অভিপ্রায় নেই। যারা কর স্থির করবেন তাঁরা সৎ এবং বিবেচক ব্যক্তি, তাঁরা শপথ গ্রহণ করে ন্যায়সঙ্গতভাবে কর নির্ধারণের প্রতিশ্রুতি দান করবেন। নিজেদের ট্যাক্স কমাবার যে সুবিধা তাঁরা জমিদারের ট্যাক্স বাড়িয়ে দিয়ে করতে পারেন তা এতই তুচ্ছ যে, তার জন্য তাঁরা মিথ্যা আচরণের দায়ে পড়তে পারেন না। উভয় পক্ষের যুক্তিতর্কে এই হল মোট কথা, এছাড়া আমরা একথাও বলেছি যে এই আইন যদি বাতিল করা হয় তার ফলাফল হবে বিষময়। কেন না, টাকা (১০০,০০০ পাউণ্ড) ছাপা হয়েছে, সম্রাটের ব্যবহারে লেগেছে; তাঁরই প্রয়োজনে সে অর্থ ব্যয়িত হয়েছে। এখন তা জনসাধারণের হাতে। আইন বাতিল হলে তাঁদের হাতে সেই টাকা অচল হয়ে পড়বে। অনেকের সর্বনাশ হবে, ভবিষ্যৎ অর্থ মঞ্জুরিও অসম্ভব হয়ে উঠবে। আর জমিদার শ্রেণী, যে তাদের সম্পত্তির উপর খুব বেশি কর চাপানো হবে বলে একটা অমূলক ভয়ের বশে অত্যন্ত স্বার্থপরতার সঙ্গে এই সর্বনাশা কাণ্ড করছেন, তা আমরা বেশ জোরের সঙ্গে বললাম। এই কথার পর কাউন্সিলের অন্যতম লর্ড ম্যানস্‌ফীল্ড উঠে দাঁড়ালেন এবং আমাকে ডাকলেন। আমাকে তাঁর ক্লার্কের ঘরে নিয়ে গেলেন। বললেন, 'সত্যই কি জমিদার সম্প্রদায়ের কোন ক্ষতি হবে না। এই আইন যদি চালু হয় তাঁরা বিপদে পড়বেন না?' আমি বললাম, 'নিশ্চয়ই নয়।' তিনি বললেন, 'তাহলে এই বিষয়ে আশ্বাস দান সম্পর্কে আপনার কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়।' আমি বললাম, 'কিছুমাত্র নয়।' তখন তিনি প্যারিসকে ডেকে পাঠালেন এবং

কিঞ্চিৎ আলোচনার পর লর্ড মহোদয়ের প্রস্তাব উভয় পক্ষেই গৃহীত হল। ক্লার্ক অব্ দি কাউন্সিল একটি দলিল প্রস্তুত করলেন। আমি সেটি মিঃ চাল্স্-সহ সই করলাম। তিনিও সাধারণ ব্যাপার সম্পর্কে ঐ প্রদেশের একজন এজেণ্ট, তারপর ম্যান্স্ফীল্ড কাউন্সিল চেম্বারে যখন প্রবেশ করলেন, সেইখানে আইন শেষপর্যন্ত চূড়ান্তভাবে গৃহীত হল। কিছু-কিছু পরিবর্তনের আশায় সুপারিশ করা হল, আমরাও বললাম এগুলি পরবর্তী আইনের অপেক্ষায়—অ্যাসেম্বলি তার প্রয়োজন স্বীকার করার আগেই কাউন্সিলের আদেশ এসে পৌছানোর আগেই সরকার কর্তৃক ট্যাক্স ধার্য হয়েছিল—ওঁরা অ্যাসেসরদের দেখার জন্য একটি কমিটি বসিয়েছিলেন এবং এই কমিটি জমিদারদের কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুদের বসিয়েছিলেন। পূর্ণ অনুসন্ধানের পর ওরা সকলে একমত হয়ে এক-এক জন রিপোর্ট সই করলেন ; তাতে বলা হল যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবে ট্যাক্স বসানো হয়েছে। আমার এই প্রথম অংশের কর্মটি প্রদেশের পক্ষে ভাল, অবশ্য-প্রয়োজনীয় (Essential) কর্ম হিসাবে গৃহীত হল। এতদ্বারা আমাদের সারা দেশে প্রচলিত কাগজের মুদ্রার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হল,আমি স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হল। জমিদারবৃন্দ গভর্নর ডেনির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে রইলেন, এই আইন পাশ করার জন্য তারা তাঁর উপর অতিশয় রূঢ় হয়ে তাঁকে বিতাড়িত করলেন, এমনকি তাঁকে শাসানো পর্যন্ত হল যে বিশ্বাস-ভঙ্গের দায়ে তাঁর নামে মামলা আনা হবে যে তিনি নির্দেশানুসারে কাজ করেননি ; তিনি কিন্তু সেইরকম অঙ্গীকারপত্র (Bond) সই করে কাজে হাত দিয়েছিলেন। তিনি অবশ্য জেনারেলের নিদেশানুযায়ী মহামান্য সম্রাটের সেবার কাজ করছিলেন, এবং রাজসভায় তাঁর যথেষ্ট প্রভাব থাকায়, এই ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপারটি তিনি উপেক্ষা করেছেন, তা কোনদিন আর কার্যকরী করা হয় নি।